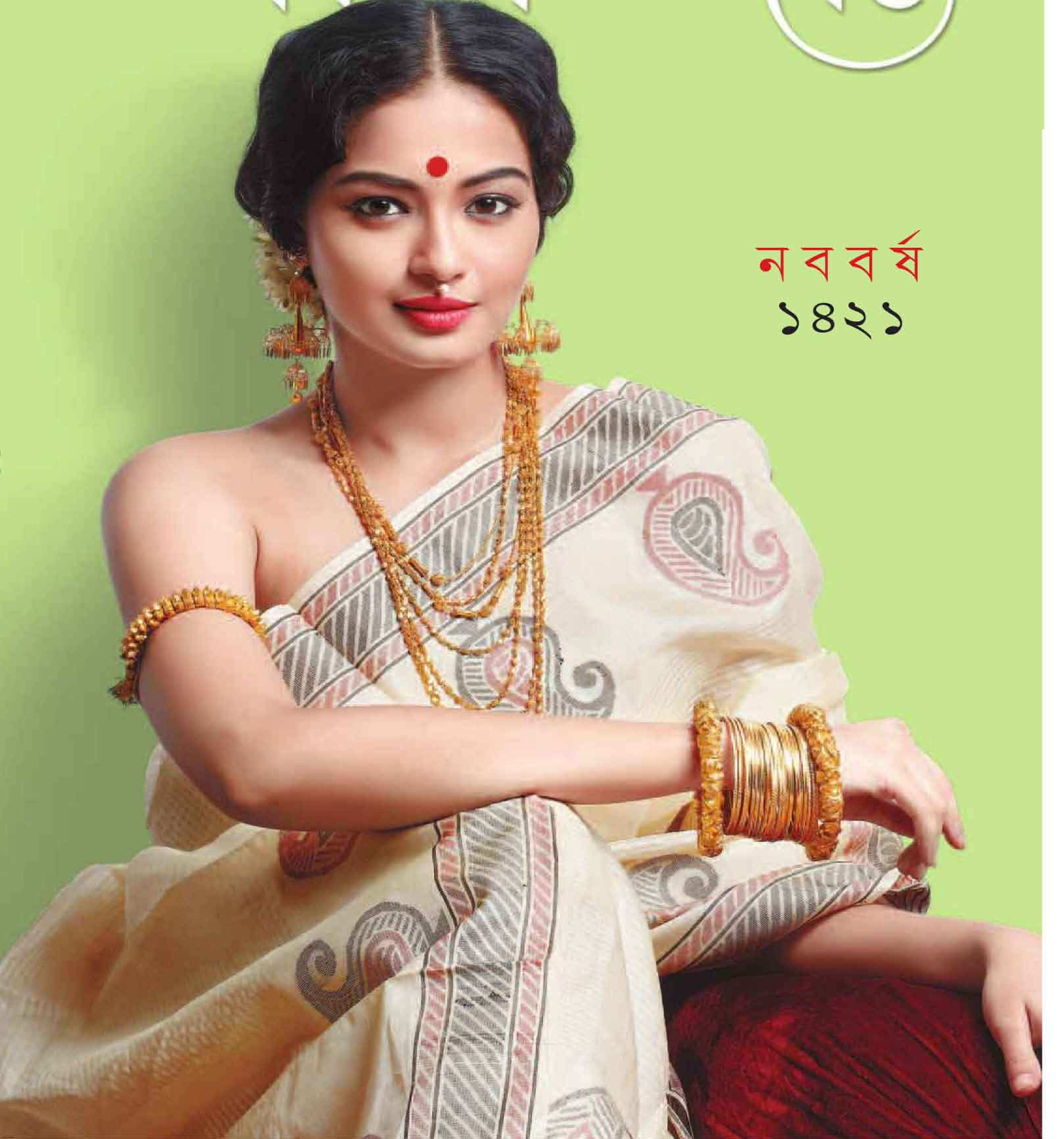
সানন্দা

নববর্ষ
১৪২১





দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণ ভরে চুল নিয়ে খেলা করুন।
কারণ চুলের ড্যামেজের হাত থেকে দেখভাল করবে ডাভ।



কালার বা কার্ল, স্ট্রেটেন বা ক্রিম্প, আপনি নিজের চুল নিয়ে কত কিছুই না করতে পারেন। কিন্তু ড্যামেজের ভয় আপনাকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু এখন ড্যামেজের ভয় আপনাকে আর থামাতে পারবে না। ট্রাই করুন ডাভ ইনটেন্স রিপেয়ার, কেরাটিন অ্যাক্টিভ্স যুক্ত যা চুলে গভীর পুষ্টি দেয় আর চুল সারিয়ে তোলে। এজন্যে, ড্যামেজ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চিন্তা ভুলে গিয়ে নিজের সুন্দর চুল নিয়ে খেলতে থাকুন।

ডাভ ইনটেন্স রিপেয়ার-এর নিয়মিত ব্যবহারের ভিত্তিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল জনসন্স বেবি শ্যাম্পু
যাতে আছে নো মোর টিয়ার্স ফর্মুলা।
এটি কোমল ভাবে পরিষ্কার করে আর ওর চোখ জ্বালাও করে না।

জনসন্স বেবি শ্যাম্পু 4 পর্যায়ের কঠিন পরীক্ষা-পদ্ধতি এবং আরআইপিটি, ফটোঅ্যালার্জি, ফটোটক্সিসিটি আর হিউম্যান অকিউলার পরীক্ষার মতো সমীক্ষার সম্মুখীন হয়। সেজন্যে, জনসন্স বেবি শ্যাম্পু আপনার শিশুর চোখের পক্ষে বিশুদ্ধ জলের মতোই কোমল।

no more tears®

পরিষ্কার জ্বলন ছাড়াই।

কোমল ও 100% সাবান-মুক্ত।

জনসন্স বেবি শ্যাম্পু-তে কোনও কড়া রাসায়নিক নেই, যা সাধারণত সাবানে থাকে। নিজের অসাধারণ ফর্মুলার সুবাদে এটি শিশুর চুল কোমল ভাবে পরিষ্কার করে আর স্ক্যাল্পকে বেশি মাত্রায় শুষ্ক করে না বা সহজাত সুরক্ষামূলক স্তরের কোনও ক্ষতি করে না।

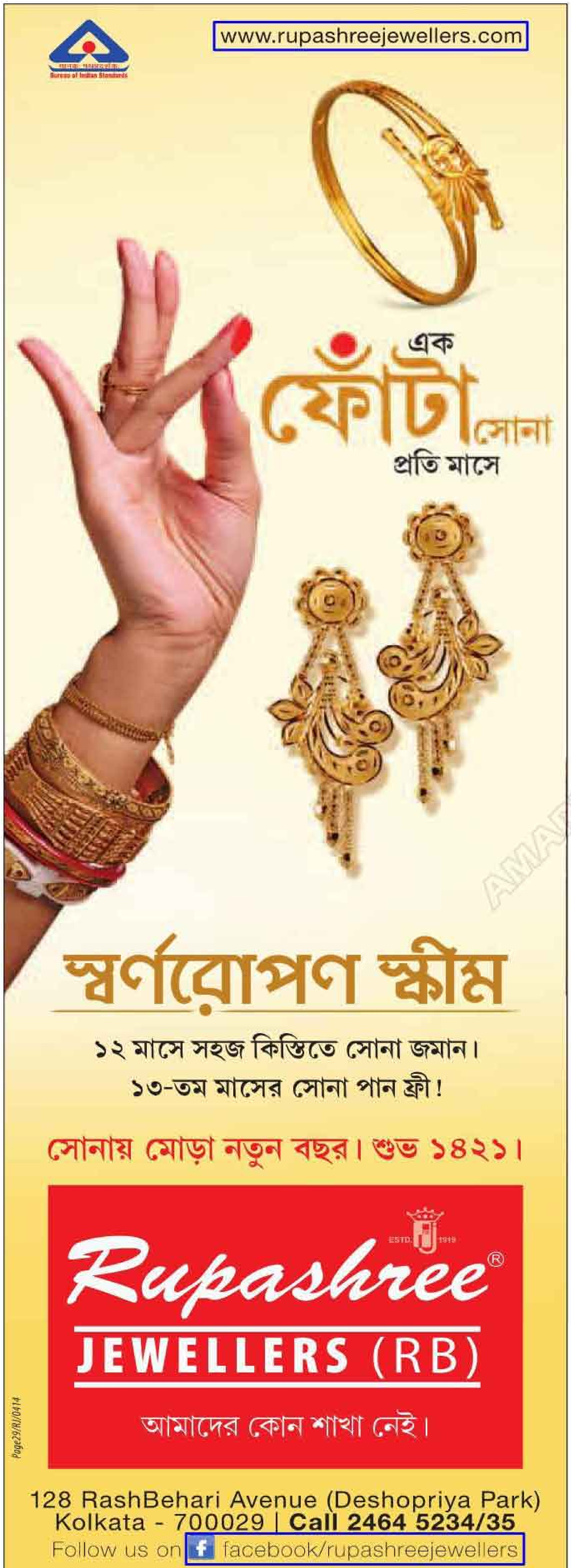
CLINICALLY Mildness PROVEN®

মা অনুমোদিত খুশি।

জনসন্স বেবি শ্যাম্পু কোমল হিসেবে ক্লিনিকালি প্রমাণিত এবং বিশ্ব জুড়ে ত্বক-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে লক্ষ লক্ষ মায়েরা নিজেদের শিশুদের জন্য জনসন্স বেবি শ্যাম্পুকেই পছন্দ করেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সূ চি প ত্র

সানন্দা

নববর্ষ ১৪২১



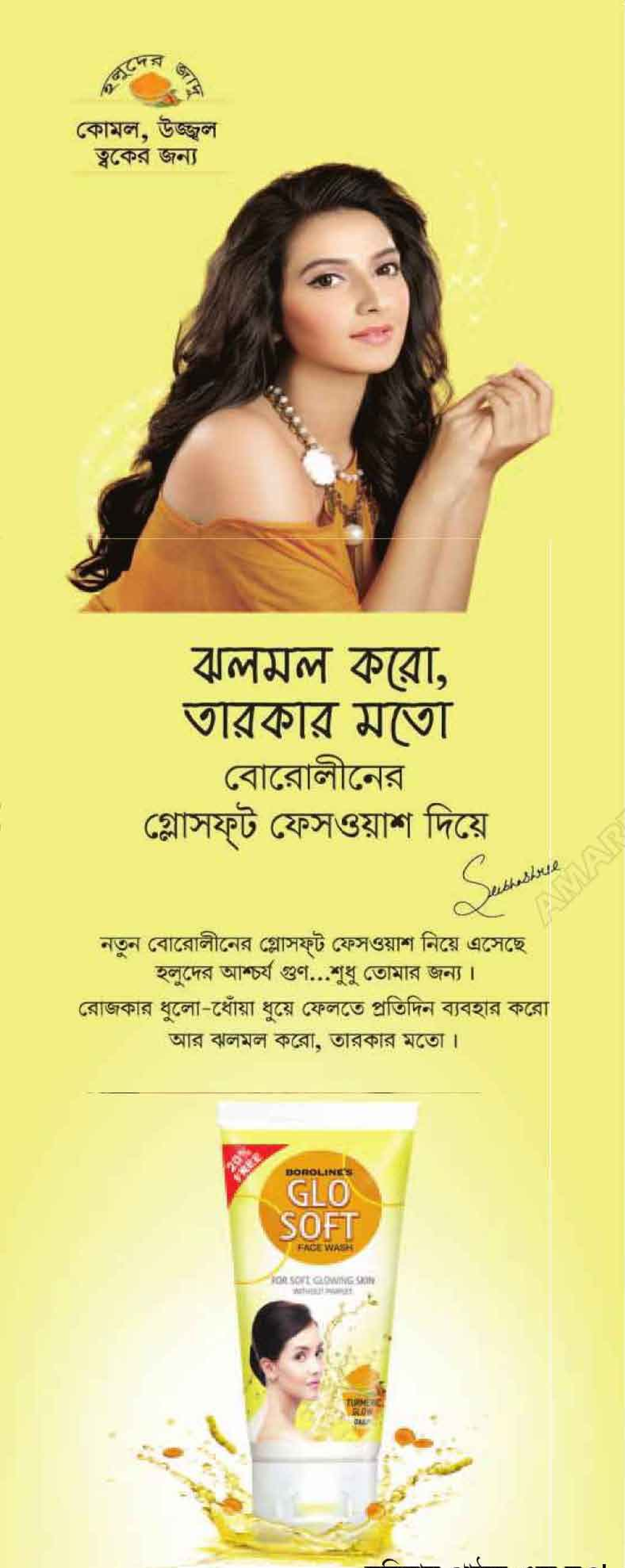




দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সূচিপত্র

সানন্দা

নববর্ষ ১৪২১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সূ চি প ত্র

সানন্দা

নববর্ষ ১৪২১





প্রচ্ছদমডেল: শায়না
মেক-আপ: নবীন দাস
শাড়ি: আনন্দ
গয়না: এ সরকার
ছবি: স্বরূপ দত্ত

এই সংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে গ্লো সফ্ট ফেস ওয়াশ স্যাশে।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও লাইমলাইটের বক্তব্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

সম্পাদক মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

মূল্য: ৭০ টাকা

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা-৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

15 April 2014. Nababarsha 2014.

বিমান মাশুল: ২০ টাকা (যেখানে প্রযোজ্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

radikal™

‘খাব কি খাব না?’--এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা প্রায় সবাই হয়ে থাকি। এমনকী ভাত খাওয়ার সময়ও এ ধরনের দ্বিধা মনের মধ্যে তাড়া করে বেড়ায়। সারা জীবন যদি এত ভেবেচিন্তে খেতে হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকাই তো মুশকিল। ভাবুন তো, মানুষ যখন প্রথম চালের সন্ধান পেয়েছিল, তাঁরা এর গুণাগুণ সম্পর্কে সম্পর্কে মোটেও এত কিছু জানত না! কিন্তু ধীরে ধীরে সে জানতে পারল চালের মধ্যে লুকিয়ে আছে নানারকম পুষ্টিকর উপাদান, জানতে

EXPERIENCE THE *Goodness* WITHOUT A GRAIN OF DOUBT.



পারল ছোট্ট এই খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। আর এখন তো নানারকমের চালের মধ্যে বাসমতি চাল ঘরে ঘরে জনপ্রিয়। প্রতিটি গৃহিণীর হেঁশেলে বাসমতি চাল অবশ্যই থাকা চাই। ঐশ্বরিক সুগন্ধ, অসাধারণ স্বাদ--সবমিলিয়ে বাসমতি চালের কোনও বিকল্প নেই। আর এর স্বাস্থ্যগুণের সৌজন্যে ফিটনেস সচেতন মানুষেরও প্রথম পছন্দ এটি।

- বাসমতি চালে রয়েছে কার্বোহাইড্রেটের পুষ্টি।
- নিয়াসিন ও থিয়ামিনের মতো ভিটামিনেও ভরপুর বাসমতি চাল।
- প্রতিদিনের ডায়েটে প্রয়োজনীয় ফাইবারের যোগান দেয় এটি।
- ফ্যাটের পরিমাণও কম।
- আয়রনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস এটি।



উচ্চ ক্যালরিসম্পন্ন

২০০ গ্রাম রান্না করা বাসমতি চালে থাকে ২০০-এর বেশি ক্যালরি। তাই ইনস্ট্যান্ট এনার্জির জন্য খুবই ভালো এটি।

কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন

প্রিমিয়াম বাসমতি চাল-সহ আরও নানাধরনের বাসমতি চালে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন। ১০০ গ্রাম বাসমতি চালে আছে ৭০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আর ৬ গ্রাম প্রোটিন।

ফ্যাট আর গ্লুটেনের পরিমাণ কম

২০০ গ্রাম বাসমতি চালের ভাতে থাকে মাত্র এক গ্রাম ফ্যাট। এছাড়া বিভিন্ন প্রিমিয়াম বাসমতি চাল গ্লুটেন-ফ্রি।

ভিটামিনে ভরপুর

নিয়াসিন আর থিয়ামিনের মতো ভিটামিনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বাসমতি চাল। হার্ট ভালো রাখতে, নার্ভের সমস্যার নিরাময়ে ও হজম শক্তি বাড়াতে ওই ভিটামিনগুলোর কোনও বিকল্প নেই। আর যদি একটিমাত্র প্যাকেটে পুষ্টির এতগুলো উপকরণ পাওয়া যায়, তাহলে বলতে বাধ্য হবেন যে বাসমতি চালের কোনও বিকল্প নেই। আর এর পরেরবার যখন আপনি বাসমতি চাল কেনার কথা ভাববেন, তখন অবশ্যই প্রিমিয়াম র‍্যাডিকাল বাসমতি চালই কিনবেন।

Radikal - Rice for the Wise

কোলেস্টেরল মুক্ত ভালো কার্বোহাইড্রেটযুক্ত গ্লুটেনমুক্ত

র‍্যাডিকাল হেলদি ইটিং টিপস

- কমপ্লেক্স কার্বোহাহড্রেট আর আয়রনের মতো পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর এই চাল।
- এতে কোনও প্রিজ়ারভেটিভ থাকে না। আর চালে থাকা রেসিস্ট্যান্ট স্টার্চ হেলদি ব্যাকটেরিয়া উৎপাদন করে ও হজমশক্তি ঠিক রাখে।

These are general facts accumulated from various sources. For specific facts and health related queries, please consult your physician. Product neither is intended to provide health advice nor is intended to treat or diagnose any medical or nutritional illness. If you are unsure about anything you have read please see your health care professional. For more information please see "Disclaimer" at http://www.radikalway.com

RADIKAL FOODS LTD. CORPORATE ADDRESS: RADIKAL HOUSE, 28, COMMUNITY CENTRE, SAKET, NEW DELHI 110017, INDIA
TEL: 011-26566001/02/03, FAX: 011-26566004
Follow us on www.radikalway.com

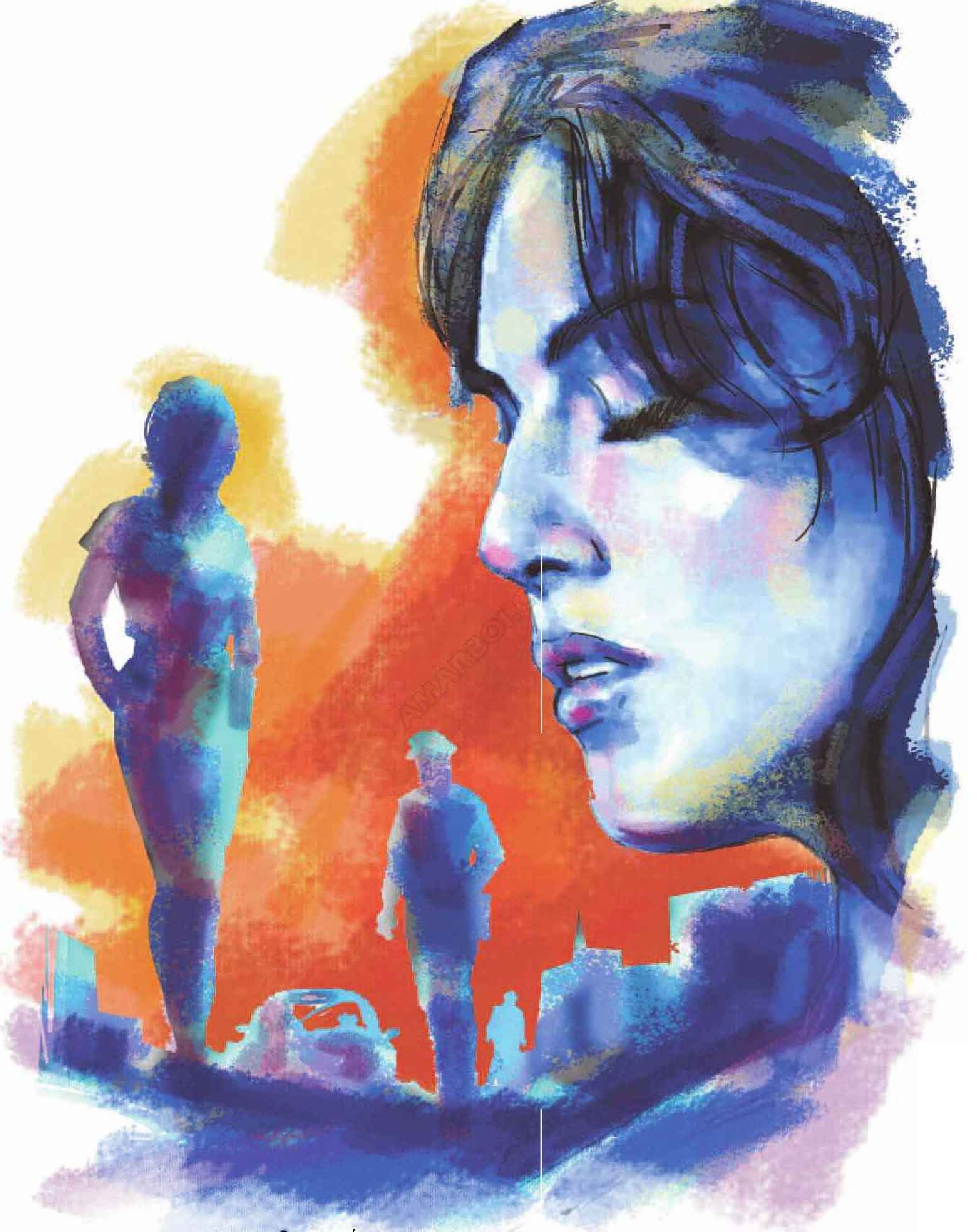
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নপুংসক!

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে পুলিশের ভ্যানটা দাঁড়িয়েছিল রাত একটা থেকে। ড্রাইভারের পাশে বসে ঝিমুনি আসছিল সলিলের। চার বছরের পুলিশের চাকরিতে তার সবচেয়ে খারাপ লাগে এই নাইট ডিউটির সময়টায়। এই সময় ছোটখাটো আইনভাঙার অপরাধীদের পাওয়া যায় না। খুব বড় ধরনের অপরাধ যারা করে তাদের গতিবিধি সাধারণত বড়কর্তাদের নেটওয়ার্কে থাকে। হ্যাঁ, কিছু মাতাল ড্রাইভার ভয়ঙ্কর জোরে গাড়ি চালালে তাদের ধরতে হয়। ওইটুকুই যা একঘেঁয়েমি দূর করে। আজ সেরকমভাবে কেউ গাড়ি চালায়নি। ঝিমুনি আসা স্বাভাবিক। হঠাৎ ড্রাইভার বলল, "বড়বাবু এসেছেন।" সলিল চোখ মেলল, তাদের ভ্যানের সামনে পুলিশের জিপ এসে দাঁড়িয়েছে। জিপ থেকে নেমে কুণ্ডুসাহেব এদিকে এগিয়ে আসছেন দেখে সে তড়িঘড়ি নামল। কুণ্ডুসাহেব তার ইমিডিয়েট বস।

কাছে এসে কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সলিল, ঘুমাচ্ছিলে নাকি?"

"না স্যার। তবে—," সলিল বলতে গিয়ে থেমে গেল।

"একটু অ্যালার্ট থেকো হে।"

"হ্যাঁ স্যার।"

সামনের চৌরঙ্গি দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ির হেডলাইট যাওয়া আসা করছে। এমন দেখলে কেউ দিনের, বিশেষ করে বিকেলের এই রাস্তার চেহারা কল্পনাও করতে পারবে না।

কুণ্ডুসাহেব বললেন, "চলি, সামনের ময়দানের ওপর নজর রেখো।"

"একটা পাক দিয়ে এসেছি স্যার। ময়দানে এখন কেউ নেই।"

"কেউ নেই?"

"রাত তো অনেক হয়েছে। যারা খদ্দের পাইনি তারাও ফিরে গেছে।"

সলিলের বলার মধ্যেই একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তার একপাশে থেমে গেল। ফুটপাত থেকে কয়েক হাত দূরে থামার জন্যে ওদের দু'জনের নজরে পড়ল গাড়িটা। তারপর একটু ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ফুটপাতের গায়ে এসে থামল।

কুণ্ডুসাহেব বললেন, "গাড়িটা ওখানে পার্ক করল কেন? ওপাশে তো সবই অফিসের গাড়ি।"

সলিল বলল, "বোধহয় ড্রাইভার নতুন, একবারে গাড়ি পার্ক করতে পারেনি।"

AMARBOI.COM

"লাইসেন্স নাও থাকতে পারে। হাত পাকাতে চালাচ্ছে। যাও, তুমি দেখো। আমি চললাম।"

কুণ্ডুসাহেব তাঁর জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন। সলিল জোরে পা ফেলে সাদা অ্যাম্বাসাডারের পাশে গিয়ে উঁকি মারল। মেরেই সোজা হয়ে চিৎকার করল, "স্যার।"

জিপে উঠে পড়েছিলেন কুণ্ডুসাহেব। চিৎকার শুনে নেমে কাছে এলেন।

সলিল বলল, "দেখুন স্যার। অন্যরকম কেস।"

কুণ্ডুসাহেব ওপাশের জানলা দিয়ে উঁকি মারলেন। ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন একজন মহিলা। মাথা স্টিয়ারিং-এর ওপর রাখা। সলিলের চিৎকার তার কানে ঢোকেনি, পিছনের সিটে কেউ নেই। কুণ্ডুসাহেব ওপাশের দরজায় শব্দ করলেন কিন্তু মহিলার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

সলিল নার্ভাস, জিজ্ঞাসা করল, "হার্ট ফেল করেনি তো?"

"ঈশ্বর জানেন।"

"স্যার, ওপাশের দরজা খুলে পরীক্ষা করব?"

"ওটা তুমি পারো না। কোনও মহিলাকে মধ্যরাতে পরীক্ষা করলে তুমি বিপদে পড়বে হে।"

কুণ্ডুসাহেব ঘুরে মহিলার পাশের দরজায় চলে এলেন। জানলা বন্ধ কারণ ভিতরে এসি চলছে। বেশ জোরে শব্দ করলেন তিনি। তারপর কাচের ওপর আঘাত করলে মহিলা নড়েচড়ে শেষপর্যন্ত উঠে বসলেন। কাচের ওপাশে থাকা কুণ্ডুসাহেবকে আবছা দেখলেন। দেখে কিছুই বুঝতে না পেরে আবার স্টিয়ারিং-এ মাথা রাখতে যাচ্ছিলেন। কুণ্ডুসাহেব তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজায় জোরে থাপ্পড় মারলেন।

এবার মহিলা সোজা হয়ে বসলেন। বোতাম টিপে জানলার কাচ নামালেন। কুণ্ডুসাহেবের পোশাক দেখে কপালে ভাঁজ

সমরেশ মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে খেঁকিয়ে উঠলেন, “কি ভেবেছেন? পুলিশ বলে যে কোনও নাগরিকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার পেয়ে গেছেন?”

কুণ্ডুসাহেব সোজা হলেন, “ম্যাডাম। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে গলানোর মতো লম্বা নাক আমার নেই। থাকলেও সেটা ব্যবহার করতাম না। এই মধ্যরাতে আপনি নো পার্কিং এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘুমাচ্ছেন। আপনি কি অসুস্থ?”

“নো। নট অ্যাট অল।” দু’দিকে দু’বার মাথা দোলালেন মহিলা।

“কিন্তু আপনার কথা জড়ানো, আপনি ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালাচ্ছেন।”

“হ্যাঁ। আমি ড্রিঙ্ক করেছি। ওয়েল,



মহিলা হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিলেন গাড়ির ভিতর থেকে। চেন খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে বললেন, “নাঃ, আর নেই।”

AMARBOI.COM

পশ্চিমবঙ্গে ড্রিঙ্ক করা অপরাধ নয়। তাহলে এত মদের দোকান শহরে থাকত না। পার্ক স্ট্রিটে বারের লাইসেন্স দেওয়া হত না। ও কে?”

“ম্যাডাম, ড্রিঙ্ক করা অপরাধ নয়, কিন্তু করে গাড়ি চালানো অপরাধ।”

“মাই গড!” মহিলা দরজা খুলে বাইরে পা দিতেই একটু টলে উঠেই সামলে নিলেন। তারপর হাসলেন, “অফিসার, আপনি শেক্সপিয়র পড়েছেন?”

কুণ্ডুসাহেব জবাব দিলেন না।

“শেক্সপিয়রের নাটকের একটি চরিত্র একজনের শরীরের মাংস কাটার অধিকার পেয়েছিল। তখন তাকে বলা হয়েছিল সে মাংস কাটতেই পারে কিন্তু কাটার সময় যেন এক ফোঁটা রক্ত না পড়ে। কেউ বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক করলে সে অপরাধ করবে না। কিন্তু তারপর গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে ফিরতে চাইলেই অপরাধ করবে। তাকে রাস্তায় গাড়ি রেখে ট্যাক্সিতে ফিরতে হবে?”

“গাড়িতে ড্রাইভার রাখলে সমস্যা হবে না।”

“আমি মানি না। আই ডোন্ট কেয়ার। বেশ, কত ফাইন দিতে হবে বলুন।”

“আপনাকে আমার সঙ্গে লালবাজারে যেতে হবে।”

“কেন? এই কারণে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করছেন?”

“না ম্যাডাম। আপনাকে আইনত আমি অ্যারেস্ট করতে পারি না। আপনাকে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে একটা টেস্ট করে জানতে পারব কতটা অ্যালকোহল এখনও শরীরে আছে। আপনি কে, কোথায় থাকেন, কি করেন, এত রাতে কেন একা নেশা করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন এই তথ্যগুলো এখন জানা দরকার।” কুণ্ডুসাহেব গম্ভীর গলায় বললেন।

“আমি খুব ডিস্টার্বড। তাই নির্জনে এসে সময় কাটাতে চাইছিলাম।”

“বেশ তো। ওখানে গিয়ে যা বলার বলবেন।”

“নো। আমি যাব না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। অ্যাকসিডেন্ট করিনি। আমি চুপচাপ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম। প্লিজ়, আমাকে ছেড়ে দিন।”

“ম্যাডাম, এসব বলে আপনি নিজেকে আরও রহস্যময় করে তুলছেন।”

“তাই? জানি না। যার জীবনের প্রতিটি দিন রহস্যে মোড়া সে তার থেকে বেরিয়ে আসবে কি করে? আমি লালবাজারে যাব না। গেলে কালকের কাগজে খবরটা যে বের হবে না তার গ্যারান্টি দিতে পারবেন? ওয়েল—।” মহিলা হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিলেন গাড়ির ভিতর থেকে। চেন খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে হতাশ গলায় বললেন, “নাঃ, আর নেই।” চোখ বন্ধ করে মাথা দোলালেন, “ওয়েল অফিসার, আপনি যদি আমার ফ্ল্যাটে যান তাহলে আমি দশ হাজার পর্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু নো লালবাজার।”

কুণ্ডুসাহেব হেসে ফেললেন, “আপনি দেখছি খুব বুদ্ধিমতী। সরি, আমি আপনার ফ্ল্যাটে যেতে পারি না।”

“তাহলে আমাকে বিশ্বাস করে কাল একটা সময় দিন, আমি নিজে এসে টাকাটা দিয়ে যাব।”

“আপনি আমাকে টাকা দেবেন কেন?” কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

“কৃতজ্ঞতার দাম। আমি ফোকাসড হতে চাই না। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, তাই।”

ওপাশের দরজায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ সংলাপগুলো শুনছিল সলিল। এত সুন্দরী মহিলাকে কে কখনও সিনেমার বাইরে দেখেনি। পরনে জিনস আর টপ। চুলগুলোয় পরিচর্চার ছাপ স্পষ্ট। সে থাকতে না পেরে বলল, “স্যার, আপনি যদি বলেন তাহলে আমি ওঁকে ওঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।”

ঘাড় ঘুরিয়ে সলিলকে দেখলেন মহিলা, “গুড। প্রবলেম সলভ হয়ে গেল। তখনই ওর হাতে টাকাটা দিয়ে দেব। আপনার নাম কি?”

“সলিল রায়।”

“বাঃ। সলিল চৌধুরী ছাড়া ওই নামের কাউকে চিনতাম না। ঠিক আছে, আসুন মিস্টার রায়। পাশে বসুন। দেখবেন ড্রিঙ্ক করেও আমি ঠিকঠাক গাড়ি চালাতে পারব।” মহিলা আবার গাড়ির ভিতরে ঢুকে ড্রাইভিং সিটে বসলেন।

“আপনার ফ্ল্যাট কোথায়?” কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

“থিয়েটার রোডে।”

“বেশ। সাবধানে গাড়ি চালিয়ে যান।”

“মিস্টার রায়—?”

“আপনি একাই বাড়ি ফিরে যান।”

“তাহলে আপনি কাল কখন সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.am

দিচ্ছেন?"
"আমার মোবাইলের নাম্বার লিখে নিন। যদি কালও ইচ্ছেটা থেকে থাকে তাহলে ফোন করবেন।" নিজের মোবাইলের নাম্বার বললেন কুণ্ডুসাহেব। ব্যাগ খুলে দ্রুত লিখে নিয়ে গাড়ি চালু করলেন মহিলা। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।
সলিলের খুব রাগ হচ্ছিল। দশ দশ হাজার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। হঠাৎ ভগবান সদয় হলেন কিন্তু কুণ্ডুসাহেব উদারতা দেখালেন। সে মনের কথা চেপে রাখতে পারল না, "স্যার, এই ভদ্রমহিলার দেখা কখনই পাওয়া যাবে না। আমি পৌঁছে দিলে কাজটা হয়ে যেত।"
কুণ্ডুসাহেব তাঁর জুনিয়রের দিকে তাকালেন, "এই ভদ্রমহিলা কি করেন বলে তোমার মনে হয়?"
সলিল কাঁধ ঝাঁকাল, "কি করে বুঝব। তবে বেশ বড়লোক বাবা বা স্বামী আছে। দু'হাতে টাকা ওড়ান। এত রাতে ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালালেও বাড়ির কেউ শাসন করেন না।"
"ভাল করে দেখেছো ওঁকে?"
"হ্যাঁ স্যার। খুব সুন্দরী।"
"তুমি ওকে পৌঁছে দিতে গিয়ে ফাঁদে পড়লে কি করতে? তরুণ পুলিশ অফিসার মাঝরাতে একা মহিলাকে ট্র্যাপে ফেলে ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার। কাগজে এমন খবর বের হলে চাকরি থাকত? মনে রেখো, পুলিশে চাকরি করার পর আর কোনও চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা তৈরি হয় যখন কেউ অবসর নেয়।" কুণ্ডুসাহেব ইশারা করলেন তাঁর ড্রাইভারকে জিপ এগিয়ে আনতে। সলিল বলল, "স্যার, আমি একশোভাগ নিশ্চিত ওই মহিলা কাল আপনাকে ফোন করবে না। আর একটা কথা, আপনি ওকে ওর নাম জিজ্ঞাসা করলেন না, ঠিকানাও জানতে চাইলেন না।"
"একটা বানানো নাম, ভুল ঠিকানা বললে কি জিজ্ঞাসা করতাম আইডেন্টিটি কার্ড দেখান?"
"হ্যাঁ স্যার। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাইলেই সব জানা যেত।"
কুণ্ডুসাহেব আর কথা না বাড়িয়ে জিপে উঠে বসলেন। জিপ চলে গেলে সলিলের মনে হল রাস্তাটা আজ আরও নির্জন হয়ে গেছে। গাড়ির সংখ্যা কমে গেছে। সে ধীরে ধীরে তার ভ্যানের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

বিকেল চারটে। অফিসে কাজ করছিলেন কুণ্ডুসাহেব। আজ তাঁর পাঁচটায় ছুটি। ভাবছিলেন বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে একটা সিনেমায় যাবেন। ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে যাবেন স্বামীর এই উদ্যোগে। কিন্তু এই সময় ফোন এল, নাম্বার যাচাই করে মহিলাকণ্ঠ বলল, "অফিসার, আমি আপনার নাম জানি না, আপনিও আমার নাম জিজ্ঞাসা করেননি। আমি কৃষ্ণা, কাল আপনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন।"
কুণ্ডুসাহেব অবাক হলেন, বললেন, "হ্যাঁ। বলুন।"
"আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। কখন সময় দেবেন বলুন।"
কাটিয়ে দেব ভেবেও মত পাল্টালেন কুণ্ডুসাহেব। এই মহিলার ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল হঠাৎ বেড়ে গেল। সলিলের কথাকে মিথ্যে করে ইনি তাঁকে ফোন করেছেন। বললেন, "আপনি এখন কোথায়?"
"থিয়েটার রোডে।"
"ও। আপনি সোওয়া পাঁচটার সময় আকাশবাণীর উলটো ফুটপাতে যদি গাড়ি নিয়ে দাঁড়ান তাহলে আমি পৌঁছে যাব।" কুণ্ডুসাহেব বললেন।
মোবাইল পকেটে রেখে কুণ্ডুসাহেব একটু ভাবলেন। মহিলার নাম কৃষ্ণা। সত্যি মিথ্যে মহিলাই জানেন। পদবি জানাননি। সঙ্গে যদি টাকা নিয়ে আসেন তাহলে সেই টাকায় সাংকেতিক চিহ্ন থাকবে কি থাকবে না তাও তাঁর অজানা। এভাবে একা যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কুণ্ডুসাহেব সলিলকে ফোন করলেন, "আজ কখন ছুটি হবে তোমার?"
"দেরি আছে স্যার।"
"হাফডে নিয়ে চলে এসো।"
"স্যার, কি ব্যাপার জানতে পারি?"
কুণ্ডুসাহেব হাসলেন, "এসো বলছি।"

আজ জিপ নেই। ট্যাক্সিতেই ওরা আকাশবাণীর দিকে আসছিল। মহিলার ফোনের খবরটা শোনার পর সলিল একেবারেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

আজ জিপ নেই। ট্যাক্সিতেই ওরা আকাশবাণীর দিকে আসছিল। মহিলার ফোনের খবরটা শোনার পর সলিল একেবারেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। বারংবার বলেছে, "আমি ভাবতেই পারছি না স্যার।" কুণ্ডুসাহেব বলেছেন, "আমার তো মনে হচ্ছে, এরপরে আরও যা ঘটবে তা তুমি আরও ভাবতে পারবে না। আমিও।"
ট্যাক্সি থেকে নামা মাত্র সাদা অ্যাম্বাসাডারটা এগিয়ে এল। আজ গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। পিছনে কৃষ্ণা। সলিল সামনের সিটের দিকে এগিয়ে গেলে কুণ্ডুসাহেব পিছনে উঠলেন। উঠে বললেন, "এই তো, ড্রাইভার থাকতে নিজে কেন চালাচ্ছিলেন?"
"ওকে রাত এগারোটার আগে ছুটি দিতে হয়। ওর বাড়ি গড়িয়ায়। কোথাও যাবেন?"
কৃষ্ণার প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন কুণ্ডুসাহেব, "এখানে আমাদের একটা ক্লাব আছে। খুব বড় ক্লাব নয় তবে পরিচ্ছন্ন, খাবার ভাল।"
"চলুন। ওখানেই যাই।" কৃষ্ণা বললেন।

ক্লাবের লনের একটা কোণে পাতা টেবিল চেয়ারের দখল নিয়ে সলিল বলল, "আমি সলিল রায়, আপনার নামের আধখানা জানি।"
"সোম। কৃষ্ণা সোম।"
"স্যারের নাম আনন্দ কুণ্ডু।"
কৃষ্ণা সোম হাসলেন, "এখন নমস্কার করা হাস্যকর ব্যাপার হবে।"
কুণ্ডুসাহেব বললেন, "আমাদের পরিচয় আপনার জানা হয়ে গেছে। আপনারটা আমরা জানি না।"
কৃষ্ণা তিন সেকেন্ড চোখ বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, "আমি যে কাজ করি তাকে বাংলায় সেতুবন্ধনের কাজ বলা যেতে পারে। আপনার ব্যবসায়ে কিছু কিছু সমস্যা যা আপনি সমাধান করতে পারছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I DISCOVERED FREEDOM FROM AN OILY T-ZONE AND ORDINARY SUNSCREENS.

Despite oily skin, long hours outdoors and a shiny T-Zone are no longer a concern for me. I don't fear an acne breakout because of greasy sunscreens. I don't have to choose between using an ordinary sunscreen and risking sun damage. I have discovered the most innovative sun protection formulation for oily and combination skin - **Lotus Safe Sun UV Screen MatteGEL SPF 50 | PA+++. India's first MatteGEL based sunscreen.**

An innovative gel base and a matte look are what make MatteGEL SPF 50 so different from ordinary sunscreens.

Its innovative gel base makes it non-greasy, light and easily absorbed. In addition, it leaves skin with an ultra-smooth matte effect.

OILY T-TEST Like everyone with oily skin, T-Zone of the face (forehead and nose) was a problem area for me. I was always conscious about an acne breakout around the oil accumulated there and light reflecting off it. I took an Oily T-test by placing a strip of butter paper over my forehead and nose. On removing it, the oil soaked strip revealed a layer of oil made even worse by ordinary sunscreens. I decided to act and started using MatteGEL. I suggest you too do the same. I repeated the T-test after using MatteGEL. I found my face to be really oil-free and it also gained a matte look.



Now shop for your favorite Lo

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ADVT.

LOTUS HERBALS
SAFE SUN

MatteGEL provides complete protection against the harmful UVA and UVB rays of the sun.

UV radiations are known to cause pre-mature ageing and even skin cancer.

It is ideally suited for oily to combination skin types, providing the best protection against tanning, while also giving a skin lightening effect. The ingredients that lie at the heart of this first of its kind sun protection formulation are **– Horse Chestnut, Comfrey and Vanilla.**

I make it a point to never step out in the sun without applying MatteGEL. It gives me the best sun protection and the perfect matte look at the same time.

You too can make Oily T-Zone a thing of the past. Go ahead and bring back sunshine into your life with Lotus UV Screen MatteGEL SPF 50.

- A Lotus MatteGEL User

Presenting
India's 1st MatteGEL Sunscreen



OIL-FREE FORMULA

ENRICHED WITH BOTANICAL EXTRACTS

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, তা আমিও পারব না। কিন্তু ব্যবসা বাড়াতে আপনাকে যেখানে পৌঁছনোর দরকার সেখানে পৌঁছনোর ক্ষমতা বা সুযোগ আপনার নেই। আমি এই কাজটা করতে পারি। আপনি উপকৃত হচ্ছেন। কাজ পেলেন বা না পেলেন তা আপনার অ্যাপ্রোচের ওপর নির্ভর করছে কিন্তু আমার দক্ষিণা আপনাকে দিতে হবে।"

"বাঃ। তাহলে বুঝতে হবে ওপর তলায় আপনার প্রভাব আছে।" কুণ্ডুসাহেব বললেন।

"প্রভাব?'' হেসে ফেললেন কৃষ্ণা, "না। ভাব বলতে পারেন। যতক্ষণ স্বার্থ পূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ তার আয়ু।" কৃষ্ণা ব্যাগের চেন খুললেন। তারপর একটা মোটা খাম বের করে এগিয়ে ধরলেন, "এটা রাখুন।"

কুণ্ডুসাহেব গলার স্বর নিচু করে বললেন, "ওটা আপাতত ব্যাগে রাখুন।"

চারপাশে চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? কেউ তো দেখছে না।"

"এটা আমাদের ক্লাব। যারা দেখছে না বলে ভাবছেন তাদের মাথার পিছনেও দু'জোড়া চোখ আছে। রেখে দিন, পরে কথা হবে। কি খাবেন বলুন!" কুণ্ডুসাহেব হাসলেন।

সলিল কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কুণ্ডুসাহেবকে। কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না তবু তিনি খামটা কেন নিলেন না। সে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখ, নাক, ঠোঁট এবং চিবুকের গড়নে অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করল সে। খানিকক্ষণ তাকালেই বুকের ভিতরটা গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করল। কৃষ্ণার বয়স কত? সে আন্দাজ করল, আঠাশের বেশি কখনওই

হবে না।

কৃষ্ণা কুণ্ডুসাহেবকে বললেন, "আপনারা যা নেবেন তাই আমার জন্যে বলুন।"

কুণ্ডুসাহেব ওয়েটারকে ডেকে তিনটে হুইস্কি আর সোডা জলের অর্ডার দিয়ে বললেন, "খাবারের লোকটিকে বল আগে দু' প্লেট চিকেন পকৌড়া দিয়ে যেতে।"

সলিল উশখুশ করছিল, "আপনি খান তো?"

"এখানে বোধহয় এটাই ভাল।" কৃষ্ণা হাসলেন।

সলিল জিজ্ঞাসা করল, "কবে থেকে এই ব্যবসা করছেন?"

"বছর চারেক। কেন?" কৃষ্ণা ঘাড় বেঁকালেন।

"এত অল্পবয়সে আপনি ওপরতলায় পরিচিতি পেয়েছেন। ক'টা বাঙালি মেয়ে পায়?"

কৃষ্ণা হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

সলিল আবার কথা বলল, "আপনি যে অত রাতে ফিরলেন, বাড়িতে কোনও প্রবলেম হয়নি তো?"

কৃষ্ণা চোখ তুলে তাকালেন, "আমি নিজেই তো একটা আস্ত প্রবলেম। আমার আবার প্রবলেম হবে কি করে? তাছাড়া আমার পরিবার থাকে ব্যারাকপুরে, এখানে আমি একা।"

দোতলার কোণের টেবলে বসলে অনেকটা দেখা যায়। কুণ্ডুসাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ন'টা বললেন, আর কেউ আসবে নাকি?"

রাত সাড়ে আটটায় দুই পেগ করে হুইস্কি খাওয়ার পর বিল মিটিয়ে দিলেন কুণ্ডুসাহেব। কৃষ্ণা বললেন, "এটা একদম ঠিক হল না। আজ আমার হোস্ট হওয়ার কথা।"

কুণ্ডুসাহেব বললেন, "ইচ্ছে থাকলে আর একদিন হবে।"

"আর একদিন কেন? আজই হয়ে যাক।" কৃষ্ণা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন।

"আজ? আবার?" কুণ্ডুসাহেব অবাক।

"স্যার, উনি যখন চাইছেন—! রাত তো বেশি হয়নি।" সলিল সবিনয়ে বলল।

কৃষ্ণা সলিলের দিকে তাকালেন, "বাঃ, আপনি তো বেশ সহজ মানুষ।"

অতএব কৃষ্ণার গাড়িতে পার্ক স্ট্রিটের একটি দামি বারে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। গাড়ি থেকে নামার সময় ড্রাইভারকে একশো টাকার নোট দিয়ে কৃষ্ণা বললেন, "সাড়ে দশটা বেজে গেলে গ্যারেজ করে দিও।"

যে ওয়েটার এসে সেলাম করে হাসল তাকে কৃষ্ণা বললেন, "আমরা একটু আগে হুইস্কি খেয়েছি। তাই ন'টা এনে দাও। খাবার একটু পড়ে বলছি।''

দোতলার কোণের টেবলে বসলে অনেকটা দেখা যায়। কুণ্ডুসাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ন'টা বললেন, আর কেউ আসবে নাকি?"

"না। আমরা তিনজন। একসঙ্গে ন'টা আনিয়ে রাখলে পনেরো মিনিট অন্তর অর্ডার দিতে হয় না। কৃষ্ণা বললেন, "এটা আমার খুব প্রিয় জায়গা।"

"আমি তিনটের বেশি খাই না। দু'টো খেয়ে এসেছি। বড় জোর একটা নিতে পারি।"

কুণ্ডুসাহেব মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলেন।

"আপনি স্ট্যান্ড করতে পারেন না?" চোখের কোণে তাকাল কৃষ্ণা।

"আমার মনে হয় তিনটেতেই আমি চমৎকার থাকি।" কুণ্ডুসাহেব বললেন।

পানীয় এসে গেল। আবার 'আনন্দ' শব্দটি উচ্চারণ করে পান শুরু হল। এবার কৃষ্ণা কথা বললেন, "নাইট ডিউটিতে সারারাত রাস্তায় থাকতে হয়, না?"

সলিল মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ ম্যাডাম।"

"এই, আপনি আমাকে কৃষ্ণা বলুন, ম্যাডাম কিসের!" শব্দ করে হাসলেন কৃষ্ণা, "তা রাত জাগলে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়, তাই না?"

"রোজ হয় না, মাঝে মাঝে।" সলিল বলল।

"যেমন কাল আপনাদের হচ্ছিল।" কৃষ্ণা কুণ্ডুসাহেবের দিকে তাকালেন।

কুণ্ডুসাহেব গম্ভীর মুখে গ্লাসে চুমুক দিলেন। "আমি ভেবেছিলাম টাকাটা আপনি নেবেন। অথচ আজ নিলেন না। জানি না কেন! হয়তো আপনি একজন সৎ পুলিশ অফিসার। কিন্তু পাবলিককে জিজ্ঞাসা করুন, পুলিশের লোক সৎ একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আপনি টাকা না নিলেও লোকে আপনাকে সৎ ভাববে না। যখন বেশির ভাগ মানুষ একটা কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন কয়েকজন তা না করলেও তাদের গায়ে ছাপটা ফেলে দেয়। নাম বললেই চিনতে পারবেন, আমার পরিচিত একটা পুলিশ অফিসার চাকরি করার সময় এক পয়সাও ঘুষ নেননি। তাঁর ছেলে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেই দু'হাতে ঘুষ নিতে শুরু করলে ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বস্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। না নিয়ে বদনামের ভাগীদার হওয়ার চেয়ে নিয়ে বদনাম হজম করা ভাল।" কৃষ্ণা দ্বিতীয় গ্রাসে হাত বাড়ালেন।

ঘড়ি দেখলেন কুণ্ডুসাহেব। বললেন, "এবার আমাকে উঠতে হবে। সলিল, তুমি কি এখন উঠবে?" প্রশ্ন শুনে সলিল মোবাইলে সময় দেখল, "রাত তো বেশি হয়নি।"

কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন, "না বাবা, বাড়িতে অশান্তি হোক আমি চাই না।"

সলিল হাসল, "বাড়িতে এমন কেউ নেই যে অশান্তি করবে। যিনি করতে পারেন তিনি এখনও আসেননি।"

"আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন বুঝি?"

"আপনার গাড়ি চলে গিয়েছে?" সলিল জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ। এগারোটার আগেই তো ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতে হয়।"

"আপনি এত রাতে একা ট্যাক্সিতে যাবেন?"

"বারে! আমি একা যাব কেন? আপনি আমাকে নামিয়ে ওই ট্যাক্সি নিয়ে বাড়িতে চলে যাবেন। শুধু ওকে পঞ্চাশ টাকা বেশি দিয়ে দেবেন!"

"নো!" মাথা নাড়ল সলিল, "বিয়িং এ পুলিশ অফিসার আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে মিটারের বাইরে টাকা দিতে পারি না।"

"ওকে বাবা! আমিই না হয় দিয়ে দেব। উঠুন। সাবধানে।" কৃষ্ণা বললেন।

রাত এগারোটা নাগাদ ওরা যখন বার থেকে বের হল তখন পার্ক স্ট্রিটের ট্যাক্সিওয়ালারা মাতালদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ ছোট করলেন কৃষ্ণা।

"একদম না। তিনি কোন গোকুলে বাড়ছেন তার হদিশ আমি জানি না।" সলিল বেশ জোরের সঙ্গে বলল।

কুণ্ডুসাহেব উঠে পড়লেন, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য ড্রিঙ্ক। সলিল তুমি তাহলে কিছুক্ষণ থাকো। গুড নাইট।"

ওঁর চলে যাওয়াটা দেখলেন কৃষ্ণা। তারপর বললেন, "অন্যরকম মানুষ।"

"হ্যাঁ। কুণ্ডুসাহেবকে আমরা খুব রেসপেক্ট করি।"

রাত এগারোটা নাগাদ ওরা যখন বার থেকে বের হল তখন পার্ক স্ট্রিটের ট্যাক্সিওয়ালারা মাতালদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরটা মাঝে মাঝেই অবশ লাগছিল সলিলের। সে মনের জোর আনতে চেষ্টা করছিল।

কৃষ্ণাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

কুণ্ডুসাহেবেরটা বাদ দিলে আট পেগের মধ্যে সে তিনটে খেয়েছে। বাকি পাঁচটা কৃষ্ণা। এর সঙ্গে সন্ধের দু'টো ধরলে ওঁর পেটে সবসমেত সাতটা গিয়েছে। কিন্তু এখনও সহজভাবে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডাকলেন তিনি।

"আমি ঠিক আছি। তাড়াতাড়ি খেলাম বলে—।" কোনওমতে শরীরটাকে ট্যাক্সির পিছনের দিকে তুলতে পারল সলিল।

"বাড়ি কোথায়? ওকে বলতে হবে তো!"

"সিঁথিতে।"

"চিনতে পারবেন তো?"

"তা পারব। কিন্তু ঢুকতে পারব না।"

"কেন?"

"নেশা কমে যাওয়ার পরে ঢুকতে হবে।"

দরজা বন্ধ করলেন কৃষ্ণা। ড্রাইভারকে বললেন, "থিয়েটার রোড চলো।"

"বহুৎ কমতি রাস্তা। শ' রুপিয়া এক্সট্রা দেনে পড়ে গা।"

"ঠিক আছে। দেব।" কৃষ্ণা বললেন।

দু'দিন বাদে ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে কুণ্ডুসাহেব জানতে পারলেন সলিল ব্যক্তিগত কাজ পড়ে যাওয়ায় তিনদিনের ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত পাঠিয়েছে। ওর মোবাইলের নাম্বার টিপে দেখলেন সেটা বন্ধ। একটু খটকা লাগালেও গা করেননি। সলিল তাঁকে না জানিয়ে কখনও ছুটি নেয়নি।


তৃতীয়দিনে একটি তরুণ এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, "আমার দাদার নাম সলিল রায়। দাদা পরশুদিন মাকে বলেছে অফিসের কাজে ঝাড়গ্রামে যাচ্ছে। তারপর আর কোনও খবর নেই। দাদার মোবাইল বন্ধ—। ঝাড়গ্রাম তো মাওবাদীদের এলাকা? খবর না পেয়ে মা খুব ভয় পেয়ে গেছেন। আমাকে অফিসে গিয়ে খবর নিতে বললেন। দাদা, ঠিক আছেন তো?" খুব অবাক হলেও তা বুঝতে দিলেন না কুণ্ডুসাহেব। বললেন, "তোমার মাকে গিয়ে বলো চিন্তার কোনও কারণ নেই। কাজ শেষ হলেই দু'-একদিনের মধ্যে চলে আসবে সে।" ছেলেটি চলে গেল।

সলিলকে অফিস থেকে কোথাও পাঠানো হয়নি। সে নিজে ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত করেছে। অথচ বাড়িতে বলেছে জঙ্গলমহলে যাচ্ছে। যদি বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও যেত তাহলে নিশ্চয়ই জঙ্গলমহলের কথা বলত না। ওখানে আজকাল কেউ বেড়াতে যায় না। তাহলে সে কোথায় গেল? কুণ্ডুসাহেব সলিলের দু'জন সহকর্মীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝলেন তারা কিছু জানে না।

হঠাৎ তাঁর মাথায় ভাবনাটা এল। সেই রাতে পার্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে সলিল কি কৃষ্ণার বাড়িতে গিয়েছিল? তিনি উঠে আসার আগে যেভাবে সলিল কথা বলছিল তাতে মনে হচ্ছিল সে তাড়াতাড়ি উঠতে চাইছে না। তাহলে কি সে কৃষ্ণার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেল? কিন্তু কৃষ্ণা সলিলের মতো সাধারণ সাব ইন্সপেক্টরের প্রতি কেন আকর্ষণ বোধ করবে? ওর সঙ্গে প্রচুর অর্থবান মানুষের যোগাযোগ আছে। তাছাড়া কথাবার্তায় বোঝা গেছে কৃষ্ণা সলিলের চেয়ে অনেক চৌখস।

তবু সেই বিকেলে ইউনিফর্ম পরেই কুণ্ডুসাহেব পার্ক স্ট্রিটের সেই বারে পৌঁছে গেলেন। যে ওয়েটার তাঁদের ড্রিঙ্ক সার্ভ করেছিল তাকে চিনতে অসুবিধে হল না। সে জানাল ওই রাতে ম্যাডাম আর ওই ভদ্রলোক রাত সোওয়া এগারোটার সময় বার থেকে বেরিয়েছেন। ম্যাডাম ঠিক ছিলেন কিন্তু ভদ্রলোকের একটু নেশা হয়েছিল। বারের ডোরম্যানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে মনে করে বলল, ওরা একটা ট্যাক্সিতে উঠেছিল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সে চেনে। নাম জানে না। তবে প্রায়ই রাত দশটা নাগাদ যেসব ট্যাক্সি খদ্দের ধরতে এখানে আসে তাদের মধ্যে ওকে দেখেছে ডোরম্যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত দশটার একটু পরে কুণ্ডুসাহেব বারে এলে ডোরম্যান সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির একটাকে দেখিয়ে দিল। কুণ্ডুসাহেব ইউনিফর্ম পরা থাকায় ড্রাইভার লোকটিকে চাপ দিতে হল না। সে জানাল, থিয়েটার রোডের কোন বহুতলের সামনে সে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল। মেমসাহেবের সঙ্গী ভাল করে হাঁটতে পারছিল না বলে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। ওরা ভিতরে চলে গেলে সে চলে আসে। ট্যাক্সির নাম্বার নোট করলেন কুণ্ডুসাহেব।

পরেরদিন যখন সলিল অফিসে এল না তখন কুণ্ডুসাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন, কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সলিলের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপরটা তিনি জানেন কি না! সলিলের ছুটির আবেদন মাফিক আগামীকাল তার কাজে যোগ দেওয়ার কথা। আর একটা দিন অপেক্ষা করা বোধহয় উচিত হবে না কারণ তিনি সলিলের ভাইকে সত্যি কথা বলেননি। বললে ওদের দুশ্চিন্তা খুব বেড়ে যেত। আর এটা করে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে সলিল ঝাড়গ্রামে গিয়েছে। অতএব আগামীকালের মধ্যেই সলিলের হদিশ তাঁকে পেতে হবে।

পুলিশের ইউনিফর্মের একটা সুবিধে হল সহজেই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। তাই ট্যাক্সিওয়ালার বলা বাড়িটির গেটে সিকিউরিটির লোককে কৃষ্ণা সোমের নাম বলতেই সে আটতলার ফ্ল্যাটের নাম্বার বলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি নাম বলব স্যার?"

"কাকে নাম বলতে হবে?" কুণ্ডুসাহেব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

"স্যার, কোনও গেস্ট এলে ফ্ল্যাটে ফোন করে জানানোর অর্ডার আছে।"

"গেস্ট এলে যা করতে হয় পুলিশ অফিসার এলে তা কি করতে হয়? আমি চাই না ওই ফ্ল্যাটের কেউ আমার আসার কথা জানতে পারুক।" লোকটাকে বিব্রত অবস্থায় দেখে এগিয়ে গিয়ে লিফটে পা দিলেন কুণ্ডুসাহেব।

আটতলার দু' নম্বর ফ্ল্যাটের বেল টিপে একটু সরে দাঁড়ালেন তিনি যাতে কী হোল দিয়ে ভিতর থেকে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। দরজায় শব্দ হল।

আটতলার দু' নম্বর ফ্ল্যাটের বেল টিপে একটু সরে দাঁড়ালেন তিনি যাতে কী হোল দিয়ে ভিতর থেকে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। দরজায় শব্দ হল। ভিতর থেকে চেন আটকে থাকায় এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে একটি মধ্যবয়সিনী জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

"কৃষ্ণা আছেন?" কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা সরে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড বাদে স্কার্ট আর টপ পরা কৃষ্ণার নাক চোখ দেখা গেল, "মাই গড! আপনি!" দ্রুত দরজা খুলে কৃষ্ণা হাসলেন, "ওয়েল কাম।"

ভিতরে ঢুকলেন কুণ্ডুসাহেব। ছিমছাম এবং বেশ রুচিপূর্ণ বসার ঘর। চারপাশে তাকিয়ে কুণ্ডুসাহেব বললেন, "এভাবে আসতে হল বলে খুব দুঃখিত।"

"দুঃখ পাওয়ার মতো কিছু করেননি। আপনাকে দেখে আমার ভাল লাগছে। বসুন।" হাত বাড়িয়ে সোফা দেখিয়ে কৃষ্ণা বললেন, "হোয়াট এ সারপ্রাইজ়। আপনার আসার খবর যদি সিকিউরিটি জানাতো তাহলে আমিই দরজা খুলতাম। কি খাবেন বলুন?"

"কিছুই না। খুলেই বলি, একটু বিব্রত হয়ে আপনার কাছে এলাম।"

"তাই বুঝি? আমি আপনাকে ঠিকানা না বলা সত্ত্বেও আপনি চলে এসেছেন। এখন বুঝছি, লোকে যখন বলে পুলিশ ইচ্ছে করলে সব পারে তখন সত্যি কথাই বলে।"

"যে ট্যাক্সি ড্রাইভার আপনাদের সেই রাতে বার থেকে এখানে পৌঁছে দিয়েছিল তার দেখা না পেলে এই পারাটা সম্ভব হত না। এখন বলুন, সলিলের খবর কি?"

হেসে উঠলেন কৃষ্ণা, "আপনার জুনিয়র অফিসারের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?"

"কারণ সেই রাতের পর তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফোন করলে শুনতে হচ্ছে সুইচ অফ।"

"তাই?"

"কৃষ্ণা, ওই রাতে আপনাকে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিতে এখানে এসে সে আর বাড়ি ফেরেনি।"

"ফেরার উপায় ছিল না। মাত্র পাঁচ পেগ হুইস্কি খেয়ে নিজের উপর কন্ট্রোল রাখতে পারেনি সলিল। ওই অবস্থায় বাড়িতে ফিরলে সমস্যা হত।" মাথা নাড়লেন কৃষ্ণা, "আপনি আজ ওকে ফোন করেছিলেন? আমার মনে হয় করেননি!"

কুণ্ডুসাহেব মোবাইল ফোনের বোতাম টিপলেন। সলিলের নাম্বারে রিং হচ্ছে। নিজেকে মনে মনে গালাগাল দিলেন। ফোনটা ঘণ্টা খানেক আগে করলে তাঁকে এখানে আসতে হত না। বাজনা থামিয়ে একটি মহিলা কথা বললেন, "হ্যালো! কে বলছেন?"

"সলিল, এটা তো সলিলের ফোন?"

"হ্যাঁ। আমি ওর মা বলছি।"

"ও, নমস্কার। একটু ওকে দেবেন!"

"ও তো ঝাড়গ্রাম থেকে ফিরে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। কে বলছেন?"

"আমি ওর অফিস থেকে খোঁজ নিচ্ছিলাম। আচ্ছা, নমস্কার।"

কৃষ্ণা তাকিয়েছিলেন অপলক, জিজ্ঞাসা করলেন, "ধরল না?"

"ঘুমাচ্ছে। আজই ফিরেছে। ও এখান থেকে কবে গিয়েছিল?" কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণা মাথা নাড়লেন, "সলিল বোধহয় ছুটির অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছে।"

"তার সঙ্গে আমার প্রশ্নের কি সম্পর্ক?"

"এই কারণে ও যখন ডিউটিতে ছিল না, তখন ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার ওকে না জানিয়ে আমার পক্ষে বলা উচিত হবে না।"

অবাক হলেন কুণ্ডুসাহেব, "তাহলে আমি ধরে নেব সলিল এখানেই ছিল।"

কৃষ্ণা হেসে ফেললেন, "আমি কিন্তু কিছু বললাম না।"

"কৃষ্ণা, আপনার সঙ্গে প্রথম রাতে ওর তেমন কোনও কথা হয়নি। দ্বিতীয় দিনে সামান্য আলাপ, বারে ড্রিঙ্ক করতে করতে আপরিচিত মানুষের সঙ্গে যেরকম কথা হয় তার বেশি তো নয়। এইরকম একজনকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে নিয়ে এলেন, দু'দিন রাখলেন, ব্যাপারটা কি অস্বাভাবিক নয়?"
কুণ্ডুসাহেব বিরক্ত।
"আমি কোনও মন্তব্য করব না।" কৃষ্ণা সোজা হয়ে বসলেন, "আচ্ছা, আপনি প্রথমবার আমার ফ্ল্যাটে এলেন আর সমানে জেরা করে যাচ্ছেন। অন্তত একটু কফি খান।" কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালেন।
"অনেক ধন্যবাদ।" কুণ্ডুসাহেব উঠলেন, "আপনাকে একটা কথা বলি। সলিল একেবারেই সাধারণ পরিবারের ছেলে। চাকরিটা পেয়ে ওরা সুস্থভাবে বাঁচতে পারছে। যতদূর জানি ও মাঝেমধ্যে একটু মদ্যপান করলেও সেটা এত সামান্য যে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ওর মা আজও ওকে নিয়ে চিন্তিত হন। আপনাদের ওপর তলার জীবনের তালে তাল মিলিয়ে চলার কোনও ক্ষমতাই ওর নেই। আপনাকে আমার অনুরোধ, ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। চলি।"
দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কুণ্ডুসাহেব। কৃষ্ণা ডাকলেন, "আনন্দদা, এক মিনিট।"
অবাক হলেন কুণ্ডুসাহেব। তাঁর কথাটা মনে রেখে দাদা বলে ডাকছে কৃষ্ণা! তিনি তাকালেন।
"আমি ব্যারাকপুরের নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এই ফ্ল্যাট, গাড়ি, ব্যবসা, এসব এখন আমার কিন্তু শেকড় রয়েছে ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীতে। এইটুকু জেনে যান।" কৃষ্ণা হাত জোড় করে বললেন।

সলিল অফিসে এল। যেহেতু ওর ডিউটি রাস্তায় তাই স্বচ্ছন্দে কুণ্ডুসাহেবকে এড়িয়ে থাকতে পারল।
কুণ্ডুসাহেবের মনে হল এটা সলিলের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সলিল যদি কৃষ্ণার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার মন্দ বা ভাল ফল সে-ই পাবে। তাঁর কিছু করার নেই। সপ্তাহখানেক বাদে তিনি খবর পেলেন সলিল নাইটডিউটি এড়িয়ে যাচ্ছে। কোনও না কোনওভাবে ম্যানেজ করছে। এই ব্যাপারে ওই দুই সহকর্মী ওকে সাহায্য করছে। কুণ্ডুসাহেব ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিলেন না। ফলে সলিলকে রাতের ডিউটিতে ফিরতে হল। সঙ্গে সঙ্গে মাসখানেকের আর্নড লিভের দরখাস্ত করল সলিল। ওর ছুটি পাওনা ছিল, কারণ দেখাল, এক আত্মীয়কে নিয়ে ভেলোরে যেতে হবে চিকিৎসার জন্যে। মানবিক কারণে ছুটি দেওয়া হল তাকে।
দিন দশেক পরে আবার সলিলের ভাই এল কুণ্ডুসাহেবের কাছে। এসে বলল, "আমি আসতে চাইনি, মা জোর করে পাঠালেন।"
"কি ব্যাপার?"
"স্যার, দাদা টানা নাইট ডিউটি করে যাচ্ছে। মা আপনাকে অনুরোধ করছেন যদি মাঝে মাঝে ডে ডিউটি দেওয়া হয়।"
"তোমার দাদা কোথায়?"
"এখন বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। নাইট ডিউটি করে সকাল ন'টায় বাড়ি ফিরে সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।" সলিলের ভাই জানাল।
তাকে আশ্বস্ত করে বিদায় দিয়ে নিজের মোবাইলের কন্ট্যাক্টে গিয়ে কৃষ্ণার নাম্বার বের করলেন। কৃষ্ণা যেদিন তাঁকে ফোন করেছিলেন সেদিনই নাম্বারটা সেভ করে রেখেছিলেন তিনি। কৃষ্ণা ফোন অন করলেন, "আরে আনন্দদা, আপনি?"
একটুও দ্বিধা না করে কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "সলিলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কিরকম?"
"যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই।" কৃষ্ণা জবাব দিলেন।
"সলিল অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে এই বলে যে সে তার কোনও আত্মীয়কে নিয়ে ভেলোরে যাচ্ছে চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে বলেছে ওকে টানা নাইট ডিউটি করতে হচ্ছে। এরকম মিথ্যাচার সে আগে কখনও করেনি। আপনি এই ব্যাপারে যদি জানেন?" কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।
"আপনি অদ্ভুত মানুষ।"
"এ কথা কেন?"
"আমার সঙ্গে ওর পরিচয় সেদিনের। আপনারা ওকে দীর্ঘদিন জানেন। তবু আমাকে ওর গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করছেন। সলিল যদি বাড়িতে বলে রোজ রাতে ডিউটি করছে তার মানে দিনের বেলায় বাড়িতেই থাকছে। তাতে স্পষ্ট সে কলকাতায় বাইরে যায়নি। আবার যেহেতু সে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে এবং রাতে বাড়িতে থাকছে না তাই কোথায় থাকছে তা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আনন্দদা, কারও ব্যক্তিগত কাজকর্মে যদি আমার আপনার অসুবিধে না হয় তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো কি উচিত?" কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন।
কুণ্ডুসাহেব ফোনের লাইন কেটে দিলেন।

চুরি করে ধরা না পড়লে সাধারণত সরকারি চাকরি যায় না। সলিলের চাকরি একটু টালমাটাল হল কিন্তু গেল না। আর্নড লিভ শেষ হয়ে গেল। এক্সট্রা অর্ডিনারি লিভ নিলে উইদআউট পে হবে জেনেও সে ঝুঁকি নিল। কুণ্ডুসাহেব বিরক্ত হয়ে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করেছেন অনেক দিন। এই সময় ওর ভাই একজন প্রৌঢ়াকে নিয়ে তাঁর কাছে এল। পরিচয় দিল, "আমার মা।"
কুণ্ডুসাহেব সম্মান দেখিয়ে বসতে বললেন।
প্রৌঢ়া বসলেন। তারপর মুখ নিচু করে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না। বাধ্য হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার এই ছেলে বলল আপনি ভালমানুষ।"
টেবিলের উলটোদিকে বসে কুণ্ডুসাহেব বললেন, "বলুন, কি করতে পারি?"
"সলিলের ওপর কাজের চাপ হঠাৎ বাড়িয়ে দিলেন কেন। ও তো অসুস্থ হয়ে যাবে!"
কুণ্ডুসাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম?"
"ওর রবিবারেও ছুটি নেই। রোজ রাতে কাজে বের হয়। অনেকদিন হল ইউনিফর্ম না পরে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে এখন যে ডিউটি করছে তাতে ইউনিফর্ম দরকার হয় না। আগে ভোর

কুণ্ডুসাহেবের মনে হল এটা সলিলের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সলিল যদি কৃষ্ণার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার মন্দ বা ভাল ফল সে-ই পাবে। তাঁর কিছু করার নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~


সোনার নেই
কোনো বিকল্প।
তাই ...
আজ থেকেই জমান
অল্প অল্প।
জুয়েলপ্লাস স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০,
১০০০ টাকা বা তার বেশীর
কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাসের কিস্তি দিন
১ মাসের কিস্তি পান
ডিসকাউন্ট!
এবার আপনি জুয়েলপ্লাস স্কীম
করতে পারেন ১৮ বা ২৪ মাসের জন্যেও!!
ECS-এর সুবিধাও আছে।
সোনার গয়না যেমন আপনার সুদিনের গর্বের কারণ তেমনি দুর্দিনেরও সঙ্গী।
তাই অঞ্জলির জুয়েল প্লাস স্কিমে আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে গয়না কিনুন
কারণ সময় আপনার যেমনি হোক, কেউ আপনার পাশে থাকুক বা নাই থাকুক,
আপনার সোনা সবসময় থাকবে আপনার পাশে।
Mayurakshi/204/14
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২ | শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২৭৮৬ | সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ | বৌবাজার - ২২৬৪ ১১৯৫
শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ০৩৫৩ ২৬৪৩৩৩৫ | বহরমপুর - ০৩৪৮২ ২৫৮ ৪৯৮
গড়িয়া - ২৪৩০ ০৪৩৮ | এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
এখন গয়না কিনুন অনলাইনে, শুধুমাত্র www.anjalijewellers.in - এ
অঞ্জলি
জুয়েলার্স
সবার জন্য

হলেই বাড়ি ফিরত, আজকাল দশটা এগারোটায় ফেরে। আবার বিকেল হলেই বেরিয়ে যায়। মাঝখানের সময়টা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকে। এরকম চললে আমি ওর বিয়ে দেব কি করে?" প্রৌঢ়া তাকালেন।
"বিয়ে?"
"হ্যাঁ। ওর বিয়ে দিতে চাই। আমি কতদিন আর সংসার সামলাবো!"
"সলিল বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?"
"না। ও বলছে এত কাজের চাপ যে বিয়ে করা সম্ভব নয়। কয়েক মাস আগেও তো ওর এত অস্বাভাবিক ডিউটি থাকত না। আমি মেয়ে দেখে রেখেছি। ওকে তার ছবি দেখিয়েছি। ও বলছে বিয়ে করলে মেয়েটির জীবনে অশান্তি আসবেই। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। অন্য পুলিশ অফিসারের মতো স্বাভাবিক ডিউটি ওকে দেওয়া যায় না?" প্রৌঢ়া করুণ চোখে তাকালেন।
সোজা হয়ে বসলেন কুণ্ডুসাহেব, "আমি দেখছি।"
সলিলের ভাই বলল, "মা, উনি যখন দেখবেন বলছেন তখন তুমি নিশ্চিন্ত হও।"
কুণ্ডুসাহেব বললেন, "এখন কি সলিল বাড়িতে আছে?"
"হ্যাঁ। ঘুমাচ্ছে। ওকে না জানিয়ে আমরা এসেছি। জানলে খুব রাগ করবে।" প্রৌঢ়া বললেন।
"আপনারা বাড়ি ফিরে ওকে বলুন আজই আমার সঙ্গে দেখা করতে।"
"ও কি ডিউটি করতে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে না?" প্রৌঢ়া উঠে দাঁড়ালেন।
"সলিল এখন অন্য ডিপার্টমেন্টে রয়েছে।"
"তাই বলুন। সেইজন্যে ওর কাজের চাপ বেড়ে গেছে। নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু বলতে হবে আপনি ল্যান্ড লাইনে ফোন করে ওকে ডেকেছেন। আচ্ছা নমস্কার।"
ওরা চলে যাওয়ার পর স্তব্ধ হয়ে রইলেন কুণ্ডুসাহেব। বাড়িতে সলিল এরকম অভিনয় করছে কেন? ও কি উন্মাদ হয়ে গেল? কিন্তু সলিলের এই পাগলামির কথা ভাবলেই কৃষ্ণার মুখ মনে আসে তাঁর। সলিল যদি কৃষ্ণার প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কৃষ্ণা ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাহলে ওরা বিয়ে করে ফেলুক। স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক।

সলিল তাঁকে অবাক করে দু'দিন পরে বাড়িতে এল। তখন সকাল আটটা। রবিবার। সলিলের পরনে দামি শার্ট প্যান্ট। যেন সদ্য পরেছে। বলল, "ডেকেছেন স্যার?"
"বসো। চাকরিটা করবে না বলে ঠিক করেছ?" কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।
"এখনও ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।"
"ছাড়লে কি করবে?"
"ব্যবসা।" তাকাল সলিল।
"ব্যবসা? পুঁজি কোথায় পাবে?"
"সব ব্যবসায় পুঁজি লাগে না স্যার। যোগাযোগ ভাল থাকলেই হয়ে যায়।"
"যেমন?"
"ধরুন, আপনি একটা মাল খুঁজছেন, পাচ্ছেন না। পেলেও যা দাম চাইছে তাতে আপনার পোষাচ্ছে না। পাটনায় একজনের কাছে সেই মাল অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। আমি আপনাকে খবরটা দিলাম। আপনি কিনে নিয়ে আমাকে একটা কমিশন দিলেন।" সলিল বলল।
কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কৃষ্ণাকে ভালবেসেছ?"
সোজা হল সলিল, "হ্যাঁ, স্যার।"
"তোমার জগৎ আর ওর জগৎ যে আলাদা তা নিশ্চয়ই জানো?"
"বাইরের জগৎ আলাদা হতে পারে ভিতরেরটা নয়।"
"বুঝলাম না।"
"স্যার, আমি পৌরাণিক কাহিনী পড়েছিলাম। প্রজাপতি ব্রহ্মা একদিন একটি কৃষকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে যে ধান চাষ করে তা পেটের প্রয়োজনে না মনের তাগিদে? কৃষক বলেছিল, "হে প্রভু আপনি জগৎ সৃষ্টি করেও এই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?" ব্রহ্মা বলেছিলেন, "আমার এতগুলো মুখ কিন্তু কোনও মুখেই খাবারের স্বাদ পাই না। তোমার একটাই মুখ তুমি পাও। তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে তুমি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানবান।" কৃষক তখন বলল, "আমি প্রয়োজনে ধান গাছের চাষ করি। কিন্তু মাটি থেকে যখন চারা মাথা তোলে তখন মন মমতায় ভরে যায়।" স্যার, কৃষ্ণার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো ছিল রঙিন, চটুল। এখন সম্পর্ক অনেক গভীর।" সলিল বলল।"
"বেশ। তাহলে তোমারা কবে বিয়ে করছ?"
সলিল মুখ নিচু করল, "বিয়েতে কৃষ্ণার আপত্তি আছে। সে আমার সঙ্গে সারাজীবন একনিত থাকতে চায়। আমি মেনে নিয়েছি।"
"তাহলে তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ!"
"বোধহয়।"
"নিজের বাড়ি, মা, ভাইকে ত্যাগ করছ?"
"মা আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবেন না।"
"আমার প্রশ্নের এটা উত্তর হল না।"
"এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।"
"তুমি যে প্রতিরাত্রে কৃষ্ণার ফ্ল্যাটে থাকো এটা ওর পরিবারের লোকজন নিশ্চয় জেনে গেছে?"
"কৃষ্ণা আমাকে কিছু বলেনি। তবে—।"
থেমে গেল সলিল।
"আপত্তি না থাকলে কথাটা শেষ করো।"
"কৃষ্ণার কিছু পুরনো সঙ্গী আমার ওপর চাপ দিচ্ছে। কৃষ্ণা সন্ধের পর বেরচ্ছে না বলে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে বলে আমাকে দায়ী করছে। আমি কৃষ্ণাকে বলেছি, সে ওদের কথা শুনতে রাজি নয়। ওর রোজগারের কথা আমার জন্যেই ভাবছে না।" সলিল বলল।
"কিন্তু যে গরু এতকাল প্রচুর দুধ দিচ্ছিল তাকে কেউ কষাই-এর হাতে তুলে দেবে না। উদাহরণটা একটু শ্রুতিকটু হলেও সত্যি। তখন কি করবে?" কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।
"আমি কৃষ্ণাকে বলেছিলাম তেমন হলে থানায় গিয়ে ডায়েরি করে রাখতে। সেক্সপিয়র থানার সবাই আমার পরিচিত।

সলিল যদি কৃষ্ণার প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কৃষ্ণা ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাহলে ওরা বিয়ে করে ফেলুক। স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সিরিয়াস পাঠকদের জন্য"...

রিপোর্টার ঃ মানুষের ভালোর জন্য, সামাজিক তাগিদে আবার কলম ধরতে বাধ্য হলাম। অসংখ্য ফোন কল ও অভিনন্দন পত্রের বন্যা। দফতরে ফোন করে উপকৃত অজস্র পেশেন্টদের অনুরোধ তাদের সুন্দর মুখের কাহিনী ও ছবি সহ ছাপার জন্য। তথাকথিত ঝাঁ চকচকে জায়গায় ঠকতে ঠকতে শিক্ষিত মানুষ যখন চাহিদার থেকেও বেশী কিছু পান তখন তাদের উচ্ছাসের বাঁধ ভেঙে প্রকাশিত হয় চিঠির পাহাড়ে। নতুন পাঠকেরা তাঁর আঁচ ঘরে বসেই পাবেন। Internet-এ www.youtube.com-এর সার্চ অপশানে লিখুন Dr. Anirvan Sengupta, MDS, Faciomaxillary Surgeon। আপনার Computer-এর মনিটরে দেখতে পাবেন অসংখ্য পেশেন্টদের চিকিৎসার আগে বিশ্রী মুখ নিয়ে ও চিকিৎসার পরে সুন্দর মুখ নিয়ে ইন্টারভিউ-এর ভিডিও ক্লিপ। অন্ধকার থেকে আলো। হতাশা থেকে আত্মবিশ্বাস। অনবদ্য। ১০০% বিরল দৃষ্টান্ত এই কলিযুগে। ফটোগ্রাফারসহ টীম নিয়ে লেখার রসদ খোঁজার জন্য চলে গেলাম সল্টলেকের মা কালীর মন্দিরের কাছে ই.সি.-৬১-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত সল্টলেক ডেন্টাল ফাউন্ডেশন ও রিসার্চ সেন্টারে। অবশ্যই ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিলাম যাবার অন্তত দশ দিন আগে -- 033-23343184, 9830216701, 9836247991 (10 a.m to 5 p.m, except Thursday)।



চোয়াল ও মুখের বিকৃতি শুধরে রাতারাতি সুন্দরী





"www.youtube.com-এর সার্চ অপশানে আমার নাম অর্থাৎ Sanghamitra Pal লিখলেই চিকিৎসার আগে ও পরে আমার ইন্টারভিউ দেখা যাবে। ব্যথা যন্ত্রণা রক্তপাত এসব হয়নি। কোনো দাঁত তোলা হয়নি। ধন্যবাদ ডাঃ সেনগুপ্তকে আমাকে সুন্দরী করে দেবার জন্য। চোয়াল, দাঁত, থুতনি, ঠোঁট, নাকের সৌন্দর্যায়ন ছাড়াও একটি special লেজার চিকিৎসায় আমার মুখের ত্বক, কালো থেকে ফর্সা হয়েছে।" -- **সংঘমিত্রা পাল, সল্টলেক**



"Sir-কে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ফটোজেনিক ফেস করে দেবার জন্য।"
এ. রয়, নর্থ বেঙ্গল



"আমার মুখের খুঁত যন্ত্রণাহীনভাবে চিকিৎসা করে মাত্র পাঁচ ঘন্টায় এতো সুন্দর মুখ পেলাম।"
রুনা নাথ, ছাত্রী, টেকনো ইন্ডিয়া

সায়ন্তী ব্যানার্জীর সুন্দর মুখের রহস্য

উধাও দাঁতের ফাঁক ঃ smile design



"অন্য জায়গা থেকে বহুদিন ক্লিপ/ব্রেস ব্যবহার করে দাঁতে ও মাথায় ব্যথা হত। কোনো সুরাহা হয়নি। এক ডাঃ বন্ধুর পরামর্শে ডাঃ সেনগুপ্তর কাছে এলাম। যন্ত্রনাহীন উপায়ে প্রথমে মাড়ির সংক্রমণ ঠিক হোলো। এরপর USA দ্রব্য দিয়ে smile design-এর মাধ্যমে ঝাঁ চকচকে হাসি ফিরে পেলাম। তারপর পাঁচ ঘন্টার চিকিৎসায় নাক, চোয়াল, দাঁত, থুতনি ও ঠোঁটের ত্রুটির সুনিপুণ চিকিৎসা। ব্যথা, রক্তপাত একদম হয়নি। কোনো দাঁত তোলা হয়নি। এরপর বেদনাহীনভাবে লেজারের সাহায্যে আমার মুখের ত্বকের ডার্ক প্যাচ ভ্যানিশ করে উজ্জ্বল ফর্সা ত্বক উপহার দিলেন স্যার, ডাঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত। লিভিং লিজেন্ড ডাঃ শৈলেন ভট্টাচার্যও আমার মুখে ডাঃ সেনগুপ্তর এই চিকিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যা youtube-এ আছে।"-- **সায়ন্তী ব্যানার্জী, শান্তিনিকেতন**

মুখের বিকৃতি থেকে সুন্দরী





মুখে দুর্গন্ধ ও আঁকা বাঁকা দাঁতের আধুনিক চিকিৎসা



"মাড়িতে ইনফেকশান, মুখে দুর্গন্ধ ও আঁকা বাঁকা দাঁত নিয়ে হীনমন্য ছিলাম। কোনো ব্যথা না দিয়ে একটাও দাঁত না তুলে আমাকে সুন্দর হাসি উপহার দেবার জন্য এবং মুখের দুর্গন্ধ আর মাড়ির ইনফেকশান দূর করার জন্য ধন্যবাদ স্যারকে।" -- **সংঘমিত্রা ব্যানার্জী, MBA**

Imported বাঁধানো দাঁতের হাসি



"মাড়িতে টিউমার ছিল। ডায়াবেটিস ছিল। সব দাঁত নড়ে পড়ে গিয়েছিল। ডাঃ সেনগুপ্ত লেজারের সাহায্যে মাড়ির ইনফেকশান দূর করে Tumour অপারেশন করেন। যন্ত্রণা হয়নি। রক্তপাত হয়নি। এরপর USA Imported material দিয়ে আমার জন্য special ভাবে বাঁধানো দাঁত তৈরি করে দেন, যার সাহায্যে আমি মাংসও খাই। এ যেন অবিকল আসল দাঁতের অনুভূতি।"-- **সুভাষ দাস, ব্যবসায়ী, হাওড়া**

(Consultation strictly by appointment only on request)

SDFRC, Salt Lake Dental Foundation & Research Centre (EC-61), Near Makali Temple & FD Park Dial : 033-23343184, 9836247991 (10 a.m to 5 p.m except Thursday)
E-mail : dentalresearchjima@gmail.com

সহযোগিতা পাওয়া যাবে। কিন্তু ও থানায় যেতে রাজি হচ্ছে না।" মাথা নাড়ালো সলিল।
"তুমি ওকে নিয়ে থানায় যাচ্ছিলে?" অবাক হলেন কুণ্ডুসাহেব।
বুঝতে পারল সলিল, "এটা ভেবে দেখিনি স্যার।"
"আমার মনে হয় এবার তোমার ভাবা দরকার।" কুণ্ডুসাহেব ফাইল টেনে নিলেন।

দিন সাতেক পরে খোঁজ নিলেন কুণ্ডুসাহেব। সলিল নিয়মিত অফিসে আসছে। খোঁজ নিলেন তার কারণ ওর মা ফোন করে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা

"আপনার মতো বড় পুলিশকর্তার হাত অনেক লম্বা হতে পারে কিন্তু এতখানি লম্বা নয় যে আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।" কৃষ্ণা হাসলেন।
"কেউ বা কারা কি আপনাকে বিরক্ত করছে?" কুণ্ডুসাহেব সিরিয়াস হলেন।
"বাইরের কেউ কি করছে তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। আমার সমস্যা আমি নিজে তৈরি করেছি। একরাতের আলাপে সলিলের ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল। অসুস্থ লোকটাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিলাম। বারোঘণ্টা যেতে না যেতেই সে আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল যে মনে হল আমি কেন

কৃষ্ণাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। ওঁর কাজের লোক জানালো মেমসাহেব জরুরি কাজে আজই দিল্লিতে গিয়েছেন। কুণ্ডুসাহেব খুশি হলেন।

AMARBOI.COM

জানিয়েছিলেন। ছেলে একদিন অন্তর ডিউটি করছে। তাঁর ধারণা কুণ্ডুসাহেবের হস্তক্ষেপেই কাজের ভার কমেছে তাঁর ছেলের। খোঁজ নিয়ে কুণ্ডুসাহেব জানলেন, আবার আগের মতো কাজ করছে সলিল।
তাঁর মনে হল কৃষ্ণাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। কৃষ্ণাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। ওঁর কাজের লোক জানালো মেমসাহেব জরুরি কাজে আজই দিল্লিতে গিয়েছেন। কুণ্ডুসাহেব খুশি হলেন। ভাবলেন, সলিলের মতো কৃষ্ণাও তাঁর কাজের জগতে ফিরে গেছে। কিন্তু দিন তিনেক বাদে কৃষ্ণার ফোন এল, "আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন তা কলকাতায় এসে জানতে পারলাম। দিল্লিতে মোবাইলটা নিয়ে যাওয়া হয়নি। বলুন।"
"আপনি ঠিক আছেন তো?" কুণ্ডুসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।
"উত্তরটা যদি ভাল না হয় তাহলে আপনি কি সাহায্য করতে পারবেন?" কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন।
"সাধ্যে কুলোলে চেষ্টা করব।"

আর একা থাকব? সমবয়সী হলেও ওর মানসিক শক্তি আমার চেয়ে কম বুঝতে পেরে ভালবেসে ফেললাম। সমস্যাটাকে ডেকে আনলাম। কৃষ্ণা কেটে কেটে কথাগুলো বললেন।
"রাতের পর রাত সে আপনার কাছে থেকে গেল!"
"হ্যাঁ।"
"তাহলে বিয়ে করছেন না কেন?"
"বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আনন্দদা। বিয়ে করতেই হবে তারও তো কোনও মানে আমার কাছে নেই। ভালবাসা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। বিশ্বাসহীন বিয়েতে তো সেটা থাকে না।"
"ঠিক কথা। বিয়ে করেও বিশ্বস্ত থাকলে ভালবাসা মরে যায় না।"
"ক'জন পুরুষ বিয়ের পর বিশ্বস্ত থাকে বলতে পারেন? মেরুদণ্ডহীনদের আমি ধর্তব্যে আনছি না। হিন্দি সিনেমার অর্ধনগ্ন নারীদেহ যে বিবাহিত পুরুষ দু'চোখ দিয়ে গেলে সে কি তার স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত?" প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণা।
"আপনি উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপ্রভাত !

দিন শুরু করুন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে



তুলসী জিঞ্জার

প্রতিটি চমুকে পান তুলসী ও আদার অভিনব স্বাদ। এই চায়ে একদিকে যেমন রয়েছে আদার অনন্য স্বাদ ও সুগন্ধ তেমনই অন্যদিকে তুলসীর প্রাকৃতিক গুণাবলী, যা স্ট্রেস কমায় ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই বিশেষ স্বাস্থ্যগুণসম্পন্ন তুলসী জিঞ্জার চা হজমশক্তি বাড়ায় ও শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।



তুলসী জেসমিন গ্রিন টি

তুলসী জেসমিন গ্রিন টি আপনাকে পুনরুজ্জীবিত করে এনে দেবে এক তরতাজাভাব। এতে রয়েছে তুলসী, জুঁইফুল, গ্রিন টি, ক্যামোমাইল এবং আদার প্রাকৃতিক গুণের এক অভিনব রেঞ্জ। এর প্রতিটি চুমুক আপনার শরীর, মনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে।



ORGANIC
INDIA™

তুলসী গ্রিন টি

তুলসী গ্রিন টির সাহায্যে নিজের সুন্দর বডি শেপ ফিরে পেতে পারেন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে। এই চায়ে একদিকে যেমন রয়েছে তুলসীর প্রাকৃতিক গুণ তেমনই অন্যদিকে রয়েছে গ্রিনটির গুণাবলি, যা আপনার বডি মেটাবলিজ়মকে ঠিক রাখে। ফলস্বরূপ, বডি ওয়েট কমিয়ে সঠিক বডিওয়েট মেনটেন করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা বার্ধক্য প্রতিরোধ করে আপনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এর সঙ্গে আপনাকে সুস্থ ও ভাল থাকতেও সাহায্য করে।



তুলসী গ্রিন টি লেমনজিঞ্জার

নিজেকে প্রাণবন্ত করে তুলুন তুলসী গ্রিন টি লেমনজিঞ্জারের সাহায্যে। এতে রয়েছে তুলসী, আদা, লেবুর প্রাকৃতিক গুণ এবং বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন গ্রিন টি। এই বিশেষ স্বাস্থ্যগুণসম্পন্ন অভিনব মিশ্রণ আপনার হজমশক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে।



যোগাযোগ

অখিলেশ কুমার, মোবাইল : ০৯৮১০৭৯৯৮২২ ইমেল : akhilesh.kumar@organicindia.com

কৃষ্ণেন্দু রায় কর্মকার, মোবাইল : ৯৯০৩৬৫৪৬৬৩ ইমেল : krishnendu@organicindia.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ। যে পুরুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তিনি আমাকে ডিভোর্স দেননি। আমি দিল্লিতে গিয়ে আবার তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি রাজি হননি। আমি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ডিভোর্স চেয়ে আদালতে যেতে পারতাম কিন্তু তাতে আমারই ক্ষতি হত।" গলাটা আচমকা ধরে এল কৃষ্ণার।
"ক্ষতি হত? কি রকম?"
"আমাকে এই দালালির ব্যবসায় তিনিই জোর করে ঢুকিয়েছিলেন। ইংরেজিতে যতই বড় বড় শব্দ ব্যবহার করি, আসলে দালালি ছাড়া তো কিছু নয়। আর সেটা করতে গিয়ে সব সময় তো শক্ত মাটিতে হাঁটতে পারিনি। যেসব জায়গায় পিছলে পড়েছিলাম সেগুলো সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছেন আমার পতনের প্রমাণ হিসেবে। আমি যদি সলিলকে ওসব উপেক্ষা করে বিয়ে করি তাহলে আমাকে নষ্ট নারী প্রমাণ করে তিনি জেলে পাঠাতে পারেন। যার প্রমাণ পেলে সলিল কি করবে জানি না।"
"তিনি কি একাই থাকেন?"
হাসলেন কৃষ্ণা, "পুরুষমানুষের অনেক সুবিধে। একটা সময়ের পর তারা বিড়াল তপস্বী হয়ে যেতে পারে। মুখের ওপর বললেন, পয়সা দিয়ে দুধ যখন কেনা যায় তখন গরু পোষার ঝামেলা করে কি লাভ!" কৃষ্ণা শ্বাস ফেলেন, "আমি ঠিক করেছি দালালি করা ছেড়ে দেব। খরচ কমাতে অন্য কোথাও ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে যাব। সলিলের সঙ্গে বিয়ে না হোক, বন্ধুর মতো সারাজীবন কাটিয়ে দেব। আপনাকে এসব কথা বলার কথা ভাবিনি, বলে ফেললাম। আপনি যেদিন দশ হাজার টাকার খামটা নেননি সেদিনই আপনাকে দাদা হিসেবে ভেবে নিয়েছি।"
"কিন্তু কৃষ্ণা, সলিল তো একা নেই। ওর মা-ভাই আছে। ওর মায়ের ইচ্ছে হতে পারে বাড়িতে বউমাকে দেখার।" কুণ্ডুসাহেব নরম গলায় বললেন।
"না।" চেঁচিয়ে উঠলেন কৃষ্ণা।
"তুমি একটু ভাবো। তোমার ভালবাসার কথাই তো শেষ কথা নাও হতে পারে। ওকে স্ত্রী-সন্তান থেকে বঞ্চিত করার কি অধিকার আছে তোমার?"
"আনন্দদা, প্রথম মিলনের দিনে ও আমাকে স্পর্শ করে বলেছিল অন্য কোনও নারীর ছায়াও ওর জীবনে পড়বে না। আমি বিশ্বাস করেছি। এই প্রাচুর্য, নিয়মিত টাকা রোজগার ছেড়ে দিতে একটু দ্বিধা করিনি। না আমি উদারতা দেখাতে পারব না। রাখছি।" লাইন কেটে দিলেন কৃষ্ণা। কুণ্ডুসাহেব চুপচাপ বসে রইলেন।
কাকে সমর্থন করবেন তিনি!
দিন দশেক বাদে সলিল এল, "স্যার। এক মিনিট সময় নেব?"
"বলো।"
"আপনার সঙ্গে কি কৃষ্ণার কথা হয়েছে?"
কুণ্ডুসাহেব হাসলেন, "যা বলতে এসেছ বলো। আমি খুব ব্যস্ত আছি।"
"কৃষ্ণা আমাকে শেষপর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে।"
"কিসের?"
"আমার মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারি।"
"আচ্ছা!" অবাক হলেন কুণ্ডুসাহেব।
"কিন্তু সেই সঙ্গে সে একটা শর্ত দিয়েছে। সে কুমারী অবস্থাতেই আমার সন্তানের মা হবে। এরকম নাকি আজকাল অনেকেই হয়। তদ্দিন যেন আমার বিবাহিতা স্ত্রী থেকে দূরে থাকি। আচ্ছা, স্যার, বিয়ের পর সেটা কি সম্ভব?"
খুব রেগে গেলেন কুণ্ডুসাহেব, "সাধারণত যা হয় না তাই ডিজি সাহেবকে বলে তোমার ক্ষেত্রে করব। ফুলশয্যার রাতটা দূরে থেকো, পরদিন সুন্দরবনের এমন জায়গায় ট্র্যান্সফার করে দেওয়া হবে যে বউয়ের মুখ ছয়মাস দেখার সুযোগ পাবে না।"
"আমাকে বেঙ্গল পুলিশে ট্র্যান্সফার করিয়ে দেবেন?"
"এছাড়া তো তোমার বাঁচার কোনও পথ নেই।"
দশ দিনের মাথায় সলিল তার বিয়ের কার্ড দিয়ে গেল।

সলিলের বউভাতে এলেন কুণ্ডুসাহেব। এসে দেখলেন খুব ঘামছে সে। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গেছে। তাঁকে দেখে আলাদা করে বলল, "স্যার, আমাকে বাঁচান।"
"কি হল আবার?"
"দুপুরে কৃষ্ণা ফোন করেছিল। ওকে নেমন্তন্ন করিনি তবু বউকে দেখতে আসবে। আজ যে বউভাত সে খবর কি করে পেয়ে গেছে?"
"তুমি ওকে বিয়ের কথা বলনি?"
"বলেছি। শুধু দিনটা বলিনি। আপনি একটু দেখুন স্যার!"
বউভাতের ভিড় বাড়ছিল। দু'বার কৃষ্ণাকে ফোন করলেন কুণ্ডুসাহেব। দু'বারই ফোন বেজে গেল। বুঝলেন কৃষ্ণা ইচ্ছে করেই ফোন চালু করছে না। তিনি বিয়ে বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আটটা নাগাদ গাড়ি থেকে নামল কৃষ্ণা। হাতে বড় উপহারের প্যাকেট। কুণ্ডুসাহেবকে দেখে হাসলেন কৃষ্ণা, "এখানে দাঁড়িয়ে? ভয় পেয়েছেন?"
"না। অনুরোধ করতে। সলিলের অপরাধের শাস্তি যেন নতুন বউটা না পায়।"
"আমার মনে হয়েছিল আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন। আনন্দদা, এইরকম আলোয় সাজানো বিয়েবাড়িতে আমার জন্যেও একদিন সানাই বেজেছিল। তার যে পরিণতি হয়েছে তা আর একটা মেয়ের জীবনে আমার জন্যে আসবে না। আমি নতুন বউকে দেখব, উপহার দেব। চলে যাব। আমি যাকে ভালবাসি সে-তো তারই বউ। বলুন।" কৃষ্ণা এগোলেন। ওঁর পাশাপাশি হেঁটে ভিতরে ঢুকলেন কুণ্ডুসাহেব। নতুন বউ বসে আছে চেয়ারে।
আটপৌরে মেয়েদের এমন দিনে সুন্দরী বলে মনে হয়। কুণ্ডুসাহেব পকেট থেকে উপহার বের করে মেয়েটির হাতে দিলেন। সলিলের মা গদগদ গলায় বললেন, "তোমার স্বামীর উপরওয়ালা।"
কৃষ্ণা তাঁর প্যাকেট দিয়ে বলল, "আমি

দু'বার কৃষ্ণাকে ফোন করলেন কুণ্ডুসাহেব। ফোন বেজে গেল। বুঝলেন কৃষ্ণা ইচ্ছে করেই ফোন চালু করছে না। তিনি বিয়ে বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

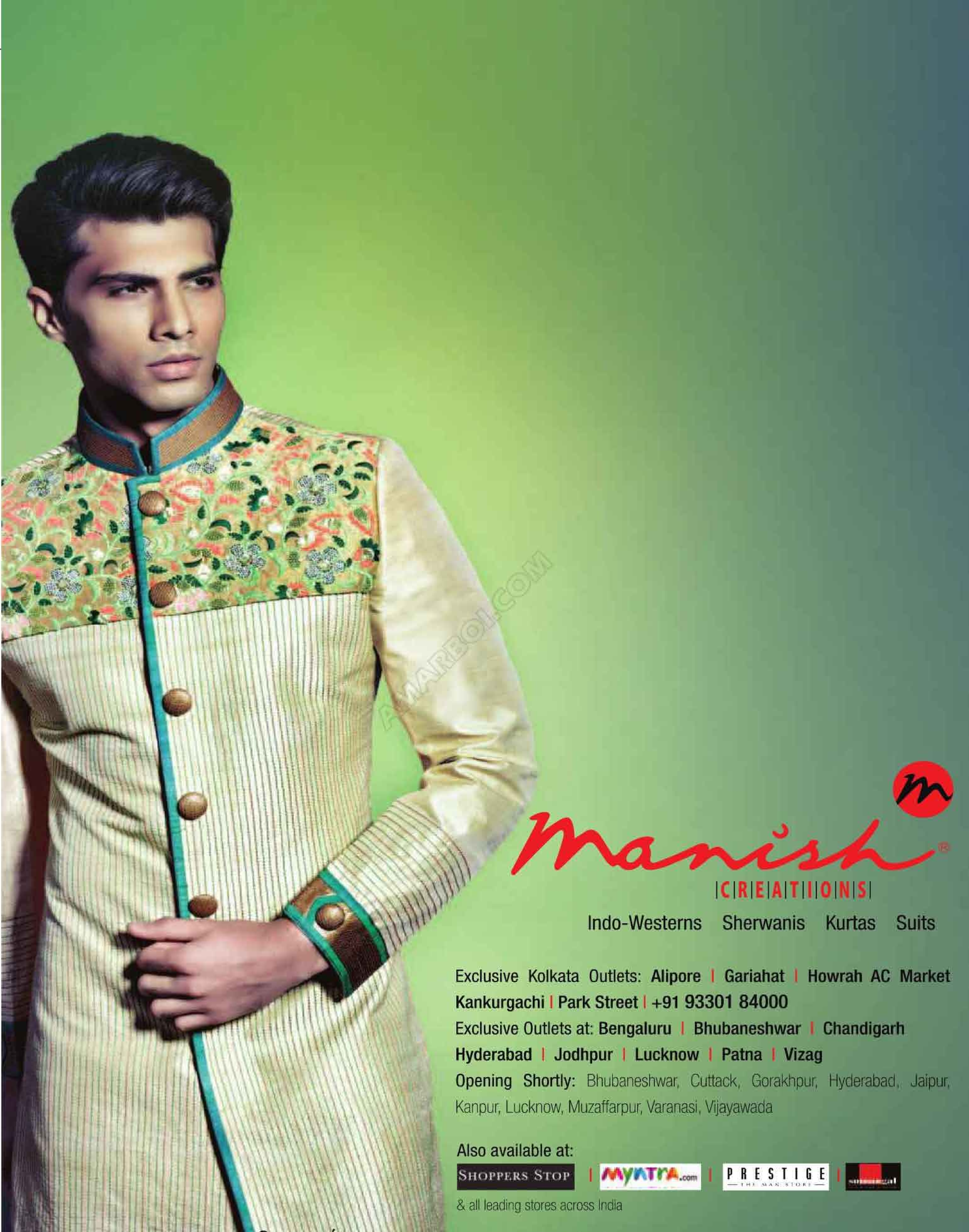
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণা সোম।"
তারপর ঘুরে বলল, "চলুন আনন্দদা।"
কুণ্ডুসাহেব মুখ ঘুরিয়ে আশাপাশে সলিলকে দেখতে পেলেন না। গাড়িতে ওঠার আগে কৃষ্ণা বললেন, শুনলাম ওকে আপনি সুন্দরবনে বদলি করে দেবেন। সেখানে নিশ্চয়ই ও থাকার জন্যে সরকারি বাড়ি পাবে!"
হাসলেন কুণ্ডুসাহেব, "এত তাড়াতাড়ি ওটা করা যাচ্ছে না।"
"তাহলে টানা নাইট ডিউটির ব্যবস্থা করুন।"
"ওর ওপর আপনার আস্থা নেই মনে হচ্ছে।"
"আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আপনাদের সেই ময়দানের ক্লাবে আপনি আমি আর সলিল বসতে পারি?"
"কেন?"
"প্রথমদিন তো ওখানেই বসেছিলাম। প্লিজ!"
"বেশ। ওটা ছ'টা করো।"


কুণ্ডুসাহেব সলিলকে নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। খুব শুকনো দেখাচ্ছিল সলিলকে। কুণ্ডুসাহেব যখন টেলিফোনে ওকে আসতে বলেছিলেন তখন দুর্বল গলায় বলেছিল, "আচ্ছা।" এখন বলল, "কাল দূর থেকে কৃষ্ণাকে দেখার পরই এত প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল যে আমি মায়ের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। নিমন্ত্রিতদের জানানো হয়নি। ছোটভাই ডাক্তার ডেকে এনেছিল, প্রেশার একশো আশি একশো দশ। ওষুধ দিয়েছিলেন। মায়ের ঘরেই সারারাত ঘুমিয়েছি। ফুলশয্যা হয়নি।"
"বললেই পারতে তাহলে আজকের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতাম।"
"না না। কাল আপনি যা করেছেন তা আমি জীবনে ভুলব না স্যার। এখন ঠিক আছি।"
কৃষ্ণা এলেন। সাদা সিল্কের শাড়ি এবং সাদা জামা পরে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "একি চেহারা হয়েছে তোমার? ফুলশয্যা তো সবারই হয়।"
কুণ্ডুসাহেব সলিলের অসুস্থতার বিবরণ দিলেন। কৃষ্ণা তাকালেন। তাঁর মুখ শক্ত হল। তারপর আচমকা সলিলের গালে চড় মারলেন। সলিল নিজের গাল চেপে ধরতেই কৃষ্ণা বললেন, "ছিঃ ছিঃ, তুমি আমাকে এরকম বিশ্বাস করো? যাকে ভালবাসি তাকে পাঁচজনের সামনে অপমান করতে পারি বলে তোমার ধারণা হয়েছিল? এত ঘাবড়ে গিয়েছিলে যে প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল তোমার?" ঘুরে দাঁড়ালেন কৃষ্ণা, "আনন্দদা, আমাকে ক্ষমা করবেন। এই নপুংসকটির সঙ্গে আমি আর বসতে পারব না। ঘেন্না হচ্ছে খুব। যাচ্ছি।"
কৃষ্ণা বেরিয়ে গেলেন দ্রুত। তাঁকে আটকাতে সলিল ছুটে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল সে, "কৃষ্ণা শুনল না, গাড়িতে উঠে চলে গেল।"
কুণ্ডুসাহেব বললেন, "সলিল তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"
"মানে?"
"মানে তো সহজ। আমি এখন একা থাকতে চাই। ওয়েটার! একটা হুইস্কি।"
কুণ্ডুসাহেব অর্ডার দিলেন।"
"স্যার—!"
"আঃ। আমাকে আর কখনও বিরক্ত করবে না তুমি। হ্যাঁ, পাড়ার যে ডাক্তার কাল তোমার প্রেশার দেখেছিলেন, আজ তাঁকে দিয়ে প্রেশার মাপিও। দেখবে এখন ওটা নর্মাল হয়ে গেছে। যাও।" হাত নাড়লেন কুণ্ডুসাহেব। চোখ বন্ধ করে।

অলংকরণ: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য





দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~



আহা কী আনন্দ...

হবেই তো। বহুদিন পর দু'ই বন্ধুর দেখা। খুশির সেলিব্রেশনে সারা শহর ঘুরে বেড়ানো। সেই খুশির রোশনাই প্রিন্ট, প্যাটার্ন, রঙে, রেখায়। প্রকৃতির ক্যানভাসে আনন্দের উদ্‌যাপন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



আরব সাগরের তীরে
হালকা মেজাজে।
পোশাকেও তাই
রঙের মেলা। প্রিন্টেড
ক্রেপ ইক্কতে সর্ষে,
টারকয়াজ়, ফুলকারি
প্রিন্ট। পার্পল, লাল
ইক্কতে আবার
ফ্লোরাল রোজ় বর্ডার।

দুল: নক্সা বাই ঋজুলা
ফোন: ৯৮৩০০১১৩৩৭
চুড়ি: করিশমা
ফোন: ৯০৩৮৭৪৫৭৪৮

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সেজেগুজেই
ফোটোশেসন।
লালচে কমলা সিল্ক
কোটা ইক্কতে ম্যাট
সোনালি জরি
বর্ডার। দেখাদেখি
বিদেশি বন্ধুও
ভারতীয় সাজে।
খাদির শাড়িতে
লাল-ফুশিয়া গঙ্গা-
যমুনা পাড়।

গয়না: মানস
ফোন: ৯৭৪৮০২৪৪১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~


RANGOLI®
rangoliindia.com
rangoliindia
rangoli_india
নতুন বছর হোক আরও রঙিন
Kolkata
Park Street
P 033 4007 1717
Bangalore
Jayanagar
P 080 4153 0101
Chennai
Nungambakkam
P 044 2822 0287
Hyderabad
Banjara Hills | Dilsukh Nagar | Jubilee Hills
P 040 6613 0101
WEXINC



বন্ধু এসেছে
বহুদিন পর। ব্রাঞ্চে
যাওয়ার জন্য
রেডি। চিননের
পটলিপল্লুতে
লাল-নীল
জংলা প্রিন্ট।
মাল্টিকালারড
স্ট্রাইপড বর্ডার
ও আঁচল।

গয়না: করিশমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



বন্ধুর জন্য বাছাই করা
কার্নেশন, লিলি,
অর্কিড। শাড়িতেও
ফ্লোরাল প্যাটার্ন।
জর্জেটের হাফ অ্যান্ড
হাফ শাড়ি। রয়্যাল ব্লু
জমিতে পেজ়লি ও
ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি

গয়না: করিশমা

মডেল: রাধিকা (অনিমা ক্রিয়েটিভ)
কেটি (ইনেগা মডেল ম্যানেজমেন্ট)
শাড়ি: আনন্দ
ফোন: ২২২৯৪১৩৮, ২২২৯২২৭৫
ব্লাউজ়: প্রীতি দাস
ফোন:৯৭৪৮৬৭৪৫৭২
মেক-আপ: ক্লিন্ট ফার্নানন্ডেজ়
সহযোগী: প্রদীপ পান্ডে, অমিত পাত্র
ছবি: ক্লিন্ট ফার্নান্ডেজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



নতুন বছরের শুরুতে
একেবারে নতুন রূপে।
সনাতনী বাঙালি সাজ,
আবার পাশাপাশি দুর্দান্ত
গ্ল্যামারস আধুনিক লুক।

উৎসবে আমেজে

সাদা তাঁতের
শাড়ির সঙ্গে
কনট্রাস্টিং ব্লাউজ়।
এলো খোপা,
সোনার গয়নায়
ট্র্যাডিশনাল সাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



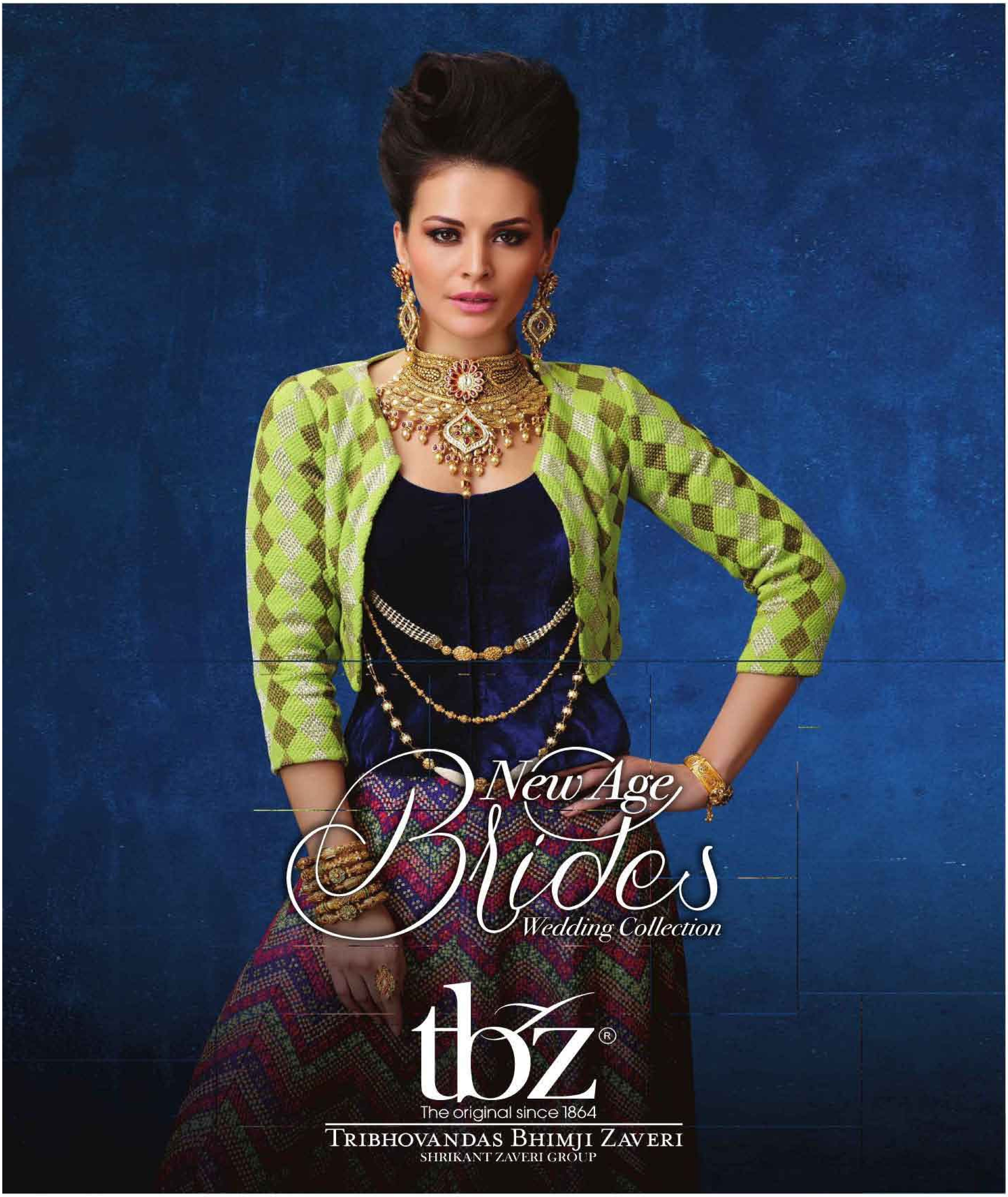
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



এবার একটু
অন্যরকম।
প্রিন্টেড শাড়ির
সঙ্গে হল্টারনেক
ব্লাউজ়। রুপোর
গয়নায় অনন্য।

মডেল: রোজা, শতরূপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



www.tbztheoriginal.com
facebook.com/tbztheoriginal
twitter.com/tbz1864

KOLKATA : 5, CAMAC STREET • KANKURGACHI, NEAR PANTALOONS

AHMEDABAD • AURANGABAD • BHAVNAGAR • GANDHIDHAM • HYDERABAD • INDORE • KOCHI
MUMBAI • NAGPUR • PUNE • RAIPUR • RAJKOT • SURAT • UDAIPUR • VADODARA • VAPI • VIJAYAWADA

Publicis Ambience/TBZ/9068530

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেক্ষাপটে বনেদিবাড়ির সাজঘর। সাবেকি শাড়ি-গয়না ও সাজে মূর্ত হয়ে উঠছে সুন্দরী প্রতিমা। নতুন বছরের আবাহনের প্রতীক্ষায়...

সাবেকি সাজে

চুলে হাতখোঁপা, চোখে কাজলের রেখা, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। সুতির বেনারসি, কোয়ার্টার হাতা ব্লাউজ়, সাবেকি ভারি গয়নায় অনন্য আবেদন।



শাড়ি: কমলা
ফোন: ৩২৬০৯৫১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www



নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



চওড়া পাড়ের শাড়ি,
গলাবন্ধ ব্লাউজ়।
সঙ্গে মানানসই ভারি
সোনার গয়না। চুলে
বাগানখোঁপা, চোখে
গাঢ় কাজল, ঠোঁটে
হালকা লিপস্টিক—
সাবেকবাড়ির
অভিজাত সাজে
সত্যিই অপরূপা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com



ষোড়শী তন্বী
আজ সদ্য যৌবনে
পা রাখা কন্যে।
আটপৌরে শাড়ি,
সাবেকি গয়নায়
অনন্যা। চুলে
ঢেউ খেলানো
অ্যালবার্ট স্টাইল,
চোখে কাজল,
ঠোঁটে গোলাপি
আভা— আর
কীই বা চাই!

মডেল: শায়না
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
ব্লাউজ়: প্রীতি দাস
ফোন: ৯৭৪৮৬৭৪৫৭২
গয়না: এ.সরকার
ফোন: ৪০৩০১৭১১
সেনকো গোল্ড, মৌলালি
(মরচে রংয়ের শাড়ি)
ফোন: ২২৮৪৭৮১২
লোকেশন: ব্যারিস্টার
বিমলচন্দ্র ঘোষের বাড়ি
ফোন: ২৪৫৫৩৯১২
ছবি: সোমনাথ রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠবেড়ালি

হলে ঢোকার মুখের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনুজা। পাশের বড় কাট আউটে ওর চোখ আটকে গেল। বড় ছবিটা এত জীবন্ত যে মনে হচ্ছে আসল মানুষটাই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে! ও ভাল করে দেখল। সেই ফর্সা, সুন্দর মুখ। টানা ভুরু। থুতনিতে তিল! সেই অহঙ্কারী, গম্ভীর চাহনি! সব কিছুতে লেগে থাকা বয়সের আঁচড়টুকু বাদ দিলে বাকিটা একই আছে।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অনুজার। কতদিন হল? প্রায় ত্রিশ বছর! আজ প্রায় তিন দশক পর আবার ও মুখোমুখি হবে রূপমালার! বুকের ভেতরটা কেমন করছে। মাথাটা ভারি লাগছে বেশ। মনে হচ্ছে, না এলেই বোধহয় ভাল হত।

"মা, শরীর খারাপ করছে নাকি? আজ প্রেশারের ওষুধ খাওনি?" শ্রী পাশের থেকে আলতো করে ধরল অনুজার হাত, "এত ভুলো মন কেন তোমার? এই বয়সেও কি বেবি সিটিং করাতে হবে নাকি?"

অনুজা হাসল, "নারে, তা নয়। শরীর ঠিক আছে।"

"তবে?" শ্রী বলল, "ও আবার টেনশন করছ! কেন করছ টেনশন? যে চোর, টেনশন তো তার করার কথা!"

"চুপ কর," অনুজা শ্রীর হাতটা চেপে ধরল, "তুই আবার শুরু করলি!"

"নাতো কী!" শ্রী চোয়াল শক্ত করল, "মা, আর কতদিন এমন করে থাকবে তুমি! কেন থাকবে?"

'তুই এমন করিস না শ্রী। এখানে এসেছি, অনুষ্ঠান দেখব তারপর চলে যাব। এর ভেতরে তুই আর নতুন করে ঝামেলা শুরু করিস না।"

শ্রী তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, "তুমি দাঁড়াও, আমি দু'টো কফি নিয়ে আসছি। ঠান্ডাটা বেশ জমিয়ে পড়েছে আজ।"

সিঁড়ির মাঝখান থেকে একপাশে সরে দাঁড়াল অনুজা। গায়ের চাদরটাকে ভাল করে টেনে নিল। সত্যি ঠান্ডাটা ভালই পড়েছে।

ওদের এই শহরটা ছোট্ট। কিন্তু ছবির মতো সাজানো। চওড়া রাস্তা, প্রচুর গাছ আর পুরনো সাহেবি আমলের বড় বড় বাড়ি। গত বছর দশেক এই শীতের সময় এখানে একটা করে লিটেরারি ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখক লেখিকারা আসেন। আলোচনাসভা, বক্তৃতা থেকে শুরু করে রিডার্স মিট, বুক রিডিং সেশন, সব হয়। কলকাতার পেপারগুলোয় বড় করে কভার করা হয় অনুষ্ঠানটা।

বইয়ের দিকে বরাবর একটা টান আছে অনুজার। নিজে এক সময় লিখতও। তবে সেটা বহু বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু বই পড়ে অনুজা। সারাদিন সংসারের নানান কাজের ফাঁকে সমস্ত রকম বই পড়ে ও।

এই সব অনুষ্ঠানে আসতে ভাল লাগে না অনুজার। এত লোক দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন করে। ভিড়ের থেকে সব সময় দূরে থাকতেই পছন্দ করে ও। তাই কোনও বার এই অনুষ্ঠানটায় আসে না। কিন্তু এবার ব্যাপারটা অন্য রকম।

অনুজার দুই মেয়ে। শ্রমণা আর শ্রীতমা। শ্রমণার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন ও অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। শ্রী সদ্য ইউনিভার্সিটি পাশ করেছে। কাছের একটা কলেজে চাকরিও পেয়ে গেছে। তবে চাকরির বাইরেও শ্রী নানা রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাই ওর পরিচিতির গণ্ডিটাও অনেক বড়।

এ বছর এই অনুষ্ঠানটা শুরু হওয়ার আগের দিন রাতে বাড়িতে ফিরে শ্রী বলেছিল, "মা জানো এবার কে আসছেন মিট-এ?"

অনুজা বুঝতে পারেনি। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কে?"

শ্রী কাঁধের ব্যাগটা বসার ঘরের সোফায় রেখে চুলের রিবনটা টেনে খুলে ফেলে বলেছিল, "রূপমালা বাসু, দ্য গ্রেট প্লেগিয়ারিস্ট।"

"কী?" অনুজা তাকিয়েছিল শ্রীর দিকে।

শ্রী বলেছিল, "রাহুলদা এবার কমিটির কনভেনার। ও-ই বলল। সবার নাম অ্যানাউন্স হলেও রূপমালার ব্যাপারে একটা আনসারটেনটি ছিল। কিন্তু আজ বিকেলে সেটা কনফার্ম হয়েছে।"

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“রূপমালা কী!” অনুজা শাসনের সুরে বলেছিল, “গুরুজন না তোর? নাম ধরে কেউ ডাকে?”
“আরে গুরুজন মানে?” শ্রী সোফায় বসে এবার পায়ের মোজা খুলতে খুলতে বলেছিল, “রবীন্দ্রনাথকে কেউ রবীন্দ্রনাথ দাদু, রবীন্দ্রনাথ জেঠু বা রবীন্দ্রনাথ কাকু বললে ভাল শোনাবে? সেলিব্রিটিদের ফার্স্ট নেম বেসিসেই ডাকা হয়। এটাই নিয়ম।”
অনুজা বলেছিল, “ঠিক আছে তুই এবার ফ্রেশ হয়ে নে। এ সব শুনে আমার কী হবে?”
“কী হবে মানে?” শ্রী পাশের ব্যাগটা থেকে একটা খাম বের করে বলেছিল,



অনুজা কিছু বলার আগেই আরেকটা মেয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। মেয়েটা পুলওভার আর জিনস পরে আছে। গলায় ক্যামেরা আর কাঁধে ব্যাগ।

AMARBOI.COM

“এই দেখো, দু’টো গেস্ট কার্ড। শেষ দিনে রূপমালার একটা বুক রিডিং সেশন আছে। সেটায় আমরা যাব। তুমি আর আমি, কেমন?”
“আমি?” অনুজা যেন আকাশ থেকে পড়েছিল, “কী বলছিস তুই? আমি যাব না। আমি কি এ সব ব্যাপারে যাই নাকি?”
“দেয়ার ইজ ফার্স্ট টাইম ফর এভরিথিং মাদার। এই জন্যই বাবা তোমার ওপর রাগ করে। এত ঘরকুনো কেন তুমি? আমি কিছু শুনব না। তোমায় যেতেই হবে।” শ্রী উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরে যেতে যেতে বলেছিল, “আর আমিও দেখতে চাই রূপমালা তোমায় দেখে কী বলে!”
সে দিন রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না অনুজার। শ্রীটা এতো জেদি! একবার যখন বলেছে তখন নিয়ে যাবেই ওকে।
শ্রী একদম সুজনের মতো হয়েছে। সুজন এখন আমেরিকায় আছে। ছ’মাস দেশে আর ছ’মাস বিদেশে থাকে সুজন। কিন্তু ফোনেই ছোট মেয়েকে দস্যিপনা করার জন্য উৎসাহ দেয়! এই যে শ্রী এ সব বলছে এর পেছনেও সুজন আছে। কবে নিজের জীবনের কথা ও সুজনকে বলেছিল, তার সমস্ত শ্রীর কানে ঢেলেছে লোকটা! মেয়েকে এ সব কেউ বলে! এত বয়স হয়েছে কিন্তু আক্কেল বলে এখনও কিছু নেই!
“মা এই নাও, ধর।” শ্রী একটা কাগজের কাপ নিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে।
অনুজা কাপটা ধরল দু’হাত দিয়ে। দেখল শ্রীর পাশে একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রী বলল, “মা, এই যে রাহুলদা। তোমার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।”
ছেলেটা ভারি সুন্দর দেখতে। হাসলে গালে টোল পড়ে ওর। রাহুল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল।
কিন্তু বাঁধা দিল অনুজা, বলল, “এসব কোরো না। বাড়িতে এসো এক দিন ভাল করে আলাপ করা যাবে।”
শ্রী বলল, “রাহুলদাকে আমি বলেছি রিডিং সেশনের পর রূপমালার সঙ্গে যদি আমাদের একটু কথা বলিয়ে দিতে পারে!”
অনুজা বলল, “না না, একদম না। কী হবে!”
রাহুল বলল, “আরে আন্টি কোনও প্রবলেম নেই। আমি আপনাদের নিজে নিয়ে যাব। ভদ্রমহিলা যদিও খুব রাশভারী তাও কোনও প্রবলেম হবে না! লনের অন্য দিকে একটা টেন্ট করা হয়েছে। ওঁর রেস্ট রুম ওটা। বিলিতি ফ্যাশন আর কী! সবার অ্যাকসেস নেই। কিন্তু আমি আপনাদের নিয়ে যাব।”
অনুজা কিছু বলার আগেই আরেকটা মেয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।
মেয়েটা বেশ বেঁটে। রোগা। একটা পুলওভার আর জিনস পরে আছে। গলায় ক্যামেরা আর কাঁধে ব্যাগ।
মেয়েটা বলল, “রাহুলদা প্লিজ় আমাকে এক বার চান্স করে দিন। প্লিজ।”
রাহুল বিরক্ত হল। বলল, “আপনি আবার এসেছেন? আরে বলেছি তো উনি প্রেসের সঙ্গে কথা বলছেন না। কেন বারবার আসছেন!”
“প্লিজ় রাহুলদা!” মেয়েটা অনুরোধ করল, “রিসেন্টলি ওঁর ডিভোর্স হয়েছে। তারপর থেকে একটা ইন্টারভিউও দেননি। আমার ওপর অফিসের ইমেন্স প্রেশার আছে। প্লিজ একটা পাঁচ মিনিটের উইন্ডো খুলে দিন আমার জন্য। ওঁর ওপর একটা এক্সক্লুসিভ করতে পারলে... মানে যা হোক একটা কিছু...”
“আমায় আর রিকোয়েস্ট করবেন না। আমার নিজের খারাপ লাগছে!” রাহুল মেয়েটার থেকে ঘুরে এবার অনুজার দিকে তাকাল, “আন্টি আপনারা আস্তে আস্তে ভেতরে গিয়ে বসুন। আমি সময় মতো নিয়ে যাব আপনাদের। আমায় একটু...”
“হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি এসো বাবা।” অনুজা হাসল। রাহুল শ্রীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে চলে গেল হলের ভেতরে।
“আপনারা একটু বলে দিন না রাহুলদাকে!” মেয়েটা অনুজার দিকে ফিরল, “আমার নাম টফিন। কলকাতা থেকে এসেছি। প্রথম বড় অ্যাসাইনমেন্ট। জুনিয়র বলে এতদিন কেউ বিশেষ পাত্তা দেয়নি। রূপমালা বাসুর ওপর একটা এক্সক্লুসিভ করতে পারলে আমার খুব উপকার হবে। মানে এনি থিং আবাউট হার। প্লিজ রাহুলদাকে বলে দিন না।”
অনুজা হাসল, বলল, “আমি তা কী করে বলি বলো! আমার সঙ্গে তো এই আলাপ হল!”
টফিন মাথা নাড়ল শুধু, তারপর বিষণ্ণ ভাবে হেসে চলে গেল সামনের লনের দিকে। ওখানে লনের পেরিফেরি দিয়ে নানান খাবারের স্টল হয়েছে। লনের মাঝে একটা বন ফায়ারের মতোও করা হয়েছে। অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা গোল করে সেই আগুন ঘিরে বসে গিটার বাজিয়ে গান গাইছে। টফিন সেই ভিড়টায় গিয়ে বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউ ইন্ডিয়া ফ্লোটার মেডিক্লেমের সাহায্যে জীবনকে নিরাপদ করুন



প্রিমিয়ার হেলথ ইনশিওরার...

হাজার হাজার মানুষ বিশ্বাস করেন

Highlights *

- সমগ্র পরিবারের জন্য সিঙ্গল ফ্লোটার সাম নিশ্চিত করা হয়।
- দু'লাখ, তিন লাখ, পাঁচ লাখ ও আট লাখ টাকার ফ্লোটার সামের ক্ষেত্রে হসপিটালাইজেশনের সুবিধা পাওয়া যায়।
- এর সঙ্গে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সুবিধা রয়েছে।
- সন্তানের জন্মের সময় বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।
- হসপিটাল ক্যাশ
- এলাকাভিত্তিক আকর্ষণীয় প্রিমিয়ামের সুবিধা
- সারা ভারতের সমস্ত নেটওয়ার্ক হসপিটালে বিনা অর্থে চিকিৎসার সুবিধা
- ৭৪-এর বেশি ডে কেয়ার প্রসিডিওরস

* বিশদ বিবরণের জন্য প্রসপেকটাস দেখুন।

New India Assurance Online
online.newindia.co.in

online.newindia.co.in

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
ভারতের প্রিমিয়ার জেনারেল ইনশিওরেন্স কোম্পানি

হেড অফিস ঃ নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্স বিল্ডিং, ৮৭, এম.জি. রোড, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১ ভারত

IRDA REGN. No. 190

Insurance is subject matter of solicitation.

www.newindia.co.in

২৪ x ৭ - টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২০৯-১৪১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মা চলো, শুরু হয়ে গেছে বোধহয়।" শ্রী টানল অনুজাকে।
হাতের কাপটা পাশের ডাস্টবিনে ফেলে শ্রীর দিকে তাকাল অনুজা। আর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল আবার! মনে হল, ওকে কি চিনতে পারবে রূপমালা? ওকে দেখে আজও কি রূপমালা সেই আগের মতোই হইহই করে বলে উঠবে, "এই যে ভীতুজা কী করছিস!"

প্রায় তিরিশ বছর আগে

১

আজ রোদটা দেখেই অনু বুঝেছিল বিকেলের দিকে বৃষ্টি হবে। কেন জানে না, কিন্তু সকালে উঠে জানলা দিয়ে জলপিপি মাঠের গাছগুলোয় এসে পড়া রোদ দেখে অনু বুঝতে পারে দিনটা কেমন যাবে! আজ সকালে জানলা দিয়ে দেখেছিল গাছগুলোয় কেমন যেন একটা ভেজা রোদ লেগে আছে। চারটে শালিখ ফুড়ুক ফুড়ুক করে উড়ছে গাছের মাথায় আর দু'টো কাঠবেড়ালি ৯-কারের মতো লেজ তুলে দৌড়াদৌড়ি করে কী যেন খুঁজে চলেছে ঘাসে! আর তখনই মনে হয়েছিল আজ ঠিক বৃষ্টি হবে!
কলেজে বেরবার সময় তাই ছাতাটা নিয়েছিল ও। নীল সাইডব্যাগের ভেতর ছাতাটা ভরে বাবাকে বলেছিল, "তুমি ছাতা নিয়ে যেও বাবা আজ বৃষ্টি হতে পারে!"
মা রান্না ঘর থেকে এঁটো বাসন তুলছিল তখন। ওর কথা শুনে বেরিয়ে এসে বলেছিল, "কী সব বলছিস তুই! রোদে চাঁদি ফেটে যাচ্ছে আর তুই বলছিস বৃষ্টি হবে!"
মা এমনই! সব সময় কেমন যেন রেগে থাকে। সামান্য কথাতেই খিটখিট করে ওঠে! অনু বুঝতেই পারে না কীসের জন্য এমন রাগ করে মা!
বাবা বলেছিল, 'তুমি আবার এলে কেন!"
মা রাগের গলায় বলেছিল, "কেন আসতে পারি না? এটা কি তোমাদের বাড়ি শুধু? আমি তোমাদের বাপ-বেটির হয়ে দাসিগিরি করতে এসেছি নাকি?"
বাবা আর কথা বাড়ায়নি। চোখের ইশারায় অনুকে বলেছিল বেরিয়ে পড়তে।
সকালে বাসস্টপ পর্যন্ত বাবার সঙ্গেই যায় অনু। তারপর বাবা বাস ধরে আর রুপু এসে গাড়িতে তুলে নেয় ওকে।
আজ রাস্তায় বেরিয়ে অনু বলেছিল, "তুমি ছাতাটা নিলে পারতে বাবা। আজ বৃষ্টি হবেই, দেখো!"
বাবা হেসে ব্যাগের ভেতর থেকে ছোট ছাতার হাতলটা বের করে দেখিয়েছিল ওকে। বাবা অনুর সব কথা শোনে! এমন মাটি দিয়ে তৈরি মানুষ ও কোথাও দেখেনি!
কলকাতায় ছোট্ট একটা অফিসে চাকরি করে বাবা। স্টেনো টাইপিস্টের কাজ। খুব বেশি মাইনে নয়। তাই অফিসের পর দু'টো ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয় বাবার। অনুও বলে ও টিউশনি করবে, কিন্তু বাবা রাজি হয় না। বলে, "আমি যখন পারব না তখন না হয় করিস! আমি থাকতে আমার মেয়ে কেন খাটবে!"
কথাটা ঠিক নয় অনু জানে। কিন্তু বাবা এত আদর করে বলে যে অমান্য করতেই পারে না! আসলে অনু বোঝে ওর শরীরেও মাটির ভাগই বেশি! মায়ের কথায় 'বাপকা বেটি!"
"এই যে ভীতুজা, কী করছিস এখানে বসে?" পাশের থেকে গলাটা শুনে তাকাল অনু। রুপু এসে দাঁড়িয়েছে।
ও বলল, "এই বৃষ্টি দেখছিলাম! কী সুন্দর না! পৃথিবীতে এত সুন্দর সব জিনিস আছে! জানিস আমাদের বাড়ির কাছের জলপিপি মাঠে না দু'টো কাঠবেড়ালি আছে! সব সময় এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়। বাবা বলে ওই দু'টো হলাম আমি আর তুই!"
"তাই! শেষে কাঠবেড়ালি হয়ে গেলাম! কোথায় বড় রাইটার হব না কাঠবেড়ালি!" রুপু হেসে ঠোঁট ওল্টালো, "যাকগে, তুই এস.বি.-র ক্লাসটা করেছিস, না?"
অনু হাসল, "তুই করলি না কেন?"
"ধুর, কী বোর করে!" রুপু পাশে বসল, "ভালো লাগে বল? সেই একই কথা! চর্যাপদ নিয়ে সেই এক ঘ্যানঘ্যান!"
অনু জিজ্ঞেস করল, "তুই কোথায় গিয়েছিলি?"
"টেবলটেনিস খেলছিলাম কমনরুমে। তুই যে নোট লিখবি আমি জানি। কার্বন পেপার দিয়ে লিখেছিস তো?"
রুপু এমনই! ছোট থেকে দেখছে তো! আসলে সেই ইনফ্যান্ট থেকে এই বাংলা অনার্স অবধি দু'জনে এক সঙ্গে আছে। ওর সব কথাই মোটামুটি জানে অনু। রুপুটা খুব পাগলি, রাগী আর না-ভেবেই দুমদাম কাজ করে ফেলতে ওস্তাদ!
ও বলল, "হ্যাঁ সে করেছি। তবে কামাই করিস না। পারসেন্টেজ না থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেবে না!"
রুপু পাত্তাই দিল না ওর কথায়। বলল, "মামার বাড়ির আব্দার! বসতে দেবে না! কলেজ উঠিয়ে দেব না! জানিস না এই কলেজটা আমাদের দেওয়া জমির ওপরে তৈরি!"
অনু হাসল। এটা ঠিকই বলেছে রুপু। সত্যি কলেজটা ওদের জমির ওপরেই তৈরি! এই মুক্তোগাছার জমিদার ছিল রুপুরা। এখন জমিদারি আর নেই কিন্তু অর্থ বা প্রতিপত্তি কমেনি একটুও। অনু বোঝে রুপুর এই মেজাজটা ও উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে!
রুপু বলল, "চল না, আজ ফেরার পথে একটা সিনেমা দেখে যাই! মোহরে নতুন বই এসেছে। বচ্চনের। দারুণ হবে। যাবি?"
অনু সংকুচিত হয়ে গেল। বলল, "না না। মা বকবে।"
রুপু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এবার লাইব্রেরিয়ান দূর থেকে ধমকে উঠলেন, "কী হল? তখন থেকে এত গল্প কীসের? এটা লাইব্রেরি না পাড়ার ক্লাব?"
রুপু বলল, "ম্যাডাম, আর কেউ আছে লাইব্রেরিতে? আমরা দু'জনেই তো রয়েছি শুধু। তবে?"
লাইব্রেরিয়ান ভাল করেই চেনেন রুপুকে। বললেন, "আস্তে কথা বলো একটু।"

রুপু বলল, "মামার বাড়ির আব্দার! বসতে দেবে না! কলেজ উঠিয়ে দেব না! জানিস না এই কলেজটা আমাদের দেওয়া জমির ওপরে তৈরি!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ব
রেকর্ড
দিবস

নে রাখার মতো একটি দিন

এই মরশুমের সবটুকু প্রাপ্তি প্রাণভ'রে উপভোগ করুন
আর প্রত্যেকটা দিন ক'রে তুলুন দারুণ ফ্যাশনেব্‌ল !



ছেলেদের জন্যে: শার্ট-₹849, ট্রাউজার্স-₹1,099। **মেয়েদের জন্যে:** টপ্‌-₹599, পালাজ্জো প্যান্টস-₹899, স্যান্ডেল্‌স-₹899। **2–8 বছরের মেয়ে:** রোম্পের-₹369

MEN'S WEAR I WOMEN'S WEAR I KIDS' WEAR I FOOTWEAR I ACCESSORIES
THE LARGEST VALUE FASHION BRAND IN INDIA AND THE MIDDLE EAST I OVER 200 STORES ACROSS 16 COUNTRIES
OVER 85 STORES ACROSS 40 CITIES IN INDIA I WWW.MAXFASHIONINDIA.COM I MAXFASHIONS
আপনার কাছাকাছির স্টোর খোঁজার জন্যে এসএমএস করুন: **MF<SPACE><FIRST THREE LETTERS OF THE CITY>**
56070 নম্বরে। যেমন, কলকাতায় স্টোর খুঁজতে হ'লে **56070** নম্বরে **MF KOL** এসএমএস করুন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুপু বিশেষ পাত্তা দিল না। অনুকে বলল, "সব সময় ভয়! বিয়ের পর বরের সঙ্গে ইয়ে করার আগেও মায়ের পারমিশন নিস! তোকে নিয়ে আর পারা যায় না! যাক গে বাদ দে, তোকে এবার আসল কথাটা বলি।"
"কী?"
রুপু হাসল, তারপর ব্যাগের থেকে একটা পাতা বের করে বলল, "এটা দেখ। নোটিস। ইন্টার কলেজ স্টোরি রাইটিং কম্পিটিশন।"
অনু হাতে নিয়ে দেখল পাতাটা। সত্যি গল্প লেখার প্রতিযোগিতা! আড়াই হাজার শব্দের মধ্যে গল্প লিখে জমা দিতে হবে! দশ দিন সময় আছে।
ও বলল, "ভাল তো। তুই লেখ।"
"আমি তো লিখবই। তুইও লিখবি। আমরা দু'জনে মিলে লিখব! কেমন? ফর্ম দেবে দিন পাঁচেক আগে থেকে।"
"আমি?" অনু ঠোঁট কামড়াল।
ও জানে এই প্রতিযোগিতায় ওর লেখা হবে না! পড়া বাদ দিয়ে এসব করলে মা বকবে।
রুপু বলল, "হ্যাঁ, তুই! আরে, লিখিস তো ভালই! তবে? আমি তো লিখব!"
অনু মাথা নামিয়ে নিল, বলল, "সে তো একা একা লিখি। প্রতিযোগিতায় দেওয়ার মতো নয়!"
"সব জেনে গেছিস!" রুপু রাগ করল একটু, "আরে বাবা, না হয় জিতবি না তুই, তা বলে পার্টিসিপেট করতে কী আপত্তি?"
অনু কী বলবে বুঝতে পারল না। আসলে ওর কি ইচ্ছে করছে না! খুব করছে! কিন্তু মা যদি জানে তবেই বিপদ!
রুপু বলল, "আমি জমা দেব। ফাটিয়ে লিখব। ফার্স্ট প্রাইজ আমার বাঁধা।"
অনু হাসল সামান্য, "জানি তো তুই ভাল লিখিস!"
"এবার সবাই জানবে!" রুপু আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, "আর দেখবি যখন ফার্স্ট প্রাইজটা পাব কিটুদাও আর আমায় দূরে ঠেলতে পারবে না!
কিটুদা! নামটা শুনেই অনুর বুকটা ধ্বক করে উঠল যেন। মনে হল পেটের ভেতর লাফিয়ে উঠল সকালের সেই দু'টো কাঠবেড়ালি! জলপিপি মাঠ ভর্তি করে গাঢ় হলুদ রঙের রোদ ঢেলে দিল আকাশ! মনে হল, এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারলে কি পুরস্কারে কিটুদাকেও পাওয়া যাবে?

কিটুদা! নামটা শুনেই অনুর বুকটা ধ্বক করে উঠল যেন। মনে হল, এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারলে কি পুরস্কারে কিটুদাকেও পাওয়া যাবে?

AMARBOI.COM

২

মা বলেছে, "তাড়াতাড়ি যাবি আর আসবি। এদিক ওদিক একদম করবি না। দেখ, কেমন সন্ধে হয়ে আসছে!"
অনুর অবাক লাগে! এদিক ওদিক কোথায় যাবে ও? কোনও দিন কোথাও গেছে যে আজ যাবে! অনু তো কেবল বাড়ি আর কলেজের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। অন্য কোথাও তো বিশেষ যায় না! তাও মা কেন এমন বলে কে জানে!
অনু হাতের খামটা দেখল আবার। ভেতরে কাগজটা আছে তো! পথে পড়ে যায়নি তো কোথাও!
এটা অনুর মস্ত একটা দোষ! এত টেনশন করে সব বিষয়ে! পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বারবার অ্যাডমিট কার্ড দেখে। কোথাও যাওয়ার আগে ঘনঘন ব্যাগের টাকা দেখে! আসলে ওর বারবার মনে হয় এই বুঝি ও ভুল করে সব বাড়িতে রেখে এসেছে!
রুপুদের বাড়িটা ওদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথে পনেরো মিনিটের মতো। রাস্তাটা নির্জন। পাড়ার ভেতর দিয়ে বলে খুব একটা লোক চলাচল নেই! তাও অনু রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষেই হাঁটছে।
মা বলেছিল সন্ধে হয়ে আসছে। আসলে এখন বিকেল সাড়ে চারটে মাত্র! গরমকালে কি এ সময় সন্ধে হয়! তাও মা সব সময় চাপে রাখে ওকে!
রুপুর জ্বর হয়েছে দু'দিন। কলেজ যেতে পারছে না। এদিকে গল্প প্রতিযোগিতায় গল্প জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পরশু। তাই আজ রুপুদের বাড়ির বাজার-সরকার মাধবকাকা সাইকেল নিয়ে এসেছিল দুপুরে। বলে গেছে বিকেলে যেন অনু একবার আসে ওদের বাড়ি!
অনুকে না বললেও ও যেত। রুপু কলেজে যেতে পারছে না বলে গতকালই ও কলেজের অফিস থেকে গল্প প্রতিযোগিতার জন্য ফর্ম তুলেছে। এটা ফিল-আপ করে এর সঙ্গে গল্প জুড়ে তবে জমা দিতে হবে! সঙ্গে দশ টাকা এন্ট্রি ফি-ও লাগবে!
টিচার্স রুমের পাশে কিটু ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে বসে ছিল এই ফর্ম দেবার জন্য। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কী যে লজ্জা লেগেছিল অনুর!
কিটু অনুকে দেখে হেসেছিল সামান্য। তারপর বলেছিল, "ক'টা ফর্ম দেব?"
"একটা।" অনু মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।
"তোমার নিজের জন্য?"
কিটু সময় নিচ্ছিল।
অস্বস্তি হচ্ছিল অনুর। ওর পেছনে তখনও চারজন দাঁড়িয়েছিল ফর্ম নেবে বলে। ওর মনে হচ্ছিল পেছনের সবাই খুব বিরক্ত হচ্ছে!
কিটু আবার জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হল? বললে না তো! তোমার জন্য?"
অনুর হাতের তালু ঘেমে গিয়েছিল একদম। ও চোখ তুলে তাকাতেই পারছিল না! কিটুর বাদামি চোখ, হাল্কা দাঁড়ি-গোঁফ আর বুক খোলা পাঞ্জাবি দেখে কেমন একটা লাগছিল ওর! মনে হচ্ছিল শরীরের সমস্ত রক্ত বোধহয় উঠে গেছে মাথায়। ভয় হচ্ছিল, কিটু যদি বুঝে যায় অনুর ভাল লাগে ওকে!
হ্যাঁ, কীর্তিনাথ রায়, মানে কিটুকে অনুর খুব পছন্দ! আর সেই নিয়ে ওর ভেতরে একটা অপরাধবোধও আছে! রুপু তো কলেজ শুদ্ধু সবাইকে জানিয়ে রেখেছে যে কিটু শুধু ওর! আর কেউ যেন কিটুর দিকে হাত না বাড়ায়! তাই ওর মনের গোপন কথাটা যদি রুপু জেনে ফেলে তবে যে কী হবে!
ও বলেছিল, "এটা রূপমালার জন্য!"
"রূপমালা!" কিটুর গলার স্বর পাল্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Pituitary and endoscopic skull base surgery

Multi-specialist expertise in surgical treatment of tumors on the pituitary gland.

The pituitary gland is responsible for the secretion as well as regulation of hormones in our body. It's a tiny pea-sized gland, located close to the brain, which is why high levels of precision and skills are essential while operating on it. At Apollo Gleneagles Hospitals, we have the precision and skill of experts from across specialities and the latest surgical intervention techniques (minimally invasive and complex open skull). All this so that you get results, you can be sure of.

Apollo Gleneagles Hospitals
58, Canal Circular Road,
Kolkata - 700 054, West Bengal.
Ph: 033-2320 3040 / 2320 2122

Helpline: 033 - 6060 1066

Apollo Gleneagles HOSPITALS KOLKATA
TOUCHING LIVES

Organization Accredited by Joint Commission International

www.apollogleneagles.in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল নিমেষে, "ও গল্প লেখে নাকি? পারে?"
অনু বুঝতে পারছিল ব্যাপারটা। রুপুর কিটুকে পছন্দের ব্যাপারটা এক তরফাই রয়ে গেছে।
অনু বলেছিল, "ও আমার চেয়ে ভাল লেখে।"
"তুমি লেখো?" কিটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে, "তবে তো তোমাকে নিতেই হবে একটা ফর্ম। নিতেই হবে।"
অনু কী বলবে বুঝতে পারছিল না। আসলে ওর মনেও যে লেখা জমা দেবার ইচ্ছে সেটা বাবা ছাড়া আর কাউকে বলতে পারেনি!

পাশে দাঁড়িয়ে ছগন সিংহ খৈনি টিপছিল। ওকে দেখেই চট করে হাতটা পেছনে লুকিয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলেছিল, "আরে বিটিয়া, আও আও। কত্তদিন পরে এলে!"
অনু হেসে ভেতরে ঢুকল। গেট থেকে নুড়ি ফেলা রাস্তাটা 'এস'-এর মতো বেঁকে ঢুকে গেছে ভেতরে। রাস্তার দু'পাশে সুন্দর করে ছাঁটা লন। তাতে নানা রকম পাথরের মূর্তি আর ফোয়ারা বসানো। লনের পর থেকে গাছ লাগানো আছে।
মূল বাড়ির সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াল অনু। কাকিমা, মানে রুপুর মা বসে আছেন বারান্দায় আর নারকোলের দড়ি দিয়ে দোলনা বানাবার তদারকি করছেন।

অনু মাথা নিচু করে নিল। কথাটা শুনে ভাল লাগল না একটুও। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ভাবল, এসব ব্যাপারে ধনী দরিদ্রের কোনও তফাত নেই!

বাবা শুনে খুব খুশি হয়েছিল। বলেছিল, "দে না জমা। আমি টাকা দেব। ভাবিস না। তোর তো বেশ কয়েকটা লেখাও আছে। তার থেকেই একটা দিয়ে দে।"
তাই কিটুকে কী বলবে বুঝতে পারছিল না অনু। সামনে সাজানো ফর্মগুলো দেখে একটা অদ্ভুত টান অনুভব করছিল ও। মনে হচ্ছিল নিয়েই ফেলে একটা!
তবে তার আগেই কিটু আচমকা ওর হাত ধরে একটা ফর্ম গুঁজে দিয়েছিল। বলেছিল, "তোমার জন্য এটা। আমি চাই তুমিও জমা দেবে লেখা। বুঝেছ?"
ওই স্পর্শটুকু তারপর থেকে কী ভাবে যে বুকের ভেতর আগলে রেখেছে অনু তা ও-ই জানে! আর এও ঠিক করেছে যে কিছু দিন আগে লেখা নতুন একটা গল্প চুপিচুপি গিয়ে জমা দিয়ে দেবে! কাউকে কিচ্ছু বলবে না। কিটুর কথা ওকে রাখতেই হবে!
রুপুদের বাড়িটা অনেক পুরনো। আর এতটাই বড় যে কম্পাউন্ডের ভেতরে সাইকেল নিয়ে ঘুরতেই প্রায় দশ মিনিট লেগে যায়!
বাড়িতে ঢোকার বড় লোহার দরজার

ওকে দেখে কাকিমা বললেন, "অনু এসেছিস! আমাদের কথা তোর মনে পড়ল এতদিনে! মাঝে মাঝে তো আসতে পারিস!"
ও হাসল, বলল, "হ্যাঁ কাকিমা, আসলে হয়ে ওঠে না। পড়ার চাপ থাকে তো!"
"তা তো জানি!" কাকিমাও হাসলেন, "কিন্তু তোর বন্ধুকে সেটা কে বোঝাবে! পড়াশুনোর নামগন্ধ নেই! সারাদিন হয় গান গাইছে নয় গপ্পো লিখছে! আরে বাবা এসব করে কী হবে! করতে তো হবে স্বামীর ঘর! সেখানে এসব কাজে লাগবে কোনও?"
অনু মাথা নিচু করে নিল। কথাটা শুনে ভাল লাগল না একটুও। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ভাবল, এসব ব্যাপারে ধনী দরিদ্রের কোনও তফাত নেই! সবাই আজও সেই দু'শো বছর আগের পৃথিবীতে পড়ে রয়েছে!
ও বলল, "রুপু আছে তো ভেতরে?"
"তা আছে। জ্বর হয়েছে যে! না হলে কি আর শুয়ে থাকার পাত্রী সে!"
অনু আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে এগিয়ে গেল।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা রেডিও নিয়ে খুটখুট করছিল রুপু। ওকে দেখে সেটা সরিয়ে রেখে উঠে বসল। বলল, "আরেকটু আগে আসতে পারলি না!"
অনু বলল, "কলেজের সব ক্লাস করে আসতে হয় তো! আর তুই তো নেই যে তোদের গাড়িতে আসব! বাসে কী ভীড়!"
"তোদের গাড়ি মানে?" রুপু চোখ পাঁকাল, "তোদের গাড়ি মানে কী? আমার যেটা সেটা কি তোর নয়? বা তোর যেটা সেটাও তো আমার, না?"
অনু হাসতে গিয়েও থমকে গেল। আচমকা ওর সামনে ভেসে উঠল, হাল্কা দাড়ি, বাদামি চোখ! ভেসে উঠল বুক খোলা পাঞ্জাবি থেকে ছড়িয়ে পড়া বুনো, মিষ্টি গন্ধ! যা ওর তা সবই কি রুপুর? না, মোটেও তা নয়।
রুপু কিন্তু খেয়াল করল না। বরং বলল, "এনেছিস ফর্ম? দে।"
খামটা বাড়িয়ে দিল অনু। জিজ্ঞেস করল, "তোর লেখা কমপ্লিট?"
"হ্যাঁ," রুপু ফর্মটা দেখতে দেখতে হাসল, "দারুণ গল্প লিখেছি! ফাটাফাটি! তুই দেখিস, ফার্স্ট প্রাইজ বাঁধা! আচ্ছা কিটুদা আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?"
অনু কী বলবে বুঝতে পারল না। ও মাথা নামিয়ে নিল।
রুপু ঠোঁট কামড়ে দেখল অনুকে। তারপর বলল, "জানি জিজ্ঞেস করবে না। তাও... তবে দেখবি যখন এই লেখাটা প্রাইজ পেয়ে ম্যাগাজিনে বেরবে তখন কী করে! নিজে আমার পেছনে পেছনে ঘুরবে! গ্যারান্টি!"
অনু বলল, "এটা ফিল-আপ করে দে। জমা করে দেব। আর সময় নেই তো!"
রুপু হাসল, "সে তো দেবই। তুই একবার পড়ে দেখ না কেমন হয়েছে! বাই দ্য ওয়ে নীচে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোর? তোকে বলেছে কিছু?"
"উফ কত কিছু বলিস এক সঙ্গে!" অনু হাসল, "কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তো! কিন্তু কিছু তো বলেনি! কেন?"
রুপু মাথা নেড়ে হাসল, "তোর জন্য খবর আছে! দারুণ খবর!"
"কী?" অনু অবাক হয়ে তাকাল।
রুপু চোখ বড় বড় করে বলল, "আমাদের বাংলার নতুন লেকচারার। ঋষিব্রতদা এসেছিল আমাদের বাড়ি।"
"তো? আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক!" অনুর অস্বস্তি হল। এই ঋষিব্রত লোকটাকে একদম ভাল লাগে না ওর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

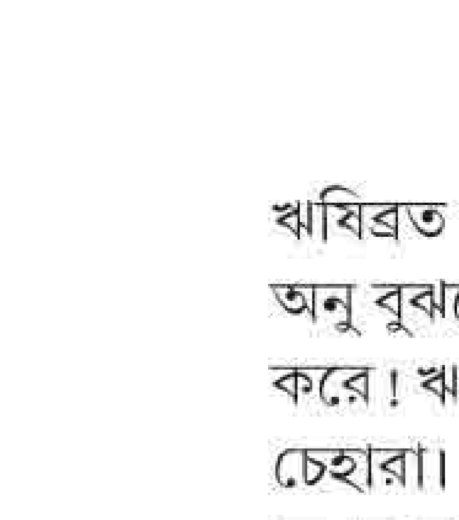
রুপু বলল, “সম্পর্ক হ্যাজ! জানিস তো ও আমার এক রকমের দাদা হয়। কেসটা হচ্ছে ও তোদের বাড়ি যেতে চায়! সে জন্য মায়ের হেল্প নিতে এসেছিল।”
“আমাদের বাড়ি! মানে?” অনু অবাক হয়ে তাকাল।
“ন্যাকা খুকি আমার,” রুপু ওর গাল টিপে বলল, “তোকে ওর পছন্দ রে পাগলি! তোকে দেখে ঋষির সমস্ত ব্রত ভেঙে চুরমার একদম। ও তোকে বিয়ে করতে চায়!”

৩

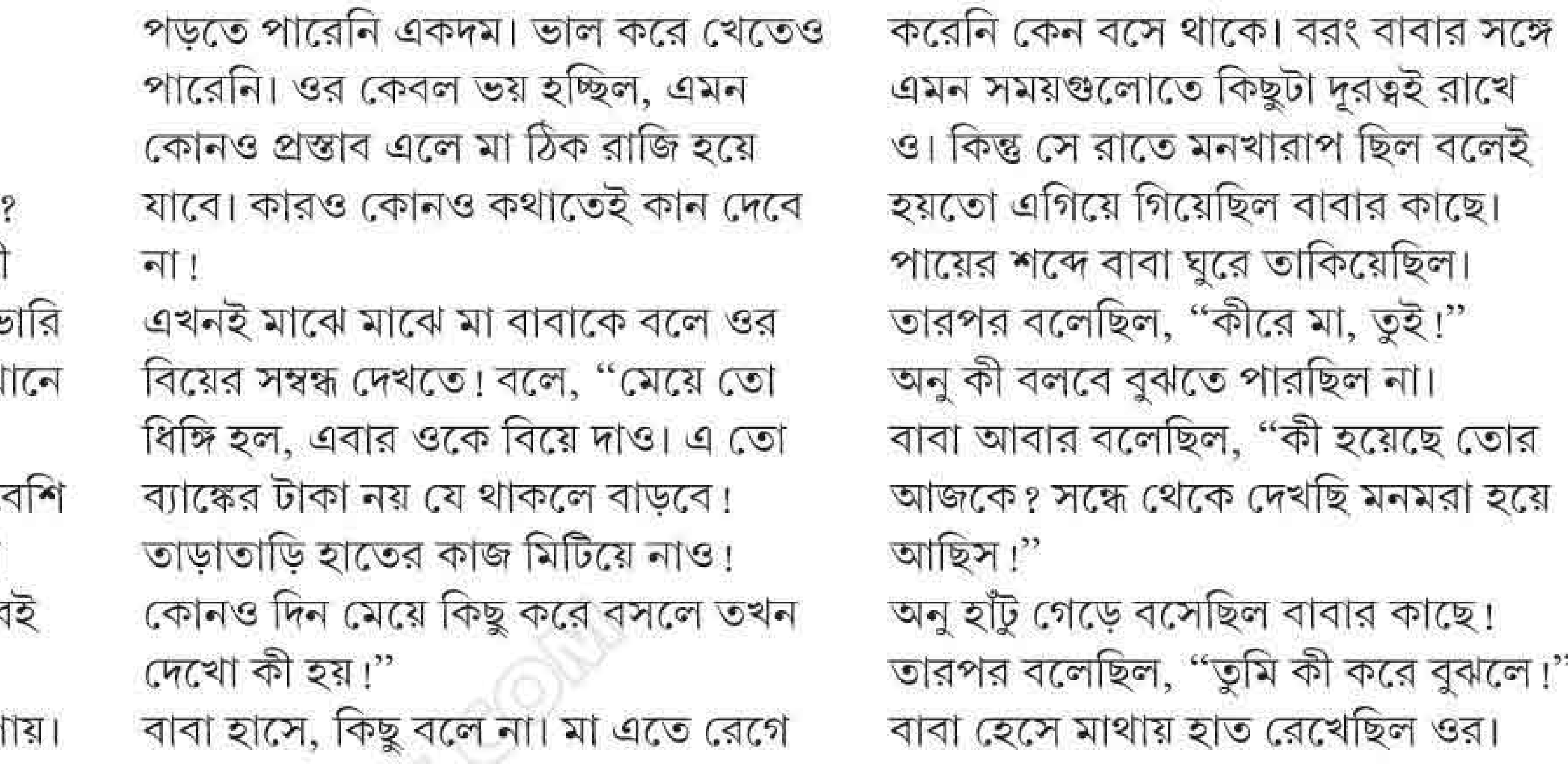
ঋষিব্রত স্যার! ওকে বিয়ে করতে চান? অনু বুঝতেই পারছে না এমন হলটা কী করে! ঋষির বয়স তিরিশের ওপরে। ভারি চেহারা। ওঁদের ক্লাসও নেন। আর সেখানে সবার সামনে স্পষ্ট করেই অনুর দিকে মনোযোগ দেন বেশি! মানে, ওকেই বেশি প্রশ্ন করেন। ওর দিকে তাকিয়েই বেশি পড়ান। এমন কী নানান রেফারেন্সের বই এনে অনুর হাতেই দেন!
ক্লাসের সবাই সেটা নিয়ে অনুকে ক্ষেপায়। বলে, “কী রে, স্যার যে পুরো লাট্টু, তোর ওপর!”
কিন্তু অনু এসব পাত্তা দেয় না! কেন দেবে! এটা কি পাত্তা দেওয়ার মতো কোনও ব্যাপার! কিন্তু সেই বিকেলে রুপু যা বলেছে তাতে অনুর পায়ের তলা থেকে মাটিই সরে গেছে।
ঋষি স্যার এতদূর ভেবে ফেলেছেন! বিয়ে! বয়সে কত্ত বড় ও অনুর চেয়ে! এটা ভাবল কী করে লোকটা!
সে দিন ওর এত মনখারাপ হয়েছিল যে পড়তে পারেনি একদম। ভাল করে খেতেও পারেনি। ওর কেবল ভয় হচ্ছিল, এমন কোনও প্রস্তাব এলে মা ঠিক রাজি হয়ে যাবে। কারও কোনও কথাতেই কান দেবে না!
এখনই মাঝে মাঝে মা বাবাকে বলে ওর বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে! বলে, “মেয়ে তো ধিঙ্গি হল, এবার ওকে বিয়ে দাও। এ তো ব্যাঙ্কের টাকা নয় যে থাকলে বাড়বে! তাড়াতাড়ি হাতের কাজ মিটিয়ে নাও! কোনও দিন মেয়ে কিছু করে বসলে তখন দেখো কী হয়!”
বাবা হাসে, কিছু বলে না। মা এতে রেগে যায় আরও। রান্নাঘরে ঘটিবাটির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আওয়াজও বেড়ে চলে!
তাই সেই রাতে ভয়ে আর আশঙ্কায় বুজে এসেছিল অনুর গলা। চোখ পাতা এক করতে পারছিল না। এপাশ ওপাশ করতে করতে একবার উঠেছিল জল খেতে। আর তখনই দেখেছিল বারান্দায়, চাঁদের আলোয় চুপ করে বসে রয়েছে বাবা!
বাবা এমন অনেক সময়ই চুপ করে বসে থাকে বারান্দায়। অনু কোনও দিন জিজ্ঞেস করেনি কেন বসে থাকে। বরং বাবার সঙ্গে এমন সময়গুলোতে কিছুটা দূরত্বই রাখে ও। কিন্তু সে রাতে মনখারাপ ছিল বলেই হয়তো এগিয়ে গিয়েছিল বাবার কাছে। পায়ের শব্দে বাবা ঘুরে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল, “কীরে মা, তুই!”
অনু কী বলবে বুঝতে পারছিল না।
বাবা আবার বলেছিল, “কী হয়েছে তোর আজকে? সন্ধে থেকে দেখছি মনমরা হয়ে আছিস!”
অনু হাঁটু গেড়ে বসেছিল বাবার কাছে! তারপর বলেছিল, “তুমি কী করে বুঝলে!”
বাবা হেসে মাথায় হাত রেখেছিল ওর।

লা ই ম লা ই ট

ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিংয়ের খুঁটিনাটি



বাড়ি মানে তো শুধুই ইট, বালি, সিমেন্টের কাঠামো নয়, বাড়ির বাসিন্দাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব। তাই অন্দর সাজানোর সময় নিজেদের পছন্দ-অপছন্দগুলো মাথায় রাখুন। তবেই না অন্দরে পার্সোনাল টাচ থাকবে। ছোট ছোট পরিবর্তনেও কিন্তু বাড়ির আবহ বদলে যেতে পারে। যেমন ধরুন ফার্নিশিং, কুশন, ল্যাম্প, নতুন ফুলদানি এগুলো তো রাখাই যায়। তা হলেই দেখবেন বাড়ির চেহারাই একেবারে নতুন হয়ে গেছে। বাড়ি প্ল্যান করার সময় খেয়াল রাখুন যেন ক্রস ভেন্টিলেশনের সুযোগ থাকে। এর সঙ্গে



যতটা সম্ভব ন্যাচরাল লাইট, সোলার এনার্জি সিস্টেম, সবুজ গাছপালা, এনার্জি এফিশিয়েন্ট প্রডাক্ট ব্যবহার করুন। অন্দরসাজে আলোর ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। তাই আগে থেকেই প্ল্যান করে নিন। ঘরের কর্নারে ফ্লোর মাউন্ট লাইট ভাল লাগে, আবার ছবি, টেক্সচারর্ড দেওয়াল, স্টোন ওয়াল হাইলাইট করতে অ্যাকসেন্ট লাইট লাগাতে পারেন।

উর্বশী বসু, ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনার, ই-মেল আইডি: urvashi.basu@gmail.com
ডিজ়াইন স্টুডিও, ৫ গরফা মেন রোড, থার্ড ফ্লোর, প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড কানেক্টর, কলকাতা-৭০০০৭৮
ফোন: [illegible] ওয়েবসাইট: www.realitygroup.co.in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বলেছিল, "বাবাটা কে? আমি না তুই! কী হয়েছে রে? আমায় বল না!" আচমকা কান্না চলে এসেছিল অনুর। ওর মনে হচ্ছিল ছোটবেলার মতো বাবাকে জড়িয়ে ধরে পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট আর যন্ত্রণার থেকে লুকিয়ে পড়ে! কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছিল অনু। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল রূপুর বলা কথাগুলো!

বাবা সব শুনে হেসেছিল খুব। বলেছিল, "এই জন্য তোর মনখারাপ! পাগলি নাকি তুই? এটা কোনও ব্যাপার হল! আসতে দে না ওদের তারপর সে আমি বুঝব!"

"কিন্তু মা!" অনু সেই পাতিলেবু রঙের আলোর ভেতরে তাকিয়েছিল বাবার সাদা-কালো মুখের দিকে।

বাবা বলেছিল, "মা কী! তোর কি মনে হয় মা তোকে বিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যায়! না রে, তা নয়। মানুষটা অমন হয়ে থাকে সংসারের চাপে। না হলে খারাপ নয় কিন্তু। তোর ইচ্ছে না হলে কেউ তোকে বিয়ে দিতে পারবে না!"

"সত্যি তো?"

"তুই দেখ না।" বাবা হেসে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা অনু, একটা কথা বল। তোর কি কাউকে পছন্দ?"

"মানে?" আচমকা অনু যেন গুটিয়ে গিয়েছিল একদম, "কী বলছ তুমি!"

"বলছি কাউকে কি তোর ভাল লাগে? তুই বড় হয়েছিস। তোরও তো একটা পছন্দ অপছন্দ তৈরি হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম," বাবা হেসেছিল, "তুই আমায় বলতে পারিস কিন্তু।"

অনু মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর ছোট্ট করে 'না' বলে উঠে গিয়েছিল ঘরের ভেতর।

বাবাকে মিথ্যে বলল! ছি, ছি। একটা অপরাধবোধ জলপিপি মাঠের গাছগুলোর গায়ে বসা কাঠঠোকরার মতো গর্ত করছিল মনের ভেতর। আর ওর সামনে ক্রমশ যেন ভেসে উঠেছিল কিটুর মুখটা!

লেখা জমা দেবার দিন ইচ্ছে করেই শেষবেলায় টিচার্স রুমের কাছে গিয়েছিল অনু। বিকেল চারটে অবধি জমা দেওয়া যাবে গল্প। ও জানত তিনটের পর আর ভিড় থাকবে না বিশেষ। বেশিজন তো আর নেয়নি ফর্ম! যারা নিয়েছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই আগেই জমা দিয়েছিল লেখা।

টিচার্স রুমের পাশে, বারান্দার এক কোণায় একটা ছোট্ট টেবল নিয়ে বসেছিল কিটু।

অনুকে দেখে আগ্রহভরে উঠে দাঁড়িয়েছিল চেয়ার ছেড়ে! বলেছিল, "আরে এত দেরি করলে! আমি তো ভাবলাম তুমি আসবেই না! অবশ্য না এলে আমি ক্লাসে গিয়ে দেখতাম।"

"কেন?" অনুর সেদিন কী হয়েছিল কে জানে! ও নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কিটুর চোখে চোখ রেখে, হেসে, ও এমন একটা প্রশ্ন করছে!

কিটু থমকে গিয়েছিল একটু, তারপর বলেছিল, "বলব, একদিন বলব তোমায়।"

অনু রূপুর লেখাটা এগিয়ে দিয়েছিল সামনে। ইচ্ছে করেই নিজের লেখাটা বের করেনি ব্যাগ থেকে।

কিটু লেখাটা দেখে সামনের টেবলে রেখে জিজ্ঞেস করেছিল, "আর তোমারটা?"

"আমারটা?" অনুর মজা লাগছিল বেশ। কিটুর সিরিয়াস মুখ দেখে চোরা আনন্দ হচ্ছিল মনে মনে।

"হ্যাঁ, আনোনি? জমা দেবে না?" কিটু কী বলবে বুঝতে পারছিল না!

"রূপুমালারটা তো দিলাম!" অনু সাধারণ মুখ করে বলেছিল কথাটা। কিন্তু যেন নিজের অজান্তেই ও পরীক্ষা করছিল কিটুর মনোভাব!

"তোমারটা কই?" কিটু অসহায়ের মতো তাকিয়েছিল, "লেখা হয়নি? ঠিক আছে দু'দিন সময় নাও আরও। আমার সঙ্গে কমিটির লোকেদের চেনাজানা আছে। আমি ম্যানেজ করে নেব।"

"না, ও সব করতে হবে না।" হাসি পেলেও গম্ভীর গলায় বলেছিল অনু।

"কেন?" কিটুর মুখের আলো যেন নিভে গিয়েছিল দপ করে!

"কারণ, এই নাও!" অনু নিজের লেখাটা ওর হাতে ধরিয়ে মুখ টিপে হেসে আর দাঁড়ায়নি!

ঘণ্টা পড়তে হুঁশ হল। আসলে পাসের এই ক্লাসগুলো করতে গেলে ঘুম পেয়ে যায় ওর! এত স্টুডেন্টের মধ্যে পেছনের বেঞ্চে বসে কিছু স্পষ্ট ভাবে শুনতে পায় না। শুধু ইলকি-বিলকি চিন্তা আসে মনে!

অনু ব্যাগ গুছিয়ে দেখল রূপু ওর দিকে তাকিয়ে আছে ভুরু কুঁচকে!

অনু জিজ্ঞেস করল, "কী দেখছিস?"

রূপু বলল, "কী কেস তোর? এত হাসিহাসি মুখ কেন? প্রেমে পড়েছিস নাকি? না ঋষিদা তোকে প্রোপোজ করেছে?"

"দূর," অনু উঠে দাঁড়াল, "খালি বাজে কথা!"

"আমি স্পষ্ট দেখলাম সারাটা ক্লাস কী সব ভেবে গেলি! কেস কী, বল না!"

অনু ভিড় ঠেলে এগলো দরজার দিকে। রূপুও এল পেছন পেছন।

"কীরে, বল।" রূপু আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল অনুর পেটের কাছে, "ভীতুজা যে পুরো পাল্টে গেছে! কেস কী?"

"আঃ, কাতুকুতু লাগছে," অনু ছিটকে উঠল একটু, "এমন করিস না!"

রূপু বলল, "জানিস যাদের কাতুকুতু বেশি তাদের সেক্স বেশি!"

"খালি বাজে কথা!" অনু লম্বা বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাসল, "আচ্ছা, সেই লেখাটার ফলাফলটা কবে বেরবে রে?"

রূপু বলল, "কালকে বোধহয়। তবে আমি রেজাল্ট জানি।"

"জানিস!" অনু অবাক হল।

"আমিই ফার্স্ট হব। আর কে হবে!" রূপু কথাটা বলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসল।

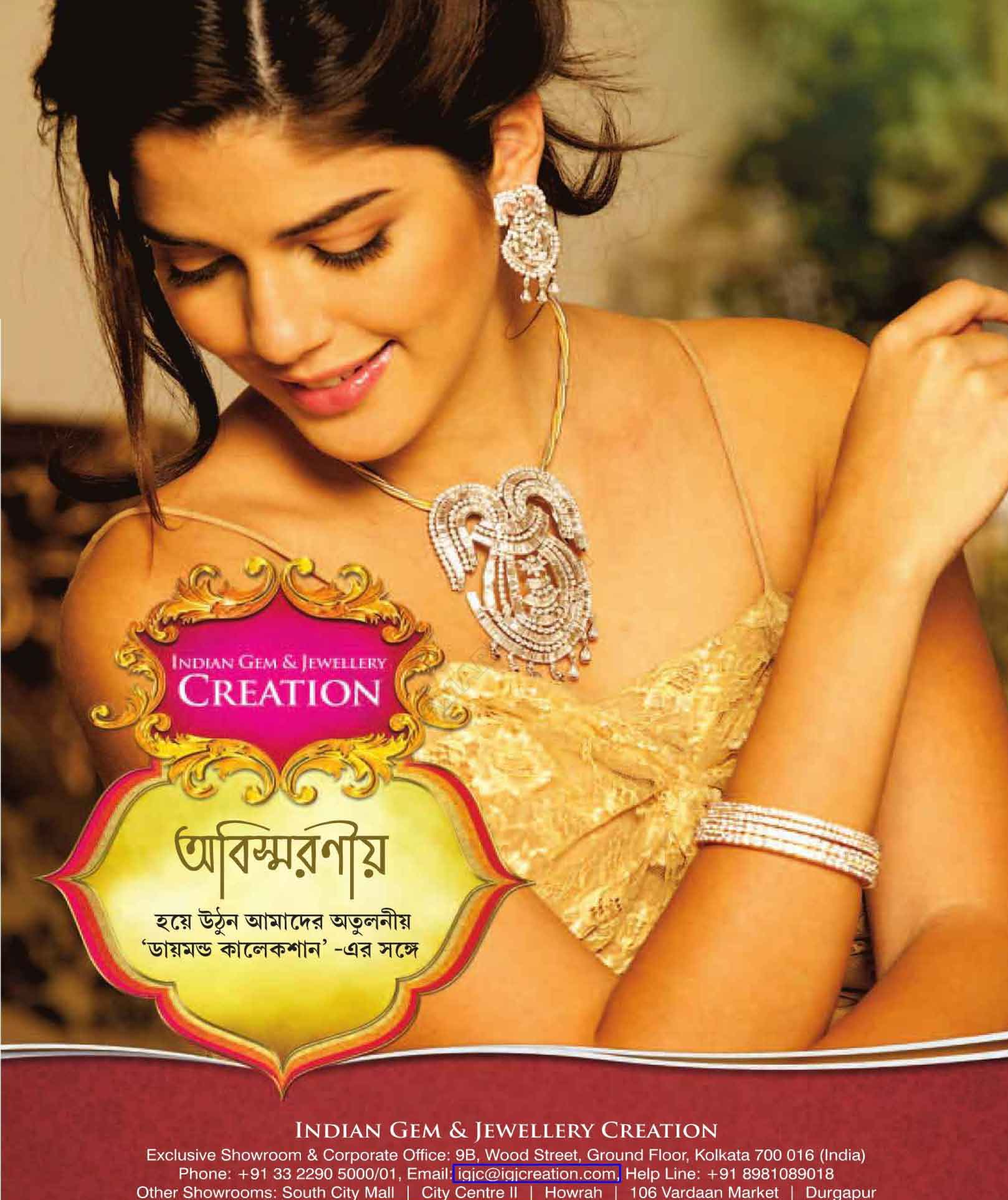
অনু কিছু বলতে গেল কিন্তু পারল না! কারণ ঠিক সময়েই ওর চোখে পড়ল লম্বা করিডোরের শেষ প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসছে কিটু! ওদের দিকে হাত তুলে কিছু একটা ইঙ্গিতও করছে!

"আমায় ডাকছে!" রূপু তাকাল অনুর দিকে। তারপর উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে গেল

কিটু লেখাটা দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, "আর তোমারটা?" "আমারটা?" অনুর মজা লাগছিল বেশ। কিটুর সিরিয়াস মুখ দেখে চোরা আনন্দ হচ্ছিল মনে মনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের দিকে! কিন্তু কিটু যেন দেখতেই পেল না রুপুকে! ওর পাশ কাটিয়ে সোজা দৌড়ে এসে দাঁড়াল অনুর সামনে!
রুপু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। যেন বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে! কিটু হাঁপাচ্ছে। ঘামে ভিজে উঠেছে ওর জামা। কিন্তু তাও মুখে হাসি!
অনু কী বলবে বুঝতে না পেরে তাকাল! কিটু যেন ভুলে গেল এটা কলেজ! ভুলে গেল, চারিদিকের সবাই দেখছে! ভুলে গেল কী কী করতে নেই! ও হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল অনুর হাত দুটো। তারপর বলল, "তুমি জানো কী করেছ! জানো তুমি?"
"কী?" অনু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

রুপু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। যেন বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে! কিটু হাঁপাচ্ছে। ঘামে ভিজে উঠেছে ওর জামা। কিন্তু তাও মুখে হাসি!

"ভেতর থেকে খবর পেয়েছি আমি। তুমি... তুমি গল্প কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছ! আমাদের কলেজ থেকে একমাত্র তুমিই র‍্যাঙ্ক করেছ! ভাবতে পারো অনুজা! তুমি ফার্স্ট! দেখলে তো আমি জানতাম তুমি পারবে। তাই তো তোমায় লেখা জমা দিতে বলেছিলাম। আয়াম সেও হ্যাপি! সো সো হ্যাপি!"
অনু কী বলবে বুঝতে পারল না! বুঝতে পারল না এতে ওর আনন্দ হওয়া উচিত না দুঃখ পাওয়া উচিত! ও মাথা ঘুরিয়ে তাকাল পাশে। দেখল, রুপু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের দু'জনকে!

৪

জলপিপি মাঠের সেই কাঠবেড়ালি দু'টোকে ক'দিন হল দেখাই যাচ্ছে না! কোথায় গেল ওরা? আর আসে না তো! কেন? কেন মাটিতে নেমে ৯-কারের মতো লেজ তুলে দৌড়য় না এদিক ওদিক! তবে কি ওরা এই গাছ ছেড়ে চলে গেছে? নাকি চিল বা বাজপাখি তুলে নিয়ে গেছে ওদের! নাকি দু'জনের সেই বন্ধুত্বটাই আর নেই!
জলপিপি মাঠের মতো আজকাল অনুর বুকটাও কেমন যেন খালি খালি লাগে সব সময়। রোদ দেখেও যেন বুঝতে পারে না সামনে কী ঘটতে চলেছে! এই ক'দিনেই ওর জীবন যে এমন করে পাল্টে যাবে ভাবতেই পারেনি! এমন করে ফার্স্ট হয়ে কী লাভ? কাছের মানুষেরাই যদি দূরে চলে যায় তবে সেই সাফল্যের কী আর গুরুত্ব থাকে জীবনে!
সেদিন কলেজের সেই করিডোরে দাঁড়িয়ে ও তাকিয়েছিল রুপুর দিকে। আর দেখেছিল অমন হাসিখুশি মেয়েটার সমস্ত প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে কে যেন ওকে পাথরের মূর্তিতে পরিণত করে দিয়েছে!
কিটু আরও কিছু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু অনু শোনেনি। ও দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল রুপুর দিকে।
কিন্তু রুপু আর দাঁড়ায়নি!
"রুপু শোন, রুপু" অনু ডাকছিল ওকে। কিন্তু রুপু যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাব করে হাঁটছিল। অনু দেখেছিল ওকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে কলেজের বড় গেট পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেল প্রিয় বান্ধবী!
কী যে কষ্ট হচ্ছিল অনুর! রুপু ওকে ভুল বুঝল! ওকে ফেলে এভাবে চলে গেল! চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল ওর। সব কিছু আবছা হয়ে গিয়েছিল একদম। কী যে করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না!
"কী হয়েছে অনুজা?" কিটু এসে এবার দাঁড়িয়েছিল সামনে, "এ বাবা কাঁদছ কেন? কী হল?"
অনু ধরা গলায় বলেছিল, "তুমি জানো না কিছু? বোঝো না? কেন এমন করলে তুমি? কেন?"
"আরে কী করেছি আমি?" কিটু প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিল। যেন বুঝতেই পারছিল না কী হচ্ছে সামনে!
"তুমি বোঝো না রুপু তোমায় ভালবাসে? শোনোনি তুমি? কলেজের সব্বাই তো জানে! তোমার কানে কিছু যায়নি? এত নিষ্ঠুর কেন তুমি? এত নিষ্ঠুর কেন?" অনু আর না দাঁড়িয়ে কলেজের ভেতরে হাঁটা দিয়েছিল।
আশেপাশে থেকে সবাই দেখছিল ওকে। নিজেদের মধ্যে কী সব যেন বলাবলিও করছিল! কিন্তু ও শুনছিল না কিছু। ওর মনের মধ্যে সব কেমন যেন পর্দা দিয়ে ঢাকা পড়ে ছিল! ও কেবল ভাবছিল, রুপুকে কী করে ও বোঝাবে অবস্থাটা? কী করে বলবে এতে ওর দোষ নেই কোনও! কিটু তাও পেছন ছাড়েনি। এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ক্যান্টিনের সামনে ওর পথ আটকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী বলছ তুমি অনুজা? আমায় এ সব বলছ কেন? আমার জীবনটা কি দাতব্য নাকি? কে আমায় পছন্দ করল সেটা জেনে আমি কী করব? আমার কাছে তো আমার পছন্দটাই আসল।"
অনুজা কথা বলতে পারছিল না। রাগে কাঁপছিল ওর সারা শরীর। মনে হচ্ছিল কেন এমন করল কিটু! কী দরকার ছিল ওকে দিয়ে জোর করিয়ে লেখাবার? সবার সামনে এমন ফলাও করে ও ফার্স্ট হয়েছে সেটা বলারই বা কী দরকার ছিল!
"এতটা সেলফিশ তুমি! এতটা!" অনুজা অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছিল, "তোমার পছন্দ মানে? শুধু নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকলে হয়!"
"আরে!" কিটু অবাক হয়ে বলেছিল, "বললাম তো আমার জীবনটা দাতব্য করার জন্য নয়। রূপমালার ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আই লাইক ইউ। ব্যাস।"
"এটা কেমন অজুহাত হল!" অনুজা চিড়বিড় করে উঠেছিল!
"অজুহাত!" কিটু এবার হেসে ফেলেছিল, "কোথায় ফার্স্ট হয়েছ তার জন্য আনন্দ করবে! তা নয় কোন একটা ইগোসেন্ট্রিক পাগলি কী করল সেই জন্য মাথা খারাপ করছ! সত্যি!"
"কী রে মা তুই এত চুপচাপ কেন?" বাবার ডাকে এবার পাশে তাকাল অনু। তারপর কিছু না বলে মাথা নাড়ল শুধু। বাবা বলল, "অত ভাবিস না। বন্ধুদের মধ্যে এমন মনোমালিন্য হয়েই থাকে। তার মানে এই নয় যে এতে সব সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে!"
অনু বলল, "তোমায় তো বলেইছি, দশ দিন হয়ে গেল তাও রুপু কথা বলছে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে! আমায় তো সঙ্গে করে নিয়ে যায়ই না, তার ওপর কলেজে কথা বলতে গেলে এমন ভাব করে যেন আমায় দেখতেই পাচ্ছে না!"

"আরে জানিসই তো ও একটু রাগী।" বাবা ওকে সাহস দিয়ে বলল, "আজ তুই গিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে বল, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে!"

অনু তাকাল বাবার দিকে। হাসার চেষ্টাও করল। কিন্তু ঠিক হাসতে পারল না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন বরফের মতো জমে আছে! খালি মনে হচ্ছে রুপু কি আর কোনও দিনও কথা বলবে না ওর সঙ্গে!

মা এই ব্যাপারটা নিয়ে বিরক্ত হয়েছে খুব। আজ সকালেই তো বলছিল, "এমন আদিখ্যেতা করার কী আছে! ও তোর সঙ্গে কথা বলল কী বলল না তাতে কী এসে যায়! রূপমালা অত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু কোনও দিন তোকে কিছু দিয়েছে ভালবেসে? মেয়েকে একা কলেজে পাঠাবে না বলে তোকে গাড়িতে নেয়। কার কত বড় মন আমার খুব জানা আছে! না রাখলি এমন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক! এতে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হবে, শুনি!"

মায়ের মুখে মুখে কখনই তর্ক করে না অনু, আজও করেনি। কিন্তু ওর খুব বলতে ইচ্ছে করছিল যে বন্ধুত্বের মা কী বুঝবে! তাছাড়া দেওয়া-নেওয়ার ওপরই কি সব নির্ভর করে নাকি? দু'জন বন্ধুর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির থেকে খারাপ ঘটনা আর কী হতে পারে! মা আরও কত কী সব বলে যাচ্ছিল! তবে বেশির ভাগই রান্নাঘরের ছ্যাঁকছোঁক শব্দের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল বলে বুঝতে পারছিল না অনু।

ঠিক সেই সময়ে বাবা ঢুকেছিল বাজার করে। ও কাতর হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বাবা মা কী সব বলছে দেখো!"

বাবা ঘামে ভেজা জামাটা খুলে খাটের স্ট্যান্ডে মেলে দিয়ে বসেছিল ফ্যানের তলায়। তারপর নিচু গলায় বলেছিল, "আসলে তোর মা রেগে গেছে খুব। তুই যাকে এত ভালবাসিস সে তোর সঙ্গে এমন করেছে বলে মা রেগে গেছে!"

বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অনু। মা যাই বলুক না কেন বাবা ঠিক সেটার একটা পজিটিভ অর্থ বের করবেই!

বাবা এবার ওকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "আজ তো রবিবার। সারাদিন বাড়িতেই আছি। তোকে বিকেলে আমি নিয়ে যাব রুপুদের বাড়ি। ওর খুব অভিমান হয়েছে তো, তুই নিজে না গেলে ভাঙবে না। বুঝলি!"

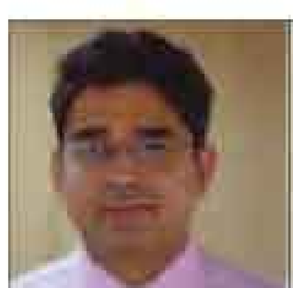
আজও ছগন সিংহ অনুকে দেখে হাসল। কিন্তু অনুর বুকের ভেতরটা এমন করছে যে ও পাল্টা কিছু বলতেও পারল না লোকটাকে।

মূল বাড়ির সামনে মাধবকাকাকে দেখতে পেল অনু। ও বাবাকে বলল, "আমি ওপরে যাই। তুমি..."

বাবা হাসল, বলল, "আমি মাধবের সঙ্গে কথা বলছি। তুই ঘুরে আয়। তোদের মধ্যে আমি ঢুকব না।"

মাধবকাকা অনুকে দেখে হাসল, বলল, "কী ব্যাপার তোমার? আজকাল নাকি এক গাড়িতে যাও না! রুপু দুঃখ করছিল বৌদিরানীর কাছে! কী হয়েছে তোমার? রাগ করেছ?"

অনু হাঁ হয়ে গেল। কী বলছে মাধবকাকা! ও নিজের থেকে যায় না গাড়িতে! অনু বাবার দিকে তাকাল। বাবা হাসল শুধু। তারপর চোখ দিয়ে ইশারায় বলল ভেতরে



লাইম লাইট

ডা. সরফরাজ বেগ
এম এস, এফ আর সি এস, এফ আই এ জি ই এস
জি আই, ল্যাপারোস্কপিক এবং ব্যারিয়াট্রিক সার্জন

গলস্টোনের সার্জারি করাবার আগে কী কী জেনে রাখতে হবে?

সার্জারি না করিয়ে শুধু ওষুধে কী গলস্টোন - এর চিকিৎসা সম্ভব?
যে রোগীর গলস্টোনের সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়নি, তাঁর ক্ষেত্রে অপেক্ষা করে দেখা যেতেই পারে। রোগীর বয়সের উপরও নির্ভর করে তাঁর জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি কী হবে। সার্জারি করাতেই হবে এমন অবস্থা না হলে সত্তরোর্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে আগেই সার্জারি না করে অপেক্ষা করা হয়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে UDCA জাতীয় ওষুধে কাজ হয়। কিন্তু ভুলেও কোনও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে গলস্টোন গলিয়ে দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতির শিকার হবেন না।

সার্জারি কোথা থেকে করাব?
কোথায় খরচা কম বা কোন হাসপাতাল বাড়ির কাছে তা না দেখে, যেখানে নিরাপদ সার্জারি হবে ও সবথেকে ভাল থাকবেন সেখানেই যান। এর জন্য যে সবসময় বিশাল খরচ করতে হয় তা কিন্তু নয়। শুধু ভাল করে জেনে বুঝে নিতে হবে। আপনার শরীর দামী। এটা তাঁর হাতেই ছাড়বেন যিনি মর্যাদা দিতে পারবেন।
এখন গলব্লাডারের অপারেশন সর্বত্রই ল্যাপারোস্কপিক পদ্ধতিতেই করা হয়। দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাতে করা এই অপারেশনে জটিলতার আশঙ্কাও থাকে না; হয়তো ৫০০-র মধ্যে একজনের। মনে রাখতে হবে সব জায়গায় সমান ভাল ফল পাওয়া যায় না। তাই সার্জারির আগে ভাল করে জেনে নিন।

তাহলে কীভাবে বেছে নেব?
প্রথমেই জেনে নিন কোন চিকিৎসাকেন্দ্রের বা কোন সার্জনের সব থেকে বেশি ল্যাপারোস্কপি করার সুনাম রয়েছে। এতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন যে জটিলতার আশঙ্কা কম হবে। অভিজ্ঞতার দাম তো থাকেই। তাছাড়া যদি দুর্ভাগ্যবশত বাইল ডাক্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ফল সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। এই সমস্ত কেন্দ্রের থেকে চিকিৎসা করিয়েছেন এমন রোগীদের সন্ধান পেলে তাঁদের থেকে খোঁজ নিয়ে নিন। জানুন তাঁদের অপারেশনের ক্ষত থেকে কোনও সংক্রমণ হয়েছে কিনা, যা ল্যাপারোস্কপির ক্ষেত্রে হয় না বললেই চলে; কিন্তু হলে জীবন নরক হয়ে যেতে পারে। দুঃখের বিষয় এটা হয় সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার ফলে যার উপর সার্জনের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু হলে মাসের পর মাস লেগে যেতে পারে সারতে। এ সমস্ত খোঁজ খবর নিয়েই সার্জারির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।



এই সার্জারি কী কোনও কাটা দাগ ছাড়া করা যেতে পারে?
হ্যাঁ, আজকাল যে আধুনিক পদ্ধতিতে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সার্জারি করা হয়, যাতে পেটে কোনও কাটা দাগ থাকে না। নাভিতে ছিদ্র করে অপারেশন করা হয়, তাই সেই দাগও দেখা যায় না। একে 'স্কারলেস সার্জারি' বলা হয়।

স্কারলেস সার্জারিতে কারা সবথেকে বেশি উপকৃত হয়?
যে কোনও মানুষ, যিনি পেটে কাটা দাগ নিয়ে ঘুরতে চান না, এই সার্জারি থেকে লাভবান হতে পারেন। মহিলাদের শাড়ি পরলে দাগ দেখা যাওয়ার ভয় থাকে না। বিশেষত অবিবাহিত মহিলারা এবং যাঁরা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছেন, তাঁরা তো কখনওই তাঁদের পেটে বিশ্রী কাটা দাগ চান না। যাঁরা খুব একটা ব্যাথা সহ্য করতে পারেন না, তাঁদের জন্যও এই সার্জারি উপকারী কারণ এতে বিশেষ যন্ত্রণা পেতে হয় না।

ডাইজেস্টিভ সার্জারি ক্লিনিক
বেলভিউ ক্লিনিক, ৯ লাউডন স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০১৭

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করুন: ৯৮৩০০ ০৬০৬৭ / ৯৮৩০৭ ৫১৪২০
ই - মেল: docsarfarazbaig@yahoo.co.in ওয়েবসাইট: www.digestivesurgeryclinic.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে।
রুপু ওর ঘরের সামনের বড় বারান্দায় বসে গান শুনছিল টেপরেকর্ডারে। এ জিনিসটা আগেও দেখেছে অনু। রুপুর এক কাকা ইংল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছেন। বড়, রূপোলি রঙের যন্ত্র। শব্দটা এত ভাল! রুপু আস্তেই দিয়েছে ভলিউম, তাও কী স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে!
অনু রুপু পেছনে গিয়ে দাঁড়াল পায়ে পায়ে। বুকের ভেতরটায় যে এখন কী হচ্ছে তা ও কাউকেই বলে বোঝাতে পারবে না!
মনের সমস্ত সাহস জড়ো করে অনু ডাকল, "রুপু, অ্যাই রুপু।"
গানের তালে তালে আলতো করে মাথা নাড়াচ্ছিল রুপু। অনুর গলার স্বরে ওর মাথাটা স্থির হলে কয়েক মুহূর্তের জন্য! তারপর ধীরে ধীরে ও ঘুরল অনুর দিকে। অনু আর নিজেকে আটকাতে পারল না। ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। ও বলল, "তুই আমার ওপর রাগ করে থাকিস না রুপু। প্লিজ একদম রাগ করে থাকিস না। আমি কষ্টে মরে যাব। তুই বিশ্বাস কর আমি কিটুদাকে কিছু বলিনি। কিছুই বলিনি। ও আমার পেছন পেছন এসেছে... তুই বিশ্বাস কর রুপু।"
রুপু তাকাল ওর দিকে। তারপর কেটে কেটে বলল, "গল্পটা ভাল লিখেছিস তুই। বেশ নতুন রকম। উদ্বাস্তু বাড়ির মেয়ের গল্প। সে রোদের রং দেখে বলে দিতে পারে সামনে কী হতে পারে! নাইস!"
অনু বলল, "ওটা যে আমি জমা দিয়েছি তোকে লজ্জায় বলতে পারিনি। সত্যি বলছি। তুই হাসবি শুনে তাই আমি লজ্জায়... আর কিটুদা..."
"খুব ভাল লিখেছিস অনু। আমি খুব খুশি।" রুপু হাসল সামান্য। তারপর এগিয়ে এসে আলতো করে ধরল ওর হাতটা, "তুই এমন করছিস কেন? তুই আমার কাছে চাকরি করিস নাকি যে আমার কাছে এমন করে কৈফিয়ত দিচ্ছিস! সব ঠিক আছে। আমি জিতিনি তো কী, তুই তো জিতেছিস! আমি খুব খুশি।"
অনু চোখ মুছে তাকাল রুপুর দিকে। কান্না-ভেজা গলায় বলল, "তবে আমরা আগের মতোই বন্ধু তো! বল, সব আগেরই মতো আছে!"
রুপু হাসল, তারপর বলল, "আগের মতো কী বলছিস! এখন আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর। বুঝলি!"

৫

আজ মনটা খারাপ হয়ে আছে অনুর।

অনু চোখ মুছে তাকাল রুপুর দিকে। কান্না-ভেজা গলায় বলল, "তবে আমরা আগের মতোই বন্ধু তো! বল, সব আগেরই মতো আছে!"

কিটুর মুখটা ভাসছে সামনে! চোখ ছলছল করছিল কিটুর। হাত জড়ো করে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। কিন্তু তাও নরম হয়নি অনু। ওর পক্ষে নরম হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যতই কিটু বলুক ওকে ভালবাসে, কিন্তু রুপুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না ও!
গতকাল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে রুপু ওকে বলেছিল, "তুই ইচ্ছে করলে কিটুর সঙ্গে প্রেম করতেই পারিস। আমার কোনও আপত্তি নেই।"
অনু প্রথমটায় বলতে পারেনি কিছু। কিটুর মুখটা মনে পড়েছিল ওর। আর বুকের ভেতর ছলাৎ করে উঠেছিল হঠাৎ! কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, "এসব কী বলছিস তুই! না না আমার ওকে পছন্দ নয়!"
রুপু হেসেছিল একটু। তারপর বলেছিল, "আমি আমার দিক দিয়ে তোকে লাইন ক্লিয়ার করে দিলাম। তুই করতেই পারিস প্রেম। তবে ঋষিদা তোদের বাড়িতে গেলে কী করে সেটাকে আটকাবি সেটা ভেবে দেখিস!"
অনু বলেছিল, "তোর দাদা মানে, ইয়ে স্যার, এখনও জেদ করে বসে আছেন নাকি?"
রুপু ঠোঁট উল্টে বলেছিল, "সেদিন তোর সঙ্গে কাকু এসেছিলেন না আমাদের বাড়ি, মা তখন ঋষিদার কথা বলেছিল কাকুকে। কিন্তু কাকু আপাতত বারণ করে গেছেন। তাই বলছি, এই সময়ের মাঝে একটু প্রেম করে নিতে পারিস।"
বাবা বারণ করে গেছে! ও জানে না তো! তবে কথাটা বলার সময়ে রুপুর গলার ভেতরে একটা কেমন যেন মনখারাপ শুনতে পেয়েছিল ও! ওর মনে হয়েছিল রুপু বন্ধু বলেই হয়ত কিটু আর ওর মাঝের থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছে!
তাই আজ সকালে কিটু যখন কলেজের পেছনের পার্কটায় দাঁড়িয়ে ওকে প্রোপোজ করছিল তখন বারবার রুপুর মুখটাই মনে পড়ছিল অনুর। মনে পড়ছিল জলপিপি মাঠের সেই দুই কাঠবেড়ালি ৯-কারের মতো লেজ তুলে আনন্দে ছুটে বেড়ানোর দিনগুলো!
কিটুর কোনও কথাই তাই ঠিক কানে ঢুকছিল না ওর। শুধু দেখছিল মুখ চোখ লাল করে কথা বলে চলেছে কিটু। হাত জোর করে অনুনয় করছে!
অনু বলেছিল, "হাত জোর কোরো না লোকে কী ভাববে!"
"প্লিজ অনুজা, তোমায় ছাড়া..."
"দেখো, আমার পক্ষে সম্ভব নয় এসব। প্রেম-টেম আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" অনু মুখ তোলেনি। কারণ ও জানত কিটুর মুখের দিকে তাকালে ও কিছুতেই আর নিজেকে আটকাতে পারবে না।
"কেন অনুজা? কেন? তুমি আর কাউকে ভালবাসো?" কিটুর গলায় অজস্র ফাটল টের পেয়েছিল অনু।
ও মাথা নেড়ে বলেছিল, "আমার মা পছন্দ করে না এসব। আর মা যা চায় না সেটা আমি করি না।"
"অন্য কাউকে ভালবাসো না তো?" আবার একই প্রশ্ন করেছিল কিটু।
"না।" জোরে মাথা নাড়িয়েছিল অনু। তারপর বলেছিল, "প্লিজ, আমায় এসব বোলো না। আমার ভাল লাগে না।"
আজ টিফিনের আগে দু'টো ক্লাস ছিল। তারপর এতক্ষণ লাইব্রেরিতেই বসেছিল অনু। তবে পড়া হয়নি বিশেষ। মনই বসছে না! সকালে শোনা কিটুর কথাগুলোই মনে পড়ছে বারবার।
আজ কলেজ ইউনিয়ন থেকে কলকাতার এক জনসভায় ছাত্র ছাত্রীদের ম্যাটাডোর ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবু অনু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা রুপুর মতো কয়েকজন স্টুডেন্ট যায়নি। তাহলেও বিশাল বড় কলেজটা আজ বেশি খালি। চারিদিকে কেমন একটা গা ছমছমে নীরবতা!

দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চোখ গেল অনুর। প্রায় একটা বাজে। প্রিন্সিপাল স্যার বোধহয় এসে গেছেন অফিসে। একবার দেখা করার কথা আছে ওর। সেই লেখার কম্পিটিশনে ফার্স্ট হওয়ার পুরস্কার হিসেবে একটা ফলক আর একশো টাকা দেওয়া হয়েছে ওকে। কলেজের পিওন দেবাদা এসে বলে গেছে ওকে যে সাড়ে বারোটার পর প্রিন্সিপাল স্যারের চেম্বার থেকে গিয়ে যেন নিয়ে আসে প্রাইজটা!

বৈষ্ণব পদাবলীর ওপর দুটো বই নেওয়ার ছিল অনুর। সে দুটো ইস্যু করিয়ে নিয়ে ও বেরিয়ে এল লাইব্রেরির বাইরে! তারপর পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতলায়। প্রিন্সিপালের ঘরটা বারান্দার এক কোণে। ওপরের স্কাইলাইট দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে ঘরের। দরজার সামনে গিয়ে আলতো করে নক করল ও।

"কে?" স্যারের গলা শোনা গেল ভেতর থেকে।

"আমি স্যার।" অনু ভেতরে ঢুকল। দেখল, বড় টেবলের উল্টোদিকে বসে কী সব লিখছেন উনি।

"ও, এসো।" স্যার হেসে ড্রয়ার খুললেন, "খুব ভাল লিখেছ তুমি! তোমার জন্য আমাদের কলেজের নাম করছে সবাই। আর এই নাও তোমার প্রাইজটা।"

অনু স্যারের বাড়ানো প্যাকেটটা নিল। বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

স্যার বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম রূপমালাও ভাল ফল করবে। তুমি যে জমা দেবে জানতামই না! যাক গে। পরের বারও ভাল করতে হবে, কেমন! এমন করে লিখে চললে তুমি একদিন খুব বড় লেখিকা হবে। জাস্ট কিপ ইওর আইজ অন দ্য গোল।"

স্যারের ঘরের বাইরে বেরিয়েই রুপুকে দেখল অনু। বারান্দার অন্য প্রান্ত দিয়ে যাচ্ছে। ভাবল, ওকে ডেকে কি দেখাবে পুরস্কারটা? কিন্তু তারপরেই মত পাল্টাল। না, দেখাবে না। মেয়েটা খুব চেয়েছিল এই পুরস্কারটা জিততে। এখন দেখলে কষ্ট পাবে। অনু তাড়াতাড়ি ব্যাগে ঢোকাতে

দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চোখ গেল অনুর। প্রায় একটা বাজে। প্রিন্সিপাল স্যার বোধহয় এসে গেছেন অফিসে। একবার দেখা করার কথা আছে ওর।

গেল পুরস্কারটা। কিন্তু প্যাকেটটা বেশ বড়। ব্যাগে ঢুকছে না। এখন কী করবে? অনু এক মুহূর্ত ভেবে নিল। তারপর রুপুর থেকে নিজেকে আড়াল করতে বারান্দার অন্য দিকে পা বাড়াল। কিন্তু ঠিক তখনই ডাকটা শুনতে পেল ও।

"এই তুই কোথায় থাকিস! তখন থেকে তোকে খুঁজছি!" রুপু এগিয়ে এল ওর দিকে।

অনু হাতের প্যাকেটটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে অপ্রস্তুত হাসি!

"ওটা কী রে?" রুপু প্যাকেটটা দেখে জিজ্ঞেস করল।

"ওটা!" অনু কী বলবে বুঝতে পারল না। যেটাই চায়নি ও, ঠিক সেটাই হল।

রুপু প্যাকেটটা টান মেরে নিয়ে নিল ওর হাত থেকে। প্যাকেটের গায়েই একটা লেবেল লাগানো। তাতেই স্পষ্ট করে লেখা আছে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া ব্যাপারটা।

"তুই এটা লুকোচ্ছিলি আমার থেকে?" রুপু তাকাল ওর দিকে।

"এ বাবা না, না" অনু লজ্জায় মিশে গেল মাটিতে। আচ্ছা, ও যা করতে চায় তা এমন উল্টো হয়ে যায় কেন?

রুপু দীর্ঘশ্বাস বলল, "ঠিক আছে। পরে দেখাস।"

"তুই এটা রাখবি? শোন না, এটা তুই রাখ। আমার যা তা তো তোরই, তাই না? আর একটা কথা," অনু বলল, "আজ কিটুদা প্রোপোজ করেছিল আমায়। আমি না করে দিয়েছি, জানিস! তুই ওকে..."

"আমায় এসব বলছিস কেন? আর জানিস তো সব কিছু ভাগ করা যায় না!" রুপু তাকাল অনুর দিকে। তারপর হাসল সামান্য, "তুই যে লুকিয়ে লেখা জমা দিয়েছিস সেটা কিন্তু মাস্টার স্ট্রোক ছিল! যাক গে, তোকে একবার ঋষিদা ডেকেছেন।"

"স্যার? কেন?" চমকে উঠল অনু!

"আরে ভয় পাচ্ছিস কেন? আসলে ওকে আমি বলেছি যে ওর বিয়ের প্রস্তাবে তোরা সবাই কতটা বিরক্ত আর বিব্রত হয়েছিস। তাই বলল যে তোর কাছে পারসোনালি ক্ষমা চাইবে। মানে এক কলেজে থেকে একটা অকোয়ার্ড পজিশন যাতে তৈরি না হয় সেটা এনশিওর করতে চায়। তুই যা চট করে। গেমস রুমে একা বসে আছে ঋষিদা।"

"আরে ক্ষমা-টমার দরকার নেই।" অনুর খারাপ লাগল, "তোকে এসব কে বলতে

সব ধরনের বাংলা বই/ম্যাগাজিন সম্পূর্ন ফ্রী ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-
www.banglabookpdf.blogspot.com
Your Online Library Of Bangla E-Books
সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো

বলেছে! আমি যাব না।”
“অ্যাই ভীতুজা। এত ভয় কীসের তোর? যা বলছি! দেখ, কলেজ আজ একদম ফাঁকা, তাই ঋষিদা বলে নিতে চায় কথাটা। কাল থেকে তো আবার সেই ভিড় হয়ে যাবে। যা বলছি। আমার দাদা হিসেবে নয়, স্যার হিসেবে অন্তত যা। যা বলবে শুনে আবার চলে আসবি। সিম্পল!”
অনু দ্বিধা করল একটু, বলল, “তুই যাবি আমার সঙ্গে?”
“আরে তোকে একা বলবে। সবারই তো একটা পারসোনাল বলে একটা ব্যাপার থাকে, নাকি? যা। বড্ড ন্যাকামো করিস তুই।” রুপু তাকাল ওর দিকে। তারপর পেছন ফিরে চলে গেল!
অনু থমকাল। যাবে? ঋষিব্রত হঠাৎ এমন করে ডেকে পাঠালেন কেন? আগে তো কখনও ডাকেননি! আর ক্ষমা চাওয়ার কী আছে! কী এমন হয়েছে যে ক্ষমা চাইবেন স্যার!
কিন্তু রুপু যখন বলেছে তখন তো যেতেই হবে! অনু একবার শূন্য করিডোরটা দেখল তারপর গেমসরুমের দিকে পা বাড়াল!

তারপর, এখন

“মা, ওঠো, সবাই তো চলে গেল! তুমি কি বসেই থাকবে?”
শ্রীর গলার স্বরে হুঁশ ফিরল অনুজার। দেখল বড় হলটার থেকে এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। প্রায় আড়াইশোর মতো লোক হয়েছিল অনুষ্ঠানটায়। দুটো ছোট গল্প আর একটা বড় উপন্যাসের থেকে কিছু পাঠ করে শুনিয়েছে রূপমালা। সবাই একদম নিস্তব্ধ হয়ে শুনেছে সবটা। রাহুল যদিও সামনের দিকে বসবার আয়োজন করেছিল কিন্তু সেখানে কিছু বয়স্ক ভদ্রমহিলা বসে পড়ায় তাঁদের আর তুলতে দেয়নি অনুজা। ও শ্রীকে নিয়ে হলের মাঝামাঝি বসেছিল।
সবাই খুব মন দিয়ে গল্প পাঠ শুনলেও অনুর মাথায় কিন্তু কিচ্ছু ঢোকেনি! আসলে ও শুনছিলই না! ও শুধু দেখছিল রূপমালাকে। কত দিন পর যে দেখল! বেশ মোটা হয়ে গেছে রুপু! সেই লম্বা চুল আর নেই। এখন ছোট করে কেটে ফেলেছে। আর তাতে কিছু রূপোলি টানও এসেছে। পরনে লম্বা গাউনের মতো একটা ড্রেস। তার ওপর কার্ডিগান চাপানো। সেই মফসসলের ছটফটে দামাল মেয়েটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে! রূপমালা ধীর স্বরে থেমে থেমে গল্প পড়ছিল। এক একটা প্যারাগ্রাফ পড়ার পর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখছিল শ্রোতাদের।

অনুজা উঠল। সত্যি রুপুর এখন খুব নাম। দেশের সব বড় বড় পুরস্কার ওর পাওয়া হয়ে গিয়েছে। খবর কাগজে পড়েছে বিদেশেও নাকি যায় প্রায়ই!

AMARBOI.COM

কিন্তু অনুজা নিশ্চিত ওকে দেখতে পায়নি রুপু। শ্রোতাদের দিকে আলো বেশ কম। তাই দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। আর দেখতে পেলেও চিনতে কি পারত? পারত না!
“মা!” শ্রী আবার বলল, “আজ কি ধ্যানে বসেছ নাকি! চলো, তোমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করবে চলো! পরে ভিড় বেড়ে যাবে।”
অনুজা উঠল। সত্যি রুপুর এখন খুব নাম। দেশের সব বড় বড় পুরস্কার ওর পাওয়া হয়ে গিয়েছে। খবর কাগজে পড়েছে বিদেশেও নাকি যায় প্রায়ই! বাংলায় লিখলে কী হবে রুপুর গল্প থেকে হিন্দিতে চারটে ফিল্মও হয়েছে! সেদিনের সেই রোগা পাতলা মেয়েটা এখন রীতিমতো সেলিব্রিটি!
হলের দরজার কাছে বেশ ভিড় হয়ে আছে। সবাই আগে বেরবে! অনুজা দেখল টফিন বলে সেই সাংবাদিক মেয়েটা হলের এক দিকে দাঁড়িয়ে রাহুলের সঙ্গে কথা বলছে। ও দেখেই বুঝল রাহুল বিরক্ত হয়ে আছে। মোটেও মেয়েটার কথা শুনতে রাজি হচ্ছে না। তাও মেয়েটা অনুনয় করেই চলেছে!
শ্রী বলল, “শোনো, তুমি ম্যাগাজিনটা দেখাবে তোমার রুপুকে। জানতে চাইবে এর মানে কী! বুঝেছ! সারা জীবন এমন ভয়ে, মুখ বুজে সব সহ্য করবে কেন? এ সুযোগ কিন্তু কোনও দিন আসবে না আর। আজ বলতে না পারলে কিন্তু আর কোনও দিন বলতে পারবে না, মনে রেখো!”
“তুই কেন এমন করছিস শ্রী!” অনুজা অসহায়ের মতো তাকাল মেয়ের দিকে।
শ্রী বলল, “কেন মানে? কেন মানে কী! তুমি কাউকে ক্ষমা করতে পার, আমি পারি না!”
অনুজা মাথা নাড়ল, “আমার ভুল হয়েছিল তোর বাবাকে নিজের জীবনের ঘটনা বলা। না বললে...”
“না বললে আমায় বলত না বাবা, এই তো! বেশ করেছে বাবা। আমি তো গতকালও আমেরিতায় কথা বলেছি বাবার সঙ্গে। বাবা বলেছে ইউ হ্যাভ টু স্কোয়্যার ইট আপ। বলেছে, যে এমন অন্যায় করেছে তাকে অন্তত বোঝানো উচিত যে তুমি এটা জেনে ফেলেছ!”
অনুজা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সুজন এখনও একদম বাচ্চাদের মতো রয়ে গেছে। সব সময় হইহই করে বেড়াচ্ছে। লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়ের না হয় বয়স কম, তা বলে কি তোমারও বয়সটা কম! আর এই সব কথা মেয়ের মাথায় ঢোকানোর কি কোনও মানে আছে! বিদেশ থেকে পর্যন্ত পরামর্শ দিচ্ছে এসবের!
সুজনের সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল সম্বন্ধ করেই। বিয়ের আগে কথাবার্তা তেমন হয়নি। ফুলশয্যার রাতে ওর কাছে বসে সুজন ফিক করে হেসেছিল প্রথমে। তারপর বলেছিল, “আমি না মাইরি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে! মানে, আমার বউটা এমন প্রচণ্ড রকম সুন্দর হবে ভাবতে পারিনি।”
অনু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মানুষটার দিকে।
“আরে কলেজ থেকেই তো দেখি সব সুন্দরী মেয়েরাই এনগেজড। আমি চারটে সুন্দরী মেয়েকে লাইন করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাত্তাই দিল না! আসলে আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমার বউ সুন্দর হবে! তাই...” সুজন আলতো করে ওর হাতটা ধরে বলেছিল, “তোমায় খুব ভালবাসব দেখো। ফাটিয়ে ভালবাসব। কোনও দিন ঝগড়া করব না! অন গড বলছি!”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সামান্য প্রচেষ্টায় মাতৃত্বের স্বাদ



প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে অস্ত্রোপচারগুলি করা হয়, বিভিন্ন প্রকারের প্রজনন অক্ষমতা সারিয়ে তুলতে সেগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন, টিউবের পুনর্গঠন এবং তাকে সারিয়ে তোলা, জরায়ুর অভ্যন্তরের কোনওরকম অস্বাভাবিকত্বকে সারিয়ে তোলা, ওষুধে কাজ না হওয়ায় অস্বাভাবিক রক্তপাতের ক্ষেত্রে এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যুগুলির অপসারণ। ইউটেরাইন, ফাইব্রয়েড, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, এন্ডোমেট্রিওসিস, ওভারিয়ান সিস্ট এবং ফাইব্রয়েডস--এই সবকিছুর ফলেই কিন্তু নারীর প্রজনন ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরকম কিছু পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে এই রকম সমস্যাগুলিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই যথাযথভাবে সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু কোনওরকম বন্ধ্যাত্ব জনিত চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই এই অস্ত্রোপচার করা উচিত।

ফার্টিলিটি এনহ্যান্সিং সার্জারি যে-কারণগুলির জন্য করা হয়, তা হল ঃ

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস) ঃ এটি হরমোন ঘটিত এক ধরনের শারীরিক অসুস্থতা যার ফলে মহিলাদের ডিম্বাশয়ে একাধিক সিস্ট তৈরি হয় এবং ডিম্বাশয় সেইসব হরমোন উৎপাদন করতে পারে না, যেগুলি মাসিক ঋতুস্রাবকে নিয়মিত রাখে। পিসিওএস সাধারণত মহিলাদের প্রজননকালে হয় এবং সঠিক সময়ে প্রতিহত না করলে এর থেকে বন্ধ্যাত্বও হতে পারে।

এন্ডোমেট্রিওসিস ঃ এই অসুস্থতায় জরায়ুর আস্তরণে যে টিস্যুগুলি থাকে, একই ধরনের টিস্যু ডিম্বাশয়, ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং যোনির আশেপাশের অংশে পাওয়া যায়। এন্ডোমেট্রিওসিস সময়ের সঙ্গে আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে এবং অনেক সময়ে চিকিৎসারর পরেও এই রোগে ফের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

টিউবাল ফ্যাক্টরস ঃ গর্ভধারণে ফ্যালোপিয়ান টিউব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ফ্যালোপিয়ান টিউব-সংক্রান্ত অসুখ বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। যে-কারণগুলির ফলে এই বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে তা হল, যোনিতে সংক্রমণ (যেমন পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ অথবা পিআইডি) এবং পেলভিক এন্ডোমেট্রিওসিস। ফ্যালোপিয়ান টিউব-সংক্রান্ত এই অসুখে টিউবগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

ওভারিয়ান সিস্ট এবং ফাইব্রয়েডস ঃ যেহেতু ওভারিয়ান সিস্ট কম বয়সি মহিলাদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়, তাই প্রজননে অক্ষম অধিকাংশ মহিলাদের মধ্যেই ওভারিয়ান সিস্ট পাওয়া যায়। ইউটেরাইন ফাইব্রয়েডস এক ধরনের টিউমার, যা জরায়ুর মাংসপেশির কোষগুলি থেকে জন্মায়। এই ফাইব্রয়েডস গর্ভাবস্থার প্রথম ও দ্বিতীয় তিনমাসে গর্ভপাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এমনকী ফাইব্রয়েডস প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিছু ক্ষেত্রে।

প্রজনন-ক্ষমতা বৃদ্ধির অস্ত্রোপচার মূলত দু'ধরনের হয়--ল্যাপারোস্কপি এবং হিস্টেরোস্কপি।

ল্যাপারোস্কপি ঃ এই ধরনের অস্ত্রোপচার ডিম্বাশয়, জরায়ু, ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং তলপেটের অন্যান্য অঙ্গের বহির্ভাগের চিকিৎসা করে। এছাড়া এন্ডোমেট্রিওসিস, ওভারিয়ান সিস্ট, এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি এবং ইউটেরাইন ফাইব্রয়েডস-এর সমস্যা নিরাময়েও সহায়ক ল্যাপারোস্কপি। এই অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল ঃ

ওভারিয়ান ড্রিলিং ঃ যেসব মহিলারা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম-এ আক্রান্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচারে একটি লেসার ফাইবার অথবা ইলেকট্রোসার্জিক্যাল সুঁচের মাধ্যমে ডিম্বাশয়ে চার থেকে ছয় বার উৎপাদনে সাহায্য করে। গবেষণায় প্রমাণিত, প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা এই চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছেন। যারা ক্লেমিফিন বা মেটফরমিন থেরাপির পরেও ডিম্বাণু উৎপাদনে অক্ষম, তাদের ক্ষেত্রে ওভারিয়ান ড্রিলিংয়ের পরে ওষুধপ্রয়োগ লাভজনক হয়েছে।

ফিমব্রায়োলাইসিস এবং ফিমব্রায়োপ্লাস্টি ঃ এই পদ্ধতির মাধ্যমে ফ্যালোপিয়ান টিউব সংক্রান্ত চিকিৎসা করা হয়। ফিমব্রায়োলাইসিস একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি যার সাহায্যে কোষসংযুক্তির ফলে দু'টি ফ্যালোপিয়ান টিউবকে আলাদা করে নেওয়া অন্তঃশোষিত ফিমব্রায়ো-কে সারিয়ে তোলা যায়।

ওভারিয়ান সিস্টেকটমি ঃ এই চিকিৎসা পদ্ধতি তখনই গ্রহণ করা হয়, যখন শরীরে তৈরি হওয়া সিস্ট বেশ কয়েকটি মাসিক ঋতুস্রাবের পরেও থেকে যায় এবং তার আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণের মতো অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। এর ফলে গর্ভধারণে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, এমনকী সিস্টগুলি ক্যানসার আক্রান্তও হতে পারে। বেশিরভাগ সিস্ট ল্যাপারোস্কপি সার্জারির সাহায্যেই শরীর থেকে বার করা হয়, কারণ এই অস্ত্রোপচারে সিস্টগুলিকে সঙ্কুচিত করে শরীরে তৈরি একটি ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে বার করে নেওয়া হয়। এই ধরনের অস্ত্রোপচার প্রজননে অক্ষম মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক।

ল্যাপারোস্কপিক এ্যাবলেশন অফ এন্ডোমেট্রিয়াল ডিপোজিটস ঃ এন্ডোমেট্রিওসিস নির্ণয় কার সবচেয়ে ভালো উপায় হল, ল্যাপারোস্কপি পদ্ধতির মাধ্যমে লিসন্‌গুলো চিহ্নিত করা এবং তা অপসারণ করা।

হিস্টেরোস্কপি ঃ এই পদ্ধতির সাহায্যে জরায়ুর ভেতরের অংশের পরীক্ষা করা হয়। ইউটেরাইন ফাইব্রয়েডস-এর চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর হিস্টেরোস্কপি।

অপারেটিভ / থেরাপিউটিক হিস্টেরোস্কপি ঃ ডায়ানস্টিক হিস্টেরোস্কপির সময় যেসব অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়, তার অনেকগুলিকেই অপারেটিভ হিস্টেরোস্কপির সাহায্যে সারিয়ে তোলা যায়। ডায়ানস্টিক হিস্টেরোস্কপি চলাকালীন বা তার পরে এই চিকিৎসা করা সম্ভব। জরায়ুর মধ্যে বিভাজিকা পর্দা তৈরি হওয়ার মতো গর্ভাবস্থাকালীন অস্বাভাবিকত্বকেও হিস্টেরোস্কপির মাধ্যমে সারিয়ে তেলা যায়।

হিস্টেরোস্কপিক মায়োমেকটমি ঃ জরায়ুর মধ্যে অল্প ব গুচ্ছ ফাইব্রয়েড তৈরি হলে চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ফাইব্রয়েডের কারণে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে এমন ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে হিস্টেরোস্কপিক মায়োমেকটমির পরে সাফল্য এসেছে। যেসব মহিলাদের সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড দেখা যায়, তাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে হিস্টেরোস্কপি মায়োমেকটমি এক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি।

পলিপেকটমি ঃ এটি একপ্রকার অস্ত্রোপচার যার মাধ্যমে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াল আস্তরণ থেকে পলিপ-কে বার করে দেওয়া হয়। পলিপ থেকে অত্যধিক রক্তপাত হলে, খুব ব্যথা হলে বা অনভিপ্রেত কোনও শারীরিক অসুবিধায় পলিপেকটমি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে এক বা একাধিক পলিপ-এর অবস্থান দেখা যায়, ফলে পলিপ-এর সুনিশ্চিত এবং সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভব হয়, যার ফলে গর্ভধারণে সুবিধা হয়।

ল্যাপারোস্কপি এবং হিস্টেরোস্কপি আবিষ্কারের ফলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা এখন উপরোক্ত সমস্যাগুলিকে সহজেই চিহ্নিত ও নির্মূল করতে পারেন, এসব ক্ষেত্রে এক থেকে দু'দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। উপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলি রোগীকে শারীরিক অস্বস্তি থেকে দ্রুত মুক্তি দেয়, মহিলারা অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে বাড়িতে বা অফিসে তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন। বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এসব পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী।

তথ্য সহায়তায় ঃ রঞ্জিত চক্রবর্তী (ডিজিও, ডিএনবি, এমআরসিওজি)

যোগাযোগ ঃ পার্কল্যান্ড চেম্বার, ১৫৭ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২৬; ফোন - ৯৮৩৬৫৯৮৩৬৫ / ৯৮৩০৩৩৪৪৭৭

Email : drranjitchakraborti@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুজনকে দেখে খুব মজা লাগত অনুজার। মনটা একদম ছোটদের মতো! তাই ভালবাসার চেয়ে বন্ধুত্বই যেন বেশি হয়েছে সুজনের সঙ্গে।

সুজন প্রথম থেকেই খুব খোলামেলা ছিল। কিন্তু অনুজার মন খুলতে সময় লেগেছে। বিয়ের প্রায় ছ'বছর পরে ও সুজনকে ধীরে ধীরে বলেছিল নিজের কথা। দেখিয়েছিল নিজের লেখা ওই ম্যাগাজিনের গল্পটা!

শ্রী বরাবর বাপ ন্যাওটা। আর সুজনও ছোট মেয়ে বলতে অজ্ঞান! বাপ-বেটির মধ্যে পৃথিবীর সব বিষয় নিয়ে কথা আর তর্ক হয়। অনুজা কিছু বললে সুজন বলে, "আমার মেয়েকে আমি পৃথিবীর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না করালে কে করাবে!"

কিন্তু পৃথিবীর সব বিষয়ের মধ্যে যে ওর জীবনের এই ঘটনাটাও পড়ে সেটা বোঝেনি অনু!

"মা, তুমি ভয় পাবে না একদম। আমি তো আছি! একটা নয়, ভদ্রমহিলা একজোড়া অন্যায় করেছেন তোমার সঙ্গে।" শ্রী হলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বলল আবার, "ইশ্, আজ বাবা থাকলে বেস্ট হত! রাইটার ইমেজের তলায় যে একটা বাজে মহিলা লুকিয়ে আছে সেটা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়ে যেত!"

ওরা বাইরে বেরতেই রাহুল এগিয়ে এল, "আন্টি আসুন, এদিকে আসুন।"

অনুজা ইতস্তত করল। এসবের কোনও মানে হয়! কেন যাবে ও! কীসের জন্য যাবে!

"মা কাম অন।" শ্রী বিরক্ত হল এবার, "কী হয়েছে তোমার? দশবার করে বলতে হচ্ছে কেন? লেটস গো।"

"শ্রী শোন," অনুজা শ্রীর হাত ধরে টানল। তারপর রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এক মিনিট।"

রাহুল বুঝল ব্যাপারটা। বলল, "ঠিক আছে আপনারা ওই সামনের ঘেরা জায়গাটায় চলে আসুন। ওখানটা কর্ডন করে রাখা হয়েছে। ওর ওই দিকে যে টেন্টটা করা হয়েছে, সেখানে রূপমালা আছেন। সবাইকে তো আর সময় দিতে পারবেন না, তাই..."

অনুজা শ্রীর হাতটা ধরে টেনে একপাশে নিয়ে এল। বলল, "শোন, তখন থেকে তোর অনেক কথা শুনেছি। রুপুর সামনে তুই যাবি না। কোনও কথা বলবি না। ভেতরে আমি একা যাব। মনে থাকে যেন। তোর বাবা তোকে যাই বলুক। আমার কথা আজ তুই শুনবি।"

"কেন? আমি যাব না কেন?" শ্রী ভুরু কোঁচকাল।

"কারণ আমি বলছি, তাই।"

সুজনকে দেখে খুব মজা লাগত অনুজার। মনটা একদম ছোটদের মতো! তাই ভালবাসার চেয়ে বন্ধুত্বই যেন বেশি হয়েছে সুজনের সঙ্গে।

টেন্টের মুখ অবধি এসে রাহুল বলল, "ভেতরে যান আন্টি। আমি ওঁকে বলে রেখেছি। তবে মিনিট পাঁচেক সময় দিয়েছেন। অনেকেই দেখা করতে চান তো। তাই..."

রাহুল এতবার এক কথা বলছে কেন! অনুজা শ্রীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মাথা ঘুরিয়ে টেন্টটা দেখল সময় নিয়ে। সোফা, চেয়ার-টেবল আর ফুল দিয়ে সাজানো। পায়ের তলায় নরম কার্পেট। পাশে ছোট্ট একটা অ্যান্টি চেম্বার মতোও রয়েছে।

"আসুন, বসুন।" পাশের ছোট্ট চেম্বার থেকে বের হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল রূপমালা।

অনুজা বসল না। তাকিয়ে রইল সোজা। রূপমালা ভুরু কোঁচকাল একটু। তারপর হেসে বলল, "বসুন।"

"আপনি করে বলছিস কেন? এতটাই পাল্টে গেছি যে চিনতে পারছিস না?"

রূপমালা যেন চমকে উঠল এবার! চোখ ছোট করে তাকিয়ে থাকল। তারপর অবাক হয়ে বলল, "তুই!"

"কেমন আছিস?" অনুজা হাসল অল্প।

রূপমালা সময় নিল একটু। তারপর কেটে কেটে বলল, "ভাল আছি, খুব ভাল আছি। তা হঠাৎ কী মনে করে এলি?"

"কী মনে করে মানে?" অনুজা অবাক হল, "তোকে দেখতে ইচ্ছে করত খুব। তাই..."

"তাই চলে এলি!" রূপমালা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলেছিলাম মনে নেই তোর! তোকে দেখতে চাই না আমি বলেছিলাম। ভুলে গেছিস?"

"তুই এমন করছিস কেন রুপু?" অনুজা এগিয়ে গেল, "এখনও এমন হয়ে আছিস! এত্ত বছর পরেও!"

রূপমালা পিছিয়ে গেল একটু। বলল, "এগোবি না একদম। তোর লজ্জা নেই! সব ভুলিস কী করে তুই!"

"সব মনে আছে রুপু, আমার সবটা মনে আছে। তুই আমায় ঋষিব্রত স্যারের কাছে ইচ্ছে করে পাঠিয়েছিলি এই বলে যে উনি আমার সঙ্গে কথা বলে ক্ষমা চাইবেন। কিন্তু ওঁকে তুই উল্টোটা বলেছিলি। বলেছিলি যে আমি নাকি ওর প্রেমে পড়েছি। সেটা ওকে জানাতে চাই। আমার মনে আছে উনি ফাঁকা ঘরে আমার কোনও কথা না শুনে আমার হাত দুটো ধরে নিজের কাছে টানছিলেন। আর এও মনে আছে ঠিক সেই সময়ে তুই কিটুদাকে নিয়ে হাজির হয়েছিলি সেই গেমস রুমের সামনে। তারপরের সব কিছুও..." অনুজা কথাটা শেষ না করে থামল একটু।

তারপর বলল, "তুই কিটুদার সামনে আমায় ছোট করার জন্য এটা করেছিলি আমি জানি। যাতে ওর মনটা আমার প্রতি বিষিয়ে যায় তাই করেছিলি এটা। কিন্তু... আমি ও সব মনে রাখিনি রুপু। তোর আমার মাঝে কিটুদা কোনও ফ্যাক্টরই নয়! তুই আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী! তোকেই সবচেয়ে ভালবেসেছি আমি..."

"তাই অমন পেছন থেকে ছুরি মেরেছিলি বল!" রুপু চোয়াল শক্ত করল।

"ছুরি!" অনু অবাক হল, "তুই কী বলছিস? কিটুদাকে আমি তো..."

"কে কিটু! কোথাকার কে একটা ছেলে! তার জন্য আমি এটা করেছি মনে হয়! আমার কাছে ওর কোনও গুরুত্ব আছে বলে তোর মনে হয়!"

"তবে!" অনুজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"তুই আমায় না-বলে, আমায় না-দেখিয়ে লেখা জমা দিয়েছিলি কেন? কেন 'জমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ADMISSIONS OPEN
for Nursery
to Grade 12

GEMS AKADEMIA
International School
Thakurpukur, Kolkata

A GEMS Network School

We believe that Quality Education is the key to success.

Do you?

HIGHLIGHTS

- Day Scholastic and Day/Weekly/Full Boarding options
- Serene & Pollution Free 20 Acre Campus
- Qualified & Trained Academic Staff
- Dedicated Sports & Activity Arenas
- Personal Attention through Low Teacher-Student Ratio
- Remedial classes for students requiring academic support
- Organically Grown Food Served to Students
- Affordable World Class Education in a Metropolitan Environment
- Transport Facility across Howrah & Kolkata for Day Scholastic & Day Boarding students
- Tastefully Done A.C. Hostels for Boys & Girls
- Diverse, Multicultural Student Community
- A GEMS Network School with Institutions Worldwide and Over 50 years of Experience

We invite Parents to come and see how we create nurturing & stress-free environment for children to grow, learn and be successful. (Monday to Friday 8 am to 4 pm; Saturday & Sunday 9 am to 3 pm)



AMARBOI.COM

info@designpinata.net

Application Forms Available at (i) School Campus (ii) School Website

Campus: Bakrahat Road, Thakurpukur, P.O. Rasapunja, Kolkata – 700 104, India

Website: www.gemsakademia.com **Email:** infoakademia@gemsindia.co.in **Landline:** +91 (033) 2498 0671/72

For Admission Contact: +91 9051888888/9836226999

Follow us on

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেব না' মিথ্যে বলে পরে লুকিয়ে জমা দিয়েছিলি লেখা? কেন?" রূপমালা চিৎকার করে উঠল।
অনুজা কী বলবে বুঝতে পারল না।
"বল, কেন? আমি তোকে কম ভালবেসেছি অনু? তুই বল। আমার যা কিছু সব তোর বলেই তো ভাবতাম। আর সেখানে আমার থেকে লুকিয়ে তুই লেখা জমা দিলি! আমার লেখাটা আগে তোকে পড়ালাম আর তুই না বলে আমায় পেছন থেকে..."
"এই জন্য! শুধু এই জন্য তুই এমন করেছিলি!" অনুর গলা দিয়ে যেন স্বর বেরচ্ছে না, "আমায় বলতেই পারতিস, প্রাইজটা তোকে দিয়ে দিতাম! আর

এটা টোকেননি! প্লেগিয়ারাইস করেননি! সেই বই-ই তো এবার এত বড় একটা পুরস্কার পেল! এটা বিশ্বাসঘাতকতা নয়!"
রূপমালা থমকে গেল একদম। শ্রীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, "কে তুমি?"
শ্রী উত্তর না দিয়ে নিজের ব্যাগের থেকে হলদে হয়ে যাওয়া ম্যাগাজিনটা বের করে বলল, "এখনও এটা আছে আমার কাছে। মা ফার্স্ট হয়েছিল এই গল্পটা লিখে। আর সেটা আপনি বেমালুম নিজের নামে নিজের বইয়ে চালিয়ে দিলেন! একবার ভাবলেন না কিছু!"
রূপমালা বলল, "অনু তুই মেয়েকে নিয়ে আমার ওপর বদলা নিতে এসেছিস!

শ্রী বলল, "বাইরে সাংবাদিকরা রয়েছে। আপনার পারসোনাল লাইফ নিয়ে সবাই খুব ইন্টারেস্টেড। এটা দিয়ে দিই ওদের? বলি, বিখ্যাত লেখিকা আসলে চোর!"

বলেও ছিলাম তো তুই নে ও সব!"
"ভিক্ষার দান!" রূপমালা হিসহিসে গলা বলল, "জানিস, জীবনে কত পুরস্কার পেয়েছি! তুই কী ভেবেছিস পুরস্কারের জন্য সব করেছি আমি! তুই আমার বিশ্বাস ভেঙেছিলি অনুজা। ওটা ক্ষমা করা যায় না!"
"কিন্তু তুই যে বলেছিলি আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর!"
"হ্যাঁ, তাই তো! বলেছিলাম তো। কারণ শত্রুতার সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্কের চেয়েও গভীর হয়! বুঝেছিস!"
"কিন্তু..." অনু কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। দেখল আচমকা টেন্টের ভেতরে ঝড়ের মতো ঢুকে এল শ্রী। মেয়েটার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাসে আগুন ছিটকাচ্ছে!
শ্রী বলল, "আমি সব শুনেছি বাইরে থেকে! বিশ্বাস না? খুব বিশ্বাসের কথা বলছেন! এটা কী? আমার মায়ের সেই প্রাইজ পাওয়া পুরোনো লেখাটা থেকে হুবহু টুকে নিজের ছোট গল্পের বই-এর প্রথম গল্পটা লেখেননি? সেই যে একটা মেয়ে যে রোদের রং দেখে বলে দিতে পারত সামনে কী ঘটনা ঘটতে চলেছে!

একটা কথা শোন, আমার দম ছিল তাই তোকে সাইজ করে দিয়েছি। বেশ করেছি। আমায় যে স্ক্রু করবে আমি তাকে ছাড়ব ভেবেছিস! ছাড়ব না। তোর মতো ম্যাদামারা নই আমি। হলে এখানে উঠতে পারতাম না! নিজেকে দেখ আর আমায় দেখ। আমার আর তোর ভেতরের পার্থক্যটা বোঝ!"
"আপনি এখনও এসব বলছেন?" শ্রী চাপা গলায় বলল, "বাইরে সাংবাদিকরা রয়েছে। আপনার পারসোনাল লাইফ নিয়ে সবাই খুব ইন্টারেস্টেড। এটা দিয়ে দিই ওদের? বলি, বিখ্যাত লেখিকা আসলে চোর! সবাই জানুক তার কেচ্ছা!"
"তুই আমায় থ্রেট করছিল অনু!" রূপমালা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল এবার, "তুই আমায় এতদিন পরে ধ্বংস করতে এসেছিস!"
"আমি বলব সবাইকে। টফিন বলে একটা মেয়ে বাইরে আপনার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেবার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। ওকে দেব এই স্কুপটা? আমার মা বারণ করায় এটা এতদিন কাউকে বলিনি। কিন্তু আজ আমি ছাড়ব না। আজ এটা..."

শ্রী টেন্টের বাইরে বেরবার জন্য ঘুরল। কিন্তু তার আগেই শ্রীকে আটকাল অনুজা। তারপর কোনও দিন যা করেনি আজ তাই করল! আচমকা ঘুরিয়ে থাপ্পড় মারল একটা। শ্রী মার খেয়ে গালে হাত দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেল একদম! যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কী হল ব্যাপারটা!
অনুজা ওর হাত থেকে কেড়ে নিল ম্যাগাজিনটা। একটানে নিজের গল্পের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ফেলল মাঝখান থেকে। তারপর সেই পাতা-ক'টা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে মুঠো করে এগিয়ে গেল রূপমালা দিকে।
রূপমালা মুখ তুলে তাকাল অবাক হয়ে।
"ধর, এগুলো ধর। আর কোনও চিহ্ন রইল না আমার গল্পের। বইতে যেটা ছাপিয়েছিস সেটা আজ থেকে তোরই লেখা! আমি তোকেই বান্ধবী হিসেবে ভালবেসেছি রুপু। এসবকে নয়। ও তো খেলাচ্ছলে একটা লেখা মাত্র! তুই সেটাকে যে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবি আমি ভাবতে পারিনি রে! সাফল্য দিয়ে কি জীবন মাপা যায়? তুই তো এত সফল, কিন্তু জীবনে সুখী কি!" অনুজা বলল, "আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু এটা একটু ভাবিস!"
রূপমালা কিছু বলতে পারল না। দু'চোখে জল নিয়ে তাকিয়ে রইল শুধু।
শ্রী বলল, "এটা তুমি কী করলে মা! এটা..."
অনুজা শান্ত গলায় বলল, "রুপুর কোনও ক্ষতি কোনও দিন আমি চাইনি! আজই বা এটা চাইব কী করে! তাছাড়া, রুপু তো বলেই দিল ওর সঙ্গে আমার অনেক পার্থক্য! ও যা করতে পারে, আমি কি তা কখনও করতে পারি, বল! ওর মনে নাই থাকতে পারে, কিন্তু আজও আমার মনের মধ্যে জলপিপির সেই মাঠটা বেঁচে আছে জানিস। আজও সেখানে দুটো কাঠবেড়ালি মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়, নেচে বেড়ায়! সে সব কি সামান্য একটা লেখার জন্য শেষ করে দেব ভেবেছিস! তবে আর ওকে কেন এত ভালবেসেছি আমি! কেন ওকে প্রিয় বান্ধবী ভেবেছি! যেটা আমার লেখা সেটা তো আসলে ওরও লেখা! কাঠবেড়ালি কি শুধু নিজের জন্যই খাবার খোঁজে, বন্ধুর জন্য খোঁজে না কি!"

অলংকরণ: কুণাল বর্মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারীরিক ভাবে অক্ষম মহিলারাও মা হতে পারেন



বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ, শারীরিক ত্রুটি, হরমোনের সমস্যা ইত্যাদি নানান কারণে বহু মহিলাই গর্ভ-ধারণ করতে পারেন না। সারোগেসির সাহায্যে তাঁরাও অনায়াসে মা হতে পারেন। এবিষয়ে সবিস্তার জানালেন ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান রিপ্রোডাকশন-এর (IHR) অধিকর্তা ও বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ ডা. মোহন-লাল গোয়েঙ্কা।

প্রশ্নঃ কোনও মহিলা যদি শারীরিক ত্রুটির কারণে গর্ভধারণ না করতে পারেন, তাঁর পক্ষে কি মা হওয়া সম্ভব?

ডা. গোয়েঙ্কাঃ নিশ্চয়ই সম্ভব। এক্ষেত্রে অন্য মহিলার গর্ভে সন্তানধারণে অক্ষম মহিলার ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা হয়। এই ব্যাপারটার নাম সারোগেসি। যে সব কারণে একজন মহিলার গর্ভে সন্তানধারণ সম্ভব নয়, সেগুলি হল --

১) ইউটেরাসে টিউমার বা অন্যান্য কারণে অনেক সময় সন্তানধারণের আগেই হিস্টেরেক্টমি করে জরায়ু বাদ দেওয়া হয়। অনেকের আবার জন্মের সময় থেকে ইউটেরাসই থাকে না। কারুর আবার ত্রুটিপূর্ণ ইউটেরাস (T-এর মতো) অথবা ইউটেরাসের কোনও দুরারোগ্য সমস্যা থাকায় গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। তবে এদের ডিম্বাশয় বা ওভারি স্বাভাবিক থাকে ও ডিম্বাণু নিঃসরণ ও স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ইচ্ছা হলে আইভিএফ (বা টেস্ট-টিউব বেবি) পদ্ধতিতে সারোগেট মায়ের সাহায্য নিয়ে সন্তান পেতে পারেন।

২) হার্ট বা কিডনির ক্রনিক অসুখ অথবা ক্যানসারে আক্রান্ত মহিলারা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে গর্ভে সন্তানধারণ না করতে পারলেও সারোগেসির সাহায্যে কোলে তুলে নিতে পারেন নিজের সন্তান।

৩) বারংবার মিসক্যারেজ হলে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আইভিএফের সাহায্যে সারোগেট মায়ের গর্ভজাত নিজের সন্তান লাভ করা যায়।

৪) ইদানীং সমকামী মানুষেরাও সন্তান চাইলে নিজের শুক্রাণু বা ডিম্বাণুব সাহায্যে স্পার্ম ব্যাঙ্ক বা এগ ব্যাঙ্ক এর সহায়তায় সারোগেট মায়ের সাহায্য নিয়ে সন্তান পেতে পারেন।

প্রশ্নঃ এই সারোগেসি বিষয়টা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন!

ডা. গোয়েঙ্কাঃ কোনও মহিলা তার নিজের বা স্বামীর সঙ্গে বংশগত ভাবে সম্পর্কহীন কোনও ভ্রূণকে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে গর্ভে ধারণ করলে এবং জন্মের পর স্বেচ্ছায় ও স্বত্বহীন ভাবে সন্তানটিকে তার জেনেটিক বাবা মায়ের হাতে তুলে দিলে তাঁকে সারোগেট মা ও পদ্ধতিটিকে সারোগেসি বলা হয়। ট্রাডিশনাল ও আইভিএফ সারোগেসি- মূলত দু ধরনের। ট্রাডিশনাল সারোগেসিতে জেনেটিক বাবার শুক্রাণুর সাহায্যে সারোগেট ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা হয়। এই কারণেই ট্রাডিশনাল সারোগেসিকে পার্শিয়াল সারোগেসি বলে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই ধরনের সারোগেসি প্রথা চলে আসছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট- এ সারোগেসির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। টোটাল সারোগেসির ক্ষেত্রে আই ভি এফ পদ্ধতিতে জেনেটিক বাবা মা-র শুক্রাণু ও ডিম্বাণু-র মিলনে তৈরি ভ্রূণ সারোগেট -এর গর্ভে ট্রান্সফার করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম এই আধুনিক সারোগেসির প্রয়াস সফল হয়।

প্রশ্নঃ সারোগেট নির্বাচনের সময় কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হয়?

ডা. গোয়েঙ্কাঃ সারোগেট জেনেটিক দম্পতি পরিচিত এবং অপরিচিত দুই-ই হতে পারে। স্যারণত আত্মীয় ও বন্ধুরা অনেক সময় সারোগেট হিসেবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আর অপরিচিত সারোগেটকে সাধারণত ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট সেন্টার থেকে নির্বাচন করা হয়। সারোগেটের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের পরিস্কার গাইড-লাইন আছে।



প্রশ্নঃ সেটা কী রকম?

ডা. গোয়েঙ্কাঃ এদের বয়স অবশ্যই ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তিনি অবশ্যই বিবাহিতা এবং এক বা দুই সন্তানের জননী হবেন। তাঁর স্বামীর জ্ঞাতসারে ও সম্পূর্ণ মত নিয়ে ব্যাপারটা করতে হবে। মহিলাকে সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক হতে হবে। হাই ব্লাড প্রেশার, সুগার, যৌন রোগ থাকলে চলবে না। একাধিক যৌন সঙ্গী থাকলে সারোগেসি সম্ভব নয়। সন্তানের জন্মের পর তার আসল বাবা মা-র হাতে হস্তান্তর করার পর শিশুটির ওপর সারোগেটের কোনও দাবি থাকবে না। বার্থ সার্টিফিকেটে সন্তানের জেনেটিক বাবা মা-র নাম লেখা হবে। সিঙ্গল কোনও পুরুষ বা মহিলা সারোগেটের সাহায্যে সন্তান পেতে পারেন। এক জন মহিলা জীবনে সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন বার সারোগেট হতে পারেন। যদি কোনও বিদেশী নাগরিক এদেশের সারোগেটের সাহায্য নিতে চান প্রথমে তাঁদের দূতাবাসে এবিষয়ে নাম নথীভুক্ত করাতে হবে।

প্রশ্নঃ সারোগেসির সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি সম্পর্কে যদি বলেন!

ডা. গোয়েঙ্কাঃ কোনও দম্পতির ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় সারোগেটের সাহায্য নেবার ব্যাপারটা নিশ্চিত হলে প্রথমে সারোগেট নির্বাচন করা হয়। এবিষয়টি সারোগেট এজেন্সির মাধ্যমেও হতে পারে। এরপর নির্বাচিত মহিলার প্রয়োজনীয় টেস্ট করা হয়। দেখে নেওয়া হয় যে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে তিনি সন্তানধারণে সক্ষম কীনা। গর্ভধারণের আগে তার কোনও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ইতিহাস থাকলেও চলবে না। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ও প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র সাক্ষর হয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। মায়ের ডিম্বাণুর সমস্যা বা একক পুরুষ সন্তান চাইলে সারোগেট নিজেই এগ ডোনার হতে পারেন। যাই হোক, আইভিএফ পদ্ধতিতে ভ্রূণ তৈরি করে সারোগেটের গর্ভে স্থাপন করার পর, সারোগেট হোমে ওই মহিলাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে রাখা হয়। তাঁর ওষুধ, পথ্য, পরিবারের ভরণ পোষণ সব বিষয়েই লক্ষ্য রাখতে হয়। এখনও পর্যন্ত সারোগেসির সফল প্রয়োগে বহু সন্তানহীন দম্পতির কোলে সুস্থ সন্তান এসেছে। আইনগত জটিলতা কাটিয়ে ইনফার্টিলিটির চিকিৎসায় সারোগেসি আরও অনেকের মুখে হাসি ফোটাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যোগাযোগ

Institute of Human Reproduction
www.surrogacyihrindia.com

IHR, Kolkata
IHR House,
47 Sayed Amir Ali Avenue
Kolkata- 700 019, West Bengal
Phone : 033-22904455/56, 9903836224
E-mail: helpline@ihrivf.net
Website : www.ihrivf.net

IHR, Guwahati
IHR Complex, Bharalumukh
Guwahati - 781009, Assam
Ph. : 0361-2482619 / 621, 09864103333
E-mail : ihrindia@gmail.com
Website: www.ihrindia.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

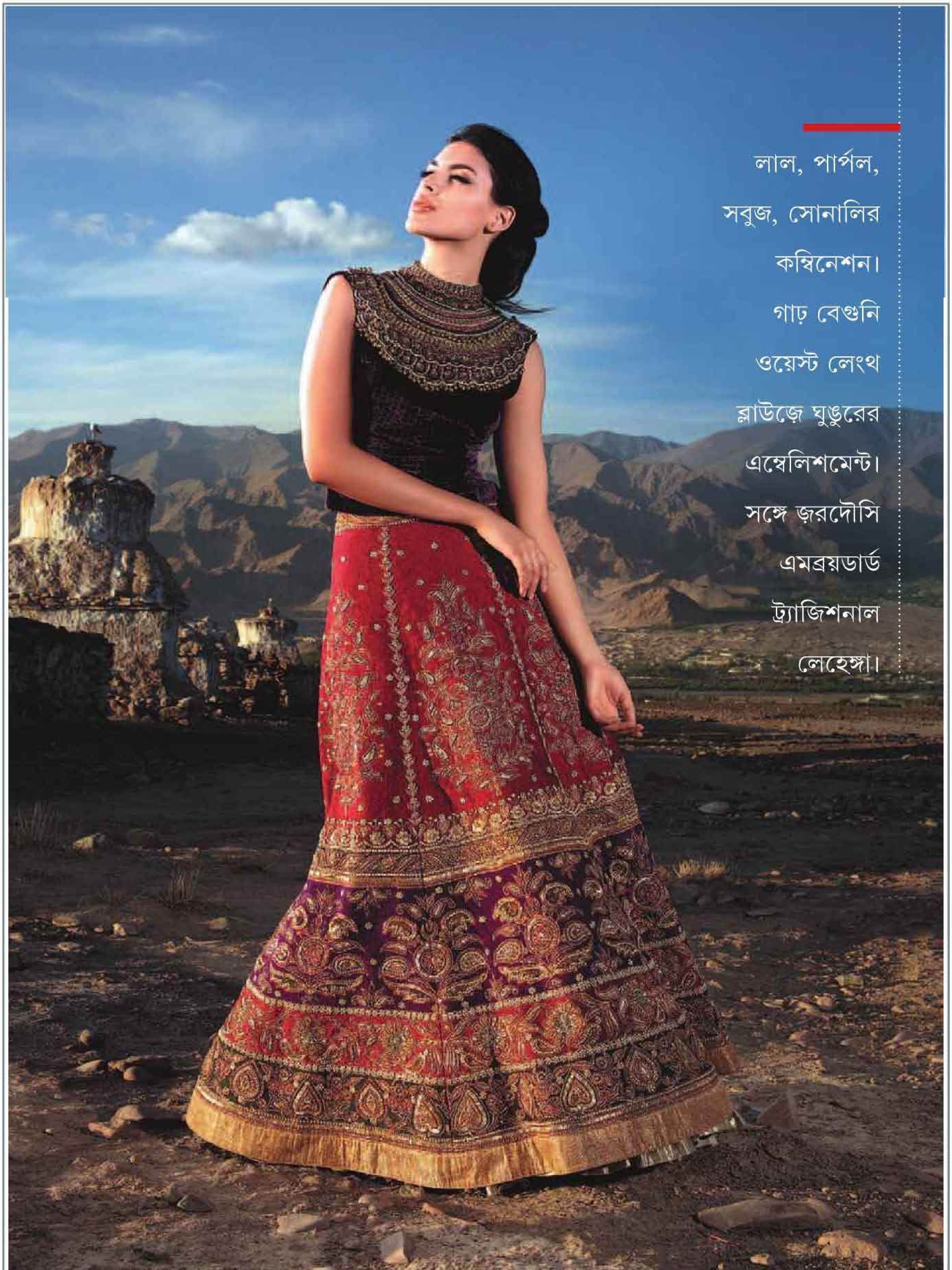


প্রেক্ষিতে লাদাখের এগ্‌জ়টিক ক্যানভাস। পোশাকেও সেই একই রিচ লুক। ডিজ়াইনার ঋতু কুমারের ইন্ডিয়ান ওয়্যারের ফেস্টিভ কালেকশন। একেবারে পিকচার পারফেক্ট!

ফেস্টিভ ফ্লেভার

ট্র্যাডিশনাল প্রিন্টেড লং স্কার্ট। হেমলাইনে চওড়া লাল ভেলভেট বর্ডার। সঙ্গে পার্পল নেটের দোপট্টা। কোমরে এমব্রয়ডার্ড বেল্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



লাল, পার্পল, সবুজ, সোনালির কম্বিনেশন। গাঢ় বেগুনি ওয়েস্ট লেংথ ব্লাউজে ঘুঙুরের এম্বেলিশমেন্ট। সঙ্গে জ়রদৌসি এমব্রয়ডার্ড ট্র্যাজিশনাল লেহেঙ্গা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~


ফুশিয়া-কমলার দারুণ যুগলবন্দি। লং স্কার্টে ভারি জ়রদৌসি এমব্রয়ডারি। হেমলাইনে সরু জরির পাড়। টিম আপ করা হয়েছে স্লিভলেস এমব্রয়ডার্ড ফ্রন্ট ওপেন জ্যাকেটের সঙ্গে। জ্যাকেটে নজরকাড়া ফুলকারি কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

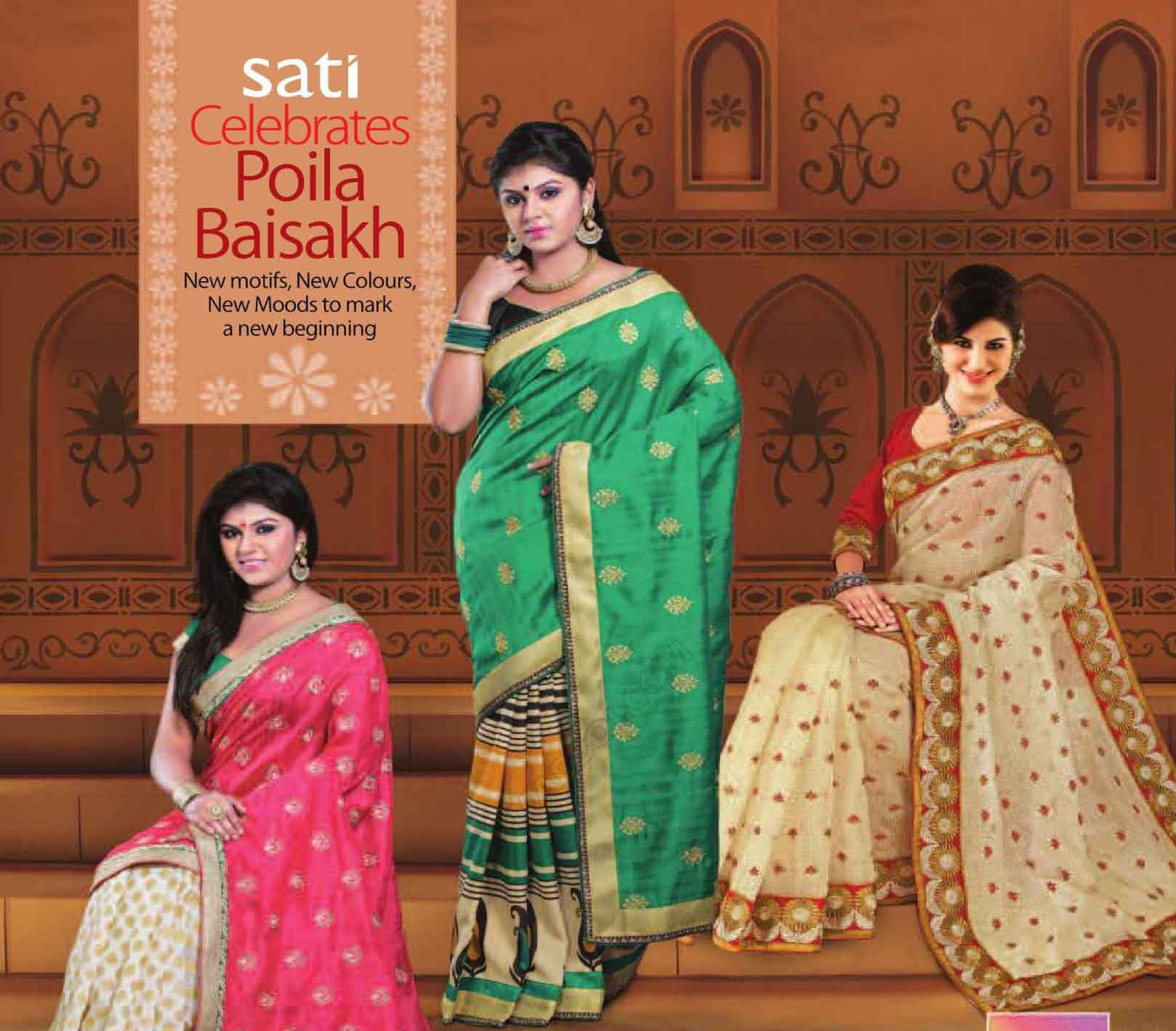


দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



স্লিভলেস ফুল লেংথ ড্রেস। কালো ড্রেসে সোনালি গোটার কাজ। ফ্লেয়ার্ড বটমে জরির বর্ডার। কোমরে চওড়া বেল্টে দারুণ স্টাইল স্টেটমেন্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



9B, Madan Chatterjee Lane, Near Ram Mandir, Kolkata 700007 ✆ 9830338717

Our Distributor


DEENDAYALMANOJKUMAR 192, Jamunalal Bazaz Street, 3rd Floor, Kolkata-700 007 ✆ (033) 2218 1863

Our Stockist

AMBICA SAREE HOUSE 1-Noormal Lohia Lane, 2nd Floor, Kolkata-700 007 ✆ (033)22705011,M-9733723953 | **J.B. TEXTITELS** 156, Jamunalal Bazaz Street, Opp. Shiv Mandir, Kolkata-700 007 ✆ (033)2272 1152 | **OM SAREE EMPORIUM** 15-Noormal Lohia Lane, Kolkata-700 007 ✆ 98742 54138 | **SHARDHA SHREE** 57, Jamunalal Bazaz Street, Kolkata-700 007 ✆ 98311 14641 | **GAUTAM TRADING CO.** 201-B M.G. Road, Sadasukh Katra, Dhoti Patti, Kolkata-700 007 ✆ 9830634910 | **NOVALTY CREATION** 15-Noormal Lohia Lane, 2nd Floor, Kolkata-700 007 ✆ 98300 72691 | **SANGEETA SAREES** 160, Jamunalal Bazaz Street,1st & 2nd Floor, Kolkata-700 007 ✆ 98316 01210 **G. B. & CO.** 154, J. L. B. Street, 1st Floor Kesheram Katra, Kolkata-700 007 ✆ 098300 85016

Also available in all leading stores

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



চিনন ফ্যাব্রিকের শাড়ি। জাফরান রঙের জমিতে একই কালার প্যালেটের জ়িগজ়্যাগ গ্র্যাফিক প্রিন্ট। কালো পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে কোমরে চওড়া কালো-সোনালি বেল্ট।

সৌজন্য: অ্যালকেম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
ছবি: মিলন মুদগিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



www.amarboi.com

নববর্ষের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমাটি আপ্যায়ন

পোলাও, মাটন, কই, চিংড়ি থেকে শেষপাতে মিষ্টি—নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পাত পেড়ে এলাহি আয়োজন। আমিষ-নিরামিষে বাঙালি আতিথেয়তার নানা সুস্বাদু রেসিপির সংকলনে অপরাজিতা পাণ্ডা ও মধুরিমা সিংহ রায়।

এ যেন একেবারে 'সব খেয়েছির দেশ'-এ আগমন! সুস্বাদু পোলাও, জিভে জল আনা ভাজা, রাশভারী মাটন কোর্মা বা গলদা চিংড়ি, শেষ পাতে লোভনীয় মিষ্টি—সবই শুধু আপনার জিহ্বাস্বাদনের ব্যগ্র প্রতীক্ষায়। আসলে, নতুন বছরের শুরুতেই থালা সাজিয়ে খেতে না পারলে বাঙালির পরিতৃপ্তি হয় না! তা সে অতিথি আপ্যায়নই হোক বা নববর্ষের উদযাপনে ঘরোয়া খানাপিনা—এরকম চর্বচোষ্য ভোজের জন্যই তো ওপরওয়ালা এই 'পয়লা বৈশাখ' দিনটা বরাদ্দ রেখেছেন। সারাবছর যতই নানারকম বিদেশি পদ খান না কেন, নতুন বছরের এই প্রথম দিনটায় খাস বাঙালি আয়োজন না হলে ঠিক জমে না। আমিষ-নিরামিষের যোগ্য সঙ্গতে প্রকৃত খাদ্যরসিকের তো তখন সপ্তম স্বর্গে অবস্থান করার কথা! শাহি পোলাও থেকে কই কমলা, পনির পরোটা থেকে মাটন পেশোয়ারি, ছানার গজা থেকে ক্ষীর পটলের মোরব্বা—স্বাদে, বৈচিত্র্যে অতুলনীয় সব ডিশ। আপনাদের সুবিধার্থে আমরা দিলাম কয়েকটি রেসিপি। নববর্ষকে স্বাগত জানানোর জন্য এর থেকে 'সুস্বাদু' উপায় আর কীই বা হতে পারে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



তিলের বড়া

গরম গরম সাদা ভাতের সঙ্গে ডাল, মুখরোচক ভাজা, নিরামিষ তরকারি বা সুস্বাদু মাছ থাকলে তো পরম অমৃত!

আনারস দিয়ে মুগডাল

উপকরণ: মুগডাল ১ কাপ, আনারস ২-৩ টুকরো, কিশমিশ ২ চা-চামচ, গোটা গরমমশলা সামান্য, কাঁচালঙ্কা ২-৩টে, তেজপাতা ২টো, শুকনোলঙ্কা ২টো, সরষে-সাদা জিরে মিশ্রণ ১/২ চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, ঘি ২-৩ চা-চামচ, পাতিলেবুর রস ১ টেবলচামচ, হলুদ পরিমাণমতো, নুন-চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: শুকনো খোলায় ডাল ভেজে ধুয়ে নিন। প্যানে জল গরম করে ডাল সিদ্ধ করে নিন। হয়ে গেলে আনারস দিয়ে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। প্যানে ঘি গরম করুন। তাতে তেজপাতা, শুকনোলঙ্কা, সরষে-জিরে ফোড়ন দিন। নাড়াচাড়া করে গরমমশলা আর আদা দিন। ভাজা ভাজা হয়ে এলে এর মধ্যে ডাল দিন। স্বাদমতো নুন ও হলুদ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। সামান্য চিনি দিন। ডালে কাঁচালঙ্কা দিয়ে অল্প ফুটতে দিন। গ্যাস বন্ধ করে লেবুর রস মিশিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন।

তিলের বড়া

উপকরণ: সাদা তিল ১০০ গ্রাম, চালেরগুঁড়ো পরিমাণমতো, নুন স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা ২-৩টে (কুচানো), তেল (ভাজার জন্য), তিল ২-৩ চা-চামচ, আদা ১/২ চা-চামচ (মিহি করে কুচানো)।

প্রণালী: শুকনো খোলায় ২-৩ মিনিট তিল ভেজে নিন। নামিয়ে ঠান্ডা করে বেটে রাখুন, তবে খুব মিহি করবেন না। তিলবাটার সঙ্গে চালেরগুঁড়ো, নুন, লঙ্কা আর আদা মিশিয়ে সামান্য জল দিন। ভালো করে মেখে এক ঘণ্টা রেখে দিন। এবার মিশ্রণটি থেকে বড়ার আকারে গড়ে নিন। একটি পাত্রে তিল রেখে তার উপর বড়াগুলো গড়িয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করুন। তিলে গড়ানো বড়া তেলে লালচে করে ভেজে নিন।

নারকেল-ইঁচোড়ের কোর্মা

উপকরণ: ইঁচোড় ১ কিলো, টকদই ১৫০ গ্রাম, আলু ১টা (ডুমো করে কাটা), কাজুবাটা ১/২ টেবলচামচ, চারমগজবাটা ১ চা-চামচ, তেল পরিমাণমতো, হলুদ সামান্য, ঘি ২ টেবলচামচ, গরমমশলা ১ চা-চামচ, গোটা গরমমশলা কয়েকটা, আদাবাটা ১ ১/২ চা-চামচ, জিরেবাটা ১ চা-চামচ, ধনেবাটা ১ চা-চামচ, নারকেল দুধ ১ কাপ (গরম জলে মেশানো), নারকেলবাটা ১ টেবলচামচ, শুকনোলঙ্কা ২টো, কাঁচালঙ্কাবাটা অল্প, তেজপাতা ২-৩টে, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: ইঁচোড় ডুমো ডুমো করে কেটে রাখুন। তেল, নুন দিয়ে ইঁচোড় ভাপিয়ে নিন। হয়ে গেলে নামিয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। প্যানে তেল গরম করে আলু ভেজে তুলে রাখুন। ইঁচোড়ের মধ্যে একে একে নুন, চিনি, কাশ্মিরী লঙ্কা, হলুদ, লঙ্কাবাটা দিয়ে মেখে নিন। টকদই আর নারকেলবাটাও দেবেন। আধঘণ্টা রেখে দিন। প্যানে তেল আর ঘি একসঙ্গে গরম করে তেজপাতা, শুকনোলঙ্কা ও থেঁতো করে রাখা গরমমশলা ফোড়ন দিয়ে



আনারস দিয়ে মুগডাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



নারকেল-ইঁচোড়ের কোর্মা

নেড়েচেড়ে নিন। সুগন্ধ বেরলে কাজুবাটা, চারমগজবাটা, আদাবাটা, জিরেবাটা ও ধনেবাটা দিয়ে কষতে থাকুন। তেল ছাড়তে শুরু করলে ইঁচোড় ও ভেজে রাখা আলু দিন। অল্প আঁচে পুরো জিনিসটা কষে নিন। হয়ে গেলে নারকেল দুধ মিশিয়ে ঢাকা দিন। আলু ও ইঁচোড় সিদ্ধ হয়ে এলে ঘি ও গরমমশলা দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।

কই কমলা

উপকরণ: কইমাছ ৪টে, কমলালেবুর রস ১ কাপ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টে, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গরমমশলা ১/২ চা-চামচ, সরষের তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: কইমাছ পরিষ্কার করে নুন, হলুদ দিয়ে ভেজে নিন। ওই তেলে গরমমশলা, পেঁয়াজবাটা, আদাবাটা, নুন গুঁড়ো দিয়ে কষে সামান্য জল ও ভাজা মাছগুলো দিন। কমলালেবুর রস দিয়ে ফুটতে দিন। নামিয়ে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পরিবেশন করুন।



কই কমলা

নববর্ষের ভোজে রাজসিক খাওয়াদাওয়া থাকবে না, তা কী হয়! পোলাও-কোর্মার যোগ্য সঙ্গতে পাতে তখন সাক্ষাৎ অপ্সরা!

শাহি পোলাও

উপকরণ: বাসমতী চাল ৩ কাপ (জলে ভিজিয়ে রাখা), পনির ১ কাপ (কিউব করে কাটা), কড়াইশুঁটি ১/২ কাপ, গাজর ১টা (ছোট ছোট করে কাটা), বিনস ৭-৮টা (ছোট ছোট করে কাটা), দুধ ১ কাপ, হলুদগুঁড়ো সামান্য, কিশমিশ ২ চা-চামচ, কাজুবাদাম ২ টেবলচামচ, কাঠবাদাম ২ চা-চামচ (কুচানো), নুন-



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিনি স্বাদমতো, ঘি ৪-৫ চা-চামচ, ছোট এলাচ ২-৩টে, লবঙ্গ ২-৩টে, তেজপাতা ১টা, বড় এলাচ ১টা, শাজিরে ১/২ চা-চামচ, জায়ফলগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, জয়িত্রী ১/২ চা-চামচ, স্টার অ্যানিস ১/৪ ভাগ, দুধ ১ কাপ, কেশর সামান্য।
প্রণালী: প্যানে জল গরম করে নুন-হলুদ দিয়ে বাসমতী চাল দিন। প্যানে ঘি গরম করে কড়াইশুঁটি, গাজর আর বিনস দিয়ে ভেজে নিন। অল্প নুন দিন। ভাজা ভাজা


শাহি পোলাও

হয়ে এলে কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম মিশিয়ে সব মশলা দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। চিনি আর জল দিন। নেড়েচেড়ে পনির কিউব আর বাসমতী চাল দিন। গরম দুধে কেশর মিশিয়ে ভাতের মধ্যে ঢেলে পুরো জিনিসটা ঢেকে রাখুন। নামানোর আগে ঘি ছড়িয়ে দিন। উপর থেকে ভাজা কাজু আর কাঠবাদাম সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গলদা চিংড়ির কোর্মা


উপকরণ: গলদা চিংড়ি ২টো, টক দই ২ টেবলচামচ, আমন্ড, কাজুবাদাম, চারমগজ, পোস্ত ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, টোম্যাটো পিউরি ১ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, পেঁয়াজ ১টা, নুন স্বাদমতো, গরমমশলা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ১টা, ঘি পরিমাণমতো।
প্রণালী: পেঁয়াজ ভেজে নিন। চিংড়িমাছ ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে টক দই, নুন, হলুদগুঁড়ো দিয়ে ১৫ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন। আমন্ড, কাজু, চারমগজ, পোস্ত গরম জলে ফুটিয়ে ব্লেন্ডারে পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে একসঙ্গে বেটে নিন। কড়াইতে ঘি দিয়ে তাতে গোটা গরমমশলা, তেজপাতা, টোম্যাটো পিউরি, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে কষে নিন। তেল ছাড়লে ম্যারিনেটেড চিংড়ি দিন। ২-৩ মিনিট আঁচে রাখুন। ঢাকা খুলে আধভাঙা গোলমরিচগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। লেবুর রস ও ধনেপাতাকুচি সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

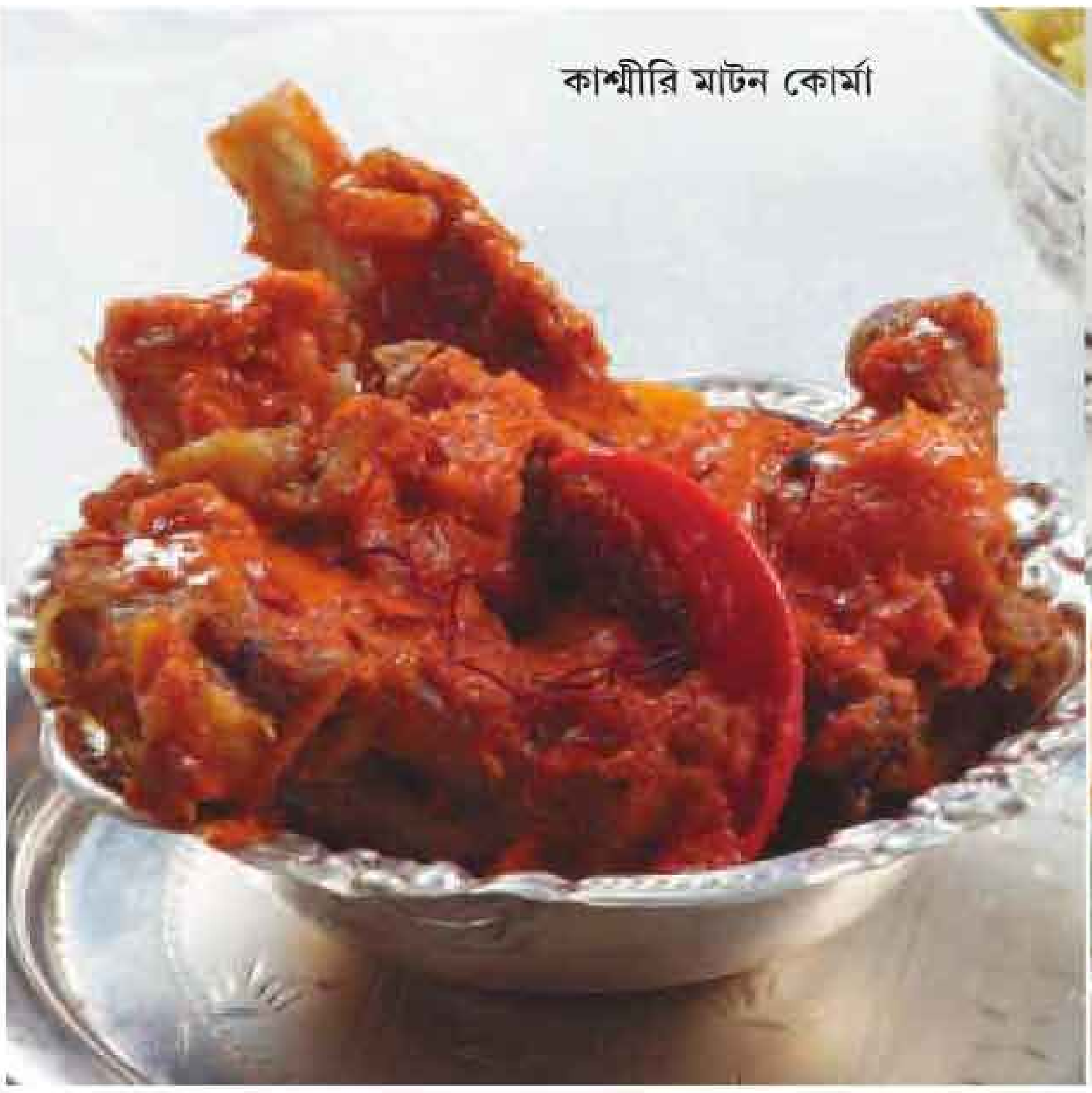
কাশ্মীরি মাটন কোর্মা

উপকরণ: মাটন ৫০০ গ্রাম, টক দই ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৪টে, তেজপাতা ২টো, গরমমশলা ৩টে করে (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ), কাঁচালঙ্কা ৪টে, আদাবাটা ১ টেবলচামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচ ৮-১০টা, জাফরান ১/২ চামচ, হলুদ ও লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, নারকেলবাটা ৫০ গ্রাম, ঘি পরিমাণমতো।

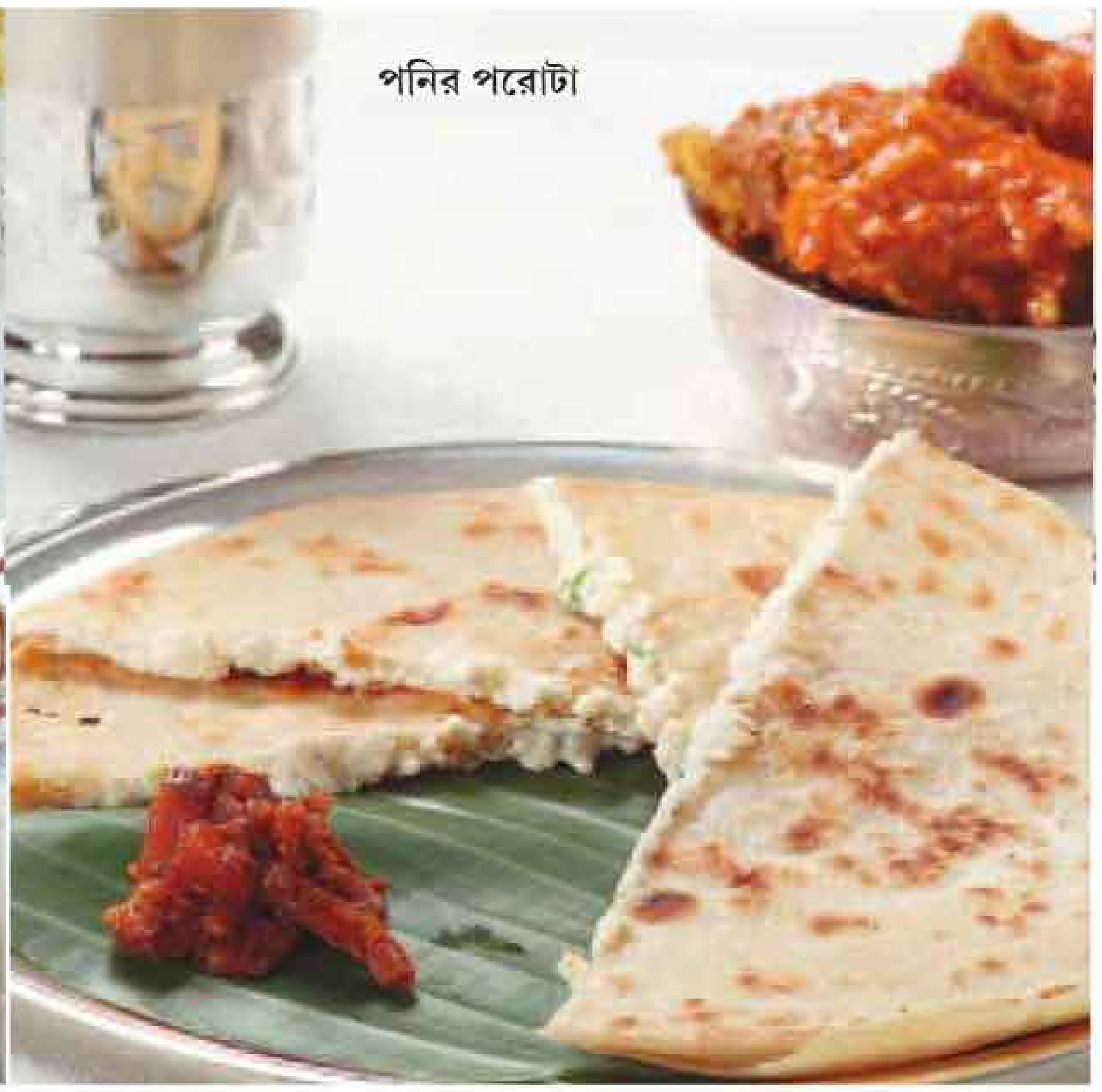

গলদা চিংড়ির কোর্মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~





কাশ্মীরি মাটন কোর্মা



পনির পরোটা

প্রণালী: মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। টক দইতে জাফরান মিশিয়ে ফেটিয়ে রাখুন। আঁচে ঘি গরম করে গরমমশলা, তেজপাতা, আদাবাটা, গোলমরিচ, কাঁচালঙ্কা দিয়ে কষে নিন। কিছুক্ষণ পরে পেঁয়াজকুচি ও মাংসের টুকরো দিন। হালকা নাড়াচাড়া করে নুন, চিনি, লঙ্কাগুঁড়ো, নারকেলবাটা দিন। এরসঙ্গে পরিমাণমতো জল দিয়ে কিছুক্ষণ কষতে থাকুন। জল শুকিয়ে এলে জাফরান মেশানো দই দিন। আবার অল্প জল দিয়ে ঢিমে আঁচে সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ হয়ে এলে নামিয়ে ভাজা পেঁয়াজ ওপর থেকে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। মাটন কাশ্মীরি কোর্মা তৈরি।

সাদা ভাত বা শাহি পোলাও ছাড়া পরোটা-মাংস-সহযোগেও কিন্তু হয়ে যেতেই পারে রাজসিক ভূরিভোজ।

পনির পরোটা

উপকরণ: **(পরোটার জন্য)** ৩/৪ কাপ ময়দা, ৩/৪ কাপ আটা, গুঁড়ো করা চিনি ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, সাদা তেল ২-৩ টেবলচামচ, খাবার সোডা ১/২ চা-চামচ। **(পুরের জন্য)** পনির ১/২ কাপ (গ্রেট করা), ধনেপাতাকুচি ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ৩টে (কুচানো), আমচুর পাউডার ১ টেবলচামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: ময়দা ও আটা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরমধ্যে একে একে তেল, নুন, চিনি দিন। অল্প খাবার সোডাও দিতে পারেন। ঈষদুষ্ণ গরম জলে উপকরণগুলি একসঙ্গে মেখে নিন। মাখা হয়ে গেলে এক ঘণ্টা ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন। এবার এই ডো থেকে লেচি কেটে মোটা রুটির আকারে বেলে নিন। পনিরের সঙ্গে ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, আমচুর পাউডার, গরমমশলা আর কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে একসঙ্গে মেখে নিন। সঙ্গে স্বাদমতো নুন আর চিনি অবশ্যই দেবেন। পনিরের এই মিশ্রণটি রুটির মধ্যে পুর ভরে আবার একবার বেলে নিন। পনির পরোটা লালচে করে ভেজে পরিবেশন করুন।



মাটন পসিন্দা পোশোয়ারি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটন পসিন্দা পেশোয়ারি

উপকরণ: মাটন (বোনলেস) ৫০০ গ্রাম, দই ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২টো, রসুনকুচি ৮-১০টা, আদাবাটা ১ চা-চামচ, গরমমশলা ১ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, পোস্তবাটা ও বাদামবাটা ১ টেবলচামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, ঘি পরিমাণমতো।



ক্ষীর পটলের মোরব্বা

প্রণালী: মাংস রসুনবাটা, টক দই ও নুন দিয়ে এক ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। ঘি দিয়ে পেঁয়াজকুচি ভেজে কিছুটা তুলে নিন। আবার ঘি দিয়ে গোটা গরমমশলা, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, ম্যারিনেটেড মাংস দিয়ে নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দিন। জল শুকিয়ে গেলে ভাজা পেঁয়াজ, টক দই, পোস্ত ও বাদামবাটা, নুন, চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। প্রয়োজনে জল দিন। গা মাখা হলে গোলমরিচ ও সিদ্ধ ডিম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শেষপাতে এই 'বিশেষ' বস্তুটিকে না দেখতে পেলে, পুরো আয়োজনই বৃথা! নতুন বছরে মিষ্টিমুখ হয়ে যাক...

ক্ষীর পটলের মোরব্বা

উপকরণ: পটল ৪টে, খোয়াক্ষীর ৫০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক ২০০ গ্রাম, কাজুবাদাম-কিশমিশ ৩০ গ্রাম, গোলাপজল অল্প, চিনি ১০০ গ্রাম।

প্রণালী: পটল ধুয়ে চেঁছে নিন। একদিক কেটে পটলের ভিতরের দানা কুরিয়ে বার করে সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। পুরের জন্যে খোয়াক্ষীর, কনডেন্সড মিল্ক, কিশমিশ, কাজু একসঙ্গে মাখুন। সিদ্ধ পটলে পুর ভরুন। চিনির রসে পুরভরা পটল পাক দিন। কম আঁচে রেখে নামিয়ে গোলাপজল দিন।



ছানার রস গজা

ছানার রস গজা


উপকরণ: ছানা ২৫০ গ্রাম, সুজি ১০০ গ্রাম, ময়দা ১০০ গ্রাম, চিনি পরিমাণমতো, বেকিং পাউডার ১/২ চা-চামচ, খোয়া ৫০ গ্রাম, দুধ ১ কাপ, বনস্পতি ভাজার জন্য।

প্রণালী: ছানা জল ঝরিয়ে মেখে নিন। সুজি দুধে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ময়দার সঙ্গে বেকিং পাউডার, ময়ান, সুজি, ছানা ও খোয়া দিয়ে মেখে নিন। চৌকো আকারে গড়ে বনস্পতিতে ভেজে নিন। ঘন চিনির রসে গজাগুলো ফেলুন। রস গা মাখা হলে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু ছানার রস গজা।

রান্নাঘরে:
শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস (নিরামিষ)
ফোন: ৯৮৭৪১৩৯৪৪৩
দেবারতি রায় (আমিষ ও মিষ্টি),
ফোন: ৯৪৩৩৬১০৩৮৩

রুপোর বাসন:
নিউ লক্ষ্মী জুয়েলার্স
ফোন: ২৪৬৩-৯৭৪২

ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্বকে ফুটে ওঠা উচিত আপনার বয়স নয়, সৌন্দর্য।

বয়স বাড়লেই যে আপনাকে আর দেখতে সুন্দর লাগবে না, এমন নয়। এর জন্য আপনার দিক থেকে কিছু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ঠিকই তবে বয়সের ব্যাপারে ভ্রান্ত কিছু ধারণাকেও মাথা থেকে বের করে দেওয়া উচিত। নিচে সেইরকম কিছু ধারণার উল্লেখ করা হলো যেগুলি আপনার জানা দারকার।

ভ্রান্তি #1

"আমার বিশ্বাস, 30 পেরোলেই অ্যান্টি-এজিং ক্রিমের ব্যবহার শুরু করে দেওয়া উচিত।"

বাস্তব সত্য:

স্কিন-এজিং শুরু হয়ে যায় 25 বছর বয়স থেকেই যখন ত্বকে সূক্ষ্ম ভাঁজ ফুটে উঠতে থাকে। কালে কালে ওগুলি থেকেই বলিরেখা সৃষ্টি হয়।

ভ্রান্তি #2

"এজিং একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কাজেই ত্বককে বয়সের হাত থেকে রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

বাস্তব সত্য:

বয়স হওয়া আটকানো যায়না ঠিকই কিন্তু আপনার ত্বকের পক্ষে সঠিক প্রোডাক্টসমূহ ব্যবহার করে সেটাকে বিলম্বিত করা সম্ভব।

ভ্রান্তি #3

"যেসব মহিলাদের শুষ্ক ত্বক, একমাত্র তাদেরই বলিরেখার ভয় থাকে।"

বাস্তব সত্য:

শুধু শুষ্কতা নয়, রোদজনিত ক্ষতি, মানসিক চাপ, জীবনযাপনের অভ্যেসেও বলিরেখা দেখা দেয়। শুধু একটা ভালো ময়শ্চারাইজারই ত্বককে কমবয়সী দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ভ্রান্তি #4

"আপনার ত্বকের জন্য সঠিক একটা প্রোডাক্ট খুঁজে পেলে, সেটা আর কখনো বদলাবেন না।"

বাস্তব সত্য:

আমাদের ত্বক সদাকর্মরত এবং নিত্য পরিবর্তনশীল । অতএব ত্বকের সমস্যা এড়াতে ত্বকের ধরণ ক্রমাগত পরীক্ষা করে যাওয়া দরকার, বিশেষত ঋতুবদলের সময়গুলিতে।



স্কিন কেয়ার এক্সপার্ট: রেশমি শেট্টির অভিজ্ঞ পরামর্শ বয়স হওয়া প্রসঙ্গে:

প্রতিষেধের চেয়ে প্রতিরোধ বেশি কাজ দেয়। সময় থাকতে সঠিক উপায় অলম্বন করুন।

যেকোনো মহিলার কাছে সৌন্দর্যের চরম লক্ষ্য আর্দ্রতাযুক্ত ঝলমলে নিখাদ সুন্দর ত্বক। সেই লক্ষ্য সাধনে সফল হতে গেলে চাই দৈনন্দিন একটা অভ্যেস গড়ে তুলে নিষ্ঠাভ'রে সেটি পালন করে চলা, যেটা অ্যান্টি-এজিং প্রোডাক্ট সম্পর্কেও খাটে। সেরা ফল পেতে হলে একটা সঠিক ক্লেনজার এবং সঠিক রিপেয়ারিং ক্রিম ব্যবহারের অভ্যেস গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

ADVT

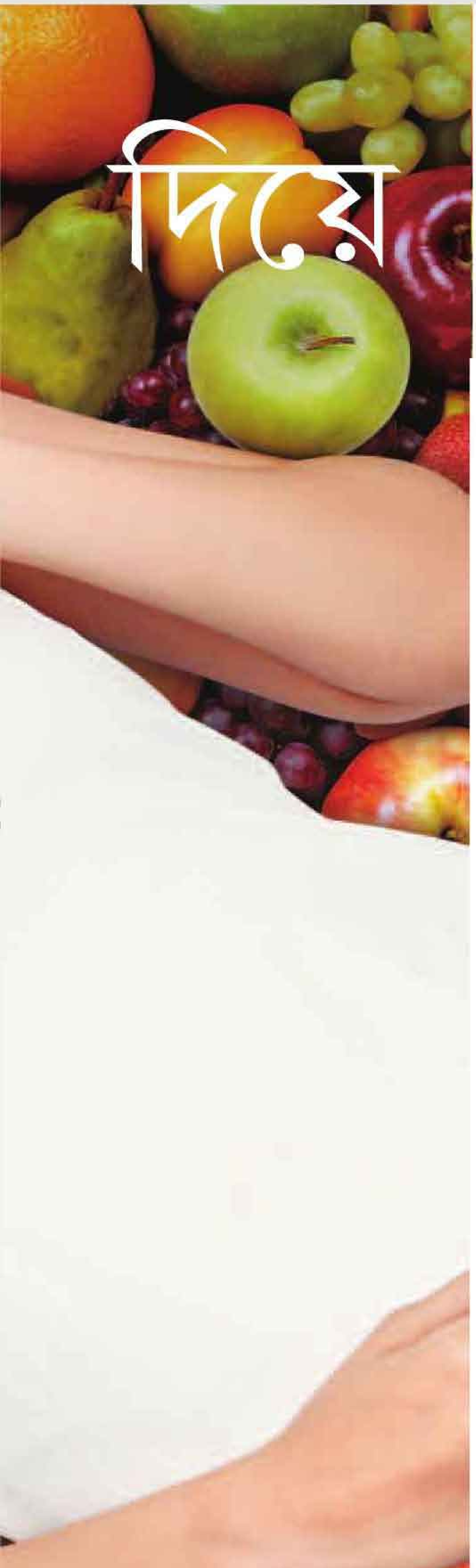
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দিয়ে রূপচর্চা



আপেল, তরমুজ, কমলালেবু কিংবা স্ট্রবেরি— ফল কি শুধুই খাওয়ার জন্য! রূপচর্চাতেও ফলের জুড়ি মেলা ভার। শুষ্ক ত্বক বা নিষ্প্রাণ চুল— ফলের সাহায্যে সব সমাধান সম্ভব। জানাচ্ছেন অমৃতা বিশ্বাস।

রূপচর্চার কথা বললেই মাথায় আসে সালঁতে গিয়ে বিলাসবহুল কোনও স্পা অথবা নানারকম কেমিকাল কসমেটিক্স ব্যবহার করার কথা। তবে জৌলুসহীন ত্বক বা রুক্ষ চুলের যত্নের যে প্রাকৃতিক ও নিতান্তই সহজ বিকল্প আছে, তা কখনও ভেবেছেন? বাজার থেকে কিনে আনা আপেল বা বাড়ির বাগানে হওয়া পেঁপেও কিন্তু চেহারার জেল্লা ফেরাতে কাজে লাগতে পারে। আপেল, কলা, তরমুজ, পেঁপের মতো সাধারণ ফল দিয়েই ঘরোয়া উপায়ে ত্বক-চুলের হাজারও সমস্যার সমাধান নিমেষে করতে পারবেন। সময়ও বিশেষ খরচ হবে না। টিভি দেখতে দেখতে একটু আপেলবাটা মুখে লাগিয়ে নিলেন। বা যখন যে ফলটা খাচ্ছেন তার একটুকরো মুখে ঘষে নিলেন। দেখবেন অনেক ফ্রেশ লাগছে। আর ব্রেকফাস্টের টেবলে টোস্টের সঙ্গে একটুকরো কলা তো থাকেই। কনুইয়ের কালো দাগ দূর করতে পাকা কলার সঙ্গে দই মিশিয়ে লাগিয়ে নিন। কালোদাগ দূর হয়ে যাবে। স্নানের আগে টক দই ও স্ট্রবেরি মিশিয়ে শরীরের এক্সপোজ়ড অংশে লাগিয়ে নিন। দেখবেন স্যানট্যানের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তবে প্রত্যেকের সমস্যা আলাদা আর সমাধানও আলাদা। তাই ত্বক ও চুলের সমস্যা অনুযায়ী কী কী ফল আপনার পক্ষে উপযোগী, সেই নিয়ে রইল বিস্তারিত আলোচনা।

আপেল

পিগমেন্টেশন ও বলিরেখার সমস্যায়

আপেল শুধু খাওয়ার জন্যই যে ভাল তা কিন্তু নয়। রূপচর্চাতেও আপেলের ভূমিকা কিছু কম নয়। আপেলে আছে অ্যান্টিএজিং প্রপার্টি, যা বলিরেখার সমস্যা কমাতে দারুণ কাজ করে। একটা আপেল বেটে নিন। এতে এক টেবলচামচ গরম দুধ, একটা ডিমের কুসুম, এক টেবলচামচ ওটমিল, এক চা-চামচ মধু, এক চা-চামচ লেবুর রস ও সামান্য ময়দা মিশিয়ে ঘন প্যাক তৈরি করে মুখে ও গলায় লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত লাগালে বলিরেখা কমে যাবে ও ত্বক আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল হবে। আপেলে আছে ভিটামিন সি, যা চামড়া টানটান করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় ডার্ক সার্কল, অ্যাকনে ও পিগমেন্টেশনের সমস্যা দূর করতেও মুখে আপেলবাটা লাগাতে পারেন। শুষ্ক ত্বকের জন্যও আপেল খুব ভাল। অর্ধেক আপেল বেটে নিয়ে এরসঙ্গে $^1/_2$ চা-চামচ লেবুর রস, সামান্য শসার রস, একটা ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে নিন। ইচ্ছা হলে এর সঙ্গে কয়েকফোঁটা যে কোনও এসেনশিয়াল অয়েল মেশাতে পারেন। মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বককে হাইড্রেট করবে। ত্বকের স্বাভাবিক আদ্রর্তা বজায় থাকবে, ত্বক মসৃণ ও কোমল হবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~





This awe-inspiring 22 karat hallmarked gold Necklace set with Minakari weighing around 134 grams marks elegance.

Adrija's groundbreaking designs can be best described as combination of rare and magnificent culture. From traditional to light-weight jewellery every piece is a work of art. Immerse yourself in a treasure trove of dazzling gold, diamond, sapphire and gemstone jewellery all glimmering in a rainbow of colours and stye. Choose from our vast collection to celebrate beauty. Our jewellery range starts from rs 4000*.

The exquisite neckline necklace set with matching earring made of 22 karat hallmarked gold of around 98 grams can be worn with traditional wear along with contemporary outfits.





This dazzling Diamond Pendant set consisting of 466 pcs of natural diamonds of wt. 3.9ct and 31 pcs. Polki (uncut diamonds) of weight 3.8 ct studded with precious Rubies and Emeralds on 53 grams of 18 karat hallmarked gold.

Hall Mark Certified Jewellery | Diamonds Certified by: INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE | Free astrological consultation | Old Gold exchange offer

Light weight Wedding jewellery also available at our showrooms

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিল্যাক্স থেরাপী



ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ

আজকের দিনে আমরা সবাই একটা কথা মেনে নিয়েছি, আমরা সবাই ব্যস্ত, সময়ের অভাব।

চিন্তা-টেনশান, ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতেই রিল্যাক্স থেরাপি। এটি একটি ম্যাসাজ থেরাপী। সাথে থাকছে সাউন্ড কালার ও টাচ থেরাপীর সহায়তা। ঠিক যে মুহূর্তে আপনি নিজেকে ক্লান্ত বোধ করবেন, হারিয়ে ফেলবেন কাজের উদ্যম সে সময়ই এই থেরাপী আপনাকে দেবে এক নতুন উৎসাহ, কাজের উদ্যম। শরীর ও মনের সমস্ত ক্লান্তিকে দূর করবে। রিল্যাক্স থেরাপী প্রধানত ছয়টি ধাপে বা পর্যায়ে শেষ করা হয়। মস্তকেও, মুখ্যপ্রাণ, কণ্ঠস্থ, বক্ষস্থ, পশ্চাতেও, পদাগ্র। পুরো পর্যায় শেষে শরীর ও মন ক্লান্তি ও টেনশানমুক্ত হয়।



Tinku Dingal

Aesthetician/Adviser, Make-up Artist
New Suramya
Ladies Beauty Parlour and Beauty Clinic
430A, M.G. Road, Opp. Haridevpur P.O.
Ground Floor, Kolkata-700082
Dial : 2488-6034, 9330952121
email : tinkudingal13@gmail.com



ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ



মুকুল

মুকুল দত্ত যোগ অ্যান্ড ওয়েট ম্যানেজমেন্ট

মৌলালি সেন্টার
সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৮টা, রবি ও মঙ্গল বাদে।
১০৭এ, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৬৫-৯৬৩৭

গড়িয়াহাট সেন্টার
পার্ল ক্লিনিক, ১৫/৩, হিন্দুস্তান রোড,
কলকাতা-৭০০ ০২৯
সকাল ১০টা থেকে ১টা, বুধ বাদে।
ফোন : ২৪৬৩-৬১০০

নববর্ষের শুভেচ্ছা

দক্ষিণেশ্বর সেন্টার
রবিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৮টা। ৬/৩,
কেদারনাথ ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৫৭।
আদ্যাপীঠ মন্দির সংলগ্ন।

ফোন : ৯৪৩৩০ ৬৭৭৮-২

কমলালেবু

অনুজ্জ্বল ত্বক, ব্রণ ও খুসকির সমস্যায়

কমলালেবু একদিকে যেমন ক্লেনজার হিসাবে দারুণ কাজ করে তেমনই ত্বকের ময়েশ্চার ব্যালেন্স বজায় রাখতেও সাহায্য করে। ব্রণ, অ্যাকনে, সানট্যান, বলিরেখা, ডার্ক সার্কল, এজিং, অনুজ্জ্বল ত্বক এবং আরও হাজারও সমস্যা দূর করতে কমলালেবু সিদ্ধহস্ত। এতে আছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম আরও অনেক ভিটামিন ও মিনারেলস, যা ত্বকের জেল্লা বাড়াতে সাহায্য করে। স্কিন টোনিং এর জন্যে কমলালেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোওয়ার পর কমলালেবুর রসের সঙ্গে গোলাপজল ও মধু মিশিয়ে তুলোয় করে মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ভিজে তুলো দিয়ে মুছে নিন। এতে ব্লাডসার্কুলেশন ভাল হবে, ত্বকের জেল্লা বাড়বে। ত্বকের রুক্ষভাব কমে গিয়ে ত্বক কোমল ও মোলায়েম হবে। ন্যাচারাল ব্লিচার হিসাবে কমলালেবু ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকের দাগছোপ দূর করতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। কমলালেবু হাতে করে চটকে নিন। এরসঙ্গে সামান্য দই মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। এতে সানট্যানের ফলে ত্বকে যে কালো দাগছোপ হয় তা সহজে চলে যাবে সঙ্গে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে। কমলালেবুর খোসাগুঁড়ো করে এক টেবলচামচ দই ও সামান্য চালেরগুঁড়ো মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এটা স্ক্রাবার হিসাবে দারুণ কাজ করবে। সপ্তাহে তিনদিন এই পেস্ট মুখে, বিশেষ করে ব্ল্যাকহেডসপ্রবণ জায়গায় লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পরে হালকা হাতে সার্কুলার মুভমেন্টে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। একবার ব্যবহার করেই দেখুন না, হলফ করে বলতে পারি ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। শুধু ত্বকের যত্নেই নয় চুলের জন্যও কমলালেবু খুব ভাল। কমলালেবুর রস স্ক্যাল্পে লাগিয়ে নিন। আধঘণ্টা রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে খুসকির সমস্যা দূর হবে। চুল চকচকে ও মজবুত হবে।





স্ট্রবেরি

সানট্যান ও অ্যাকনের সমস্যায়

শুষ্ক, তৈলাক্ত বা স্বাভাবিক যে কোনও প্রকার ত্বকের জন্যই স্ট্রবেরি খুব ভাল। কয়েকটা স্ট্রবেরির হাত দিয়ে সামান্য চটকে নিন। এর সঙ্গে সামান্য ফ্রেশ ক্রিম (শুষ্ক ত্বকের জন্য) অথবা দই (তৈলাক্ত ত্বকের জন্য) ও এক টেবলচামচ মধু মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করে নিন। সপ্তাহে তিনদিন এই মাস্ক মুখে লাগান। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

মুলতানিমাটির সঙ্গে আঙুরের রস, কয়েকফোঁটা লেবুর রস ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। ফ্রেশ গ্লোয়িং স্কিন পেয়ে যাবেন আপনার হাতের মুঠোয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মিত লাগালে আপনার ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ হবে। সানট্যানের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেও স্ট্রবেরি দারুণ কার্যকর। স্ট্রবেরির সঙ্গে সামান্য চালেরগুঁড়ো, লেবুররস মিশিয়ে মুখ, গলা, কাঁধ ও পিঠে লাগাতে পারেন। ১৫ মিনিট পর হালকা হাতে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। স্ট্রবেরিতে আলফা হাইড্রক্সিল অ্যাসিড আছে, যা এক্সফোলিয়েশনে সাহায্য করে। ফলে ত্বকের মরা কোষ ঝরে যাবে। ত্বকের কালো ছোপ কয়েকদিনের মধ্যে কমে যাবে, ত্বকের জেল্লাও ফিরে আসবে। অ্যাকনে বা পিগমেনটেশনের সমস্যাতেও এই প্যাক দারুণ কার্যকর।



কলা

কালো দাগ ও নিষ্প্রাণ চুলের সমস্যায়

কলাতে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, আয়োডিন এবং আয়রন আছে। বিশেষ করে শুষ্ক ত্বকের জন্য কলা খুব ভাল। পাকা কলা চটকে ২ টেবলচামচ মধু, ২ টেবলচামচ গ্লিসারিন, একটা ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে ফেস মাস্ক তৈরি করে মুখে ও গলায় লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ইচ্ছা হলে সামান্য ওটসও মেশাতে পারেন। এক্সফোলিয়েশনের জন্য দারুণ কাজ করবে। দেখবেন এতে ত্বকের মরা কোষ, ধুলোময়লা ও ত্বকের কালো দাগছোপ দূর হয়ে যাবে। চুলের জন্য কলা খুব ভাল। দু'টো পাকা কলা চটকে নিন। এর সঙ্গে দই, অলিভ অয়েল ও মধু মিশিয়ে স্ক্যাল্পে ও চুলে ভাল করে লাগিয়ে নিন।

হাঁটু, কনুইয়ের কালো দাগ দূর করতে পাকা কলা চটকে নিন। এরসঙ্গে ময়দা, লেবুর রস মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন দাগ আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যাবে।







শুকিয়ে গেলে শ্যাম্পু করে নিন। কলা, গ্লিসারিন ও মধু চুলকে ময়েশ্চারাইজ় করবে। চুল চকচকে ও নরম হবে।

পেঁপে

বলিরেখা ও অনুজ্জ্বল ত্বকের সমস্যায়

পাকা পেঁপে যে ত্বককে সুন্দর রাখতে কতটা উপযোগী, অনেকেই তা জানেন না। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে পারে পাকা পেঁপে। ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পেঁপে নিয়মিত মাখলে বলিরেখা ও অনুজ্জ্বল ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পেঁপে টুকরো করে কেটে চটকে নিন। এতে সামান্য দুধ, লেবুর রস মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বকের ক্লান্তি কেটে নিমেষে জেল্লা বাড়বে।

শসা

ক্লান্ত চোখ ও ডার্ক সার্কলের সমস্যায়

গরমকালে ত্বককে হাইড্রেটেড রাখাটা খুব জরুরি। আর ত্বকের স্বাভাবিক আদ্রর্তা বজায় রাখতে শসার কোনও বিকল্প নেই। একটা শসা ভাল করে কুরে নিন। দই ও ওটমিলের সঙ্গে মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ভিজে হাতে ঘষে ধুয়ে নিন। ওটমিল স্ক্রাবার হিসাবে কাজ করবে। দই ত্বককে ময়শ্চারাইজ় করবে, ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি জোগাবে। চোখের ক্লান্তি ও ডার্ক সার্কল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



কমাতে শসা গোল করে কেটে চোখের ওপর রেখে রিল্যাক্স করুন। দেখবেন, চোখের ক্লান্তি নিমেষে কেটে গেছে।

তরমুজ

ডার্ক স্পটের সমস্যায়

ডার্ক সার্কলের সমস্যা থাকলে কয়েক টুকরো তরমুজ সামান্য চটকে নিয়ে চোখের তলায় লাগিয়ে নিন। ১০ মিনিট পর ভিজে তুলোয় করে মুছে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে দারুণ উপকার পাবেন। শুধু তাই নয় মুখের ডার্ক স্পট কমাতে সাহায্য করে। তরমুজের রসের সঙ্গে শসার রস মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করে মুখে ও গলায় লাগান। ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এই ফেসপ্যাক একদিকে যেমন ত্বককে হাইড্রেট করবে তেমনই স্কিনটোনও লাইট হবে।

আঙুর

অনুজ্জ্বল ত্বকের সমস্যায়

মুলতানি মাটির সঙ্গে আঙুরের রস মিশিয়ে নিন। ইচ্ছা হলে এতে লেবুর রস, গোলাপ জল মেশাতে পারেন। ফ্রেশ গ্লোয়িং স্কিন পেয়ে পাবেন আপনার হাতের মুঠোয়।



আমলকী

চুল পড়ার সমস্যায়

আমলকীর রস ও আঙুরের রস একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। ত্বক উজ্জ্বল হবে। আমলকী চুলের জন্যও খুব উপকারী। শুকনো আমলকী দুধে তিন-চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। নরম হলে বেটে চুলের গোড়ায় লাগিয়ে নিন। একঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন। চুল পড়া কমবে। আশাকরি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন কোন কোন ফল আপনার ত্বকের জন্য উপকারি। তাহলে আর দেরি না করে এখন থেকেই শুরু করে দিন ফল দিয়ে রূপচর্চা।

মডেল: বিবৃতি
মেক-আপ: স্বরূপ, **ফোন:** ৯৮৩০২৮৩৪৪৩
পোশাক: প্যান্টালুনস, গড়িয়াহাট
ফোন: ৩৯৮৪৮৪০০, **লোকেশন:** ক্লাব ভারদে ভিস্তা বাই কনক্লেভ, উপহার দ্য কনডোভেল, চকগড়িয়া, **ফোন:** ২৪২৩৯৯০০/০১

ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলাশের রং

শুভময় স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করল, "আজকের সন্ধেবেলার কথা মনে আছে তো?" টেবলে পরিপাটি করে ব্রেকফাস্ট সাজানো। রঞ্জনা নিজের হাতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে টেবলে সাজিয়ে রেখে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। শুভময় খুব খোশমেজাজে কারুর সঙ্গে একটা মোবাইলে কথা বলতে বলতে এসে টেবলে বসে খেতে আরম্ভ করেছিল। তখন থেকেই রঞ্জনা খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল শুভময়কে। শুভময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছে রঞ্জনা। পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে মাস ছয়েক হল, শুভময় যবে থেকে নতুন চাকরিটা নিয়ে দুর্গাপুরে এসেছে।

কলকাতায় আগের চাকরিটায় শুভময়কে অনেক বেশি সময় দিতে হত। সকালে বেরিয়ে রাত্রি ন'টার আগে কখনও বাড়ি ফিরতে পারত না। খাটাখাটনি অনেক বেশি ছিল। শুধু মাইনে নয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের নিয়েও অনেক ক্ষোভ ছিল শুভময়ের। মাস ছয়েক আগে যখন নতুন চাকরিটায় যোগ দিল, শুভময় খুশিতে একেবারে ভেসে গিয়েছিল। ঠিক যে রকম চেয়েছিল সে রকম মনের মতো চাকরি। এখানে অফিসের সময়টা কম। সাত'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতে পারে। মাইনেটাও প্রায় দেড় গুণ বেশি। আগের অফিসের মতো খুব একটা বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হয় না। কেতাদুরস্ত অফিসে বসে কাজ। শুভময়ের অফিস কিউবিকলের ছবি ওর মোবাইলে দেখেছে রঞ্জনা। কয়েক দিন আগে শুভময় 'সেলফি'তে নিজের একটা ছবি তুলে এনে দেখিয়েছে। অফিসের ছিমছাম টেবিলে আত্মতৃপ্তির হাসি মেখে বসে আছে। পেছনে একটা দেওয়াল জোড়া কাচের জানালা। বাইরে একটা পলাশ গাছ। প্রায় ফুরোতে চলা বসন্তেও গোছা গোছা লাল ফুল ফুটে রয়েছে সেখানে।

বিয়ের আট বছর পেরিয়েও শুভময়ের সুখেই রঞ্জনার সুখ ছিল। শুধু শুভময়ের এই ভাল চাকরিটায় রঞ্জনার একটা মৃদু আপত্তি ছিল। চাকরি বদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকার শহরটাও বদলে ফেলতে হয়েছে। কলকাতা থেকে দুর্গাপুর। বিয়ের এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাচ্চা হয়নি। সেটা নিয়ে একটা শূন্যস্থান থাকলেও ব্যাপারটা দু'জনেই মেনে নিয়েছে। বাচ্চার জন্য নানান ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে যায়নি বা অ্যাডপশন এজেন্সির খাতায় নাম লিখিয়ে আসেনি। দু'জনের সংসার যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিল। কোনও চাকরি-বাকরি না করেও বাড়িতে দিব্যি সময় কেটে যেত রঞ্জনার। তাই শুভময় যে দিন দুর্গাপুরের চাকরি পাওয়ার কথাটা খুশিতে ডগমগ হয়ে প্রথম বলেছিল, রঞ্জনার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল, "কী দরকার! দিব্যিতো সুখে আছি দু'জনায়।"

"অ্যাজ ইউজুয়াল ভুলে মেরে দিয়েছে তো।" শুভময় একটু ঝুঁকে রঞ্জনার হাতটা একটু নাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, কী হয়েছে তোমার আজকাল বলতো? কিছু দিন ধরে দেখছি সব সময় তুমি কী রকম একটা লস্ট থাকছো। এখানে বোরড হয়ে যাচ্ছ, নাকি মন খারাপ? কলকাতায় ঘুরে আসবে কিছু দিনের জন্য? যাও না।"

"তুমি ছুটি নেবে?"

"ছুটি! আরে ছ'মাস সবে হল। এখন ছুটি পাব কোথা থেকে। আমি তোমার কথা বলছিলাম। তুমি যেতে চাইলে অবশ্য আমি শনিবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে রবিবার ফিরে আসতে পারি। তারপর পয়লা বৈশাখের সময় কয়েকটা দিন টানা ছুটি আছে এবার। সেই সময় গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।"

রঞ্জনা মন দিয়ে শুভময়ের অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করছিল। রঞ্জনাকে কলকাতায় পাঠাতে পারলে শুভময় যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। ছ'মাস আগে যে শুভময় এক দিনের জন্যও রঞ্জনাকে কাছছাড়া করার কথা ভাবতেও পারত না, তার যেন আজকে চোখেমুখে একটু বেশিই উৎসাহ রঞ্জনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। শুভময়ের যে পরিবর্তনগুলো এখন খেয়াল করছে, এটা তাতে আরেকটা সংযোজন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রঞ্জনা।

"কোথায় যাচ্ছ?"

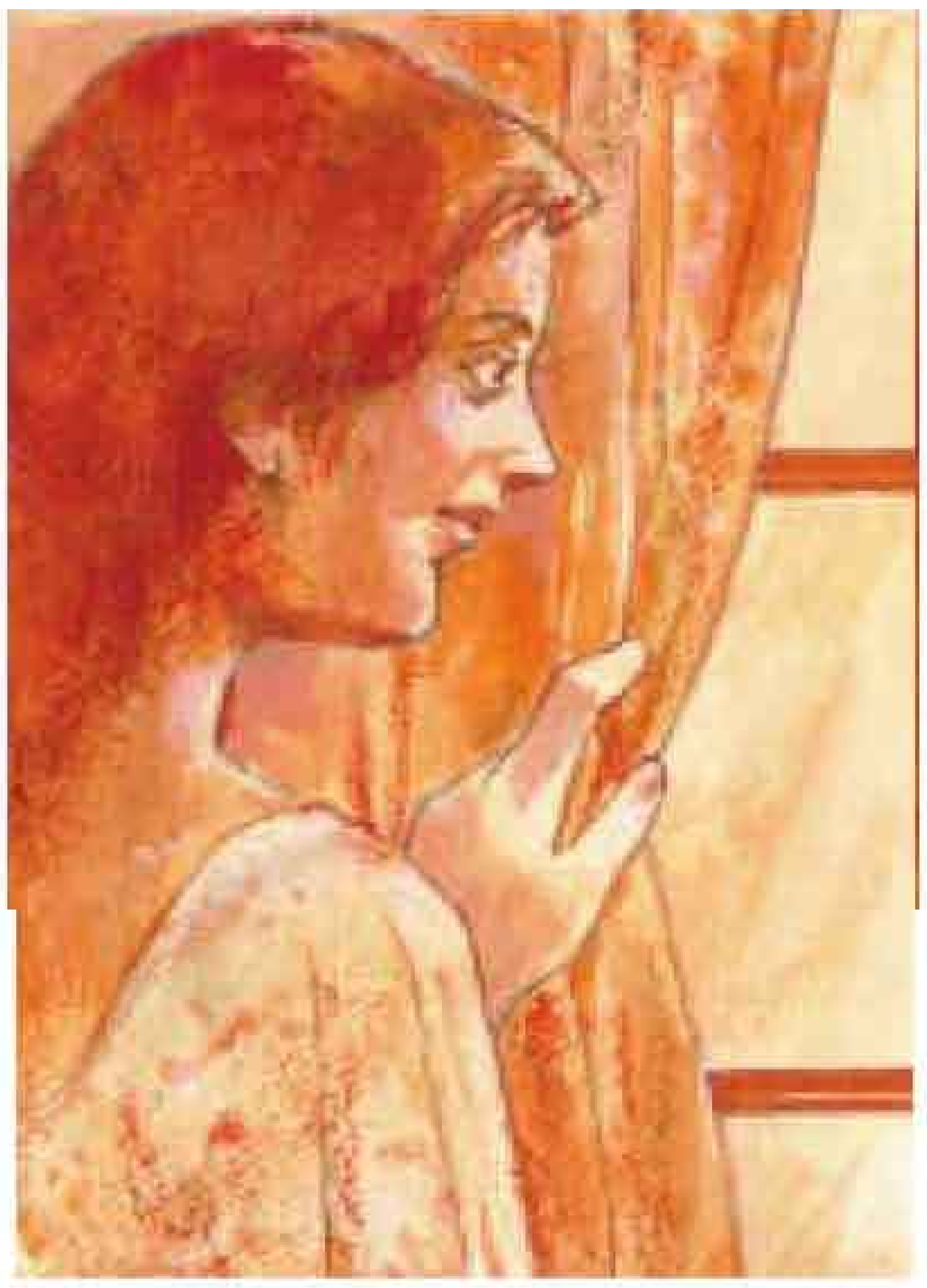
"তোমার চা'টা নিয়ে আসি।"

শুভময় কিছু বলল না। টেবলের ওপরে রাখা খবরের কাগজটার পাট খুলল। কিচেনে গিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আনমনা হয়ে গেল রঞ্জনা। কী কী পরিবর্তন দেখছে শুভময়ের চরিত্রে একটা একটা করে ভাবতে থাকল। এক, নিজের পোশাক-আশাক সম্পর্কে একদমই সচেতন ছিল না শুভময়। রঞ্জনা ব্রান্ডেড শার্ট কিনে আনলে মৃদু রাগারাগি করত। এক দিন পড়ার পর শার্টের কলারে ময়লা পড়ল কিনা অথবা কুঁচকে গেল কিনা খেয়ালই করত না। আজকাল শুভময় একদম দামি ব্র্যান্ডেড শার্ট ছাড়া পড়ে না। দুই, পারফিউম ব্যাপারটাকে চিরকাল মেয়েলি বলে আসত। আজকাল শুধু ভাল আফটার শেভ লোশনই লাগায় না, গায়ে ডিও স্প্রে করে। তিন, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো শুভময়ের ধাতে ছিল না, আজকাল নামী সেলুনে চুল কাটে। চান করার পর চুলে জেল লাগায়। এক, দুই, তিন করে মাথার চুল থেকে



রঞ্জনা জানলার পর্দার পাশে লুকিয়ে বাইরে তাকাল। শুভময়ের গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। মনটা আনচান করে উঠল। সত্যিই কী শুভময় সম্পর্কে একটু বেশি ভাবছে?

পায়ের চকচকে জুতো পর্যন্ত লিস্টটা লম্বা।
"রঞ্জু, চা কী হল?"
শুভময়ের ডাকে রঞ্জনার অন্যমনস্কতা ভাঙল। সসপ্যানে চায়ের পাতা ভেজাতে দিয়ে মনে হল শুভময়ের এই আদর করে 'রঞ্জু' ডাকটাও মেকি হয়ে গিয়েছে। কোনও উত্তর না দিয়ে চা'টা ছেঁকে কাপে ঢালতে দেখল জলটা মরে গিয়ে আধ কাপ মাত্র চা হয়েছে। চা'টা এনে টেবিলে রাখল। শুভময় চায়ের কাপে চুমুক দিতেই মুখটা কুঁচকে গেল। রঞ্জনা বলল, "কী হল? আমার হাতের চা'ও তোমার এখন পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?"
"তেতো। মানে ভীষণ কড়া করে ফেলেছ।" রঞ্জনা কাপটা প্রায় কেড়ে নিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, "খেতে হবে না।"
শুভময় শ্রাগ করল, "স্ট্রেঞ্জ! তুমি এভাবে রিঅ্যাক্ট করছ কেন? নিজে এক সিপ নিয়ে দেখ। হতেই পারে চায়ের পাতাটা বেশি দিয়ে বেশিক্ষণ ভিজিয়ে ফেলেছ।"
"কাল থেকে তোমার চা'টা ঠিকঠাক ভিজিয়ে নিজে করবে।" রঞ্জনা ভেতরের ঘরে চলে গেল। খাটের ওপর বসে মোবাইলে ইয়ারফোনটা লাগিয়ে এফএমের একটা চ্যানেল চালিয়ে দিল। চ্যানেলটাতে সাম্প্রতিক একটা বিষয় নিয়ে রেডিও জকি খুব হাসিঠাট্টা করছে। সকালে এই প্রোগ্রামটা শুনতে বেশ ভাল লাগে। তবে আজ ভাল লাগল না। মনটা চায়ের স্বাদের মতোই সাতসকালে তেতো হয়ে গিয়েছে। এফএমটা শুধু সেটাকে ঠিক করতে আর থেকে থেকে আনমনা হয়ে যাওয়া মনটাকে বশে রাখতে ইয়ারফোন দিয়ে জোর করে কানে খানিকটা শব্দ গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা। একটু পরেই দরজায় ফুটে উঠল শুভময়। রঞ্জনা বুঝতে পারল কিন্তু মুখ তুলে চোখ মেলাল না। শুভময় বলল, "আসছি, সন্ধেবেলার কথাটা মনে রেখো। আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে। তুমি রেডি হয়ে থেকো। সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরব।" শুভময়ের বলা প্রতিটা শব্দ শুনতে পেল রঞ্জনা। কিন্তু ভান করল যেন কানে ইয়ারফোন গোঁজা আছে বলে কিছু শুনতে পেল না। অন্য দিন বাড়ির দরজা পর্যন্ত শুভময়কে এগিয়ে দেয়। শুভময় গাড়িতে স্টার্ট করে হাত নাড়ে। তারপর গাড়িটা বড় রাস্তার মোড়ে বাঁক খেয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আরেকবার হাত নাড়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জনা। আজ খাট থেকেই উঠল না। শুভময়ের সদর দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করার আওয়াজ পেল। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ। খাটের পাশেই জানালা। রঞ্জনা জানলার পর্দার পাশে নিজেকে লুকিয়ে বাইরে তাকাল। শুভময়ের গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। মনটা একটু আনচান করে উঠল। সত্যিই কী শুভময় সম্পর্কে একটু বেশি ভাবছে, ওভার রিঅ্যাক্ট করছে? বড় রাস্তার মোড়ের বাঁকের আগে শুভময়ের গাড়িটা দাঁড়াল। ছিপছিপে গড়নের একটা মেয়ে এগিয়ে এল। পলাশফুলের রঙের মতো মেয়েটার পোশাকের রঙ। পিঠময় ছড়িয়ে আছে সিল্কের মতো চুল। শুভময় গাড়ির বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিল। চুলটা দুলিয়ে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসল। আজকে আবার! খাট থেকে উঠতে গিয়ে মাথাটা কী রকম টলটল করে উঠল রঞ্জনার। খামচে পর্দাটা ধরে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল।

২

"সত্যি রঞ্জা, তোরা দুর্গাপুরে চলে গিয়েছিস ছ'মাস হয়ে গেল? এক বারও জানাসনি তো?" অনেক দিন পর ফোনে রঞ্জনার খবরটা পেয়ে অমৃতা বলে উঠল। অমৃতা রঞ্জনার কলেজের বন্ধু। গড়িয়ায় থাকে। এককালে অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল। এখন হয়তো বছরে বার দুয়েক কথা হয়। জন্মদিনে, পার্বণে মোবাইলে টেক্সট বিনিময়। তবে দেখা করব করব করে বছর ঘুরে গেলেও দেখা আর হয়ে ওঠে না। তবু রঞ্জনার কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুর চলে যাওয়াটা একটা বড় খবর। রঞ্জনা নিজের থেকে আজকে ফোনটা না করলে হয়ত খবরটা আরও কিছু দিন জানত না অমৃতা।
"তুই কী এখন অফিসে বেরচ্ছিস অমৃতা?"
"না, আজ বাড়িতে আছি। ভাল দিনেই ফোন করেছিস। কী রকম টেলিপ্যাথি বল! আরে আমি ভেবেছিলাম এবার পুজোর পর এক দিন তোর সঙ্গে দেখা করবই। এক সঙ্গে লাঞ্চ করব। চুটিয়ে আড্ডা দেব। একটা সিনেমা দেখব। অনেক প্ল্যান করেছিলাম বুঝলি। কিন্তু দ্যাখ সেই অক্টোবর এখন এপ্রিল হয়ে গেল। আর তুই তো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলি।"
"দুর্গাপুরটা বুঝি ধরাছোঁয়ার বাইরে?"
হেসে উঠল অমৃতা, "এটা তুই ঠিক বলেছিস। বরং এখন রিয়াকে নিয়ে তোর কাছে গিয়ে ক'দিন থেকে আসা যায়। শুভময়ের সঙ্গে অনেক দিন ফ্লার্ট করা হয়নি। দাঁড়া, আবার প্ল্যান করছি। রিয়ার স্কুলের ছুটিটা পরুক। দুর্গাপুরে গেলি, শুভময় নিশ্চয়ই ভাল ব্রেক পেয়েছে?"
রঞ্জনা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "জানি না। পেয়েছে নিশ্চয়ই।"
"উফ! এমন একটা গলা করে বলছিস। তুই জানিস না তো কে জানবে? তা, কী রকম লাগছে দুর্গাপুর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কলকাতার থেকে অন্যরকম। বিশেষ করে আমরা যে জায়গাটায় থাকি নিরিবিলি। পিসফুল..." পিসফুল শব্দটা বলেই একটা প্রতিক্রিয়া বাহ্যিকভাবে হোক জা

সেটা কিছুতেই বলতে পারছে না রঞ্জনা। কোথায় যেন বাধো ঠেকছে।
"মাসিমা, মেসোমশাই কেমন আছেন রে?"
"ভালো। ওই বয়স হলে টুকটাক যে সব প্রবলেম থাকে সেই সব আর কী। ডিসেম্বরে বাবার ছানি অপারেশনটা হয়ে গেল। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস? আমাকে নিয়ে বাবা মায়ের অবস্থা। বাড়িতে একটা ডিভোর্সি মেয়ে থাকলে বাবা মায়ের এক অদ্ভুত অবস্থা হয়। এক দিকে বুড়ো বয়সে মেয়েটা কাছে আছের নিশ্চিন্তি আরেক দিকে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা, নাতনির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা। হা হা।"
ডিভোর্স! দুম করে প্রসঙ্গটা চলে এল। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কারুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলার জন্যই তো অমৃতাকে ফোনটা করেছে রঞ্জনা। আসল প্রসঙ্গে আসার চেষ্টায় গলাটা একটু গম্ভীর করে নিয়ে বলল, "সত্যি, আমার এখনও যেন বিশ্বাস হয় না তোদের মধ্যে সম্পর্কটা এভাবে ভেঙে যাবে।"
অমৃতার গলাটা এবার ঈষৎ করুণ শোনাল, "মানুষের মন, সম্পর্ক— এগুলো বড্ড জটিল জিনিস রে। থাক এ সব আর ভেবে লাভ কি!"
অমৃতার ডিভোর্স হতে চলেছে খবরটা যে দিন প্রথম পেয়েছিল খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রঞ্জনা। অমৃতা বলেছিল সুদীপ্তর অন্য এক জন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার পরিণতিতে এই ডিভোর্স। কোন মেয়ে, কী ভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে সব তখন কিচ্ছু জানাতে চায়নি রঞ্জনা। মানুষের প্রাইভেসিকে চিরকাল সম্মান দিয়ে এসেছে। সুদীপ্তকে গালাগাল করে অমৃতা নিজের থেকে যেটুকু বলেছিল শুধু সেইটুকুই জানত। রঞ্জনার তখন মাথার মধ্যে একটাই ব্যাপার ঘুরত। যদি ওদের বিয়েটা বাঁচানো যায়। ওদের মেয়ে রিয়ার বয়স তখন সবে চার।

মনে যে সন্দেহটা ঘনীভূত হচ্ছিল, সেটা অমূলক নয়। একবার নয়, আজকে নিয়ে তিন দিন দেখল মেয়েটাকে। দু'বার রাস্তায় আচমকা চোখে পড়েছিল শুভময় মেয়েটাকে গাড়িতে পাশে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর আজকে একবারে বাড়ির সামনের মোড়ে। শুভময় কোনও বারই ধরতে পারেনি যে রঞ্জনার চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। প্রথম দিন রঞ্জনা কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিল শুভময়কে। শুভময় স্বীকারও করেনি। 'কাকে দেখতে কাকে দেখেছ!' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর ক্রমশ যেন আরও বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। আজ একেবারে বাড়ির সামনে থেকে মেয়েটাকে তুলল। চান করতে করতে অমৃতার কথা মনে হয়েছিল। জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু হয়তো ও বলতে পারবে।
"সুদীপ্তর খোঁজ রাখিস?"
"ওমা! খোঁজ রাখার আবার কী আছে? কোর্টের অর্ডারে প্রত্যেক সপ্তাহে তো রিয়ার সঙ্গে দেখা করে বাবাত্ব দেখায়। রিয়ার পড়াশোনার টাকাকড়ি যা দেওয়ার প্রত্যেক মাসে আমাকে দেয়।"
"আচ্ছা, যে মেয়েটার জন্য... মেয়েটাকে কী সুদীপ্ত বিয়ে করেছে?"
"বিয়ে করছে না লিভ-ইন করে জানি না। শুনেছি এক ফ্ল্যাটেই থাকে। ছাড় না। সকাল সকাল ওই লোকটার কথা ছাড়। শুয়োরের বাচ্চাটা নরকের পাঁক মেখে জন্মেছিল..."
অমৃতার মুখ খারাপ। যে সব গালাগালি ছেলেরা অনায়াসে দেয় আর মেয়েদের মুখে ভীষণ বেমানান মনে হয় সেই সব গালাগালি অমৃতা কলেজ থেকেই দেয়। তবে আজ গালাগালগুলো যেন বড্ড কানে লাগল রঞ্জনার। অমৃতাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব? কবে তুই প্রথম বুঝতে পেরেছিলি যে গণ্ডগোলটা প্রথম সেট ইন করছে?"



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমৃতা অবাক হয়ে বলল, "এত দিন পরে এ সব হঠাৎ করে জানতে চাইছিস?"
"তোকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি তোদের ভীষণ পারসোনাল ব্যাপার বলে। কিন্তু আমার জানতে ভীষণ ইচ্ছে হয়। আফটার অল তোদের তো আমি হ্যাপিলি ম্যারেড কাপল হিসেবেও দেখেছি। এক সঙ্গে আমরা এক বার মন্দারমণি বেড়াতে গিয়েছিলাম। তোর মনে আছে? রিয়া তখনও হয়নি। আমার অ্যালবামে এখনও সেই ছবিগুলো আছে। মাঝে মাঝে দেখি। সমুদ্রের সামনে তোর আর সুদীপ্তর দামাল ছবিগুলো দেখে আমার আজও মনে হয় কী করে এ সব শুরু হয়েছিল।"
অন্য কেউ হলে এই প্রসঙ্গে কোনও কথাই বলত না অমৃতা। রঞ্জনাকে কলেজ জীবন থেকে চেনে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা রঞ্জনার স্বভাবই নয়। একটা সময় রঞ্জনা বিয়েটা বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। সে দিন প্রশ্নটা করেনি। আজ করল। উত্তর দেওয়ার একটা দায় থেকে অমৃতা যেন একটু বিব্রত হয়েই বলল, "এ সব তো কখনও এক দিনে হয় না। তোকে তো বলেইছিলাম আমার একটা সন্দেহ অনেক দিন ধরেই হচ্ছিল। সুদীপ্ত আমার ব্যাপারে ভীষণ নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ভীষণ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিল। ছোট ছোট নন ইস্যুকে ইস্যু করতে শুরু করে দিয়েছিল। রোজ রোজ ড্রিঙ্ক করে বাড়ি ফিরত। আলাদা শুতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। আমার মুখের ওপর বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিত। রিয়া তখন বড্ড ছোট। অফিস আর রিয়াকে নিয়ে আমার তখন নাজেহাল অবস্থা... তুই এ সব এখন আর জেনে কী করবি? সুদীপ্ত আমার কাছে এখন জাস্ট একটা বাজে লোক আর ওই বাজে লোকটার ব্যাপারে একটা কথা বলতেও আমার ঘেন্না লাগে। লোকটার সঙ্গে শুয়েছি ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে। ছাড়। অন্য কথা বল। 'গুণ্ডে' দেখেছিস? পুরো কলকাতার শ্যুটিং হয়েছে। আরেকটা দারুণ সিনেমা দেখলাম 'কুইন'। একটা সিঙ্গল মেয়ের গল্প..."
অমৃতাকে আবার থামিয়ে দিয়ে রঞ্জনা বলল, "অমৃতা আমি তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। শুভময়ের ব্যাপারে। আমি বুঝতে পারছি না শুভময়ও আমার কাছে একটা অপরিচিত লোক হয়ে যাচ্ছে কিনা।"

৩

"সো ম্যাডাম, কেমন লাগছে আপনার দুর্গাপুর?" লাইম কর্ডিয়ালের গ্লাসটা শুভময়ের হুইস্কির গ্লাসটার সঙ্গে টোস্ট করে চুমুক দিয়ে রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করলেন আক্রম খান। আক্রম দুর্গাপুরেরই আরেকটা কোম্পানির বড় অফিসার। শুভময়দের কোম্পানির সঙ্গে ওদের লেনদেন আছে। বাণিজ্যিক সম্পর্কটা ব্যক্তিগত সম্পর্কে নিয়ে আসার জন্য শুভময়ের নতুন অফিসে এই ধরনের নেটওয়ার্কিং করতে হয়। শুভময় যেমন রঞ্জনাকে নিয়ে এসেছে, আক্রমও সে রকমই ওর স্ত্রী জারিনা'কে নিয়ে এসেছেন। আমন্ত্রণটা ছিল শুভময়ের দিক থেকে। তাই শুভময় রঞ্জনাকে নিয়ে একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। রঞ্জনা আজকে হয়তো আসত না। এসেছে একমাত্র অমৃতা অনেক বুঝিয়েছে বলে। আগে আসার সুবাদে রেস্তরাঁয় কিছু ক্ষণ মুখোমুখি শুভময়ের সঙ্গে বসার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়টায় রঞ্জনা খেয়াল করে দেখেছে শুভময়ের যেন ওর সঙ্গে কিছুই বলার নেই। যেটুকু কথা বলেছে সেটা আক্রম খানের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ওয়াকিবহাল করা।
এক সময় আক্রম আর জারিনা এলেন। ওরা একটা ফুলের বোকে আর চকোলেটের বাক্স নিয়ে এসেছিলেন। আক্রম ফুলের বোকেটা যখন রঞ্জনার হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, রঞ্জনা খানিকটা বিহ্বল হয়ে খেয়াল করেছিল, বোকের মধ্যে কয়েকটা পলাশ ফুল আছে। এর আগে কোনও বোকেতে পলাশ ফুল দেখেছে বলে খেয়াল করতে পারল না রঞ্জনা। টেবলের ওপর রাখা বোকের মধ্যে পলাশ ফুলগুলো দেখতে দেখতে রঞ্জনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।
"দুর্গাপুর তোমার কেমন লাগছে খান সাহেবকে বলো।" শুভময় রঞ্জনার অন্যমনস্কতা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বলল।
"খুব ভাল। কলকাতার থেকে অন্য রকম।"
"রাইট ইউ আর। ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম কলকাতা। যদিও আমরা কখনও কলকাতায় থাকিনি।"
শুভময় সূত্র ধরিয়ে দিল, "তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে? মিস্টার খান ইজ ফ্রম লখনউ।"
হো হো করে হেসে উঠলেন আক্রম, "বলতে পারেন গুমতি নদীর ধার থেকে দামোদরের ধারে। গঙ্গার ধারে আর থাকা হয়নি।"
শুভময় গদগদ গলায় বলে উঠল, "লখনউতে কিন্তু একটা রিচ কালচার আছে। আই রিয়েলি লাইক দ্যাট।"
জারিনা বলল, "ওয়াজেদ আলীর কথা বলবেন তো। আক্রম ক্লেম করে ওরা হচ্ছে ওয়াজেদ আলীর বংশধর।"
আক্রম মেকি চোখ পাকিয়ে বললেন, "হোয়াট ডু ইউ মিন? উই আর অফকোর্স ডিসেনডেন্ট অফ গ্রেট ওয়াজেদ আলী।"
জারিনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তাহলে তো তোমাদের কলকাতার ওই প্লেসটাতে থাকা উচিত ছিল? কী যেন জায়গাটার নাম মিস্টার ব্যানার্জী?"
রঞ্জনা শুভময়ের মুখের দিকে তাকাল। জারিনা যথেষ্ট সুন্দরী। বয়স হয়তো ওর চেয়ে বছর পাঁচেকে বেশি। কিন্তু কাটাকাটা চোখ মুখ। নির্মেদ ধারালো ছিপছিপে চেহারা। শুভময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে জারিনার দিকে চেয়ে আছে। চোখের মণি দুটো চঞ্চল। মণি দুটো অস্থির হয়ে যেন জারিনার মুখ আর বুকের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।
"মেটিয়াবুরুজ।" নিচু গলায় বলল রঞ্জনা।
"ইয়েস মেটিয়াবুরুজ।" জায়গাটার নাম লুফে নিলেন আক্রম খান, "আচ্ছা আপনি বলুন তো, ম্যাডাম, আমার গ্রেট গ্রেট অ্যানসেস্টর যদি মেটিয়াবুরুজে না আসতেন তাহলে কলকাতায় কী আপনারা এত ভাল বিরিয়ানি খেতে পারতেন?"
রঞ্জনা ছাড়া সবাই হইহই করে উঠল। শুভময় মেনুকার্ডটা নিয়ে বলল, "তাহলে কী আজকে আমরা স্টার্টারে কাবাব আর মেন কোর্সে বিরিয়ানি অর্ডার করব?"
আক্রম খান দু'হাতের চেটো উল্টে বললেন, "আই ডোন্ট মাইন্ড। এখানকার মোগলাই ভাল। ম্যাডাম কী বলেন?"
"আমি? না, না...যা সবাই পছন্দ করবেন..." আসলে রঞ্জনার মনের মধ্যে তখন টুকরো টুকরো হয়ে বাজছিল অমৃতার কথা। অমৃতা সব শুনে বলেছিল, "দু'দিন রাস্তায় গাড়িতে দেখা আর এক দিন বাড়ির সামনে গাড়িতে একটা মেয়ে লিফ্ট নেওয়ায় কিছু প্রমাণ হয় না রঞ্জা। হয়তো মেয়েটা শুভময়ের জানাশোনা কেউ। অফিস কোলিগও হতে পারে।"
রঞ্জনা অসহায় গলায় বলেছিল, "একজন অফিস কোলিগকে নিয়ে অফিস আওয়ারসে এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে? আর সবচেয়ে বড় কথা, সেটা তাহলে জিজ্ঞেস করলে অস্বীকার করবে কেন?"
"সেটা হয়তো একটা পয়েন্ট। তুই ব্যাপারটা একটু ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ। না হলে কোনও জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস নয়, শুভময়কে ডাইরেক্টলি চার্জ কর। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, শুভময়ের যদি এক্সট্রা ম্যারেটাল কোনও অ্যাফেয়ার থাকে, ও সেই মেয়েটাকে বাড়ির সামনে রাস্তার মোড় থেকে লিফ্ট দেবে না।"
রঞ্জনা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিল, "তুইই একটু আগে বললি না, ছেলেরা একটা স্টেজে ডেসপারেট হয়ে যায়। কোনও কিছু কেয়ার করে না। তোকে ঠিক বোঝাতে পারব না।"
অমৃতা হেসেছিল, "আমাকে বোঝাতে হবে না। আমি তোর ব্যাপারটা ফিল করতে পারছি। কিন্তু তোর সঙ্গে শুভময়ের সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম কনফ্লিক্ট তো শুরু হয়নি যে তোকে ডোন্ট কেয়ার দেখাবে। ইচ্ছে করে তোকে ইরিটেট করবে। তবে বুঝতে আমি পারছি। শুভময়েরও ল্যাজ গজিয়েছে। সত্যি কথা হল ছেলেদের আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। ওদের পক্ষে সব করা সম্ভব। আনফেথফুল হতে ওদের বিবেকে বাঁধে না। তবে কী জানিস, আরেকটা দিকও আছে। মেয়েরাও কী সব সময় ঠিক? আমাদের দিক থেকেও কী কোনও ত্রুটি থাকে না?"

উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল রঞ্জনা, "কিসের ত্রুটি? আমি কী আমার সব কাজগুলো করছি না, নাকি আমি কোনও এক্সট্রা ম্যারেটাল অ্যাফেয়ার করছি?"

"জানিস, আমার জীবনে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও আমার একটা দিনের কথা মাঝে মাঝেই মনে পরে। প্রায় দু'বছর কোর্ট কাছারি করার পর ফাইনাল জাজমেন্টের দিনটা। কাঠগড়ায় আমি আর সুদীপ্ত এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে। জাজ শেষ একটা মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের দু'জনকেই। 'আরেকটু মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারবেন না?' প্রথমে সুদীপ্ত উত্তর দিল, 'না'। একেবারে চাঁচাছোলা গলায়। তারপর আমিও 'না' বললাম। বিশ্বাস কর, আমার গলাটা কিন্তু কেঁপে গিয়েছিল। ওকে অনেক গালাগালি করেছি কিন্তু একটা সম্পর্ক সব দিক থেকে ভেঙে গেল। যে এটা ভেঙে দিল, তাকে আমি কোনও দিন ক্ষমা করব না।"

রঞ্জনা ঠিক করল আর অন্যমনস্ক হবে না। অমৃতা আরও অনেক কথা বুঝিয়েছিল। যখন একটা সামাজিক ব্যাপারে অতিথি আপ্যায়ন করতে এসেছে, তখন বারবার এভাবে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা।

শুভময় নানান বিষয় নিয়ে আক্রমের সঙ্গে গল্প করছিল। জারিনা দিবি স্বাভাবিক ভাবে ওদের সঙ্গে কথা বলছিল। কিছু দিন আগে পর্যন্ত রঞ্জনাও এই রকম ছিল। কিন্তু অন্যমনস্কতা কাটিয়েও কিছুতেই ওদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠতে পারছিল না। তবে একটু পরে একটা অন্য রকম পরিস্থিতি হল। শুভময়ের একটা ফোন এল। খুব নিচু গলায় দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করে 'এক্সকিউজ মি' বলে শুভময় উঠে গেল। ভান করল যেন টয়লেটে যাচ্ছে।

"লখনউ সম্পর্কে বাঙালিদের একটা ইন্টারেস্ট আছে, কী বলুন মিসেস ব্যানার্জী? কাগজে দেখলাম সত্যজিৎ রায়ের একটা ডিটেক্টিভ গল্প নিয়ে শ্যুটিং চলছে।"

"বাদশাহী আংটি।" জারিনা বলে উঠল।

'আপনি বাংলা বই পড়েন?" রঞ্জনা নরম গলায় জানতে চাইল।

"ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা পড়েছি। ফেলুদা। দারুণ ইন্টারেস্টিং। লখনউ'র ওপর ফেলুদার আরেকটা গল্প আছে। শকুন্তলার কণ্ঠহার।"

আক্রম বললেন, "আমি কোনওটাই পারিনি। তবে শতরঞ্জ কে খিলাড়ি দেখেছি। ওয়ান্ডারফুল মেকিং, আফটার অল ওয়াজেড আলি..."

রঞ্জনার কানে যেন শব্দগুলো মিলিয়ে গেল। সামনে দূরে রেস্তরাঁর কাচের দরজাটা দেখতে পাচ্ছে। ঠিক তার বাইরে হাত নেড়ে নেড়ে শুভময় কারুর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। যার সঙ্গে কথা বলছে তাকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। তবে তার পলাশ রঙের শাড়িটা খানিকটা দেখতে পাচ্ছে। সেটা যেন আগুন ছড়াচ্ছে।

৪

"তুমি কি আজকে বেরবে?" বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শুভময়ের ফোনটা পেল রঞ্জনা। বেশ অবাক হয়ে উত্তর দিল, "কেন?"

"পয়লা বৈশাখের কেনাকাটিগুলো..."

"করে ফেলব। তবে আজ ইচ্ছে করছে না। তুমি আজকের কথা বলছ কেন?"

"না, এমনি! আসলে আজকে অফিসের কাজে একটা ভাড়া গাড়ি নিতে হয়েছিল। একটা জরুরি মিটিং পড়ে গিয়ে কাজটা পিছিয়েছে। গাড়িটা আইডল বসে আছে। ভাবছিলাম তুমি যদি ইউটিলাইজ করতে চাও।"

"না, আজকে বাদ দাও। আজ আর বেরতে ইচ্ছে করছে না।"

এবার পয়লা বৈশাখের আগে বেশ কয়েকটা দিন টানা ছুটি পড়েছে। শুভময় ঠিক করে রেখেছে ওই সময় কলকাতায় যাবে। নববর্ষের অল্প বাজার করার ছিল। মা আর শাশুড়ির শাড়ি, বাবা আর শ্বশুরমশাইয়ের পাঞ্জাবী। তাছাড়া কলকাতার বাড়ির সব সময়ের কাজের মেয়েটার জন্যও একটা ছাপা শাড়ি কিনতে হবে। শুভময় অবশ্য বলে রেখেছিল সেই সঙ্গে রঞ্জনা যেন নিজের জন্যও একটা ভাল শাড়ি কেনে। অনেকটা টাকাও শুভময় দিয়ে রেখেছিল। টাকাটা ব্যাগেই পড়েছিল।

'ওয়েক-আপ
উইথ মেক-আপ'
আমার চিকিৎসক ই- আমার বন্ধু
Pristine
...as you are precious
লেজার • কসমেটিক • ডেন্টাল • ফ্যাট রিডাকসান
লেজার হেয়ার রিমুভাল (ডায়োড, লেজার) । Skin and body rejuvenation with Q switched Nd YAG laser । লেজার স্পা । স্কার রিমুভাল with CO_2 লেজার । লেজার ট্যাটু রিমুভাল । ইলেকট্রো & R F সার্জারী । ডেন্টাল স্পা । কসমেটিক সার্জারী । কসমেটিক ডেন্টটিস্ট্রী । হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট । মেসো থেরাপি । বোটক্স । ফিলার । Non invasive Fat reduction and skin tightening(ultrasonic first time in Eastern India) হেয়ার গ্রোথ থেরাপি(মেসোগান) Instant Skin Glow । ডবল চিন কারেকসন

কোন গিমিক নয়
কোন প্রডাক্ট সেল নয়
কোন অবৈজ্ঞানিক assurance নয়
ডাক্তারের দ্বারা পরিচালিত
state-of-the-art যন্ত্রের মাধ্যমে
যোগাযোগ
২৬৪/১ বি.বি. চ্যাটার্জী রোড
কসবা, কোলকাতা- ৪২
(গড়িয়াহাটের কাছে / কসবা পোস্টঅফিস / কসবা স্টেট্ ব্যাঙ্ক)
pristinebeautyclinic@gmail.com
www.pristinebeautyclinic.com
ফোন - ০৩৩ - ২৪৪১১১৪২/৪৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঞ্জনা বাজার করতে যাওয়ার কোনও উৎসাহই পাচ্ছিল না। শরীর মনে বেশ কিছু দিন ধরে যে অস্থির ভাব সেটা কিছুতেই যাচ্ছে না। দুপুরে একা একা খেতে ভাল লাগে না। শুভময় জানেই না যে দুপুরে খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে রঞ্জনা। শুভময় নিজের নতুন জীবন নিয়ে এতই মশগুল যে খেয়াল পর্যন্ত করে না, রঞ্জনার শরীর একটু একটু করে ভাঙছে, চোখের তলায় কালি পড়ছে।

আজও মনের সেই অদ্ভুত অবস্থা। স্নান করে বেরিয়ে রঞ্জনা বুঝতে পারল পেটে খিদে চাগাড় দিচ্ছে। রান্নার মেয়েটা রান্না করে দিয়ে গিয়েছে। শুধু ফ্রিজ থেকে বার করে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে নিলেই হবে। দু'মিনিটের ব্যাপার। অথচ সেটা করতে কিছুতেই ইচ্ছে করছে না। এইটুকু কাজ করতে রাজ্যের অনীহা। একই সঙ্গে বাড়িতে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটু আগে শুভময়কে বলেছিল বেরবে না। অথচ এখন মনে হচ্ছে আর এক মুহূর্ত বাড়িতে থাকতে পারবে না। বেরতেই হবে। শুভময়কে বললেই হয়তো গাড়িটা পাঠিয়ে দিত। কিন্তু শুভময়কে কোনও ফোন না করেই একটা অটো নিয়ে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে চলে এল।

এই কয়েক মাসে অল্প কয়েকটা দোকানের সঙ্গে একটু পরিচিতি হয়েছে। সে রকমই একটা দোকানে পয়লা বৈশাখে মা আর শাশুড়িকে দেওয়ার জন্য শাড়ি দেখতে আরম্ভ করল। নানান রকম শাড়ি দেখতে দেখতে মনের অস্থির ভাবটা একটু শান্ত হল। দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়েছিল। সেটা খেয়ে প্রাণটাও যেন একটু তৃপ্ত হল। দাম মিটিয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে রঞ্জনা ঠিক করল এবার ছোটখাটো একটা রেস্তরাঁ বা কফি শপে বসে অল্প কিছু খেয়ে নেবে। কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে অল্প কিছুটা এগিয়ে পা'দুটো থমকে গেল। একটু দূরে শুভময়। শুভময়ের পাশে লম্বা ছিপছিপে সেই মেয়েটা। আজও শাড়িটা পলাশ রঙের। ওরা পাশাপাশি কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে। মেয়েটার পিঠ ছাপানো সোজা রেশমি চুলটা দ্যুতি ছড়িয়ে হাঁটার তালে তালে দুলছে। রঞ্জনা ওদের থেকে দূরত্ব একটু বাড়িয়ে ফেলল। এমন সময় পেছন থেকে একটা গলার আওয়াজ পেল, "রঞ্জনাদি!"

নিজের নামটা শুনে ঘাড় ঘোরাল রঞ্জনা। সুতপা। সুতপা রঞ্জনার বাপের বাড়ির পাড়ার মেয়ে। রঞ্জনার হাতের থলিগুলো দেখে বলল, "বাবাঃ! তুমি তো দেখছি পুরো বাজারটাই তুলে নিয়েছ।"

সুতপাকে দেখে ভাল লাগল। তবে সুতপা যে দুর্গাপুরে থাকে, রঞ্জনার জানা ছিল না। হেসে বলল, "তোরাও বুঝি দুর্গাপুরে থাকিস? কেমন আছিস?"

"আমি তো বিয়ের পর থেকেই দুর্গাপুরে। খুব ভাল আছি। যাক তবু শপিং করতে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল। তুমি দুর্গাপুরে থাকো এই সে দিন জানলাম। পরে খেয়াল করলাম তোমার মোবাইল নম্বরটা আমার কাছে নেই। তোমার নম্বরটা বলো তো, একটা মিসড কল দিয়ে রাখি। কী আশ্চর্য দেখ! আমরা দু'জনেই দুর্গাপুরে থাকি অথচ তোমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। মাঝে মাঝে অ্যাটলিস্ট চুটিয়ে আড্ডা তো মারতে পারি। সে দিন বললাম তো শুভময়দাকে এক দিন আসার জন্য। এসো না। আমরা বেনিয়াচিতিতে থাকি..."

রঞ্জনার অবাক লাগল। শুভময়ের সঙ্গে সুতপার দেখা হয়েছিল? কথাটা শুভময় একবারও বলেনি। সুতপার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অল্প সময়ের জন্য চোখটা সরে ছিল। মুখটা আবার ঘোরাল। শুভময় আর মেয়েটা আর নেই। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রঞ্জনা।

"কী এত শপিং করলে গো তুমি?" সুতপা হাঁটতে হাঁটতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। তবে রঞ্জনার মাথায় প্রশ্নটা থেকেই গেল, শুভময় আর সেই মেয়েটার ছাপ।

"ওই নববর্ষের কর্তব্যের কিছু কেনাকাটা। আচ্ছা, তোর সঙ্গে শুভময়দার কবে দেখা হয়েছিল?"

"ওফ খুব অদ্ভুত ভাবে। আরে আমরা বাঁকুড়া যাচ্ছিলাম। দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপর দিয়ে পেরোনোর সময় হঠাৎ চোখে পড়ল শুভময়দাকে। আমি তো দেখেই চিনতে পেরেছি। গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি গো শুভময়দা, তুমি এখানে?' তখনই জানতে পারলাম তোমরা এখন এখানে আছো। তাড়াহুড়োতে তোমার নম্বরটাই সে দিন নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার নম্বরটা দাও তো। সেভ করে রাখি।"

রঞ্জনা সুতপার সঙ্গে মোবাইল নম্বর দেওয়া নেওয়া করে বলল, "চা কফি কিছু খাবি?"

"সে খেতে পারি। চলো, হাতে একটু সময় আছে। আড়াইটের সময় আবার ছেলেকে স্কুলবাস থেকে নামাতে হবে। আচ্ছা রঞ্জনাদি তুমি ফেসবুকে নেই?"

"আছি। তবে একেবারেই অ্যাক্টিভ নই। ওই সবাই যেমন অ্যাকাউন্ট খোলে, ও রকম একটা শুভময় খুলে দিয়েছিল।"

"প্রোফাইলে তোমার ছবি নেই না?"

"না, আসলে জানিসই তো আমি একটু প্রাইভেট থাকতেই ভালবাসি।"

"তুমি জানো, তোমার নামের কতগুলো রঞ্জনা ফেসবুকে আছে। তোমার প্রোফাইলে ছবি নেই বলে আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারিনি।"

কথা বলতে বলতে একটা কফি শপে চলে এল ওরা। কফি আর স্যান্ডউইচ অর্ডার করল রঞ্জনা। তারপর দু'এক কথার পর আবার শুভময়ের প্রসঙ্গে চলে এল, "আচ্ছা, তোর সঙ্গে যেদিন শুভময়ের দেখা হয়েছিল, ও একাই ছিল?"

"একা? আসলে সেদিন কি একটা যেন ছিল। ব্যারেজের ও দিকটায় অনেক লোক ছিল। অবশ্য অনেকেই ও দিকটায় বেড়াতে যায়। তুমি গিয়েছো?"

"না, রে! এখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।"

"ও'মা! তোমরা ছ'মাস হয়ে গেল এসেছ, এখনও দুর্গাপুর ব্যারেজ দেখনি। আমার তো ভীষণ ভাল লাগে জায়গাটা। কী রোম্যান্টিক। যাও, ঘুরে এসো এক দিন। এক দিন বিষ্ণুপুর ঘুরে আসতে পার। মুকুটমণিপুর ঘুরে আসতে পার একটা উইক এন্ডে। সোনামুখীর থেকে সিল্কের শাড়ি কিনে নিয়ে এস— ফাটাফাটি। এ দিকে কিন্তু ঘোরার অনেক জায়গা।"

"তোর শুভময়দার সময় কোথায়? দেখছিস তো হাতের কাছেই ব্যারেজ। তাই নিয়ে যাওয়ার সময় হয়নি। নিজে গিয়েছিল কিন্তু আমাকে নিয়ে যায়নি। দেখ কাকে নিয়ে গিয়েছিল।"

"ওফ! তুমিও না। শুভময়দা নিশ্চয়ই অফিসের কোনও কাজে গিয়েছিল। অফিস আওয়ারস ছিল তো তখন... তোমাকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। সামনের রবিবার আমার ছেলের জন্মদিন।"

রঞ্জনা সুতপার সঙ্গে মোবাইল নম্বর দেওয়া নেওয়া করে বলল, "চা কফি কিছু খাবি?" "সে খেতে পারি। চলো, হাতে একটু সময় আছে। রঞ্জনাদি তুমি ফেসবুকে নেই?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরে সুতপা বেরিয়ে গেল। শুভময়ের যে গোপন ব্যাপারটা চলছে সেটা ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে রঞ্জনার কাছে। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হতে থাকল। কফি শপে আরও কিছুক্ষণ একা একা সাত পাঁচ ভেবে শুভময়কে ফোন করল রঞ্জনা। বেশ কিছুক্ষণ রিং হয়ে যাওয়ার পর শুভময় ফোনটা ধরল, "বলো!"
"খুব ব্যস্ত?"
"একটা মিটিং-এ আছি। বলো!"
"স্যরি। কখন ফ্রি হবে?"
"বলতে পারছি না। সকাল থেকে মিটিং'টা শুরু হয়েছে। কখন শেষ হবে জানি না। লাঞ্চ করারও ব্রেক হয়নি। এনি প্রবলেম?"
"না। ঠিক আছে। ফ্রি হলে ফোন কোরো।"
ফোনটা ছেড়ে অমৃতাকে ফোন করল রঞ্জনা।

৫

বাড়ি ফিরে খাটের ওপর সিটি সেন্টারের দোকানের দু'টো ক্যারিব্যাগ দেখে শুভময় রঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করল, "শপিং করতে গিয়েছিলে নাকি?"
"না।"
"ব্যাগগুলো দেখে ভাবলাম।"
রঞ্জনা যখনই একা একা গিয়ে কোনও দোকান বাজার করে, শুভময় অফিস থেকে ফিরে এলে সে সব দেখায়। আজকে রঞ্জনা কোনও উৎসাহ দেখাল না। দুপুরে সিটি সেন্টারে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরো চেপে গিয়ে বলল, "এগুলো আগেই কিনে রেখেছিলাম।"
শুভময় ব্যাগের মুখটা অল্প ফাঁক করে দেখে বলল, "তাই! দেখাওনি তো।"
"দেখিয়েছিলাম। তুমি আজকাল বাড়ির কোনও জিনিসই মন দিয়ে দেখ না বা মনে রাখার চেষ্টা কর না। আলমারিতে তোলা ছিল। বার করে গোছাচ্ছিলাম।"
বাড়িতে দুটো টিভি। একটা বসার ঘরে, অন্যটা শোয়ার ঘরে। শুভময় অফিস থেকে ফিরে এসেই শোয়ার ঘরের টিভিটা চালিয়ে দেয়। ইংরেজি খবরের একটা চ্যানেল ইদানিং ওর খুব প্রিয়। শুভময়কে অন্য দিনের তুলনায় একটু যেন বেশি ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। শুভময় আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আজ থেকে তো আমার নিজের চা'টা নিজেকে করতে হবে, তাই না?"
রঞ্জনা কোনও উত্তর না দিয়ে কিচেনে গেল। চা করে নিয়ে এসে দেখল বিছানায় বালিশ নিয়ে আধশোয়া হয়ে শুভময় খুব মন দিয়ে খবর দেখতে শুরু করে দিয়েছে। চায়ের কাপটা পাশে রেখে রঞ্জনা নিচু গলায় মন্তব্য করল, "তোমার বাড়ি ফিরে আর কিছু ভাল লাগে না, তাই না?"
"মানে?"
"এসেই টিভিটা চালিয়ে দাও। আমার সঙ্গে কোনও কথা বলো না।"
রিমোট দিয়ে টিভি ভল্যুমটা কমিয়ে দিয়ে শুভময় মাথা ঝাঁকাল, "কিসের কথা?"
"কলকাতায় যত রাত্রিই হোক, অফিস থেকে ফিরে তুমি আমাকে সারা দিন কী কী করেছ বলতে।"
শুভময় হেসে উঠল, "তা বলতাম। তুমি মাঝে মাঝে রেগে যেতে। বলতে রেডিওর কমেন্ট্রি। আসলে আগের অফিসে কাজ করার একটা মেন্টাল স্ট্রেস ছিল। কোথাও একটা তো ভেন্ট আউট করতে হত। সেখানে তুমি ছাড়া আর কে ছিল?"
"এখানে তোমার আর কোনও স্ট্রেস নেই। তাই বোধহয় আমাকেও আর প্রয়োজন নেই। তাই অনেক কিছু তুমি বোধহয় আজকাল বলারও প্রয়োজনও মনে কর না।"
"আমি? ভুলে যাই! যেমন?" শুভময় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।
"সুতপার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বলোনি তো!"
শুভময় কাঁধ ঝাঁকাল, "কে সুতপা?"
রঞ্জনা শুভময়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "যার সঙ্গে তোমার দুর্গাপুর ব্যারেজে দেখা হয়েছিল।"
"সুতপা...দুর্গাপুর ব্যারেজ...ও আচ্ছা আচ্ছা ওই মেয়েটা, তোমাদের পাড়ার। আরে আমি গিয়েছিলাম একটা ব্যারেজের ব্যাপার দেখতে। হঠাৎ শুনি কে একটা 'শুভময়দা শুভময়দা' বলে চিৎকার করছে। চিনতেই পারিনি।"
"তুমি ভাবছ এখানের চাকরিতে তোমার কোনও স্ট্রেস নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এখানে হয়তো তোমার স্ট্রেসটা আরও বেশি। আচ্ছা, আমাদের আর এত কিসের কী প্রয়োজন বলত? বেশ তো ছিলাম দু'জনে কলকাতায়। তোমার বাবা মা, আমার বাবা মা— সবারই তো বয়স হচ্ছে। চলো কলকাতায় ফিরে যাই। নিজেদের বাড়ি। ওখানেই ভালো থাকব আমরা।"
শুভময় রঞ্জনার দু'কাঁধে হাত রেখে বলল, "অ্যাই রঞ্জু! তোমার কী হয়েছে বলত? কলকাতার জন্য মন কেমন করছে? আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তোমাকে তো বলেই ছিলাম তোমাকে শনিবার কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। তারপর পয়লা বৈশাখের ছুটিতে গিয়ে নিয়ে আসব।"
"তাতে তোমার খুব সুবিধা হবে।" নিচু গলায় মন্তব্য করল রঞ্জনা। কথাটা বুঝতে না পেরে শুভময় বলল, "মানে?"
"কিছু না। আমার কলকাতা যাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে মন কেমন করছে না। আমি সারা জীবনের কথা বলছিলাম।"
"দ্যাট উইল বি আ ভেরি ব্যাড ডিসিশন। এই চাকরিটা ছেড়ে দুর্গাপুর থেকে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কোম্পানিটা গ্রোয়িং। ইনরমাস প্রসপেক্ট আছে আমার এখানে। শোনো তোমার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে। আক্রমসাহেব আগামী কাল আমাদের রিটার্ন ডিনারে ডাকতে চান। জারিনা তোমার ফোন নম্বরটা নিয়েছে।"
"জারিনা তোমাকে ফোন করেছিল?"
"করেছিল তো। আক্রমসাহেবের কাছ থেকে আমার মোবাইল নম্বরটা নিয়ে। তোমারটাও চাইল। আজকে বা কালকে তোমাকে ফোন করবে।"
"তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব প্লিজ? যাকে তাকে আমার মোবাইল নম্বরটা দিও না।"
শুভময় একটু অপমানিত হয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, "যাকে তাকে নয়, আমি জারিনাকে দিয়েছি। ইটস হার গুড জেস্চার যে তোমাকেও ফোন করে নেমতন্ন করবে।"
"সি মে বি আ ভেরি ইম্পরট্যান্ট লেডি টু ইউ। আমার কাছে নয়। আমি একটু বেরচ্ছি।"
"এখন? কোথায় যাচ্ছো?"
রঞ্জনা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়ির সামনের রাস্তাটা নির্জন। বড় বড় কয়েকটা গাছ আর ল্যাম্প পোস্টের হলদেটে আলোয় একটা আলো আঁধারি। তবে সঙ্গে এক ঝলক টাটকা বাতাস। চৈত্রর একটা ঠান্ডা মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। রাস্তার সামনে থেকে বাড়িটাকে চুপ করে কিছুক্ষণ দেখল রঞ্জনা। প্রথম যে দিন দুর্গাপুরে এসেছিল, এই সাদামাঠা ছোট্ট এক চিলতে বাড়িটা খুব ভাল লেগেছিল। কলকাতা ছেড়ে আসার দুঃখটাকে অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে। অন্ধকারে স্যিলুট বাড়িটার হলদে আলোর জানালাগুলো কী রকম অদ্ভুতুড়ে মনে হল। বাড়িটার দিকে চেয়ে থেকে অমৃতাকে ফোন করল রঞ্জনা।
"খুব ব্যস্ত আছিস? একটু কথা বলতে পারবি?"
"হ্যাঁ, বল না! তোর গলাটা এ রকম শোনাচ্ছে কেন? শরীর ভাল আছে তোর?"
"জানি না। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না অমৃতা। চোখের সামনে আমি এ সব আর দেখতে পারছি না।"
"আবার কী প্রবলেম হল রে রঞ্জা? কোনও নতুন ডেভলপমেন্ট?"
"শুভময় এবার আউটরাইট মিথ্যে বলতে আরম্ভ করেছে। আজ বলেছে সারা দিন অফিসে একটা মিটিং-এ ব্যস্ত ছিল। আমি দুপুরবেলায় এখানকার সিটি সেন্টারে গিয়েছিলাম। নিজের চোখে মেয়েটার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে দেখেছি।"
"সেই মেয়েটাই?"
"হ্যাঁ, সেই মেয়েটাই। সেই একই পলাশ ফুলের রঙের শাড়ি..."
"স্ট্রেঞ্জ! মেয়েটার কী ওই একটা রঙের শাড়ি ছাড়া আর কোনও শাড়ি নেই?"
"জানি না। কেয়ারও করি না।"
"অফকোর্স তুই কেয়ার না করলে এত বিচলিত হয়ে আমাকে ফোন করতিস না। আর কেয়ার তো তোর করাই উচিত। তুই কেয়ার করবি না তো কে কেয়ার করবে! সোজা ওদের সামনে গিয়ে চার্জ করলি না কেন?"
"ভেবেছিলাম। তারপর নিজের খুব ডিগনিটিতে লাগল। একটা পাবলিক প্লেসে গিয়ে নিজের হাজবেন্ডকে রেড হ্যান্ডেড ধরে সিন ক্রিয়েট করব।"
অমৃতা মৃদু ধমকে উঠল, "কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন চুপচাপ ফলো করে যাওয়াও কোনও কাজের কথা নয়। ব্যাপারটা বাড়তে বাড়তে একটা সময়ে পয়েন্ট অফ নো রিটার্নের জায়গায় চলে যাবে। কিছু একটা কর। এটা রোগ পুষে রাখার মতো ডেঞ্জারাস জিনিস করছিস তুই!"
রঞ্জনা ভেঙে পড়ল, "কী করব আমি? একা কী করতে পারি আমি। তুই কয়েক দিনের জন্য আমার কাছে আসতে পারবি?"
অমৃতা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বুঝতে পারছি সোনা তোর পাশে থাকাটা এখন খুব জরুরি। কিন্তু এমন সব ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। রিয়াকে নিয়ে সিঙ্গল মাদার, বুড়ো বাবা মা, অফিস, ইয়ার এন্ডের ফাইনানসিয়াল ক্লোজার... খুব স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে রে রঞ্জা। তবে পয়লা বৈশাখের সময় কয়েক দিন ছুটি আছে। ওই সময় চেষ্টা করে দেখতে পারি..."
রঞ্জনা নিজেকে সামলে নিয়ে বল, "তাই আসিস। তুই এলে অন্তত একটু শান্তি পাব।"

৬

সকালবেলায় শুভময় অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর বেল বাজতে দরজা খুলতেই অমৃতাকে দেখে খুব অবাক হল রঞ্জনা। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গলায় ফুটে উঠল, "তুই!"
অমৃতার চোখ মুখ বেশ গম্ভীর। ভেতরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।
"ইস! তুই নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা করে এলি। অফিস, রিয়ার স্কুল... এ'মা, আমি তোকে এমন ভাবে বলে ফেললাম।"
"রিয়ার ব্যাপারটা বাবা ম্যানেজ করে নেবে। সবার ওপরে দরকার বন্ধুর পাশে বন্ধুর থাকা। কাল তুই ফোনটা ছাড়ার পর থেকে ছটফট করেছি। তোর মনের মধ্যে কী হচ্ছে, সেটা আমার চেয়ে ভাল কেউ বুঝতে পারবে না। সারা রাত্রি ঘুম হয়নি আমার। ভোর হতেই স্টেশনে চলে এসেছি।"
"একটা খবর দিবি তো। আমি স্টেশনে গিয়ে তোকে নিয়ে আসতে পারতাম।"
অমৃতা কোনও উত্তর না দিয়ে ডাইনিং টেবিলের ওপর থেকে একটা জলের বোতল তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেতে থাকল। তারপর জলের বোতলটা নামিয়ে মুখটা মুছে বলল, "শুভময়ের ব্যাপারে তুই একেবারে ভেঙে পড়েছিস। আয়নায় নিজেকে কত দিন দেখিসনি?"
রঞ্জনা ম্লান হাসল, "আর আয়না! বোস। তুই এসেছিস, একটা গিল্ট ফিলিং হচ্ছে। কিন্তু আমার যে কী ভাল লাগছে।"
অমৃতা সোফায় বসে ঘড়ি দেখল। রঞ্জনা বলল, "চা খাবি না কোল্ড ড্রিঙ্কস?"
"কোল্ড ড্রিঙ্কস চলতে পারে। হাফ গ্লাস।"
রঞ্জনা কোল্ড ড্রিঙ্কসটা নিয়ে এসে রাখতেই অমৃতা শুরু করল, "দেখ, কাল সারা রাত্রি আমি ভেবেছি। আমার নিজের বিয়েটা তো বাঁচাতে পারিনি। হয়তো সব চেষ্টাগুলোও ঠিকঠাক করতে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হল, তোর বিয়েটা অন্তত যদি বাঁচাতে পারি। ছেলেরা তো বেসিক্যালি হাড় হারামজাদা। কিন্তু সংসারটাও তো ইক্যুয়ালি ইম্পরট্যান্ট। তুই আমাদের বিয়েটা বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলি।"
রঞ্জনা আবার ম্লান হাসল, "তুই রিটার্ন দিতে এসেছিস?"
"সেটা তুই যে ভাবেই বলিস। আমার মনে হয়েছে এটা আমার একটা কর্তব্য। তোর মতো ভাল মনের মেয়ের জীবনে যেটা হচ্ছে সেটা তোর প্রাপ্য নয়।"
"জানিস তোর ব্যাপারেও আমার ঠিক একই জিনিস মনে হয়েছিল। তোর মতো ভাল মনের মেয়ের জীবনে ওটা হওয়া উচিত নয়। আমার কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু সুদীপ্তর সঙ্গে কথা বলে আমি কিচ্ছু করতে পারিনি। আমার মনে হয় শুভময়ের সঙ্গে কথা বলেও তুই কিছু করতে পারবি না। জানিস আমি ভেবেছিলাম, বাড়িতে আমি শুভময়ের এক একটা জিনিস তন্নতন্ন করে খুঁজব। এক একটা প্রমাণ সাজিয়ে রাখব। তারপর শুভময়ের আলমারিটা খুলতেই নিজেকে খুব ছোট মনে হল। মনে হল, এটা আমি কী করছি। অন্যের প্রাইভেসিতে চোরের মতো..., আসলে কী বলত? সেল্ফ রেসপেক্টও তো একটা ব্যাপার। নিজের চোখে আমি যা দেখেছি, তারপর আর কোনও প্রমাণেরই দরকার হয় না।"
অমৃতা এক বারও রঞ্জনাকে থামায়নি। বলতে দিয়ে গিয়েছে। তবে দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ছিল হাতের কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাসের ওপর। রঞ্জনার কথা শেষ হতে বলল, "সব কিছু এখন কেমন বদলে যাচ্ছে। চৈত্রর দুপুরে এই কালো কোল্ড ড্রিঙ্কসটাকে দেখ। একটা সময় ছিল, যখন এই সময় কারুর বাড়িতে গেলে অরেঞ্জ স্কোয়াশের শরবত দেওয়া হত। গাঢ় কমলা রঙের..."
রঞ্জনা বলে উঠল, "অনেকটা পলাশ ফুলের রঙের মতো। আগুনে।"
অমৃতা একটা গভীর চোখে রঞ্জনার দিকে তাকাল। তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাসটায় বড় বড় কয়েকটা চুমুক দিয়ে শেষ করে বলল, "তোকে একটা কথা বলে নিই রঞ্জা। আমি কিন্তু তোর এখানে থাকতে আসিনি। তোকে দেখতে এসেছি শুধু।"
"মানে?" অবাক হয়ে রঞ্জনা বলল, "তুই কী আজকেই ফিরে যাবি?"
"না, আজকে নয়। তিন দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। তোর ব্যাপারটা এক বেলায় মেটার নয়। তিন দিনেও যে মিটবে, সেটা বলতে পারি না। তবে চেষ্টা করে দেখব।"
"বুঝতে পারলাম না। তুই তিন দিন থাকবি, আমার কাছে থাকবি না বলছিস। এখানে আর কে আছে তোর?"
"কেউ নেই। আমি একটা হোটেলে উঠেছি। অফিস থেকে খোঁজ নিয়ে এসেছি। হোটেলটা ভাল। চিন্তা করিস না, সেফলি থাকব।"
"আমার কাছে থাকতে তোর কী অসুবিধা?"
"তোকে যে হেল্পটা করার জন্য এসেছি, সেটা তোর বাড়িতে থেকে করা সম্ভব নয়। আমি চাই না শুভময় জানুক আমি দুর্গাপুরে আছি। জেনে সাবধান হয়ে যাক। আমাকে একটু আমার মতো বুঝে নিতে দে ব্যাপারটা। তারপর আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।"
রঞ্জনা দুঃখী গলায় বলল, "তুই দুর্গাপুরে অথচ তোর সঙ্গে দেখা হবে না আমার?"
"কেন হবে না? শুভময় যে সময়টায় বাড়িতে থাকবে না, আমাকে জানাবি। আমি আসব তোর সঙ্গে দেখা করতে। আর আমি যে হোটেলে আছি, তার ঠিকানাটা তোকে টেক্সট করে দিচ্ছি। দুপুরের দিকে তুইও চলে আসতে পারিস।"
অমৃতা উঠে পড়ল। নিজেই দরজাটা খুলল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, "জানি না কিছু করতে পারব কিনা। আফটার অল ছেলেদের ইন্টিগ্রিটিতে আমার কোনও বিশ্বাস নেই।"
অমৃতা কী চেষ্টা করতে পারে, কী ভাবে আবার রঞ্জনার জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে শুভময়কে, একা একা অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা পেল না রঞ্জনা। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা নিজের জীবনেই বিয়েটা বাঁচাতে পারেনি, সে কি আরেক জনের জীবনটা বাঁচাতে পারবে? আবার একই সঙ্গে মনে হয়েছে অমৃতা ছাড়া কার সঙ্গেই বা আলোচনা করবে এটা নিয়ে। কাছের মানুষ বলতে একমাত্র বাবা মা। রঞ্জনার একটা ভাল বিয়ে হয়েছে, এতেই যেন ওদের মোক্ষ লাভ হয়ে গিয়েছে। জামাই বলতে ওরা এক গাল ভাত বেশি খায়। এই বয়সে এই ধাক্কাটা ওদের এই মুহূর্তে কিছুতেই দেওয়া যাবে না। তাছাড়া অমৃতা ঠিকই বলেছিল। চোরের মতো পিছু নিয়ে কাজের কাজ কিছু করা যাবে না। যতই সম্ভ্রমে লাগুক, সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হবে। গুপ্তচরের মতো নয়, যোদ্ধার মতো এগিয়ে যেতে হবে। অমৃতা ডাকাবুকো মেয়ে। নিজের যুদ্ধটা হয়তো হেরে গিয়েছে কিন্তু রঞ্জনাকে নিশ্চয়ই জিতিয়ে দিয়ে দুর্গাপুর ছাড়বে।

সারা দিন অমৃতার আর কোনও ফোন পেল না রঞ্জনা। এমনকি ও যে হোটেলে উঠেছে তার ঠিকানার এসএমএসও না। থেকে থেকে অমৃতাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকবারই স্যুইচড অফ পেয়েছে। তবে দুপুরের দিকে অমৃতার খবরটা পেল একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে শুভময়ের ফোনে।

"আজকে সন্ধেবেলায় আক্রমসাহেবের ডিনারটা ক্যান্সেল করে দিতে হচ্ছে।"

ডিনারে যেতে একেবারেই উৎসাহ ছিল না রঞ্জনা। জারিনার কোনও ফোনও পায়নি। তবু জানতে চাইল, "কেন?"

"আমাকে জিএমের সঙ্গে আসানসোল যেতে হচ্ছে। ফিরতে হয়তো দেরি হবে। আক্রমসাহেবকে বলেছি পরের শুক্রবার।"

"ঠিক আছে। ছাড়ছি।"

"ও! আরেকটা ব্যাপার। অমৃতা হঠাৎ আজ আমাকে ফোন করেছিল।"

বিস্ময় চেপে রঞ্জনা বলে উঠল, "তোমাকে!"

"আরে ওর নাকি পুরনো মোবাইলটা হারিয়ে গিয়েছে। সব কন্ট্যাক্টসগুলো হারিয়ে ফেলেছে। ওর অফিসের একটা সোর্সে জানতে পেরেছে আমি এখন দুর্গাপুরে এই কোম্পানিতে জয়েন করেছি। তোমার নম্বরটা চাইছিল। আমি দিইনি।"

"কেন?"

"আমি তোমার নম্বর কাউকে দিই, এটা তো তুমি পছন্দ করো না। অবশ্য অমৃতার নম্বরটা আমি সেভ করে রেখেছি। তোমাকে দিয়ে দেব। তুমি কল করে নিতে পার।"

শুভময়ের কথাটা শ্লেষাত্মক শোনাল।

"আর কি বলল, অমৃতা?"

"অনেক কথা। বাড়ি ফিরে বলব। এখন আসানসোল বেরনোর তাড়া আছে। আজ অ্যাটলিস্ট বাড়ি ফিরে তোমাকে বলার মতো কিছু থাকবে। ছাড়ছি।" ফোনটা ছেড়ে দিল শুভময়।

৭

শুভময়ের মোবাইল স্যুইচড অফ। অমৃতারও মোবাইল স্যুইচড অফ। দুপুর থেকে ফোন দু'টোয় চেষ্টা করতে করতে যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল রঞ্জনা। চৈত্রর চড়া রোদ এক সময় মিইয়ে এল। বাড়ির ভেতর অন্ধকার ছাপ ফেলতে শুরু করল। রঞ্জনা তবুও বাড়ির ভেতর একটাও আলো জ্বালালো না। অন্ধকার বাড়তেই ক্রমশ সেই দমবন্ধ করা অস্বস্তিটা জাগতে আরম্ভ করল। রঞ্জনা বাড়ির থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়ির বাইরে সামনের রাস্তাটায় পায়চারি করা বাড়ির ভেতরে থাকার চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক।

রঞ্জনা রাস্তাটায় এসে বুক ভরে একটা শ্বাস নিল। এতক্ষণের বোধশূন্য মাথাটা একটু একটু করে সতেজ হতে আরম্ভ করল। মনে হল শেষ আরেক বারের মতো চেষ্টা করে দেখে। প্রথমে শুভময়কে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। ফোনটা এখনও স্যুইচড অফ। তারপর অমৃতাকে। বুকের মধ্যে একরাশ স্বস্তি ঝরিয়ে অমৃতার ফোনটা এবার বাজতে আরম্ভ করল।

"হ্যালো রঞ্জা, বল!"

"তুই কোথায়? সকাল থেকে তোকে ফোনে চেষ্টা করে যাচ্ছি। সমানে স্যুইচড অফ পাচ্ছিলাম।" অমৃতার ফোনে বেশ একটা কোলাহলের আওয়াজ পেল রঞ্জনা।

"অফিসে আজ ডুব দিয়েছি তো। তাই ফোনটা অফ করে রেখেছিলাম। আচ্ছা, তোকে আমি একটু পরে ফোন করছি।"

"ঠিক আছে। তোকে শুধু চট করে একটা কথা বলে দিই। শুভময় বলেছে আজ ও আসানসোল গিয়েছে। ফিরতে রাত্রি হবে।"

"তাই! আচ্ছা তোকে আমি একটু পরে ফোন করছি।"

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে রঞ্জনা দেখল একটা মিসড কল। খুলে দেখল সুতপা। সুতপাকে রিং ব্যাক করল।

"হ্যালো রঞ্জনাদি। শোনো না তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে তো? রবিবার আমার ছেলের জন্মদিন। খুব ছোট্ট একটা বার্থডে পার্টি রেখেছি। তোমাকে আর শুভময়দাকে সন্ধেবেলা আসতে হবে কিন্তু।"

এতক্ষণ পরে কারুর সঙ্গে কথা বলতে পেরে ভাল লাগছিল। রঞ্জনা বলল, "মনে আছে। কিন্তু ওর কথা বলতে পারছি না। সব সময় কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে। তবে আমি নিশ্চয়ই যাব। ঠিকানাটা দিস।"

"তোমাকে এক্ষুনি এসএমএস করে দিচ্ছি..."

সুতপার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলে ফোনটা ছেড়ে রঞ্জনা বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই ফোনে একটা এসএমএস আসার আওয়াজ পেল। এসএমএসটা খুলতে গিয়ে দেখল এসএমএসের সংখ্যাটা এক নয় দুই। প্রথমটা সুতপার। সুতপার বাড়ির ঠিকানা। অন্যটা একটা অচেনা নম্বর থেকে। তবে অচেনা নম্বরটার মেসেজের শেষে প্রেরক নিজের পরিচয়টা জানিয়ে দিয়েছে। জারিনা। মেসেজটা খুব অদ্ভুত, 'কাম শার্প অ্যাট হোটেল ডিভাইন— জারিনা।"

রঞ্জনার মাথাটা অল্প ঘুরে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় ছুটে এল বড় রাস্তাটার মোড়ে। সামনে যে অটোটা পেল সেটায় হুড়মুড় করে উঠে বলল, "ভাই, হোটেল ডিভাইন। তাড়াতাড়ি।"

অটোটা ছুটতে আরম্ভ করল। চার দিকের দুর্গাপুরের পরিচিত হয়ে ওঠা দৃশ্যগুলো নতুন করে ভীষণ অচেনা মনে হতে থাকল। রঞ্জনা অটোওয়ালাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকল, "ভাই, আর কতক্ষণ..."

তার মধ্যেই মনে হল, জারিনা এসএমএসটা করল কেন সেটা জানতে এতক্ষণ জারিনাকে ফোনটা কেন করেনি। এসএমএসেই তো নম্বরটা আছে। ভীষণ অস্থির হয়ে জারিনাকে ফোনটা করল। জারিনা ফোনটা ধরে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "তুমি কতদূর রঞ্জনা?"

"ঠিক জানি না। অটো ড্রাইভার বলছে আর দশ মিনিট লাগবে। কিন্তু, কী হয়েছে?"

"আমি নিজের মুখে তোমাকে বলতে পারব না। তাই তোমাকে টেক্সটা করলাম। আসলে তোমার সঙ্গে তো মাত্র এক সন্ধ্যার পরিচয়। কিন্তু তবু আমার তোমাকে ভাল লেগে গিয়েছে। তোমার চোখের মধ্যে আমি কিছু একটা দেখেছি। গভীর একটা বেদনা। যেটা একজন মেয়েই খালি বুঝতে পারে।"

"আপনি কোথায়?"

"ডিভাইনে। আজকে শুভময় ডিনারটা ক্যান্সেল করে দেওয়ার পরও আমি আর আক্রম ঠিক করলাম, ডিনারটা বাইরেই করব। তাই ডিভাইনে এসেছিলাম। তারপর যা দেখলাম, তোমাকে এসএমএস করে ডেকে নেওয়াটা আমার কর্তব্য মনে হল।"

রঞ্জনা অধৈর্য হয়ে বলল, "আঃ! সরি... কিন্তু ঠিক কী হয়েছে?"

"রুম নম্বর ২০১। নিজেই গিয়ে দেখে নাও। মেয়েটার নাম পাপড়ি সামথিং। আক্রমের অফিসে কাজ করে। খুব বাজে মেয়ে। যখন একটা লাল শাড়ি পরে, সি ইজ রিয়েলি ডেঞ্জারাস। রেসকিউ ইয়োর হ্যাজবেন্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লিজ হারি আপ। তুমি না আসা পর্যন্ত আমরা ডিভাইনেই আছি। কোনও হেল্প দরকার হলে...”
ঝাঁকুনি দিয়ে অটোটা থেমে গেল। অটোওয়ালা বলল, “চল্লিশ টাকা।” ব্যাগ খুলে যা টাকা পেল, মুঠো করে অটোওয়ালার হাতে দিয়ে রঞ্জনা দ্রুত পায়ে রিসেপশনে চলে এল। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা মিষ্টি হেসে অভিবাদন করল, “গুড ইভিনিং ম্যাম।”
রঞ্জনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “২০১... আমার হ্যাজবেন্ড আছে।”
“রাইট ম্যাম।” মেয়েটা লিফ্‌ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, “সেকেন্ড ফ্লোর।”
‘টিং’ করে একটা আওয়াজ। লিফ্‌টটা সেকেন্ড ফ্লোরে এসে দাঁড়াল। মিহি একটা যান্ত্রিক শব্দে লিফ্‌টের দরজাটা খুলে গেল। সামনে লম্বা প্যাসেজ। দু'দিকে ঘরের দিকের নম্বরগুলো দেখিয়ে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে। ডান দিকের একেবারে শেষের ঘরটা ২০১। প্যাসেজটা নির্জন। দমবন্ধ একটা উত্তেজনা নিয়ে রঞ্জনা ২০১-এর সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা অল্প খোলা। বোঝা যাচ্ছে ভেতরে বেড ল্যাম্পের মতো কিছু একটা মৃদু আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকেই ডান দিকে বাথরুম। বাথরুমে জল পড়ার আওয়াজ। শাওয়ারের ঝর্নার মতো শব্দ। সেই সঙ্গে আরেকটা গুনগুন ফুরফুরে গলার আওয়াজ। এই আওয়াজটা রঞ্জনার ভীষণ চেনা। শুভময়ের। আরেকটু সামনে খাটের নিচের দিকের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। পলাশ রঙের একটা শাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে ভীষণ ফর্সা দু'টো পা।
বুক বেঁধে দু'পা এগিয়েই রঞ্জনা ভীষণ চমকে উঠল, “অমৃতা তুই!”
অমৃতার বুকের কাছে আঁচলটা এলোমেলো হয়ে আছে। ব্লাউজের ওপর দিকের বোতামগুলো খোলা। একটা বেঁকা হাসি হেসে অমৃতা বলল, “আয় রঞ্জা। আমি জানতাম এক দিন না এক দিন তুই ঠিকই সব জানতে পারবি।”
খাটের পায়ের দিকে একটা সোফা। রঞ্জনা ধপ করে সেখানে বসে পড়ল, কোনও রকমে বলল, “অমৃতা, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।”
‘চুকচুক’ করে মুখে একটা আওয়াজ করে অমৃতা বলল, “না বুঝতে পারার মতো কচি খুকি তো তুই নোস রঞ্জা।”
“কাল তোর সঙ্গে এত কথা বললাম, তুই আজ সকালে আমার বাড়িতে এলি...”
“গিয়েছিলাম তো। বিশ্বাস কর তোর কী অবস্থা হয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য আই ওয়াজ ডায়িং। আজকে দারুণ একটা দিন। সকালে প্রথমে তোর হাল দেখলাম, তারপর দ্য হোল ডে উই হ্যাভ এনজয়েড লাইক এনিথিং। তোর হাবি আমাকে আঁচড়ে কামড়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখ...”
অমৃতা নিজের শাড়িটা খুলতে আরম্ভ করতেই রঞ্জনা মুখটা ঘুরিয়ে নিল। বাথরুমের ভেতর এখনও শুভময় গান করে যাচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে চোখটা বন্ধ করে রঞ্জনা বিড়বিড় করে বলে উঠল, “জারিনা বলেছিল পাপড়ি...”
হো হো করে হেসে উঠল অমৃতা, “পাপড়ি! নিজেই নিজের নামটা দিয়েছি। খারাপ হয়েছে বল? শুভময়ের তো আমার নামটা দারুণ লাগে। ইনফ্যাক্ট, শুভময় আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলেই তো কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরে চলে এলাম। বোকা মেয়ে, তুই বুঝি ভাবতিস শুভময়ের আগের চাকরিটা ভাল লাগছিল না বলে ও এই চেঞ্জটা করল।”
বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করছিল। এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল রঞ্জনা, “তুই...তুই... কেন আমার সঙ্গে এমন করলি অমৃতা?”
চিৎকার করে উঠল অমৃতা, “কেন জানিস না? আমার জীবনটাও তো তুই শেষ করেছিস। বারবার তুই সুদীপ্তকে ফোন করতিস। ওকে তুই-ই বুঝিয়েছিলি আমাকে ডিভোর্স করে দিতে। তোর আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। তোকে মরতে হবে। ঠিক করে নে, কী ভাবে মরবি তুই। আমি তোকে মারব না তুই নিজে নিজেকে শেষ করবি?”
এক কোণায় একটা টেবিলের ওপর রাখা ফ্রুট বোল। কয়েকটা আপেল আর ন্যাসপাতির সঙ্গে একটা ছুরি। অমৃতা ছুরিটা উঠিয়ে নিয়ে এসে রঞ্জনার সামনে এসে ধরে ক্রুর হাসল, “সব ব্যাপারে ডিগনিটি তো তোর খুব পছন্দ। কাম অন, ধর এটা। নিজেকে শেষ করে দে। ডিগনিফায়েড একটা মৃত্যু। বেঁচে থেকে সত্যি আর কী কোনও লাভ আছে তোর? চোখের সামনে রোজ আমাকে আর শুভময়কে দেখতে দেখতে তিলে তিলে অপমানের মৃত্যুর চেয়ে এই ভাল, শেষ করে দে নিজেকে। ছুরিটা দিয়ে কব্জিটা চিরে দে, দেখতে পাবি তোর ভেতরেও কত পলাশের রঙ লুকিয়ে আছে।”
রঞ্জনার রগদু'টো শক্ত হচ্ছে। অমৃতা ঠিক বলছে। একটা হেরে যাওয়া অপমানের বেঁচে থাকার চেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা অনেক সম্মানের। মুখটা তুলে চাইল। সামনে আর অমৃতা নেই। শুধু দাউ দাউ আগুন। সেই আগুনের মধ্যে থেকে ছুরিটা বার করে এনে কব্জির ওপরে ঠেকাল। খুট করে একটা আওয়াজ। বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল শুভময়। মুখে একটা হাসি। মুক্তি দেওয়ার কৃতজ্ঞতার হাসি। দাঁতে দাঁত চিপল রঞ্জনা। অসম্ভব যন্ত্রণা হতে শুরু করল কব্জিটায়। চারিদিক ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসতে থাকল।

৮

দু'হাতে মাথার চুলগুলো খামচে ধরে বসেছিল শুভময়। অমৃতা এসে পিঠে হাত রাখল। শুভময় মুখটা তুলে বলল, “তুমি!”
উদ্বিগ্ন গলায় অমৃতা জিজ্ঞেস করল, “কেমন আছে এখন?”
“ডাক্তাররা এখনও আউট অফ ডেঞ্জার বলছেন না। প্রফিউজলি ব্লিড করেছে। এখনও আনকনসাস।”
“ব্লাড পেয়েছো?”
“আমার একজন বন্ধু আছেন। আক্রম খান। উনি ব্লাডের দিকটা দেখছেন।”
“আমি এক বার দেখে আসব?”
শুভময় একটা শূন্য দৃষ্টিতে অমৃতার দিকে চেয়ে বলল, “দেখে আসবে? যাও। আইসিসিইউ'র বেডে আছে। দরজার ছোট কাচটা দিয়ে বাইরে থেকে দেখতে পারো।”
অমৃতা চলে যেতে সুতপা এগিয়ে এসে শুভময়কে জিজ্ঞেস করল, “শুভময়দা, উনিই কী অমৃতাদি?”
শুভময় আবার সেই শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, “কেন?”
“ওই যে জন্য আমাকে পুলিশ ফোন করেছিল। আসলে রঞ্জানাদি সারাদিনে যাদের যাদের ফোন করেছে পুলিশ তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। হসপিটালের বাইরে পুলিশের জিপটা এখনও আছে। এখানেই কথা বলে নেওয়া ভাল। না হলে কাল সকালে আবার থানায় যেতে হবে।”
একটু পরেই অমৃতা ফিরে এল। মুখটা ভার। চোখটা ছলছলে। শুভময়ের সামনে শক্ত থাকার চেষ্টা করল। শুভময় জিজ্ঞেস করল, “দেখলে অমৃতা?”
অমৃতা ঠোঁটটা চিপে কোনও রকমে বলল, “এরকম দেখতে চাইনি। তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারনি শুভময়? অবশ্য আমি আবার কী বলছি! কাল রাত্রেও আমাকে ফোন করেছিল। আমি ভেবেছিলাম সত্যিই... ইস যদি একটু বুঝতে পারতাম... তখনই যদি ওর সঙ্গে কথা বলতাম। সেই এলাম। সকালে এলে হয়ত...”
সুতপা বলে উঠল, “আমিও একটুও বুঝতে পারিনি। আমি সন্ধেবেলায় ফোন করলাম। আমার ছেলের জন্মদিনে আসবে বলল। কত কথা হল। কেউই বুঝতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ বলছিল হোটেলের সিসি টিভি ফুটেজে নাকি দেখা গেছে রঞ্জনাদি দৌড়ে লিফ্টে করে উঠে গিয়েছে। সিকিউরিটি থেকে রিসেপশনিস্ট, কেউ খেয়াল করেনি। তারপর একটা ফাঁকা ঘরে...”

জারিনা সুতপাকে থামিয়ে দিল, “আমার মনে হয় থাক এখন এ সব কথা। রঞ্জনার তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট এখন। হোটেলে ইন্সিডেন্টটা ঘটেছে বলে ওরা পুলিশে খবর দিয়েছে। রুটিন এনকোয়ারি করছে।”

সুতপা বলল, “শুভময়দা আমি এগোব?”

শুভময় খানিকটা সম্বিত ফিরিয়ে এনে বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ... তোমার অনেক ট্রাবল গেল। বাড়িতে তোমার ছেলে আছে। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।”

হাসপাতালের ওয়েটিং হলটা একটা সময় ফাঁকা হয়ে এল। যে ক’জন রোগীর বাড়ির লোক রাত্রে থাকার জন্য ছিল, তারা ইতি-উতি শুয়ে পড়ল। শুধু একটা একচিলতে সোফার এক পাশে শুভময় অন্য পাশে অমৃতা।

“রঞ্জা যে স্কিৎজোফ্রেনিক, তোমার কখনও সন্দেহ হয়নি শুভময়?”

“না। কখনও বুঝতে পারিনি। এই প্রথম ধরা পড়ল। শরীরটা কয়েক দিন ধরে খারাপ বলছিল। কলকাতায় যেতে চাইছিল। কিন্তু একদম বুঝতে পারিনি এরকম একটা অ্যাটাক সেট ইন করতে যাচ্ছে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় কী যেন, স্কিৎজোফ্রেনিকদের আত্মহত্যার প্রবণতাটা খুব বেশি। এরা যে কখন কি অবাস্তব দেখে। কী কী ধারণা নিজের মতো তৈরি করে নেয়। এবারের মতো ভাল হয়ে উঠলেও আবার যে কখন কী হবে...”

“রঞ্জা আমাকে অনেক দিন পর যোগাযোগ করেছিল। হঠাৎই। তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। একটা পলাশ ফুলের রঙের শাড়ি পড়া মেয়ের সঙ্গে তোমাকেও প্রায়ই দেখতে পেত।”

“হ্যালুসিনেশন। ডাক্তারের কাছে যা স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে তোমাকেও রঞ্জু আজ আমাদের বাড়িতে সকালে দেখেছে। তারপর...” শুভময় চুপ করে গেল।

“আমি জানি। ডাক্তারের কাছে রঞ্জা যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছে সেটা পুলিশও জানে। রঞ্জার মোবাইলের কল লিস্ট দেখে বোধহয় তোমার পর আমাকেই ফোন করেছিল। গাড়িতে আসতে আসতে ভাবছিলাম জানো। বিয়ের পর পর কী সুন্দর একটা জীবন ছিল আমাদের। রঞ্জা, তুমি, সুদীপ্ত, আমি। জীবনের কাছে চাহিদাগুলো আমাদের খুব কম ছিল কিন্তু যেটুকু ছিল জীবন দু’হাত উপুড় করে সেটা আমাদের দিত। তোমার মনে আছে মন্দারমণি গিয়েছিলাম আমরা...”

ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরছে। আকাশ এক সময় ফিকে হতে শুরু করল। অমৃতা উঠে পড়ল। শুভময়ের হাত দু’টো ধরে বলল, “স্যরি। রঞ্জার কানে তোমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছি। তোমাকেও আজ সকালে ফোনে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছি। স্যরি। দেখো ওকে। ও শুধু তোমাকে পাগলের মতো ভালবাসে না, তোমার ওপর খুব ডিপেন্ড করে।”

“তুমি এত ভোরে যাবে কী করে?”

“কেন যে গাড়িটায় এসেছি। ড্রাইভারকে তো রেখেই দিয়েছি। তোমাকে শুধু একটা লাস্ট রিকোয়েস্ট। সায়ক্রিয়াটিস্টকে বলো আমাকে যেন সত্যি সত্যিই রঞ্জার মন থেকে একেবারে মুছে দেয়।”

বাইরে বেরিয়ে এসে অমৃতা গাড়িতে উঠল। শুভময় গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হাত নাড়ল। গাড়ির জানলা দিয়ে বাড়ানো একটা হাত নাড়তে নাড়তে ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল আর সেই সঙ্গে ভোরের আকাশটা ভরে উঠল পলাশ ফুলের রঙে।

অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল





দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



বাড়িই তো মানুষের রুচির পরিচয় বহন করে। হোম শুড বি সামথিং নাইস, কোজি অ্যান্ড বিউটিফুল হোয়্যার ইউ ক্যান রেস্ট।



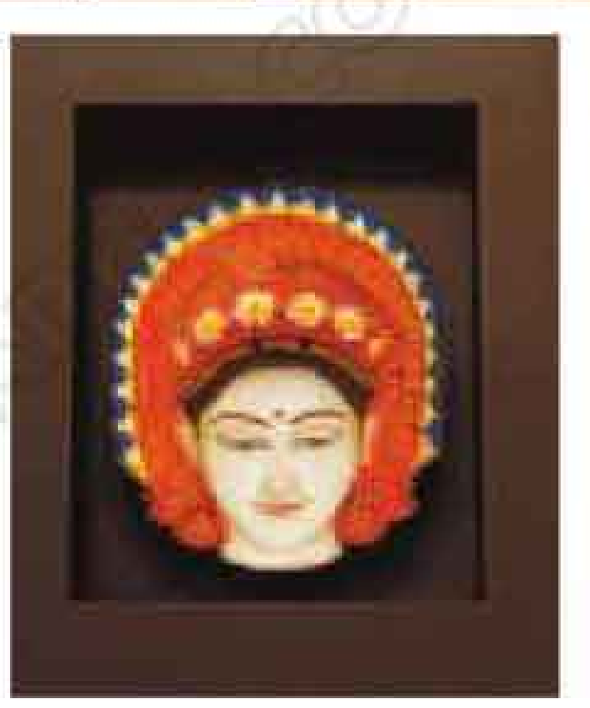
সারাদিন দুর্দান্ত ব্যস্ততা। কিন্তু তারই মাঝে ভালবাসেন সুন্দর করে বাঁচতে। ভাললাগার ছোঁয়ায় অন্দরসাজে আনেন উষ্ণতা। স্টেট ব্যাঙ্কের প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান অরুন্ধতী ভট্টাচার্যর মুম্বইয়ের বাড়িতে শর্মিলা বসুঠাকুর।



মুম্বইয়ের সম্ভ্রান্ত এলাকা মেরিন ড্রাইভ। তারই কাছে জে এল মেহতা রোড। রাস্তাটা বেশ পাহাড়ি পথের মতো। রাস্তার চড়াই উতরাই পেরিয়ে হাজির হলাম নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা আগেই। রোববারের সকাল। সারা সপ্তাহের হাজারো ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়েছেন, সেটাই অনেক। সিকিওরিটির পর্ব মিটিয়ে ঢালা বারান্দায় অপেক্ষা করতে করতে চোখে পড়ছিল পুরনো এই বাংলোর আর্কিটেকচার, উঁচু সিলিং, পলিশড কাঠের আসবাব যার কারুকাজেই মালুম হয় এদের সুপ্রাচীন অস্তিত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~









এই বাড়ির অন্যতম আকর্ষণ বাংলো লাগোয়া বিশাল বাগান। বাগানে ঝর্ণা, দোলনা সবই আছে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সকাল ১০টা চল্লিশ মিনিটে, মানে আমাদের নির্ধারিত সময়ে এক গাল হেসে সাদর আপ্যায়ন জানালেন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান। পদের ভারিক্কি তাঁর ব্যবহারে কোথাও ছায়াপাত করেনি।

প্রথমেই ঘুরে দেখালেন তাঁর প্রিয় বাগান। জানলাম এটি এই এলাকার বৃহত্তম বাগান। আশিটা গাছ আছে এই বাগানে। ''মেনটেন করা এক মস্ত ব্যাপার। লোক লাগে, অর্থ লাগে। পাতাবাহার, বোগেনভিলিয়া এইসব গাছ বেশি রাখার চেষ্টা করেছি। সাশ্রয় হয়'' জানালেন অরুন্ধতী। বাড়ির পিছনে একটা কিচেন গার্ডেনও আছে। অনেক টমেটো হয়ে আছে, নজরে পড়ল। গেট টুগেদার, পার্টির জন্য এই বাগান সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়। আর হঠাৎ বৃষ্টিতে বুফে লে করা হয় সামনের ঢালা বারান্দায়। বাইরেটা ঘুরে আমরা ভিতরে এসে বসলাম। দু'তলা এই বাংলোয় নীচে ওপর মিলিয়ে অনেক ঘর, অনেক বাথরুম, বারান্দা, সুশোভিত কর্নারস আর কিউরিওজ়। একতলা থেকে দু'তলায় উঠে যাওয়া ঘোরানো সিঁড়ির মাঝবরাবর টুকটুকে লাল কার্পেট পাতা রয়েছে। নীচের বিরাটাকার লিভিংরুমে গা ডোবানো সোফায় বসে চোখ গেল দেওয়ালে লাগানো নানা ধরনের পেন্টিংয়ে। ''হ্যাঁ, আমার পেন্টিংয়ের প্রতি একটা আলাদা ঝোঁক আছে। ওই যে চার্কোলে আঁকাটা দেখছেন, বেঙ্গালুরুর একটা এগজ়িবিশন থেকে কিনেছিলাম। ছবিটাতে একটা অদ্ভুত ফোর্স আছে, ভেরি পাওয়ারফুল'' বললেন অরুন্ধতী। গণেশের পেন্টিং দেখে তাজ্জব হতে হয়। ''ওটা কিন্তু পেন্টিং নয়। নানা রঙের কাঠের পাতলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেয়ার দিয়ে তৈরি এই মাইসোর আর্ট।'' ট্রাডিশনাল আর্ট প্রীতি আর নানা দেশ দেখার সুযোগ—এই দুয়ের সম্মিলনে এই বাড়ির অন্দরসাজ শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত। তবে কখনওই স্টোর হাউস মনে হয় না। এখানেই বাড়ি সাজানোর মুনশিয়ানা। নান্দনিক রুচির স্পর্শ সারা বাড়ি জুড়ে। একতলায় দু'টো লিভিং এরিয়া। একটা কার্টেন, কার্পেট শোভিত বনেদি বসার ঘর, আরেকটি ব্ল্যাক অ্যান্ড বেজ কম্বিনেশনে, তুলনায় ফর্মাল। সারিবদ্ধ কালো ত্রিকোণাকৃতি কুশনগুলো বেশ একটা ভিশুয়াল প্যাটার্ন তৈরি করেছে। কাজের কথার জন্যই বেশি ব্যবহৃত হয় এই দ্বিতীয় লিভিংরুম। খাবার ঘরটিও বেশ বড়। তেমনই বড় রান্নাঘর। আছে বিলিয়ার্ড রুম। একটা বন্ধ ঘর দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ''সাধারণত চেয়ারম্যানের বউ-এর দায়িত্বে থাকে লেডিজ় ক্লাব। এই ঘরটি সেই কাজেই এতদিন ব্যবহৃত হত। বর্তমানে আমার স্টোর হিসেবে কাজে লাগে।'' মনে প্রশ্ন ঘুরঘুর করছিল, তাহলে এখন লেডিজ় ক্লাবের দায়িত্ব কার থাকে?



নিজেই জানালেন, ''এখন সাধারণত এম ডি-র বউয়ের দায়িত্ব থাকে লেডিজ় ক্লাবের।'' নানা ধরনের ল্যাম্প, ঝাড়বাতি, টিক উডের আসবাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এদের বয়স অনেক। ১৯২৮ সালে তিন লাখ টাকায় বাড়িটি কিনেছিল স্টেট ব্যাঙ্ক। ''সেই থেকে বহু পুরনো, বনেদী, ঐতিহাসিক জিনিসপত্তর পার্ট অফ দ্য হাউস হিসেবে এই বাড়ির অন্দরসাজে জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া আছে আমার কালেকশন, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু সামগ্রী...।' ট্রাডিশনাল আর্টের প্রতি ভালবাসাই স্থান দিয়েছে সদর দরজার পাশে কথাকলির মুখোশ, পুরনো রাজপরিবারে যেমন ব্যবহৃত হত তেমন আয়না, কাচের নয়, সম্পূর্ণ মেটাল, কেরলের এক জায়গায় এখনও এই আয়না পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাবরজিনাল আর্ট, টার্কির হ্যান্ডপেন্টেড সেরামিক, আরও অনেক কিছু। ''আই লাইক আ লট অফ পোর্সেলিন। যখন নিউ ইয়র্কে পোস্টেড ছিলাম, ফ্লি মার্কেট থেকে অবিশ্বাস্য কম দামে সব জিনিস কিনতাম। শনিবার

গোরখপুরের এক পুকুরের মাটি আমাদের গঙ্গামাটির মতো। সেই মাটি দিয়ে বিশেষ ফায়ারিং পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে এইসব সুন্দর গণেশ মূর্তি।





দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



লাঞ্চের পর বাড়িতে সবাই যখন বিশ্রাম করত, আমি বেরিয়ে পড়তাম। এমনই এক শনিবারে, বরফ পড়ছিল, তেমন জমেনি ফ্লি মার্কেট, মাত্র দশ ডলার দিয়ে কিনেছিলাম দারুণ এক পেন্টিং।" কাচের আলমারিতে সারিবদ্ধ গণেশ, দেখতে ভারি সুন্দর। প্রত্যেকের হাতেই বাদ্যযন্ত্র। ''গোরখপুরের এক পুকুরের মাটি থেকে তৈরি এইসব গণেশ। খানিকটা আমাদের গঙ্গা মাটির মতো দেখতে এই মাটি। বিশেষ ধরনের ফায়ারিং পদ্ধতিতে দু'রকম রং ধরেছে গণেশ মূর্তিতে।''

এ বাড়ির অন্দরসাজে জড়িয়ে আছে নানা শহরের স্মৃতি, নানা সময়ের গল্প। নিছক আসবাব তখন আর আসবাব থাকে না। সময়,গল্প, ঘটনা ও স্মৃতির মালায় তারাও হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। ''আসলে একেকটা আসবাব বা আর্টিফ্যাক্ট যাই হোক না কেন, অন্দরসাজে যখন স্থান পায়, তখন তা আর ইন আইসোলেশন আমরা দেখি না। একটা প্রেক্ষিত তৈরি হয়ে যায়, একটা অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে।''

সিঁড়ি দিয়ে দো'তলায় উঠে তিনটে বড় বড় বেডরুম। ইনফর্মাল সিটিং এরিয়া। ঢালা বারান্দায় বিরাট খাঁচায় জায়গা করে নিয়েছে নানা ধরনের পাখি। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ি সাজাতে ভালবাসেন অরুন্ধতী। ভালবাসেন সুন্দর করে থাকতে। ''বাড়ি তো আসলে আরামের জায়গা, নিজের সঙ্গে নিজের থাকার জায়গা, সামথিং নাইস, কোজি অ্যান্ড বিউটিফুল হোয়্যার ইউ ক্যান রেস্ট।''







ছবি: অম্লান দত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ম্যাঙ্গো পারফে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয় আমটি...



ম্যাঙ্গো হুইপ

গাছ থেকে নাই বা পাড়তে পারলেন, তাই বলে কি নববর্ষের শেষ পাতে আম থাকবে না? পাত পেড়ে আম খাওয়ার জবর আয়োজন করে দিলেন রেণুকা সাহা। আম দিয়ে কুলফি, ফিরনি, পুডিং.....আরও কত কী! রকমারি ডেসার্টের রেসিপি সংকলনে অপরাজিতা পাণ্ডা।

গোলাপখাস, ফজলি, হিমসাগর, ল্যাংড়া...আলফানসো, বেগুনফুলি। আমের নাম বলতে গেলে, লিস্ট যেন আর শেষ হয় না। নামের যেমন বাহার, স্বাদেরও তেমন বাহার রয়েছে বই কী! আর এবারই তো আম খাওয়ার সময়। বৈশাখের শুরু। গরমও পড়তে শুরু করেছে। আম নিয়ে তাই বেশ তোড়জোড় লেগেই থাকে। আর গরম মানেই তো আম, জাম, তরমুজ...একঝুড়ি রসালো ফল হাজির। রসালো, মিষ্টি আম খেয়েও আরাম, খাইয়েও তৃপ্তি। এই সময়ে ফলের রাজা আম দিয়ে তাই একটুআধটু এক্সপেরিমেন্ট হবে না, তা কি হয়! তাই আম দিয়ে এবারে রান্নাবান্নার ফিচারে নানা ধরনের ডেসার্ট। আম দিয়ে সন্দেশ আর দই তো খেয়েছি আমরা। কিন্তু ফিরনি, কুলফি কিংবা টার্ট, পুডিং? কেতাবি থেকে ঘরোয়া সব রকমের রেসিপি হাজির। শুধু ট্রাই করার অপেক্ষা। বছরের প্রথম দিন মিষ্টিমুখ করুন ঠান্ডা আমের ডেসার্ট দিয়ে।

ম্যাঙ্গো পারফে

উপকরণ: পাকা আম ২টো, আইসিং শুগার ১২০ গ্রাম, ডিম ৩টে, লেবুর রস ২ চামচ, ক্রিম ১০০ গ্রাম, সাজাবার জন্য কোরানো চকোলেট প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: পাকা আম টুকরো করে নিন। তারপর আমের টুকরো মিক্সিতে ফেটিয়ে ছেঁকে নিন। ডিম ভেঙে সাদা অংশ ও কুসুম আলাদা করুন। সামান্য গরম জলে একটা বাটি বসিয়ে তাতে ডিমের কুসুম ও আইসিং শুগার বেশ করে ফেটান যতক্ষণ না মিশ্রণটা একটু ঘন ও গরম হয়। এবার নামিয়ে নিয়ে ফেটাতে থাকুন ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। তার সঙ্গে লেবুর রস দিন। প্রয়োজনে একটু বেশি চিনি দিতে পারেন। অন্য একটা পাত্রে ঠান্ডা করে ক্রিম ফেটিয়ে ওই আমের মিশ্রণে হালকা ভাবে মিশিয়ে দিন। এবার ছোট ছোট কাঁচের বাটি বা গ্লাসে ঢেলে ফ্রিজারে রাখুন। পরিবেশনের সময় বের করে চকোলেট কুচি ছড়িয়ে দিন।

ম্যাঙ্গো হুইপ

উপকরণ: পাকা আম ২টো, দই ১৫০ গ্রাম, লেবুর রস ২ চামচ, চিনিগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, নুন, লঙ্কাগুঁড়ো সামান্য, পুদিনাপাতা।

প্রণালী: আম খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরো করে কেটে মিক্সিতে পাল্প বানিয়ে নিন। এর সঙ্গে চিনি, লেবুর রস ও নুন লঙ্কা মেশান। এবার দই আলাদা করে ফেটান। সামান্য চিনি মেশাবেন। দই ও আমের মিশ্রণ একসঙ্গে মিশিয়ে ছোট কাঁচের বাটিতে ঢেলে ফ্রিজে ২-৩ ঘণ্টা দিন। পুদিনা ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

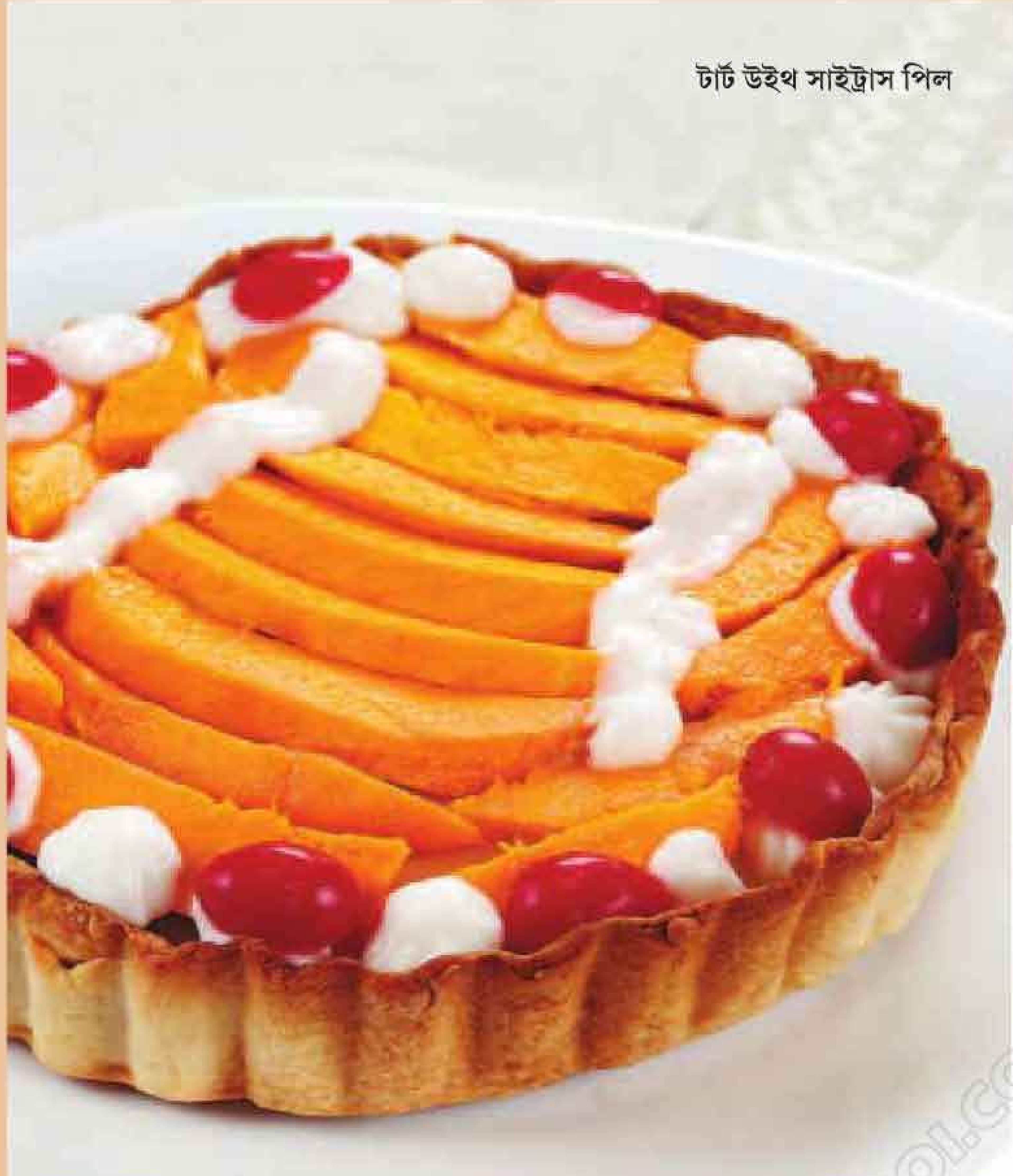
বেকড ম্যাঙ্গো পুডিং

উপকরণ: পাকা আমের রস ১ কাপ, টুকরো আম ১ কাপ, ডিম ৩টে, ছানা ১২৫ গ্রাম, ময়দা ১ টেবলচামচ, চিনিগুঁড়ো ১৫০

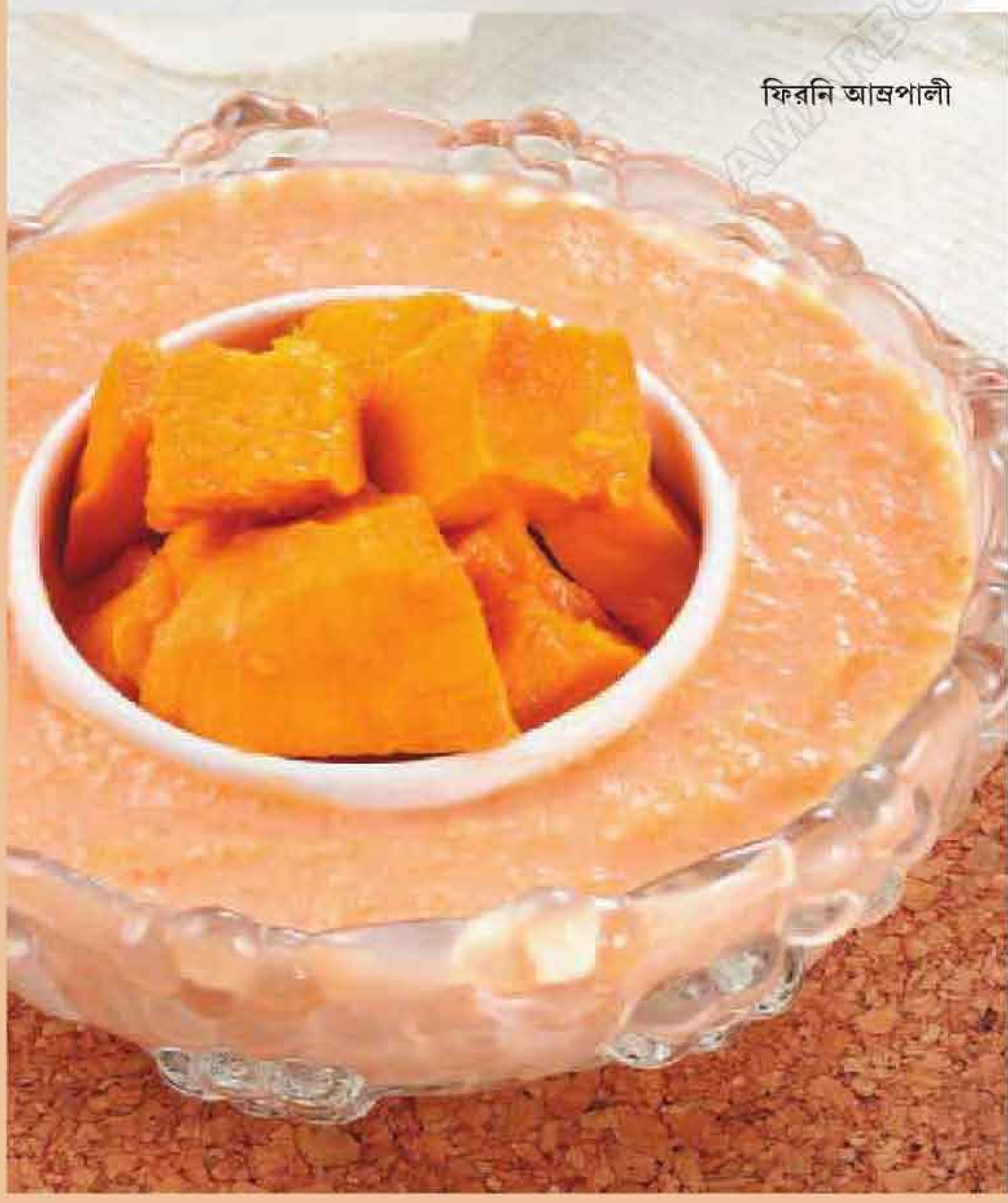
বেকড ম্যাঙ্গো পুডিং



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



টার্ট উইথ সাইট্রাস পিল



ফিরনি আম্রপালী

গ্রাম, বাদামকুচি, কিশমিশ অল্প , মাখন ১ টেবলচামচ, ঘি সামান্য, বেকিং পাউডার ১ চিমটে ময়দার সঙ্গে মেশানো, ম্যাঙ্গো বা ভ্যানিলা এসেন্স।
প্রণালী: ছানা মিক্সিতে বা হাতে করে পিষে নিন। ডিমগুলো ফেটিয়ে নিন। প্রথমে ছানা ময়দা ও চিনি একত্রে বেশ মিহি করে মেখে নিয়ে ধীরে ধীরে ডিমের গোলা মেশান। ক্রমশ মিশে গেলে একটু একটু করে আমের রস ও বাদাম, কিশমিশ ও এসেন্স মেশান। আভেনপ্রুফ পাত্রে ঘি মাখিয়ে ওই মিশ্রণ ঢেলে ১৭০-১৮০° গরমে ২০-৩০ মিনিট বেক করুন। সোনালি হলে নামিয়ে নিন।

ফিরনি আম্রপালী

উপকরণ: দুধ ১ লিটার, চিনি ১৫০ গ্রাম, গোবিন্দভোগ চাল ৮০গ্রাম, এলাচগুঁড়ো সামান্য, আমের রস ১/২ কাপ, আমের টুকরো ১ ১/২ কাপ, জায়ফলগুঁড়ো ১ চিমটে, ঘি ১ চামচ।
প্রণালী: চাল জলে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নিন। একটু মোটা ভাবে গুঁড়ো করুন। কড়াইতে দুধ জ্বাল বসান। ফুটে উঠলে চিনি দিন। অনবরত নাড়বেন যেন তলায় লেগে না যায়। এবার উপর থেকে চালের গুঁড়ো দিন। মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। এলাচগুঁড়ো, জায়ফলগুঁড়ো ও আম সঙ্গে দিয়ে হালকা নেড়ে নামিয়ে কাঁচের বাটিতে ঢেলে ঠান্ডা হতে দিন।

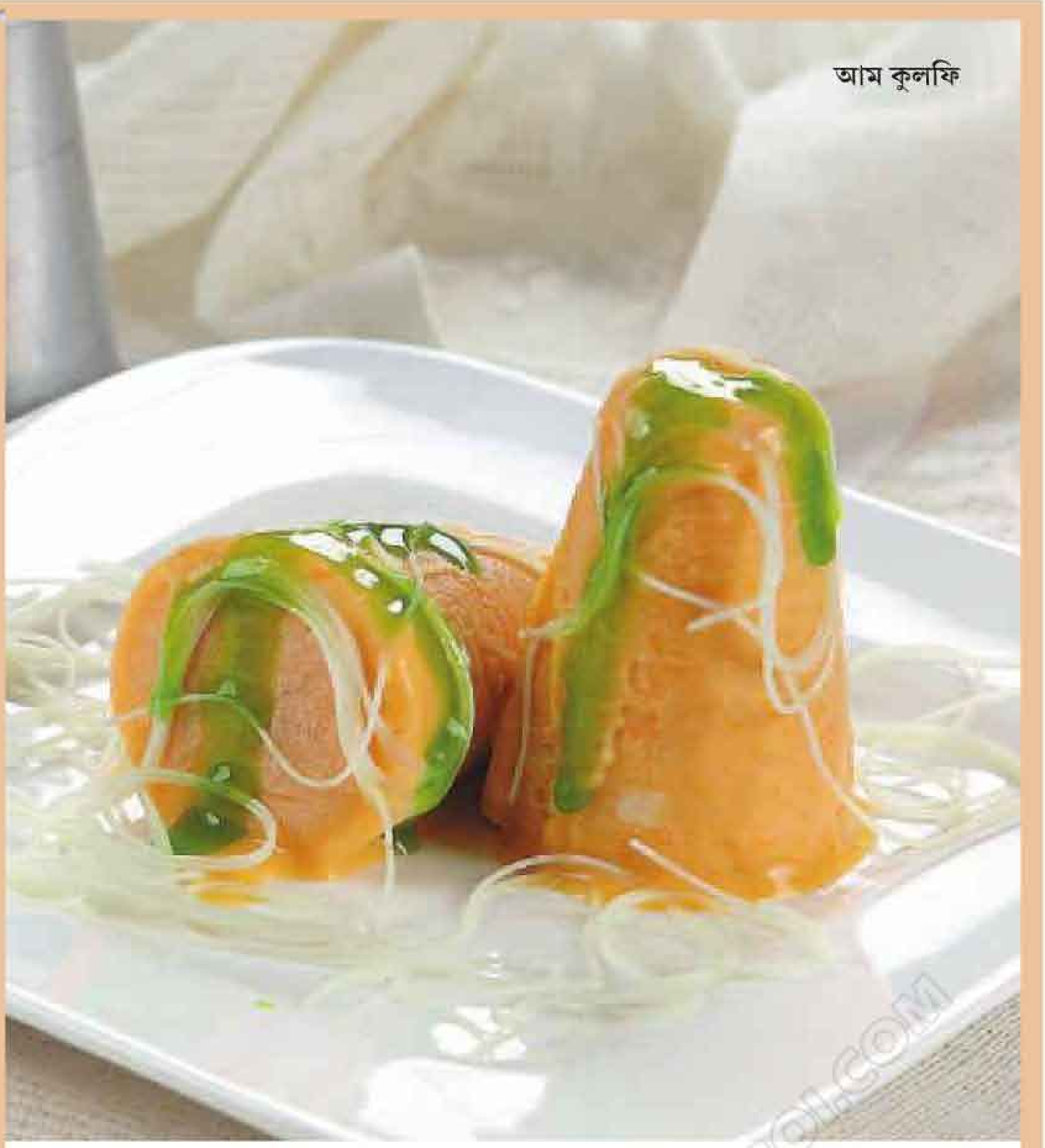
টার্ট উইথ সাইট্রাস পিল

উপকরণ: আমের টুকরো ১ কাপ, টার্ট কেস বানাবার জন্য—ময়দা ১০০ গ্রাম, মার্জারিন ৬০ গ্রাম, আইসিং শুগার ৩ চামচ, ঠান্ডা জল ২-৩ চামচ, ভ্যানিলা কয়েক ফোঁটা। কাস্টার্ড বানাতে—দুধ ২ কাপ, চিনি ১ কাপ, কাস্টার্ড পাউডার ২ টেবলচামচ, ভ্যানিলা ১/২ চামচ, অরেঞ্জ পিল ২ চামচ (কুচানো), ক্রিম ১০০ গ্রাম।
প্রণালী: টার্ট তৈরির জন্য ময়দা, মার্জারিন, চিনি ও জল দিয়ে মেখে ১০ মিনিট ফ্রিজে রাখুন। তারপর ফ্রিজ থেকে বের করে পাতলা করে বেলে নিয়ে যে কোনও আকারের টার্ট কেসে বসিয়ে তলায় ফুটো ফুটো করে দিন। গরম আভেনে মিনিট দশেক বেক করে কেস থেকে বের করে রাখুন। কাস্টার্ড তৈরির জন্য দুধ ফুটিয়ে নিন। ঘন হলে চিনি মেশান। কাস্টার্ড পাউডার জলে গুলে নিন। মাখামাখা হলে দুধের মধ্যে মেশান। নেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। এর মধ্যে ভ্যানিলা, ক্রিম মেশান। এইভাবে ক্রিম তৈরি করে তার মধ্যে অরেঞ্জ পিল কুচি মিশিয়ে রাখুন। অল্প ঠান্ডা হয়ে এলে টার্ট কেসে ক্রিম ভরে আমের টুকরো সাজিয়ে ফ্রিজে ঠান্ডা করে সার্ভ করুন।

আম কুলফি

উপকরণ: দুধ ১ লিটার, চিনি ১/২ কাপ, পাকা আমের রস ১ কাপ, ময়দা ২ চা-চামচ, খোয়াক্ষীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



আম কুলফি

১ টেবলচামচ, আমন্ড বাদাম কয়েকটা কুচানো, জাফরান সামান্য।
প্রণালী: সসপ্যানে দুধ ফুটতে দিন। প্রায় অর্ধেক মতো হয়ে এলে চিনি দিন। অনবরত নাড়তে থাকুন। ময়দাটুকু একটু ঠান্ডা জলে গুলে দুধ ফোটাবার সময় মিশিয়ে দিন। নামিয়ে ঠান্ডা হলে ওই মিশ্রণে আমের রস, খোয়াক্ষীর, বাদামকুচি ভাল করে মেশান। জাফরান ছড়ান। এবার ঠান্ডা করে কুলফি ছাঁচে ভরে ফ্রিজারে দিন। ফালুদা, খুস সিরাপ দিয়ে সার্ভ করুন।

ম্যাঙ্গো সারপ্রাইজ়

উপকরণ: পাকা আম ২টো,স্পাঞ্জ কেক ৩০০-৪০০ গ্রাম, হুইপড ক্রিম ১ কাপ (সুইট), কিউয়ি, আঙুর, চেরি ফল পরিমাণমতো, ডিমের কুসুম ১টা, সাজানোর জন্য ম্যাঙ্গো ওয়েফার এবং চকোলেট কার্লস। ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড ক্রিমের জন্য: দুধ ২৫০-৩০০ মিলি, ভ্যানিলা $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, চিনি ৩ টেবলচামচ, ভ্যানিলা কাস্টার্ড পাউডার ২ টেবলচামচ, আমের রস $^{১}/_{২}$ কাপ।



প্রণালী: ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড ক্রিম তৈরির জন্য প্যানে দুধ দিন। দুধ ফুটলে কাস্টার্ড পাউডার ঠান্ডা জলে গুলে দুধের মধ্যে ঢেলে দিন। নাড়তে থাকুন। এরপর চিনি ও ডিমের কুসুম একসঙ্গে ফেটিয়ে নিয়ে দুধের মধ্যে ঢেলে দিন। অনবরত নাড়তে থাকুন। পুরো মিশ্রণটি ফুটে ঘন হলে নামিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। অল্প ঠান্ডা হলে এর মধ্যে আমের রস মেশান। তৈরি ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড ক্রিম। এবার আম ও অন্যান্য ফল টুকরো করে নিন। স্পাঞ্জ কেক স্লাইস করুন। প্রথমে একটি প্লেটে কয়েক টুকরো ফল ও স্পাঞ্জ কেক সাজিয়ে দিন। এর পরতে পরতে কাস্টার্ড ক্রিম ছড়িয়ে দিন। সাজানো হলে ফেটানো ক্রিম ও চকোলেট কাল ছড়িয়ে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা সার্ভ করুন।
যোগাযোগ: ২৩৩৪ ৮২৫৩

ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়

সুখাদ্যের শেষ কথা



যে কোনও অনুষ্ঠানে সব ধরনের খাবার পরিবেশিত হয়। প্রতি প্লেট ৪০০--৭০০ টাকা। ফিউশন ফুড থেকে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ কন্টিনেন্টাল কুইজ়িন সার্ভ করা হয়। কলকাতার বাইরেও এদের সার্ভিস আছে। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করেন। যতজন অতিথি তত ক্রকারি, কার্টলারি স্টেরিলাইজ় করে আলাদা ক্লথ এনভেলাপে ভরে পরিবেশন করা হয়। এদের অভিনব ইন্টারঅ্যাক্টিভ ফুড স্টল এবং স্যালাড বার সকল পার্টিতেই প্রশংশিত হচ্ছে। রঙ্গন ও সুমন, আই এইচ এম, তারাতলা এবং জার্মানি থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
এদের অতি জনপ্রিয় একটি মেনু হল ঃ
ওয়েলকাম ড্রিংকস ... গভর্নরস পাঞ্চ, কফি
স্যুপ ... চিকেন লেমন করিয়েন্ডার
স্টারটারস ... মাটন সাম্মি কাবাব, স্টাফড জালেপানো
মেন কোর্স ... অ্যাসর্টেড ইন্ডিয়ান ব্রেড, ডাল মাখনি, তাওয়া তাওয়ানচি, চিকেন তন্দুরি, অ্যাসর্টেড স্যালাড (৮-১০ রকমের স্যালাড বারে), ফ্রুট বাস্কেট, মোতি পোলাও, ফিস বেগম বাহার, মাটন হুসেইনি কারি, মিক্সড রায়তা, পাইনঅ্যাপল চাটনি, পাঁপড়
ডেসার্ট ... বাসকিন রবিনস্ আইসক্রিম (৬ রকমের ফ্লেভারে পার্লারে) পাটিসাপ্টার সঙ্গে ব্র্যান্ডি সস
দাম ৫৮৫ টাকা (ডেসার্ট সহ), ৫০০ টাকা (ডেসার্ট ছাড়া)

CONTINENTAL CATERING SERVICES®

কন্টিনেন্টাল কেটারিং সার্ভিসেস

৩৯, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯
ফোন ঃ ২৪৪০-৮০০৬/১৫৫৬, ২৪৬০-০৫০৪
রঙ্গন নিয়োগী ঃ ৯৮৩০১৮৩৩৫৩
সুমন নিয়োগী ঃ ৯৭৩৩১১৭৪২৩

ওয়েবসাইট
www.continentalcatering.co.in

follow us in facebook

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



বসার জায়গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



“মাই হাউজ় শুড রিফ্লেক্ট মি। আই অলওয়েজ় ওয়ান্টেড আ প্লেস দ্যাট আই ক্যান আইডেন্টিফাই উইথ।”



পোর্শন কন্ট্রোল নিয়ে তাঁর কাজকারবার। সেই পরিমিতি বোধ বাড়ির অন্দরমহলেও। নিজে যেমন সুস্থ, সুন্দর থাকতে ভালবাসেন, বাড়িও তেমন গোছানো, পরিপাটি। বিশিষ্ট ডায়েটিশিয়ান সুমন আগরওয়ালের অন্দরমহল।



শহর মুম্বই। এখানে সবাই ছুটছে। কিন্তু এই ছোটার মাঝে চাই বিশ্রামের অবকাশ। সারাদিনের ধকলের পর চাই এমন এক জায়গা যেখানে সমস্ত ক্লান্তি উধাও হয়ে যায়। আর সেই আরামের ঠিকানাকেই তো বলে বাড়ি। ঠিক এই ভাবনা থেকেই নিজের অন্দরমহল সাজিয়েছেন সুমন আগরওয়াল। মুম্বইয়ের প্রভাদেবী অঞ্চলে বিশাল কমপ্লেক্সের ৩৭ তলায় ফ্ল্যাট, দেখতে স্প্লিট লেভেলের মতো। ক্যাপসুল লিফ্ট দিয়ে উপরে ওঠার সময় চারপাশটা দেখা যায়। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রশস্ত ডাইনিং-ড্রয়িং রুম। প্রায় ৪০০০ স্কোয়্যার ফিটের কাছাকাছি ফ্ল্যাটের আয়তন, তাই সাজাতে কোনওরকম কার্পণ্য করেননি। সিলিংও বেশ উঁচু। সাধারণত ফ্ল্যাট বাড়িতে এত উঁচু সিলিং দেখা যায় না। ‘‘আই ওয়ান্টেড মাই হাউজ় টু ল্যুক বিগ অ্যান্ড স্পেশাস।’’ জানালেন সুমন। ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনার দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নিজের রুচির ছাপ সর্বত্র। বেছে বেছে নিয়ে এসেছেন আসবাব, আপহোলস্ট্রি, ডেকর আইটেম। আসলে বাড়ি মানে ওঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

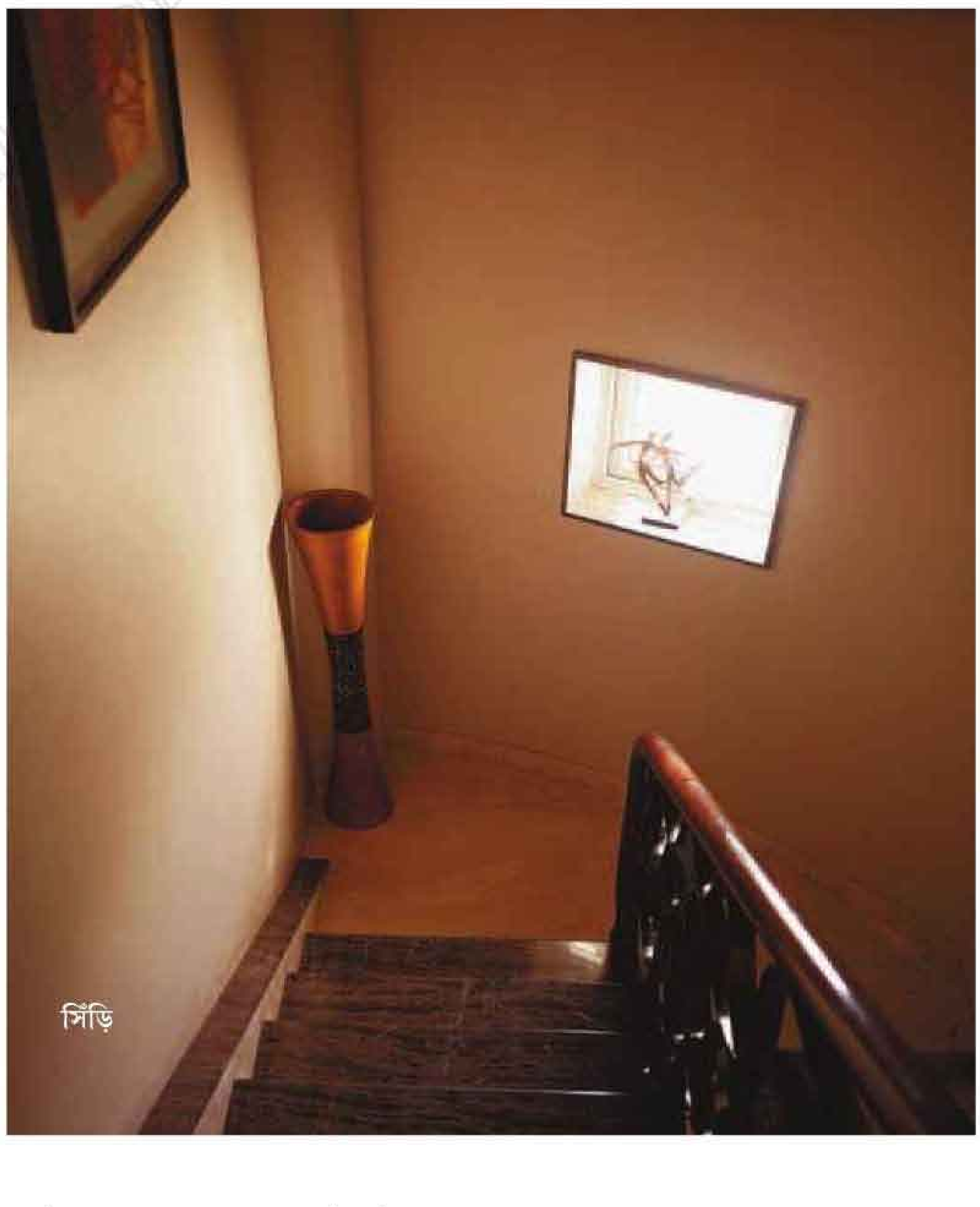


বেডরুম



শুধুই থাকার জায়গা নয়, আরামের বাসস্থান। ''মাই হাউজ় শুড রিফ্লেক্ট মি। আই অলওয়েজ় ওয়ান্টেড আ প্লেস দ্যাট আই ক্যান আইডেন্টিফাই উইথ।'' তাই একসঙ্গে এই বাড়ির অন্দরমহল গ্ল্যামারাস আবার সহজ-সরল। অন্তরমহলের যথাযথ এক্সটেনশন।

ড্রয়িং-ডাইনিং এরিয়া বেশ সুন্দর করে সাজানো। একগাদা আসবাব নেই। কাঠের ডাইনিং টেবলের সঙ্গে লেদার ফিনিশ চেয়ার। দেওয়ালে বেশ কিছু পেন্টিংও আছে। সুজাতা বাজাজ, সুনীল গাওরির ছবি সারা অন্দরমহল জুড়ে। মেয়ে প্রিয়ঙ্কার হাতে আঁকা ছবিও আছে। সিটিং এরিয়ায় সবই আধুনিক আসবাব। ছোট ছোট স্যুভেনিরও সাজানো আছে। দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন ফুলদানি, মূর্তি আরও কত কী! পেন্টিং আছে বেশ কয়েকটা। বসার জায়গার সঙ্গেই লাগোয়া বিশাল ছাদ। ডাইনিং এরিয়া থেকেও যাওয়া যায়। ছাদে এসে দাঁড়ালেই নিমেষে মন ভাল হয়ে যায়। যেদিকেই তাকান সামনে অকূল জলরাশি, নীল সমুদ্রের হাতছানি। সুন্দর বসার ব্যবস্থাও আছে। সারাদিনের পর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে ক্লান্ত শরীর যে একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে নিশ্চিত হয়ে বলা যায়। ড্রয়িং-ডাইনিং এরিয়া থেকেই একদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের তলায়, আর একদিকে উপরে উঠেছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের মুখেই আছেই একটা পার্টিশন। কাঠের পার্টিশনের ঠিক পিছনেই বাথরুম আর সামনে বুদ্ধমূর্তি। একেবারে অন্য রঙের, অভিনব টেক্সচারের এই মূর্তি খোদ সুমন নিয়ে এসেছিলেন



সিঁড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

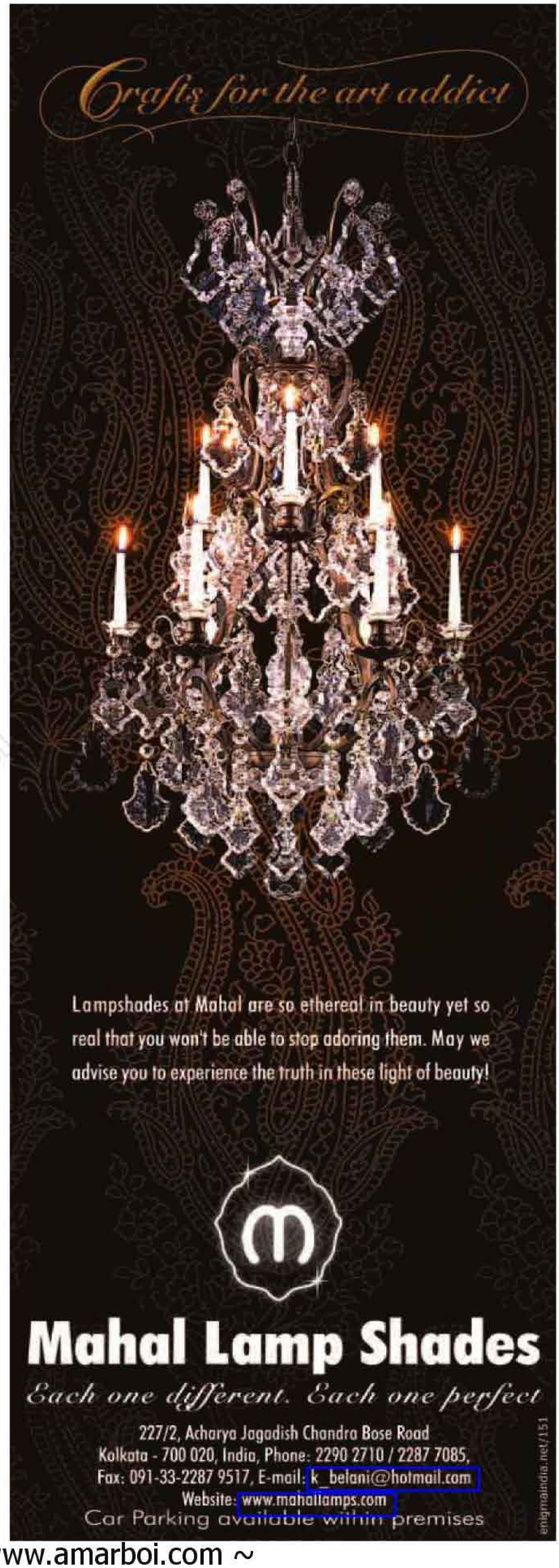


টেরেস

আহমেদাবাদ থেকে। আর তাই এটি ভীষণ প্রিয় বাড়ির মালকিনের। দেখতেও ভারি ইন্টারেস্টিং লাগে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একটা ছোট্ট ঘর। এটাকে কেজো ঘর বলতেই পছন্দ করেন সুমন। নিজের যাবতীয় কাজ এখানে বসেই সারেন। একটা বইয়ের তাকও আছে। নানারকমের বই রাখা আছে। দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত পড়াশোনার রেওয়াজ আছে এ বাড়িতে। কাজের ঘর পেরিয়ে তিনটে বেডরুম। প্রায় সব বেডরুম থেকেই নীল সমুদ্র দৃশ্যমান। মাস্টার বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া ছোট বারান্দা। বেশ কিছু গাছপালাও আছে। বেডরুমের আসবাব খুব স্লিক। ওয়াল টু ওয়াল কাঠের ক্যাবিনেট, স্লিম খাট, সাইড টেবল, বাড়তি কোনও আসবাব রেখে ঘর বোঝাই করেননি। ফ্লোর স্পেস খালি থাকায়, ঘর বেশ বড়, খোলামেলা লাগে। দেওয়াল জোড়া কাচের জানলার নীচে বসার ব্যবস্থা করা আছে। বেডরুমের কালার কম্বিনেশন খুব ভাইব্র্যান্ট। জলপাই ওয়ালপেপারের সঙ্গে মানিয়ে আপহোলস্ট্রি। টারকয়াজ় বেডকভারের উপর সাদা, নীল কুশনের জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। সারা বাড়ি জুড়েই একটা পজ়িটিভ ভাইব আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বিশাল ছাদ। খোলামেলা, আয়তকার। কাচের রেলিং ঘেরা ছাদে অভিনব বসার ব্যবস্থা। জার্মানি থেকে আনা হয়েছে এল শেপড সোফাটা। সেন্টার টেবলের আকারও অন্যরকম। আর সামনেই যতদূর চোখ যায় শুধুই সমুদ্র। রাতের বেলায় আলোর মালায় সমুদ্রতট সেজে উঠলে ভারি মায়াবি লাগে। এই মায়াবি আবেশ সুমনের অন্দরমহল জুড়েও। ''মাই হাউজ় ইজ় ট্রুলি ম্যাজিকাল ফর মি।''

ছবি: অম্লান দত্ত

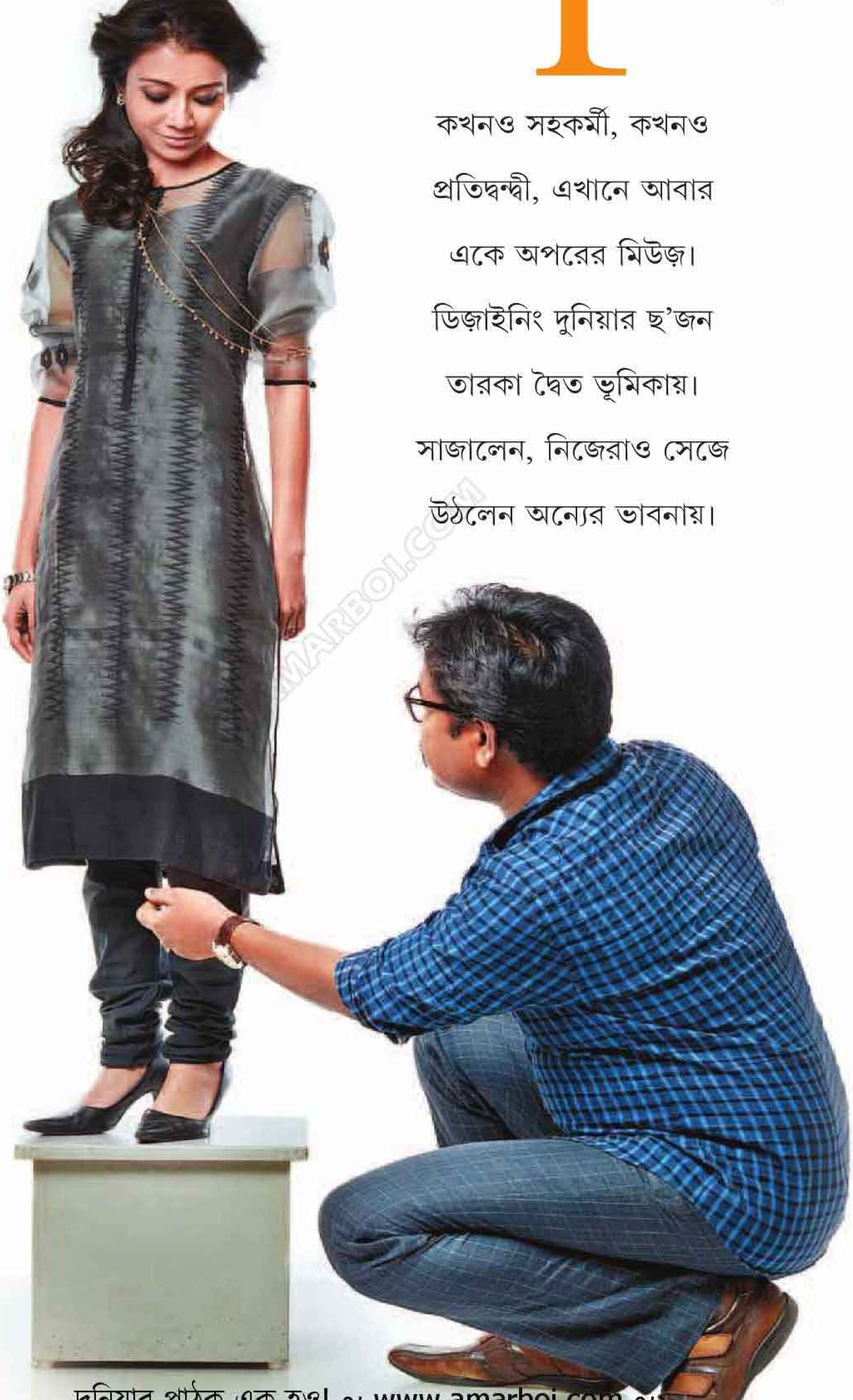




দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Fashion fraternity

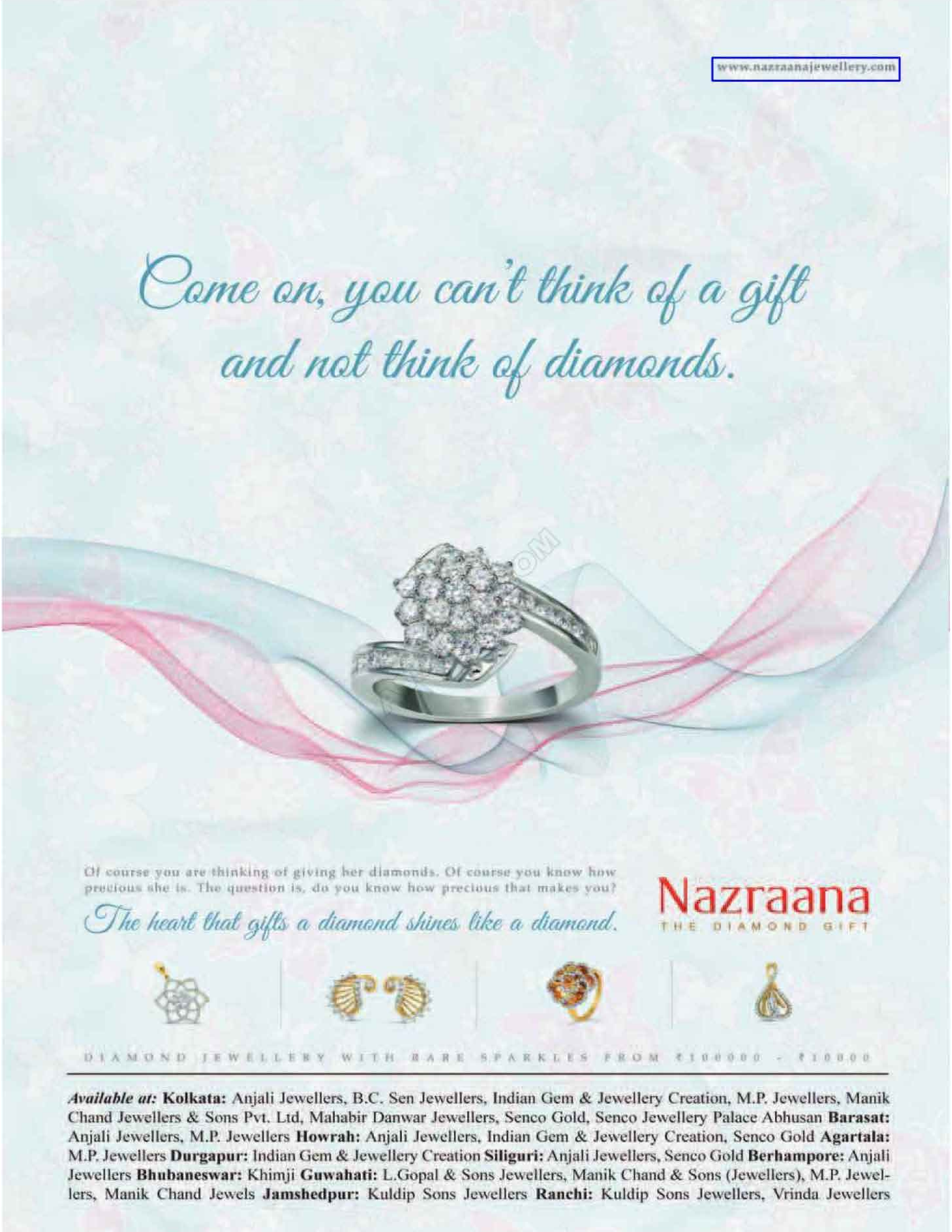
কখনও সহকর্মী, কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী, এখানে আবার একে অপরের মিউজ়। ডিজ়াইনিং দুনিয়ার ছ'জন তারকা দ্বৈত ভূমিকায়। সাজালেন, নিজেরাও সেজে উঠলেন অন্যের ভাবনায়।



"পারমিতার জন্য সিল্কের কুর্তার উপর জামদানি কাজ। আধুনিক ও ট্র্যাডিশনাল টেকনিকের সমন্বয়।"

সৌমিত্র মণ্ডল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



"সৌমিত্রর জন্য খাদি সবুজ টাই-ডাই কুর্তা বেছেছি। সঙ্গে খাদির চেকড প্রিন্টেড চুড়িদার আর প্যাচওয়র্ক করা ন্যাচরাল ডায়েড আজরাক স্টোল। আর আছে পুলা গ্রাস চপ্পল, কুলু থেকে আনা। আমার মনে হয় না সৌমিত্রকে কেউ কখনও এরকম ভাবে দেখেছে। ইটস আ এক্সটেনশন অফ হিজ পার্সোনালিটি।"

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



"র সিল্ক ফ্যাব্রিক আমার খুব প্রিয়। মনে হয়েছিল অভিষেককে দারুণ মানাবে। তাই জহর কোট বানিয়েছি। লাল রঙের জ্যাকেটে ব্ল্যাক পাইপিং বর্ডার। আমি নিজেও একই স্টাইলের জহর কোট পরেছি।"

অগ্নিমিত্রা পল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



"অগ্নি ভীষণ পজ়িটিভ আর ভাইব্র্যান্ট। তাই ওর জন্যে সর্ষে হলুদ ফিশ নেটের ড্রেস বেছেছি, যাতে ওকে আরও ব্রাইট দেখতে লাগে। নীচের অংশের ফুলগুলো একদম ওর ব্যক্তিত্বের মতোই ঝলমলে।"

ছুটি অধিকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



"ছুটির মধ্যে একটা ককিনেস, গথিক অ্যাপিল আছে। তাই জন্যে পার্পল জর্জেট শাড়ি। ট্যাংগ্রাম প্রিন্ট করা শাড়িতে ইউনিক লেদার আঁচল। ছোট চুল, স্মোকি আইজ়, সব মিলিয়ে শি লুকস মাচ মোর গ্রাঞ্জি।"

অভিষেক দত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



"রিমিকে বরাবর ড্রেস কিংবা গাউনে দেখেছি। তাই একেবারে ডে আউটফিট দিয়েছি। ওয়র্কশপেও পরতে পারে। কটনের শার্ট আর ট্রাউজ়ার্সের সঙ্গে কুইল্টেড কিমোনো স্লিভড টপে ওকে দারুণ মানিয়েছে।"

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“পারমিতাকে সব সময় সিম্পল লুকেই দেখেছি। তাই ওর পোশাক ডিজ়াইন করার সময় ভেবেই নিয়েছিলাম যে আল্ট্রা গ্ল্যামারস লুক দেব। স্যাটিনের অফ শোল্ডার গাউনে বাংলা টাইপোগ্রাফি। বাউন্সি হেয়ার, স্মোকি আইজ়ে শি ইজ় লুকিং হট।”

রিমি নায়েক



মেক-আপ: নবীন দাস
ফোন:৯৮৩১২৩৩৬১৮
ছবি: স্বরূপ দত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



নববর্ষ রান্নাবান্না ৩

‘অথেনটিসিটি আমার রান্নার মূল মন্ত্র’

নিউ আলিপুরের ছেলে। স্কুল লা মার্টিনিয়র। তারপর আই এইচ এম, তারাতলা। দিল্লিতে দ্য ওবেরয় গ্রুপের এগজ়িকিউটিভ শেফ সৌম্য গোস্বামীর মুখোমুখি শর্মিলা বসুঠাকুর।

এই পেশায় আসা কি ভাবনা চিন্তা করেই?

আসলে আমি এমন এক পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে খাওয়া দাওয়া নিয়ে নানা চর্চা হত। নানা দেশের খাবারের সঙ্গে ছেলেবেলায় বাড়িতেই আমার পরিচয় ঘটেছিল। আমার বাবা খুব ওয়েল ট্র্যাভেলড মানুষ ছিলেন, মা-ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকতেন। ফলে নানা ধরনের স্ট্যু, গ্রিলড চিকেন, ম্যাশড পোটেটো আমাদের বাড়িতে হরহামেশাই হত। ঠাকুমা নিজে হাতে সন্দেশ বানাতেন। এইসবের একটা প্রভাব তো আছেই।

পড়াশোনা কোথা থেকে?

স্কুল লা মার্টিনিয়র। তারপর তারাতলায় ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। ফার্স্ট ইয়ারেই প্রফেসররা আমার রান্নার হাতের প্রশংসা করতেন। ইন্টার্নশিপ করি তাজ বেঙ্গলে। তারপর ওবেরয় স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে পাশ করি। তারপর হায়দরাবাদে ওবেরয়তে কাজ করি। এই সময় দারুণ কিছু মানুষের সংস্পর্শে আসি যাঁরা শিক্ষার আলোকে হয়তো ততটা আলোকিত নন, কিন্তু তাঁদের হাতের রান্নায় জাদু ছিল। কাজের ফাঁকে এঁদের আমি ইংরেজি পড়াতাম। অনেক রেসিপি শিখেছিলাম এঁদের কাছ থেকে। জয়পুরের ‘রাজবিলাস’ বুটিক রিসর্টে আমাকে নিয়ে গেলেন মি. ওবেরয় স্বয়ং। ভাল উপকরণের জন্য হার্ব গার্ডেন তৈরি করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~





চকোলেট কেক উইথ হেজেলনাট আইসক্রিম

ভাল রান্নার জন্য ভাল উপকরণ...

অ্যাবসোলিউটলি জরুরি। কাজ করতে করতে কত কিছু যে শিখেছি! রণথম্বরে ওবেরয়তে যখন ছিলাম, সামান্য গাজর, লেটুস কিছুই ভাল পাওয়া যেত না। বীজ সংগ্রহ করে স্থানীয় চাষিদের দিতাম, ভাল সবজির আশায়। পাঁচরকম হার্বস, চাররকম টোম্যাটো, দশ রকম লেটুস, জুকিনি, ব্রকলি আরও অনেক কিছু চাষ করেছিলাম। লোকাল জিনিস নিয়ে কাজ করার আনন্দও আলাদা।

রান্নার পাশাপাশি আপনার বাগান করাতেও ইন্টারেস্ট আছে মনে হচ্ছে।

ঠিক ধরেছেন। এই ভালবাসাটা মনে হয় পেয়েছি আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুমার কাছ থেকে। কলকাতায় আমাদের নিউ আলিপুরের বাড়িতেও এঁরা বাগান করতেন।

> ইতালিয় পাস্তা করতে হলে, ইতালি থেকেই টোম্যাটো আনাবো, ইণ্ডিয়ান টোম্যাটো ব্যবহার করব না। ভাল রান্নার জন্য ভাল উপকরণ একান্ত জরুরি।

পেয়ারা হত, কলা হত, অমনই বাগানের নেশা। আমার বাবাকে কাজের সূত্রে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে হত, অনেকসময় আমিও যেতাম বাবার সঙ্গে। সেই থেকেই চাষবাসের প্রতি আগ্রহ, চাষিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অজান্তেই গড়ে উঠেছে। একজন মানুষের বেড়ে ওঠার পরিবেশটা আমার মনে হয় খুব ইমপর্টেন্ট।

আপনার যেসব রান্নার ছবি তুললাম, তারা তো দেখতেও অসাধারণ। রান্নার ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে আপনি গুরুত্ব দেন?

অথেনটিসিটি। যে দেশের রান্নাই করি না কেন, ইট হ্যাজ় টু বি অথেন্টিক। ইতালিয় পাস্তা করতে হলে, ইতালি থেকেই টোম্যাটো আনাবো, ইণ্ডিয়ান টোম্যাটো ব্যবহার করব না।

ইতালির টোম্যাটোর সঙ্গে ভারতীয় টোম্যাটোর পার্থক্য কোথায়?

এখানকার টোম্যাটো খুব অ্যাসিডিক, টক। বিশেষত শীতকালে। আর বীজগুলো বড়বড়। ইতালির টোম্যাটো অলমোস্ট সিডলেস, মিষ্টি আর টুকটুকে লাল। মালাবার প্রন রাঁধতে হলে মালাবারের চিলি চাইব আর কোচিনের প্রন।

তার মানে উপকরণ যথাযথ হওয়া চাই।

তা না হলে ঠিক স্বাদ আসবেই না। আর এ ব্যাপারে আমি কোনও ধরনের কমপ্রোমাইজ় করতে নারাজ। একটা কথা বলি, বাঙালিদের নলেজ অ্যাবাউট ফুড কিন্তু দুর্দান্ত। খুব ডেভেলপড। সত্যিই অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো।



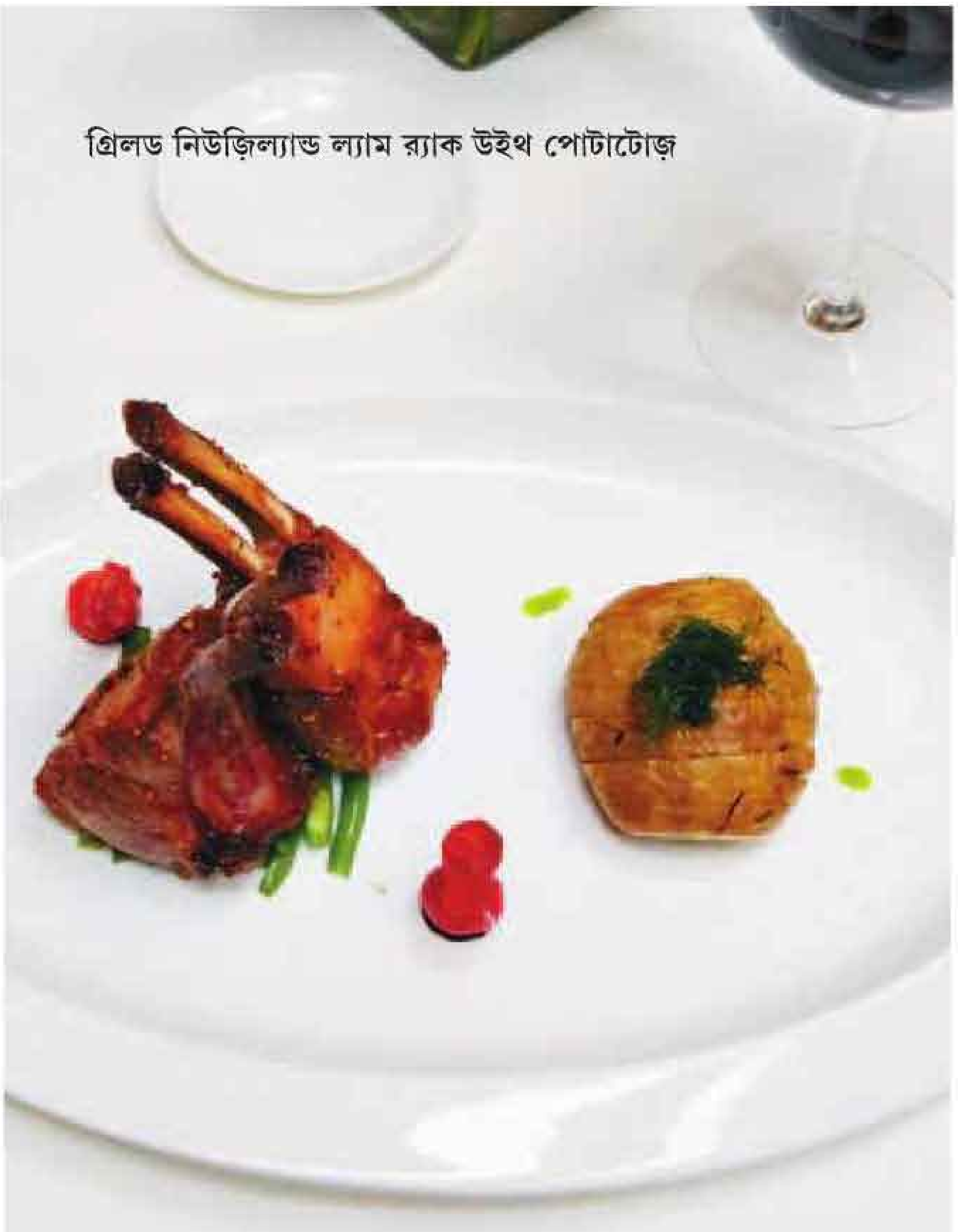
প্রত্যেকের একটা নিজস্ব স্টাইল থাকে। আপনার রান্নার তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে?

উত্তর: কম তেল, কম ঝাল আর বেশি ফ্লেভারের ওপর আজকাল ডিপেন্ড করি। একগাদা ক্রিম, বাটার, ঘি, তেল ব্যবহার করি না। ডিশ হ্যাজ় টু বি কুকড লাইটলি।

ফুড আর ওয়াইন পেয়ারিং নিয়ে আজকাল খুব চর্চা হয়। আপনার কী মত?

আমার থিওরি পরিষ্কার। এক্ষেত্রে ফুড শুড বি মোর প্রমিনেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



গ্রিলড নিউজ়িল্যান্ড ল্যাম র‍্যাক উইথ পোটাটোজ়

দ্যান ওয়াইন। আমি চাইব না, খুব বেশি দামি ওয়াইন ব্যবহৃত হোক আমার খাবারের সঙ্গে। খাবারটাই তো নায়ক। তার প্রমিনেন্স রাখতেই হবে।

রেড ওয়াইনের সঙ্গে রেড মিট...

উত্তর: ওগুলো এখন মিথ। মাছের সঙ্গে ইয়ং বটলড রেড ওয়াইন খুব ভাল যায়।

বিদেশি ওয়াইনের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতীয় ওয়াইনের স্ট্যান্ডার্ড কি খুব ভাল?

বিদেশের ওয়াইন ট্রাডিশন কত বছরের! সেটা ভাবুন। দু'একটা ভাল ওয়াইন এখানেও আছে। আগামী ২৫ বছরে দেখবেন আরও ইমপ্রুভ করবে। ধীরে ধীরে ওয়াইন কালচার গ্রো করছে ভারতে।

এই পেশায় সময় বলে তো কিছু নেই। দারুণ পরিশ্রমও। কী করে ম্যানেজ করেন?

ইটস নট আ জব, ইটস প্যাশন। সবদিকে নজর দিতে হবে। স্যাক্রিফাইস এভরিথিং। প্যাশন অ্যান্ড এনার্জি দুইই দরকার। ইন ডেপথ নলেজ অ্যাবাউট ফুড দরকার। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটিভ অল দ্য টাইম।

ওয়াইল্ড স্যামন উইথ পাইননাট, বাটার সস, অ্যাসপারাগাস

তিন জনের জন্য

উপকরণ: স্যামন ৪৫০ গ্রাম (স্কিন সহ), পাইননাট ১ চা-চামচ, মাখন ৮০ গ্রাম, অ্যাসপারাগাস ৮০ গ্রাম, ডিল ৩টে, বেবি ফেনেল ২টো বাল্ব, সি সল্ট স্বাদমতো, সাদা মরিচ স্বাদমতো, ফিশ স্টক ১০০ মিলি।

প্রণালী: স্যামনের ফিলে পরিষ্কার করে আঁশ চাড়িয়ে নিন। স্কিন থাকবে। অ্যাসপারাগাস, ফেনেল বাল্ব তিন ভাগ করে কেটে আলাদা রাখুন। ভেজিটেবল স্টক, মাখন, সি সল্ট ও সাদা মরিচ একসঙ্গে ফুটিয়ে নিয়ে, আঁচ কমিয়ে ফেনেল বাল্ব দিন। ঢেকে রাখুন। খানিকক্ষণ পরে নামিয়ে নিন। স্যামন ফিলে গ্রিল করে নিন। দু'পিঠ ছ' থেকে আট মিনিট মতো গ্রিল করুন। তারপর আবার আভেনে আট মিনিট রান্না করে নিন। বাটার সস বানানোর জন্য মাখন হালকা গরম করে পাইননাট নেড়েচেড়ে নিন। ফিস স্টক আর ঠাণ্ডা মাখনের কিউব দিন। নেড়েচেড়ে নিন। সস ঘন হলে নুন দিন। আভেন থেকে স্যামন বার করে প্লেটে রাখুন। উপরে ফেনেল বাল্ব, অ্যাসপারাগাস সাজিয়ে দিন। সসে একটু লেবুর রস আর ডিল দিয়ে সার্ভ করুন।

গ্রিলড নিউজ়িল্যান্ড ল্যাম র‍্যাক উইথ পটোটোজ়

এক জনের জন্য

উপকরণ: নিউ জ়িল্যান্ড ল্যাম র‍্যাক ২২০ গ্রাম, ছোট আলু ১০০ গ্রাম, আনসল্টেড মাখন ৭৫ গ্রাম, অ্যাসপারাগাস ৮০ গ্রাম, ব্রকোলি ৪০ গ্রাম, স্নো পিজ় ৩৫ গ্রাম, রেড ওয়াইন ৬০ মিলি, সি সল্ট স্বাদমতো, সাদা মরিচ স্বাদমতো, অলিভ অয়েল ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: ল্যাম র‍্যাক পরিষ্কার করে নিন। ফাইব্রাস টিস্যু সরিয়ে নিন। সি সল্ট দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন। ছোট আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিন। মাখন আর নুন-মরিচ মাখিয়ে আভেনে ১৫ মিনিট রোস্ট করে নিন। প্যান গরম করে ল্যাম র‍্যাক একটু ঝলসে নিন। তারপর আভেনে ১৯০ ডিগ্রিতে ছ' মিনিট ল্যাম র‍্যাক রান্না করে নিন। গরম জলে নুন মিশিয়ে সবজি ভাপিয়ে নিন। ল্যাম র‍্যাকের সঙ্গে সবজি আর আলু সার্ভ করুন।

রাস্পবেরি ক্যানোলো উইথ মাসকারপোন অ্যান্ড পিস্তাচিও ফিলিং



ওয়াইল্ড স্যামন উইথ পাইননাট, বাটার সস, অ্যাসপারাগাস

উপকরণ: ক্যানোলোর জন্য: মাখন ১০০ গ্রাম, ডিমের সাদা অংশ ১৮০ গ্রাম, ময়দা ১৭৫ গ্রাম, ক্যাস্টর শুগার ২০০ গ্রাম। ফিলিংয়ের জন্য: মাসকারপোন চিজ় ১০০ গ্রাম, পেস্তা ৫০ গ্রাম, আইসিং শুগার ৫০ গ্রাম, রাস্পবেরি ৫০ গ্রাম।

প্রমালী: ক্যানোলো তৈরির জন্য মাখন, ক্যাস্টর শুগার একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিমের সাদা অংশ অল্প অল্প করে মেশান। মাখন হালকা ও নরম হয়ে এলে ময়দা মেশান। বেকিং ম্যাটের ওপর স্টেনসিল রেখে এই মিশ্রণ পাতলা করে ছড়িয়ে দিন। তারপর স্টেনসিল সরিয়ে বেকিং ম্যাট আভেনে ঢুকিয়ে দিন। ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৫-৬ মিনিট বেক করুন। বেক করার পরে সঙ্গে সঙ্গেই সিলিনড্রিকাল রডের ওপর রোল করে নিন। এতে ঠিকমতো শেপ তৈরি হবে। ফিলিং তৈরির জন্য মাসকারপোন চিজ় ও আইসিং শুগার মিশিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



রাস্পবেরি ক্যানোলো উইথ মাসকারপোন অ্যান্ড পিস্তাচিও ফিলিং

ক্রিম তৈরি করুন। এর মধ্যে রাস্পবেরি ও পেস্তাগুঁড়ো মিশিয়ে দিন। ক্রিম ক্যানোলোর মধ্যে ভরে আইসক্রিমের সঙ্গে সার্ভ করুন।

স্নোপিজ় অ্যান্ড চেরি টোম্যাটোজ় উইথ মাস্টার্ড

এক জনের জন্য

উপকরণ: স্নোপিজ ১৫০ গ্রাম, চেরি টোম্যাটো ৫০ গ্রাম, অলিভ অয়েল ১৫ মিলি, এলিফ্যান্ট গার্লিক ১০ গ্রাম (কুতানো), পমেরি মাস্টার্ড ২৫ গ্রাম, হোয়াইট ওয়াইন ২০ মিলি, মাখন ১৫ গ্রাম, পেঁয়াজ ৫০ গ্রাম (কুচানো), সি সল্ট স্বাদমতো, সাদা মরিচজ স্বাদমতো।

প্রণাসী: স্নো পিজ় গরম জলে ভাপিয়ে নিন। অলিভ অয়েল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুন হালকা নেড়েচেড়ে নিন। চেরি টোম্যাটো দিন। নেড়ে হোয়াইট ওয়াইন ঢালুন। ভাপানো স্নোপিজ় দিয়ে হালকা করে নেড়ে নিন। পোমেরি মাস্টার্ড আর নুন-মরিচ দিন। মাখন দিয়ে নেড়ে নাড়িয়ে নিন।

স্লো কুকড চকোলেট কেক উইথ হেজ়েলনাট আইসক্রিম

উপকরণ: কেকের জন্য: ডার্ক চকোলেট ১৬২ গ্রাম, মাখন ১০০ গ্রাম, ক্যাস্টর শুগার ১০০ গ্রাম, জল পরিমাণমতো, ডিম ৯০ মিলি, ডিমের কুসুম ৪০ মিলি। আইসক্রিমের জন্য: ক্রিম ২০০ মিলি, দুধ ২০০ মিলি, ডিমের কুসুম ৮০ মিলি, হেজ়েলনাট পেস্ট ৮০ গ্রাম, লিক্যুইড গ্লুকোজ় ২০ গ্রাম, স্টেবিলাইজ়ার ৪ গ্রাম।

প্রণালী: মাখন ও চকোলেট একসঙ্গে গলিয়ে নিন। একটি পাত্রে জল ও ক্যাস্টর শুগার একসঙ্গে ফুটতে দিন। চিনি গলে এলে চকোলেট ও মাখনের মিশ্রণ এর মধ্যে মেশান। চকোলেট মিশে গেলে এর মধ্যে ডিম মিশিয়ে ফোল্ড করে নিন। পছন্দসই মোল্ডে এই মিশ্রণ ঢেলে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ২০-২২ মিনিট বেক করুন। আইসক্রিম তৈরির জন্য ক্যাস্টর শুগারের সঙ্গে স্টেবিলাইজ়ার মেশান। দুধের সঙ্গে লিক্যুইড গ্লুকোজ় মিশিয়ে ফুটতে দিন। দুধের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি

ইটস নট আ জব, ইটস প্যাশন। ইউ হ্যাভ টুস্যাক্রিফাইস এভরিথিং। প্যাশন অ্যান্ড এনার্জি দুইই দরকার। দরকার ক্রিয়েটিভিটি।

সেলসিয়াসে পৌঁছলে (থার্মোমিটার ডুবিয়ে দেখে নিন) এর মধ্যে হেজ়েলনাট পেস্ট মিশিয়ে নিন। এরপর তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছলে ডিমের কুসুম মেশান। তাপমাত্রা আরও ৫ ডিগ্রি বাড়লে চিনি সমেত স্টেবিলাইজ়ার মেশান। আরও বেশ কিছুক্ষণ আঁচে রাখুন। তাপমাত্রা ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছলে আরও ২ মিনিট পরে নামিয়ে নিন। ইলেকট্রিকাল মিক্সার দিয়ে পুরো মিশ্রণটা মিক্স করে নিন। পুরো মিশ্রণটা ঢেকে দিন। তারপর ঠান্ডা করে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১২ ঘণ্টা মতো রাখুন। আইসক্রিম মেশিনে পুরো মিশ্রণটা ঢেলে ভাল করে ঘুরিয়ে নিন।

ছবি: প্রভাস রায়



স্নোপিজ় অ্যান্ড চেরি টোম্যাটোজ় উইথ মাস্টার্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



জীবনকে উপভোগ করুন মনপ্রাণ দিয়ে

ঘরের প্রয়োজনগুলিকে আপনার থেকে বেশি কে আর বোঝে?

কে ঐ ছোট-ছোট প্রয়োজনগুলিকে পুরো করতে পারে, যেমনটি আপনি করতে পারেন।

Tupperware - এর মাধ্যমে আপনি আপনার এই দক্ষতায় দিন এক নতুন দিক।

এবার 1800 103 6678 (টোল ফ্রী) নম্বরে সকাল 9টা - সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত কল করুন

অথবা 56070 তে "TUP SN (আপনার ক্ষেত্র)" SMS করুন উত্তম ব্যবসায়িক সুযোগ

সুবিধা ও প্রোডাক্টের ব্যাপারে আরও বিশদে জানার জন্য।

Tupperware®

shecanyoucan

ibdbrands.com

Scan the code to know more about the opportunity

www.tupperwareindia.com | Join us on f / Tupperwareopportunity

Contact your nearest Tupperware Distributor to buy products

Tupperware Distributors (Kolkata) : Sheela Mirchandani: 9830146623 • Suvra Mukherjee: 9831162940 • Tanusree Bagchi: 9830118654 • Neerja Jain: 9830028907 • Susmita Bhattacharya: 9830272987 • Sima Das: 9883169923 • Vanchhingpuii (Aizwal): 9862399584 • Neelam Kothari (Bhubaneswar): 9437077499 • Kiran Handa (Chattisgarh): 9981328392 • Diethoseu Mepfhuo (Dimapur): 9436003376 • Nina Agarwal (Guwahati): 9435018521 • Nandita Roy (Jamshedpur): 9431111530 • Aleno Doulo (Kohima): 9436001702 • Tage Rita (Itanagar): 9436048828 • Vinita Tiwari (Raipur): 9425214574 • Anabella W Jala (Shillong): 9436103393 • Mamta Pradhan (Sikkim): 9833455855 • Kanta Agarwala (Siliguri): 9434043535

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ভিয়েনাবিলাস

এ শহর ঐতিহ্যবাহী, ইতিহাসঋদ্ধ, আবার মনেপ্রাণে সংস্কৃতিবান। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

প্রাচীন ইতিহাস, সনাতন ঐতিহ্য, আধুনিকতার আমেজ আর সাংস্কৃতিক পরিবেশ—বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে এ সবকিছু যদি একসঙ্গে পেতে চান, তাহলে ভিয়েনা আপনাকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানাবে। আসলে, ভিয়েনায় যাওয়ার জন্য ভ্রমণবিলাসীরা যদি কোনও একটি বিশেষ কারণের সন্ধান করেন, তাহলে মুশকিল! মোৎজার্ট-বিঠোফেনের দেশ একদিকে যেমন গানবাজনার আঁতুরঘর, তেমনই আবার খাদ্যরসিকদের জন্যও ভূস্বর্গ। রাজকীয় ঐতিহ্যও ভিয়েনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কেউ কেউ তো আবার নিছক নিসর্গের টানেও পাড়ি জমান ভিয়েনা। শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে সুপ্রাচীন ইতিহাস কিন্তু কোথাও একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না। বরং তাদের যোগ্য সহাবস্থানের ছাপ চোখে পড়ে ভিয়েনার সর্বত্র। রাজপ্রাসাদ থেকে আধুনিক শপিং এরিয়া—পুরো ভিয়েনা জুড়েই এক সারল্যমাখা আতিশয্যের গল্প। ওই যে বললাম, ভিয়েনা ভ্রমণের অজুহাত অনেক।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন

পুরো শহরে ২৭টি রাজপ্রাসাদ আর ১৬৩টি রাজবাড়ি রয়েছে! ঐতিহ্য আর আধুনিকতার যোগ্য মেলবন্ধনের ছাপ ভিয়েনার প্রতিটি কোণে। হ্যাবসবার্গ বা স্কোনব্রান প্রাসাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



বা হফবার্গ প্রাসাদের রাজকীয় সৌন্দর্য আপনাকে বিমুগ্ধ করবেই। এখানকার ক্যাফে বা রেস্তরাঁগুলোতে পাবেন 'ইম্পিরিয়াল' ফিল। ঘুরে দেখে আসতে পারেন সিসি মিউজ়িয়ম। সম্রাজ্ঞী এলিজ়াবেথের ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিসপত্রের টুকরো কালেকশন রয়েছে এখানে। একইসঙ্গে ঘুরে আসতে পারেন ভিয়েনা ফার্নিচার মিউজ়িয়মেও। ইতিহাসের কাছাকাছি পৌঁছতে চলে যান ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। দেওয়ালে ফ্রেসকো পেন্টিং আর পুরো স্টেট হল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্থাপত্যশৈলী আপনাকে মুগ্ধ করবে। ভিয়েনায় রয়েছে শতাধিক মিউজ়িয়ম। যাঁরা শিল্পের টানে ভিয়েনা আসেন, তাঁরা ঘুরে আসতে পারেন বেলভেদার প্যালেসে। গুস্তাভ ক্লিমটের কালজয়ী সৃষ্টির বাসস্থান এটি। সেখান থেকে চলে যান মিউজ়িয়ম ফর অ্যাপ্লায়েড আর্টসে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের আসবাবপত্র, রূপো, জামাকাপড় ছাড়াও রয়েছে মূল্যবান হস্তশিল্পের নিদর্শন। দেখে আসতে পারেন লিওপোল্ড মিউজ়িয়মও। অস্ট্রিয়ান মডার্ন আর্টের নানা সাক্ষর বহন করে এটি। শিল্পপ্রেমীদের জন্য ভিয়েনাকে সত্যিই 'ট্রেজ়ার ট্রোভ' বলা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক আকর্ষণ

ভিয়েনাকে বলা হয় বিশ্বের সাংগীতিক রাজধানী! কথাটা যে একটুও অতিশয়োক্তি নয়, তা একবার ভিয়েনার সাংস্কৃতিক আমেজ উপভোগ করলেই বুঝতেই পারবেন। মোৎজ়ার্ট, বিঠোভেন বা স্ট্রসের দেশে সারাবছরই যে সাংগীতিক পরিবেশ থাকবে, তা তো বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য সংগীতের দিকপাল জুবিন মেটা এখানেই গান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। মাঝেমধ্যে ভিয়েনা ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রাও কনডাক্ট করে থাকেন তিনি। অনেকের মতে, ভিয়েনা ফিলহারমোনিক পৃথিবীর

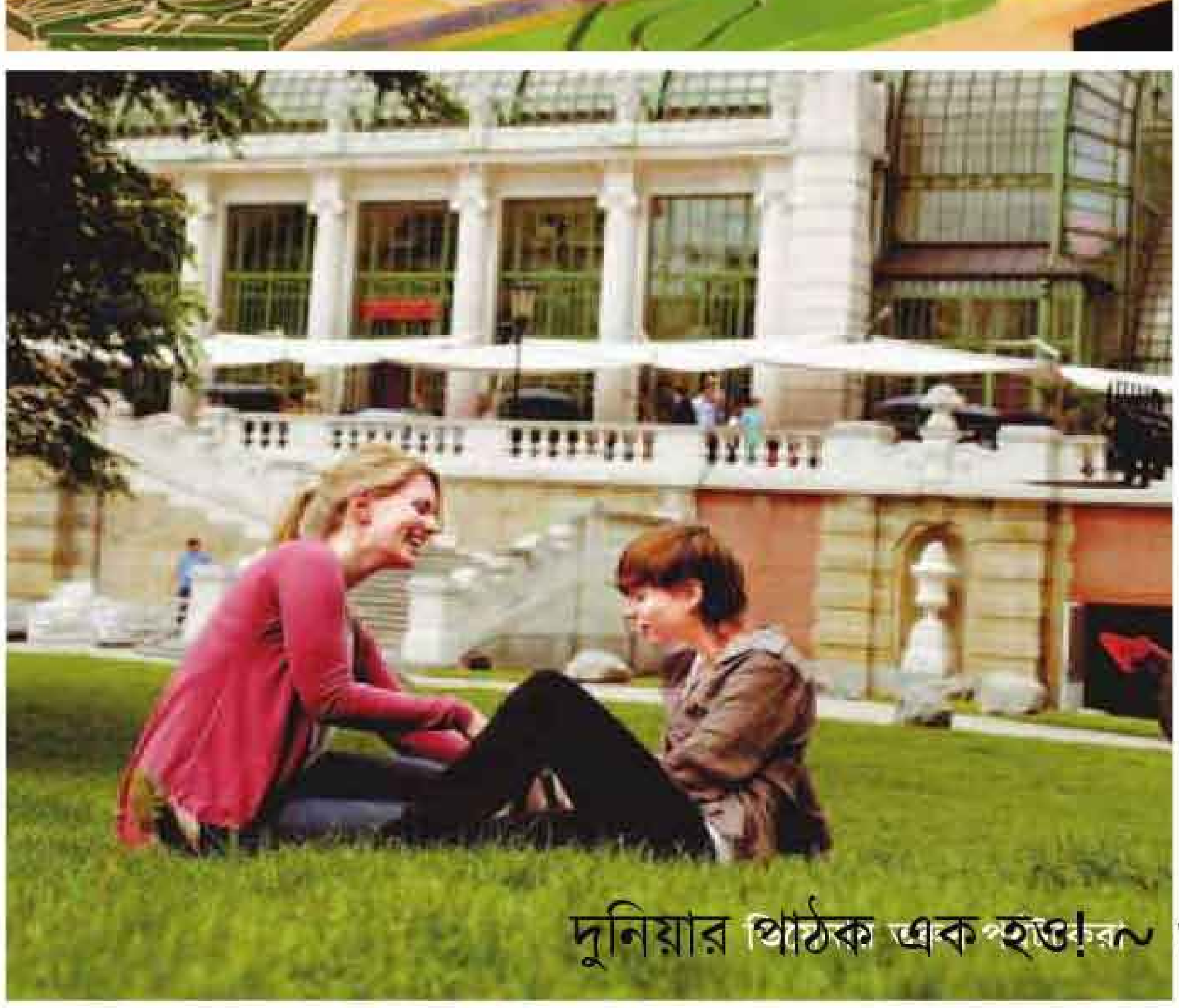
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ভিয়েনার স্থাপত্যশৈলী

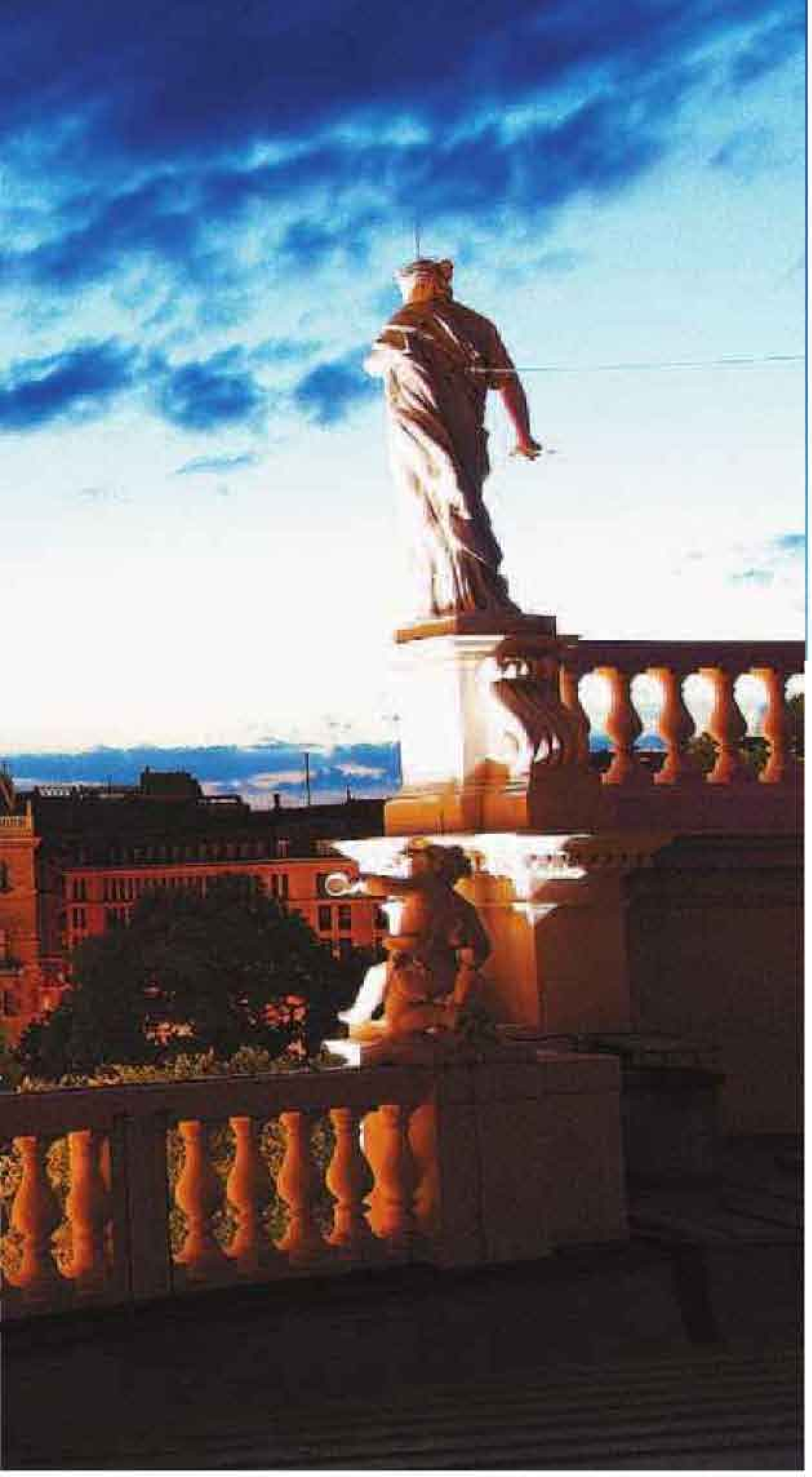


স্কোনব্রান ক্যাসল চিলড্রেনস মিউজ়িয়ম



সেরা অর্কেস্ট্রা। বছরে মোটামুটি ১৫০০ কনসার্ট হয় এখানে। ভিয়েনা স্টেট অপেরা পৃথিবীর অন্যতম বড় অপেরা হাউজ়। অপেরা ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, এখানে কতটা ব্যস্ততা থাকে সারাবছর। সাধারণত এপ্রিল, মে, জুন আর সেপ্টেম্বর মাসে লাইভ অপেরা আর ব্যালে শো দেখতে ভিড় জমান দেশ-বিদেশ থেকে আসা হাজার-হাজার মানুষ। ভিয়েনার ওল্ড সিটি সেন্টারের আর্চডিউক কার্ল-এর প্রাসাদের 'মিউজ়িয়ম অফ সাউন্ড' দেখতে যাবেন অবশ্যই। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। ভিয়েনার ক্লাসিকাল কনসার্টের জায়গা মূলত দু'টো: ভিয়েনা মিউজ়িকভেরেইন-এর নাম অনেক সংগীতপ্রেমীদের কাছেই বেশ পরিচিত। এখানকার গোল্ডেন হলে প্রতিবছর নিউ ইয়ার কনসার্ট আয়োজন করা হয়। এছাড়া ভিয়েনা কোনজ়েরথউস-এও নানারকম সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অপেরা থেকে জ্যাজ়, ক্লাসিকাল থেকে রক কনসার্ট—ভিয়েনা সবসময়ই সরগরম। থিয়েটার, মিউজ়িক আর আর্ট—এই তিন ধরনের শিল্পের সমাগমে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় ভিয়েনা ফেস্টিভাল। মডার্ন ডান্সেরও আঁতুড়ঘর ভিয়েনা। 'সিটি অফ ওয়াল্টজ়' হিসেবে পরিচিত হলেও সারা বছর আরও কিছু ডান্স ফেস্টিভাল হয়ে থাকে এখানে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৪ সালের জুন মাসের মধ্যে ভিয়েনা স্টেট ব্যালে তাঁদের ১৪টি ব্যালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



প্রোডাকশন মঞ্চস্থ করতে চলেছে। ভিয়েনা বেড়াতে গেলে ঘুরে দেখে আসতে পারেন এখানকার ন্যাশনাল থিয়েটার। জার্মান ও ইংরাজি ভাষায় গাইডেড ট্যুরেরও ব্যবস্থা আছে এখানে।

শপিং ও খাওয়াদাওয়া

গয়না থেকে শুরু করে অ্যান্টিক জিনিসপত্র, ফ্যাশন বুটিক থেকে শুরু করে আর্ট স্টোর—শপিংপ্রেমীদের কাছে ভিয়েনা সত্যিই স্বর্গোদ্যান। ওল্ড ভিয়েনায় ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে যাবেন একাধিক নামী ব্র্যান্ডের ফ্যাশন স্টোর, ডিজাইনার জুয়েলারি ও গিফট স্টোর। এপ্রিল মাসে ভিয়েনার ইস্টার মার্কেটে উত্তেজনা থাকে তুঙ্গে। গানের অনুষ্ঠান আর ইস্টার ডেকরেশন ছাড়াও খাওয়াদাওয়ার এলাহি আয়োজনও চোখে পড়ার মতো। স্কোনব্রান প্যালেসের ইস্টার মার্কেট আবার পৃথিবীর অন্যতম রোম্যান্টিক ইস্টার ডেস্টিনেশনগুলির মধ্যে একটা! মানে, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে ভিয়েনা ভ্রমণে এলে শপিং আর প্রেম, দুইই জমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন অ্যাম হফ-এর হ্যান্ডিক্রাফটের মার্কেটেও। ভিয়েনার প্রেটারে ইস্টার সানডে-র দিন আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। লাইভ মিউজিক, ইস্টার প্যারেড আর রঙিন পোশাকে সজ্জিত নরনারীদের ভিড় যে কোনও পর্যটকের কাছেই আকর্ষণীয়। ভোজনরসিকদের জন্য স্বাদের খোরাকও রয়েছে যথেষ্ট। ভিয়েনিজ় কুইজ়িনে শুধু ভিয়েনার স্বাদ নয়, বোহেমিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি এমনকি বলকান স্বাদও জিভে লেগে থাকবে। এখানকার সিগনেচার ডিশ অ্যাপল স্ট্রাডেল ছাড়াও স্পেশালিটি ভিয়েনিজ় কেকও প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এ শহরে ওয়াইন অ্যান্ড ডাইন হটস্পটের কোনও অভাব নেই। আর এ শহরের বিশেষত্ব হল ভিয়েনিজ় বিস্ত্রো। সনাতন, আরামদায়ক এই ডাইনিং স্পটগুলিতে এলে এক ধরনের ঘরোয়া আতিথেয়তার সাক্ষী থাকতে পারবেন। ক্লাসিকাল বিস্ত্রোগুলোতে থাকে বড় ওয়াইন বার। এখানকার ওয়াইন তো সারা বিশ্বে সমাদৃত। ভিয়েনায় রয়েছে প্রায় ১৭৩৯ একর বিস্তৃত ভিনিয়ার্ড। শহরের কফিশপগুলোও হ্যাংআউটের আদর্শ জায়গা। ভিয়েনার রাত্রিবিলাসও কিন্তু কম রোমাঞ্চকর নয়! সুরা, উদ্দাম গান আর উষ্ণ আমেজের সান্নিধ্যে এখানকার পার্টি স্পটগুলো ভ্রমণপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভিয়েনাতে রয়েছে বহু নামী নাইটক্লাব। একটু সাহসী হলে ক্ষতি কী!



কীভাবে যাবেন

সপ্তাহে ছ'দিন অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইন্সের দিল্লি থেকে ভিয়েনা সরাসরি ফ্লাইট আছে। সময় লাগে আট ঘণ্টা। এছাড়া কাতার এয়ারওয়েজ়, এয়ার ইন্ডিয়া বা জেট এয়ারওয়েজ়ের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে ভিয়েনা যাওয়া যায়। এয়ার ইন্ডিয়া, এমিরেটস এয়ারলাইন্স বা জেটলাইটের কানেকটিং ফ্লাইটেও ভিয়েনা যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

রয়েছে ভিয়েনা ম্যারিয়ট হোটেল (+৪৩১৫১৫১৮০), হোটেল ল্য মেরিডিয়ন (www.lemeridienvienna.com/en), হোটেল ব্রিস্টল (www.bristolvienna.com), হোটেল অস্ট্রিয়া (www.hotelaustria-wien.at), হোটেল ভিয়েনা (www.hotelvienna.at)। ভিয়েনা সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে লগ-ইন করুন www.wien.info/en-এ।

কখন যাবেন

অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত ভালো সময়।

সৌজন্যে: ভিয়েনা ট্যুরিজ়ম



ভিয়েনার রাস্তায় ট্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



জ়াম্বালা ফেস্টিভাল

যোগাসন, সংগীত আর আধ্যাত্মিক উন্নয়নের অভিনব যুগলবন্দি। হোলিস্টিক হিলিংয়ের নতুন কনসেপ্ট গোয়ার জ়াম্বালা উৎসব। লিখছেন ঋতুপর্ণা রায়।

উত্তর গোয়ার বার্ডো। সামনে নীল সমুদ্রের হাতছানি, মাথার উপর খোলা আকাশ, সোনালি বালুকারাশির উপর কখনও মার্শাল আর্ট, কখনও মেডিটেশন সেশন কখনও আবার সুফি সংগীতের রোমান্স, আধ্যাত্মিক গুরুদের তত্ত্বকথা। মন-শরীর তরতাজা করতে এর থেকে ভাল সেটিং আর কী-ই বা হতে পারে। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমিতে বিধ্বস্ত শরীর-মন রেজুভিনেট করতে এমন পরিবেশই তো চাই। বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে, অফিসের ডেডলাইন পিছনে ফেলে এ যেন এক অন্য জগত। স্ট্রেস রিলিফ করতে হঠ যোগাসন বা রিল্যাক্স করার জন্যে নিদ্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



যোগাসন কিংবা ক্রিস্টাল হিলিং ওয়র্কশপ। জ়াম্বালার এটাই বিশেষত্ব, এক ছাদের তলায় যোগাসন, সুফিজ়ম, স্পিরিচুয়াল হিলিংয়ের দারুণ কম্বিনেশন। রেজুভিনেশনের জন্য অব্যর্থ ওষুধ। নতুন জায়গা ঘোরার সঙ্গে শরীরচর্চা আর মানসিক উন্নয়নের সুযোগ।
স্ট্রেস রিলিফের জন্যে যোগাসন যে কতটা উপযোগী তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। আর তা যদি প্রকৃতির মাঝে করার সুযোগ পাওয়া যায় তা হলে তো কথাই নেই। বাড়িতে যোগাসন নিশ্চয় করা যায়, কিন্তু খোলামেলা পরিবেশে যোগাসনের উপকারিতা আরও বেড়ে যায়। শেখানো হয় নির্দিষ্ট মুভমেন্ট টেকনিকের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস-রিল্যাক্সেশন ও মেডিটেশনের আদবকায়দা। আর এর ফলে শরীর-মন যে ঝরঝরে হবে তা তো জানা কথা। আসলে আমাদের



দেশ বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা সামিল হয়েছিলেন। চলেছিল নানারকমের ট্রেনিং সেশন, ওয়র্কশপ। তবে এর অর্থ নয় যে, সারাদিন ধরেই যোগাসনে ব্যস্ত থাকা। খাওয়াদাওয়া, ঘোরার মাঝে হিলিং থেরাপি, যোগা রিলিফ। আর নানা ধরনের লোকেদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পাওয়া যায়। ভাবনার আদানপ্রদানে দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত হয়, আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মোচন হয়, ভাল থাকার আশ্বাস পাওয়া যায়। আর ব্যস্ত শেডিউল, ডেডলাইনে জেরবার শরীর-মন সত্যি তো এমনই এক আশ্রয় চায় যেখানে সব মালিন্য দূর হয়ে যেতে পারে।
দৈনন্দিন কাজের ভিড় ও একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার ঠিকানা জ়াম্বালা যোগাসন ফেস্টিভাল।

দি অম্বিয়েন্স

সমুদ্রের ঠিক সামনে রংবেরঙের তাবুতেই হাজির ছিলেন প্রায় দু'হাজারেরও বেশি উৎসাহী মানুষ। হাই প্রোফাইল যোগাসন এক্সপার্টের

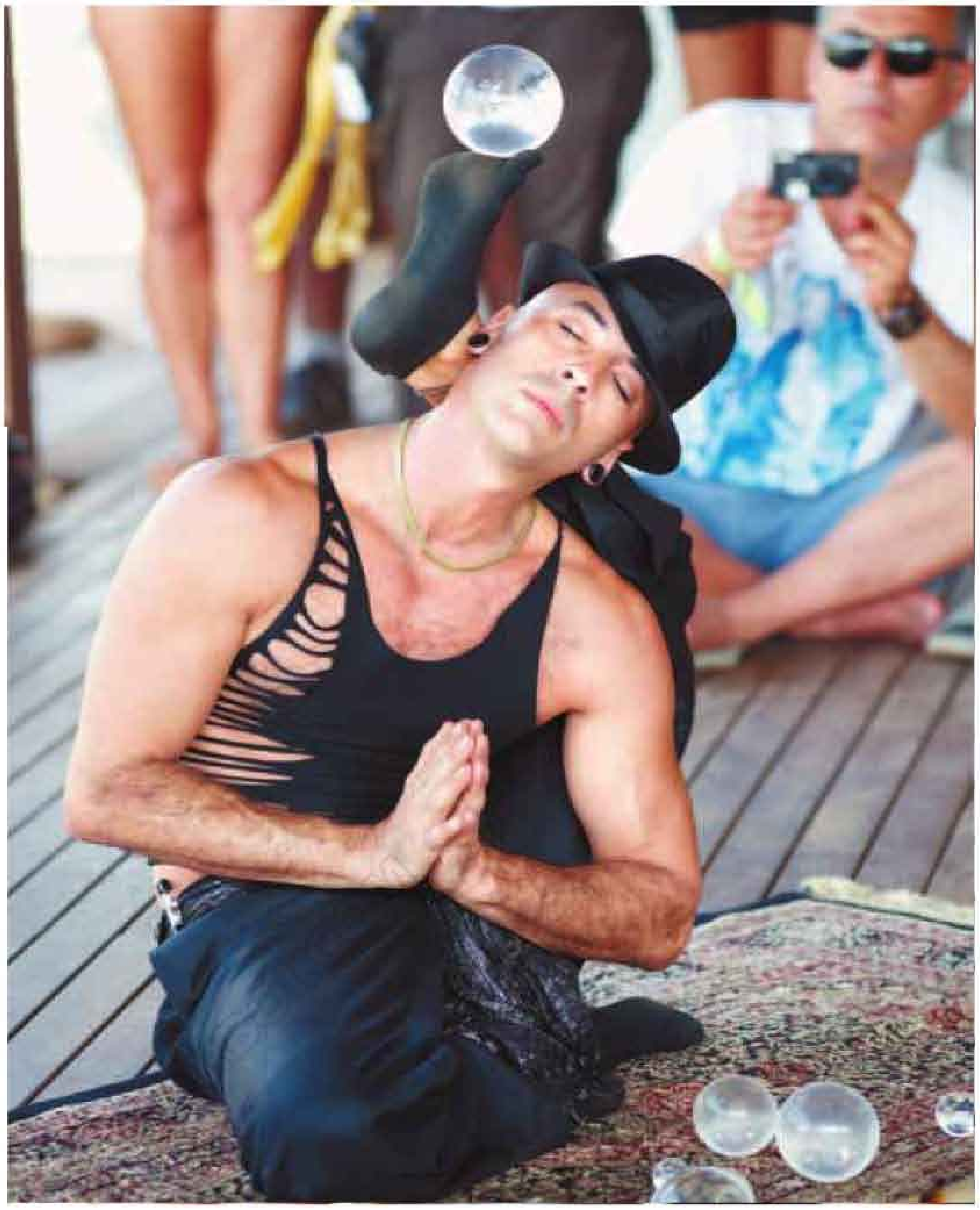
দৈনন্দিন কাজের ভিড় ও একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার ঠিকানা জ়াম্বালা যোগাসন ফেস্টিভাল।



লাইফস্টাইল এখন এমন যে ভুল খাওয়াদাওয়া আর এক্সারসাইজ়ের অভাবে শরীরে টক্সিনের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। পুষ্টির নামে হাই ক্যালরি খাবার খাওয়ার অভ্যেস হোক বা ওজন কমার তাগিদে ক্র্যাশ ডায়েটিং, দু'ই কিন্তু শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে। টক্সিন বিল্ড আপের ফলে কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়, সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। শারীরিক আর মানসিক অবসন্নতা কাটাতে যোগাসনের কোনও বিকল্প নেই, আর এর সঙ্গে যদি প্রেক্ষাপটও দারুণ ভাবে মিশে যায় তা হলে তো সোনায় সোহাগা। এই ভাবনার বহিৰ্প্ৰকাশ জ়াম্বালা উৎসব। দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে তত্ত্বাবধানে যোগাসনের খুঁটিনাটি শিখে নেন সবাই। বিশাল এক বড় তাবুতে সারাদিন কোনও না কোনও অ্যাক্টিভিটিতে মশগুল থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন 'যোগাসন অ্যাডিক্ট'রা। 'বিগ চক্র' নামের এই তাবুই ছিল যোগাসন উৎসবের এপিসেন্টার। আরও তাবু ছিল। লাল, শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যে। প্রার্থনা, নাচ, মন্ত্রচ্চারণের মাধ্যমেই ফেমিনিন এনার্জির প্রসার। আর যাঁরা ট্র্যাডিশনাল যোগাসনে ইচ্ছুক তাঁদের জন্যে ছিল 'গুরুকুল'। প্রাচীন সময়ে যেভাবে, যে আবহে যোগাসন শেখানো হত, ঠিক সেই সময়কেই ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। কাঠের মেঝে, চাটাইয়ের দেওয়াল মিলিয়ে 'অর্গানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ হাব' সত্যি অন্যরকম অভিজ্ঞতা। আবার সবুজের মাঝখানে 'জাঙ্গল যোগাসন' যেন প্রকৃতিকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা। লাইফ স্পিরিট শেখার জন্যে আবার ছিল 'বোধি সার্কল'। লাইফ স্কিল শেখালেন বিশেষজ্ঞরা। নানা জায়গার মানুষ, নানা ধরনের মিউজিক, রঙিন প্রেক্ষাপট, সব মিলিয়ে জ়াম্বালা যেন এক সেলিব্রেশন।



দি ওয়র্কশপ

দু'দিনে প্রায় ১৫০টা ওয়র্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল জ়াম্বালা উৎসবে। বালিতে বসে সূর্যের মায়া আলো চোখে নিয়ে রিল্যাক্সিং যোগাসন করার আনন্দই আলাদা। যাঁরা কোনওদিনও যোগাসন করেননি, তাঁদের কাছে এ ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্যই নতুন। আর যাঁদের কাছে যোগাসনটা নেশা, তাঁদের জন্য সকাল থেকেই শুরু মেডিটেশন আর যোগাসন সেশন। আয়েঙ্গার যোগাসন স্টাইল থেকে বিহার স্কুল অফ যোগ, মাইসোর অষ্ঠাঙ্গ যোগ ইন্সটিটিউট, বিখ্যাত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এই ফেস্টিভালে। ডানকান ওঙ্গ, ইওয়িন ফিন, জেহাঙ্গির পালকিওয়ালা, দীপিকা মেহতা, জ্যানেট স্টোন প্রমুখের থেকেই কিছু না কিছু শিখে নেন অংশগ্রণকারীরা। তবে শুধুমাত্র দড়ির উপর শুয়ে যোগাসন শেখাই নয়, ইনটেন্স ওয়র্কআউটের মঝে পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন থেরাপি, ক্রিস্টাল হিলিং, অ্যান্টি এজিং প্রিন্সপাল নিয়ে জানার সুযোগ ছিল প্রচুর। সাইকোথেরাপি, ড্রিম অ্যানালিসিসের সেশন ছিল খুব ইন্টারেস্টিং। ইমোশনাল হিলিং, ফোবিয়ার ট্রিটমেন্টে পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন থেরাপির ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সকালে যোগাসনের পর দুপুরে ছিল নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটি। কখনও ট্যারো কার্ড রিডিং, কখনও আবার হুলা হুপিং, তাই চি। অনেকেই ভাবেন যে যোগাসন মানে ঘাম ঝরানো ওয়র্কআউট, মেডিটেশন, প্রাণায়ম। কিন্তু জ়াম্বালা সেই ভাবনাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই উৎসবের হাইলাইট ছিল 'অর্গাজ়মিক যোগাসন'। মিউজ়িকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সব সঙ্কোচ ভুলে, মত্ত হওয়ার নামই অর্গাজ়মিক যোগসন। পশ্চিমের ধরন থেকে আলাদা হলেও এই যোগাসন স্টাইলের মূল সুরটা একই ছিল। সন্ধেবেলায় বিচে হাঁটার পাশাপাশি, সানসেট যোগাসনের ব্যবস্থা ছিল। সূর্য ডোবার পর আকাশে তখন শুধুই রঙের খেলা। এমনকী চাইলে গিটারের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুনলাইট যোগাসনও করার সুযোগও ছিল। এরই মাঝে ছিল স্পিরিচুয়াল আপলিস্টমেন্টের জন্য সুফি নৃত্য। ফেস্টিভালের শেষে ছিল 'ধুনি'-ফায়ার রিচুয়াল। ড্রামের আওয়াজ, বনফায়ার, নীরব প্রার্থনা, সব মিলিয়ে মোহময় পরিবেশ। নিঝুম নির্জনতার মাঝে হোলিস্টিক হিলিংয়ের সেলিব্রেশন।







সৌজন্য: জ়াম্বালা ফেস্টিভাল, সেভেন্টি ইভেন্ট মিডিয়া গ্রুপ প্রপাটিজ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নববর্ষের কেনাকাটা





Bhaskar Sriniketan
BETTER CLOTHING FOR GREATER FEELING

455/B, ডায়মন্ড হারবার রোড
বেহালা ট্রামডিপো, কলকাতা-34
Ph.: 2407 1786/36, 7278016996

সাধ্যমত দামে স্টাইল ও বৈচিত্র্যের সম্ভার

বিবাহের পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী স্যুট, ট্রাউজার, জিনস, টি শার্ট, শার্ট, বাবাস্যুট, স্কার্ট, ফ্রক, টপ, সালোয়ার সেট, কুর্তা। এছাড়া ছিট কাপড়ের বিপুল সম্ভার।

সবাইকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা

ARYAPRASTH
www.aryaprasth.com

3, লর্ড সিনহা রোড, ইমামি মার্কেট, দোতলা
(Opp. Shri Shikshayatan School, near Rabindrasadan, Exide More) কলকাতা-71
Ph.: 2282 0060/0061/1700

নতুন কালেকশানে পাবেন অনবদ্য ডিজাইনার ও অভিজাত শাড়ি, ডিজাইনার লেহেঙ্গা, সালোয়ার স্যুট, টিউনিক, স্যুট পিস, পুরুষদের জন্য শেরওয়ানি, কুর্তা, ধুতি। শাড়ি ও সালোয়ারের দাম শুরু 1000 টাকা থেকে। Monday closed।

BOSCO

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া
Ph.: 26804227, 9830898768

সবাইকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বসকো'তে পাবেন বিভিন্ন ডিজাইনার বেনারসী, প্রাদেশিক শাড়ি, সুটিং সার্টিং, রেডিমেড আইটেমের বিপুল সম্ভার। এছাড়া বেড কভার, বেড শীট, টাওয়েল ও বিয়ের কেনাকাটার অফুরন্ত সম্ভার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ দোলনচাঁপা - **9830405945**, অভিষেক - **9836157716**







SREETAMA

Go ethnic look exclusive

ডিজাইনার ঃ রীনা ভৌমিক
5, রমনী চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-29
গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে

Ph : 9830964035, 2465 0284

rina.bhowmik@yahoo.com

শাড়িটি গাছি তসরের ওপর ব্লক প্রিন্ট দিয়ে সাজানো, ব্লাউজপিস সহ। এছাড়াও এই বুটিকে পাবেন ডিজাইনার তসর, সিল্ক, মটকা, কাঁথা, গুজরাটি, হ্যান্ডলুম ও কটনের শাড়ি। তসরের শাড়ি আমাদের বৈশিষ্ট্য। হোলসেলের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

ইমপ্রেশন

ডিজাইনার - ডঃ গোপা ও গার্গী চক্রবর্তী
'বিহঙ্গ' 97B, সেলিমপুর রোড, কলকাতা-31

Ph : 9830335430, 9874018181

www.impressionboutique.1000.co.in

নববর্ষকে স্বাগত জানাতে সোনা রঙের ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়িটি ফুল, লতা, পাতা ও পাখির নকশায় সাজানো হয়েছে। দাম Rs. 6470/-। নববর্ষ উপলক্ষে সুতি, মটকা ও কাতান সিল্কের উপর বিশেষ **ডিসকাউন্ট** চলবে 30th April পর্য্যন্ত। পাবেন বিয়ের তত্ত্ব ও উপহারের শাড়ির সম্ভার।

™ **শ্রীজয়ী** বুটিক

ডিজাইনার - জয়িতা বসু
সল্টলেক ঃ 9831060635
সুজয় (বারাসাত) ঃ 9831163811

নতুন বছরের শুরুতে শ্রীজয়ী সকল গ্রাহককে জানাচ্ছে সল্টলেকে, বারাসাত বুটিকে আমন্ত্রণ। গ্রীষ্মের শুরুতে পাবেন নরম উজ্জ্বল তাঁতের উপর এ্যাপলিক, সুতোর কাজ, কাঁথা, গুজরাটি স্টীচের প্রচুর কালেকশান। এছাড়া পাবেন সিল্ক, বাগ, কলামকারি প্রিন্টের শাড়ি, সালোয়ার স্যুট। এছাড়া চান্দেরী, গিচা, দোপিয়ান সিল্ক। হোলসেল করা হয়।

ছবিঃ দেবাশিস মিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



ভাসকেট পাটলিপাল্লু বেনারসী

উপারা পাটলিপাল্লু বেনারসী

ডিজাইনার আলফি মিনাকারী বেনারসী

পরিচয় একদিনের সম্পর্ক চিরদিনের
আদি রেডিমেড সেন্টার

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

মধ্যবিত্তের সীমা মেনে উচ্চবিত্তের আয়োজন

স্টেশন রোড, সোদপুর

Ph. : 9830073227, 9883162999, 25836149, 25235588

সকলকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

এখানে পাবেন সব প্রদেশের শাড়ি ও বেনারসীর বিপুল সম্ভার। বাচ্চা, পুরুষ, মহিলাদের ওয়েস্টার্ন, রেডিমেড পোষাক, পাঞ্জাবী, শেরওয়ানি এবং সমস্ত নামীদামী মিলের স্যুটিং শার্টিং। বিয়ের বেনারসীর সাথে পাবেন নিশ্চিত উপহার।

সমস্ত ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স, সিটি গোল্ড, কস্টিউম জুয়েলারির বিপুল সম্ভার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন : দোলনচাঁপা - 9830405945, অভিষেক - 9836157716



BENARASI TEXTORIUM

4/1, কালাচাঁদ সান্যাল লেন
(Opp. Shyambazar CESC)
কলকাতা-700004
Ph : 25556427 / 9433022272

সেরা গুনমান, আধুনিক, ন্যায্য মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। বেনারসের আদি ঘরানার নিজস্ব কর্মশালায় প্রস্তুত করা হয় অত্যাধুনিক ও অভিনব নক্সার বিয়ের বেনারসীর সম্ভার। এছাড়াও কাঞ্জিভরম, ওপারা সিল্ক, বালুচরী, কাঁথা স্টীচ, গিচা সিল্ক, গরদ ও তসরের বিপুল সম্ভার।

শ্রীগুরু বস্ত্রালয়

12, নং রেল গেট, ব্যারাকপুর রোড
বারাসাত, উত্তর 24 পরগনা
Ph : 2542 4953, 98302 40017

সকলকে জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শাড়িটি হাফ তসর হাফ গিচা। তসরের অংশটিতে হাতের কাঁথা স্টীচের কাজ করা আছে। এছাড়াও পাবেন বিভিন্ন প্রদেশের শাড়ি, রেডিমেড পোষাক, নামিদামী ব্র্যান্ডের সুটিং সার্টিংয়ের বিপুল সম্ভার।

পিয়ালী

ডিজাইনার - দীপক বণিক
57, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, গোরাবাজার, দমদম ক্যান্টনমেন্ট (ঠিক থানার গেটের সামনে)
কলকাতা 700028
Ph : 9230265470, 9239488315

নতুন বছরের শুভকামনায়...

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম শাড়ির সম্ভার। রয়েছে সুতি ও সিল্ক শাড়ির অফুরন্ত কালেকশান। সুটিং সার্টিং, ডিজাইনার কুর্তি, চুড়িদার সেট, রেডিমেড পোষাক, ব্যাগ, জুতো ও কসমেটিক্স।

মেকআপ: মানিক দাস (9831235614) মডেল: ... সৌরসেনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



AC

আদি অক্ষয় এণ্ড কোং ®

(তৃতীয় প্রজন্ম)

বিয়ের শাড়িতে, সেই দিন হতে আজও

তাঁত, বেনারসী, বালুচরী, কাঁথা স্টীচ, কাঞ্জিভরম, পৈঠানী, ধর্মাভরম, জারদৌসী, সিল্ক প্রিন্ট, সালোয়ার স্যুট ও লেহেঙ্গা এবং ফ্যান্সী শাড়ি।

170, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-700007 (বড়বাজার গুরুদ্বারার পাশে)

Ph : 033-40070754, 033-22700277

হেড অফিস ... কলকাতা-700001

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

SAHA TEXTILE™
A COMPLETE DEPARTMENTAL STORE



ডিজাইনার - কান্তি সাহা

29, কে. বি. বসু রোড, হরিতলা,
বারাসাত
কলকাতা-124
Ph : 25524077, 25521595, 9331849592

বাঁদিকের শাড়িটি একদিকে তানা রেশম আর বাকি অংশটি তসর ও মুগার সংমিশ্রণে বানানো হয়েছে। সাথে পিওর টেস্টেড জড়ি। ব্লাউজ পিস কাতান বাই কাতান সিল্কের।
দাম 15890/-।
ডানদিকের শাড়িটি দুঝাপে কর্ড সিল্কের, তানায় রেশম ও তেতার দিয়ে বোনা হয়েছে। ব্লাউজ পিস কাতান বাই কাতান সিল্কের। দাম 18565/-।

বিয়ের বেনারসী সহ 5,000 টাকার কেনাকাটায় Poloworld-এর ট্রলি ব্যাগ ফ্রি।
20,000 টাকার কেনাকাটায় 40 km পর্যন্ত গাড়ি পরিষেবা।

হারানো ঐতিহ্য HANDLOOM PRODUCT-কে ফিরিয়ে আনার সাহা টেক্সটাইলের একটি আন্তরিক আয়োজন।



শাড়ি ঃ সাহা টেক্সটাইল

শাড়ি ঃ সাহা টেক্সটাইল

কিন্নর বুটিক
ডিজাইনার কৌশিক ব্যানার্জী
107, বি.কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী
Ph : 2663-6259, 9830364255
আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপে পুজোর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। হোলসেলার ও বুটিক ব্যবসায়ীর সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। এখানে ব্লক, পিপলি, বাটিক, ফেব্রিক, এ্যাপলিক, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ, কাঁথা, পার্সি, গুজরাটী, কাশ্মিরী, আড়ি কাজের শাড়ি, পাঞ্জাবী, টপ ও সালোয়ার কামিজ পিস পাওয়া যায়। এছাড়া মটকা সিল্ক, ভাগলপুরী, হ্যান্ডলুম কটন ও সিল্ক, চান্দেরী, পাটোলা, সিল্ক কোটা, সুপারনেট, গাছি তসর ও গিচার অফুরন্ত সম্ভার।
হোলসেলারদের বিপুল ছাড় দেওয়া হয়।

বিয়েতে শাড়ি গয়নার ঠিকানা? ... সে তো সবাই জানে, যদি চান
পালকি

নহবৎ সানাই, ঘোড়ার গাড়ি, ব্যান্ডপার্টি ...
যোগাযোগ করুন একমাত্র চতুর্দোলা এজেন্সী®
9433096717, 9836318009, www.palki.in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



পিওর ফ্যান্সী কাতান (টেম্পল বর্ডারসহ)　হাফ হাফ ফ্যান্সী কোরিয়াল বেনারসী　ওয়ালকালাম (সেলফ্ কাজের)

শাড়ির বাহার কি চাই বলো? বিয়ের বাজার? ট্রেডার্স চলো!

ট্রেডার্স এসেমব্লী　ট্রেডার্স এসেমব্লী মেগা শপ

গড়িয়াহাট, কলকাতা-19
Ph. : 033-24617274

গড়িয়াহাট, কলকাতা-29
Ph. : 033-24650106

চেরী (লাল) রঙের পিওর ফ্যান্সী কাতান টেম্পল বর্ডারসহ ও অলওভার বেলপাতা বুটি (বিবাহের অনন্য উপাদান)।
সাদা ও লালের সংমিশ্রণে হাফ হাফ ফ্যান্সী কোড়িয়াল বেনারসী ও ব্রোকেড বর্ডারের ব্লাউজ পিস।
কালো রঙের সেলফ্ কাজের অলওভার ওয়ালকালাম, ব্রোকেড ব্লাউজপিস সহ।
সেকাল থেকে একাল সর্বপ্রদেশের শাড়ির বিপুল সম্ভার। এছাড়াও পাবেন নামিদামী মিলের সুটিং শার্টিং, সালোয়ার কামিজের পিস, কটন প্রিন্টেড, পুরুষদের পোষাক এবং **V.I.P**-এর **Luggage**।
সুন্দর পোষাকের কিংবদন্তী পোষাকালয় ট্রেডার্স এসেম্ব্লী ও ট্রেডার্স এসেম্বলী মেগা শপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



19
A
April

Times change,
Tradition remains...

উনিশে এপ্রিল / তান্তবী

ওয়ার্কশপ ঃ
33/1, সীতানাথ বোস লেন,
সালকিয়া, হাওড়া-6

Ph : 9831228146/9836252256
Email : debasischowdhury01@gmail.com
Branch : GARIAHAT, SALT LAKE, BANSHDRONI

আপনাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে উনিশে এপ্রিল আজ ১৫ বছরে। আমাদের এই সুদীর্ঘ চলার পথে ‘‘তান্তবী’’ একটি সফল প্রচেষ্টা। আমাদের বিশেষত্ব হল রেশম ঢাকাই জামদানি, ডিজাইনার ঢাকাই, ফিউশন হ্যান্ডলুম, ফিউশন কাঁথা, কেরালা কটনে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ, সিল্ক ওপারা, কাতান সিল্কে এক্সক্লুসিভ অ্যাসিড পেইন্টিং, all type of Bhagalpuri Tussar সিল্ক চান্দেরীতে অ্যাসিড পেইন্টিং। আমাদের সমস্ত শাখাতেই হোলসেল ও রিটেলের সুবন্দোবস্ত আছে।

15th Anniversary Special Exhibition
Date : 19 & 20th April at Gariahat & Banshdroni Branch
Time : 12 noon - 7 p.m



শাড়ি ঃ উনিশে এপ্রিল
দাম ঃ 3300/-

শাড়ি ঃ উনিশে এপ্রিল
দাম ঃ 2650/-

অ্যাডেলাইন

সমস্ত ধরনের কেমোথেরাপি ওষুধ, ব্যথা কমানোর ওষুধ এবং জীবনদায়ী ওষুধ এখানে পাওয়া যায়।
Mail: adeline78@sify.com
Web: adelineoncologydistributor.com
1239A, বিদ্যাসাগর সরণি, কলকাতা-700063
ফোন: 2453-0078, ফ্যাক্স: 2453-0078
54, এম জি রোড, কলকাতা-700104
(ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার সেন্টারের বিপরীতে)
ফোন: 2467-5388, 24536340
119, ডি এইচ রোড, কলকাতা-700104
(ঠাকুরপুকুর 3A বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
ফোন: 2467-7285, 98310 41904, 9830152972

We offer free Home Delivery

24 ঘন্টা বিনামূল্যে হোম ডেলিভারির সুবিধেও এখানে রয়েছে।

Life Saving Drugs are available
Estd. 1984

ADELINE
CANCER DIVISION

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ দোলনচাঁপা - 9830405945, অভিষেক - 9836157716



বেনারসী প্যালেস

Benarasi Palace

103C, বিধান সরণী, কলকাতা-700004 (শ্যামবাজার ট্রামডিপোর সামনে)
Ph : 25554874, 9830276117
Email : benarasi.palace@gmail.com

শাড়িটি রেশম খেশ, অর্ধেক রেশম, সুতোর কাজ ও অর্ধেক প্লেন বডি। শাড়িটি খুবই হাল্কা ও শাড়িটির কাজ এককথায় অসাধারণ। সম্পূর্ণ নতুন রূপে ও সাজে আপনাকে সুসজ্জিত করে তোলাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

Avantika's
(A Complete Fashion Studio)

ডিজাইনার - কাকলী বাগচী

127 রাষ্ট্রগুরু অ্যাভিনিউ, নাগের বাজার, কলি-28
Ph : 9830190305, 9051684869

শাড়িটি পিওর মটকা সিল্কের অভিনব ডিজাইনে তৈরী। সঙ্গের জুয়েলারী অবন্তিকার নিজস্ব সারা ভারতে শাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
USA : ঋতুপর্না ব্যানার্জী 001-510-402-4656,
টালিগঞ্জ : সুপ্রিয়া ব্যানার্জী 9433012528,
তমলুক : অরিত্র সিনহা 9474617374।



শাড়ি ঃ বেনারসী প্যালেস

শাড়ি ঃ অবন্তিকা



Shri Balaji Fabmark Pvt. Ltd.

শ্রী বালাজী ফ্যাবমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড

51 বিবেকানন্দ রোড, তৃতীয় তল, Room no 204, (গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের কাছে) কলকাতা- 7
ফোনঃ 9339002588, 9331024591, 3242 4170, Email: deepakjln@yahoo.com

এখানে সমস্ত রকমের শাড়ির লোভাতুর কালেকশন আপনাকে মুগ্ধ করবেই। পাবেন ভাগলপুরী তসর, চান্দেরী প্রিন্ট, চান্দেরী পাটোলা, সুপারনেট পাটোলা, খেওয়া, ঘিচা, দেশি কোসা, দোপিয়ান, হ্যান্ডলুম কটন, মটকা, কেরালা কটন, পশমিনা, প্রিন্টেড শাড়ি ও বিভিন্ন হ্যান্ডলুম শাড়ির অনবদ্য ভ্যারাইটি। শুধুমাত্র হোলসেলাররা যোগাযোগ করবেন। রিটেলের কোনও সুযোগ নেই, সমস্ত ছোট-বড় বুটিকরা হোলসেলের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

* আমাদের কোনো শাখা নেই *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



Haate Naate

হাতে নাতে

70B, পূর্ণ দাস রোড, কলকাতা-700029 (রেমন্ড শোরুম ও কায়া স্কিন ক্লিনিকের মাঝে হংকং রেষ্টুরেন্টের পাশে)
Ph : 08334960051, 08334960052

এখানে বিভিন্ন প্রদেশের হ্যান্ডলুম কটন, সিল্ক তসর, মটকা ও মুগা শাড়ির প্রচুর সম্ভার। নববর্ষ উপলক্ষ্যে এসেছে বিশেষ হাতে আঁকা কমলকারি (মডেলের শাড়ি), মধুবনী, পটচিত্র আর কেরালা মুরাল করা শাড়ি। এছাড়াও আছে আপনার সাজকে সম্পূর্ণ করে তুলতে কিছু clutch, jewellery, kurti, suit sets।

রাই RAI

রাই বুটিক

ডিজাইনার - অনুরাধা সরকার
14/36, গল্ফ ক্লাব রোড, টালিগঞ্জ কলকাতা-33
Ph : 98314 36940 7278743302

শাড়িটি গ্রীন ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপরে পেটা জড়ির কাজ। এছাড়াও পাবেন ট্রাডিশনাল হ্যান্ডলুম, সিল্ক, তসর, গিচা, জর্জেট, সিফন ও চন্দেরীর সম্ভার - বিশেষত্ব - হাতের কাজ, কাঁথা, গুজরাটি, পারশি, অ্যাপলিক, আড়ি ও মেশিন এমব্রয়ডারি। হোলসেলাররা যোগাযোগ করুন।

www.raiboutique.com



শাড়ি ঃ হাতে নাতে

শাড়ি ঃ রাই বুটিক

Sirsa Creations

Designer : Sraboni Majumder
Address : Behala : Ph : 9051924247
Navi Mumbai : Ph : 9920357458

On the eve of Bengali New Year, Sirsa's Creations brings to you an assortment of ethnic wear, sarees & unstiched dress material. Exquisitely designed on Tussar, Tant, Silk, and Handloom material. Each piece promises finest quality and is the owner's pride.

কল্পনা শিল্পকুঞ্জ

367/C, দক্ষিণ বেহালা রোড, কলকাতা-700061
Ph : 8017738250, 9836237560

আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপ। এখানে কটন প্রিন্ট, অ্যাসিড পেইন্ট, সিল্ক প্রিন্ট, বাটিক, স্টীচ-এর অর্ডার নেওয়া হয়। এখন চলছে পুজোর কাজ। যারা ব্যবসার জন্য কাজ করাতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আমরা রেডি শাড়ি এবং সালোয়ার হোলসেল করে থাকি। অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



DHAARONA Style Boutique

Ph. : 9903021315 / 8981934435

ধারণা স্টাইল বুটিক মানেই বৈচিত্র্যের সম্ভার। ১লা বৈশাখে রইল বিশেষ ধামাকা চমক। পুজোর প্রধান আকর্ষণ রিটেল কেনাকাটার উপর এবং হোলসেলারদের বিশেষ ছাড় ছাড়াও 16th April - 13th Sept.-এর ক্রয় বিলের মূল্যের উপর (25000/- to 7.5 lakhs) থাকছে আকর্ষণীয় ব্র্যান্ডেড গিফট হিসেবে Iron, Toaster, Mixer Grinder, DVD, Induction, OTG, Micro Oven ছাড়াও নানান উপহার। সকল ধরনের জব ওয়ার্ক করা হয়। শনিবার ছাড়া প্রতিদিন বুটিক খোলা।

11 am to 8.30 pm

শাড়ি ঃ ধারণা স্টাইল বুটিক

Ichchhapuron

ডিজাইনার - শ্রীলতা সেন

GA-9 রাজডাঙ্গা মেন রোড, (রুবি মোড়-এর কাছে) কলিকাতা-107

Ph : 9831453213/ 9433975190

USA তে যোগাযোগ ঃ বৈশাখী দাসগুপ্ত

Ph : (732) 9851013 / (732) 5866274

মডেলের শাড়িটি পিওর চান্দেরী সিল্ক, হল্টার ব্লাউজ, গয়না ও ক্লাচ সবই বুটিকে পাওয়া যাবে। দেশে, বিদেশে যে কোনও জায়গায় শাড়ি ডেলিভারির সুবিধা আছে। সোম থেকে শনি 11 a.m to 8 p.m এবং রবিবার শুধুমাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্টে খোলা হয়।

www.ichchhapuron.com



শাড়ি ঃ ইচ্ছাপূরণ বুটিক

সকলকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বাংলা জুড়ে হুড়োহুড়ি 'সাধনপীঠ'-এ চলো -

থাকবে সবাই মনের সুখে **'জয় মা তারা'** বলো।

মিহিরভাই ভাইদা

অনেকেরই **ধারণা** ভাইদার দেওয়া প্রতিকার **ধারনে সাধারন ও অসাধারণ** হয়।

জোতিষ তন্ত্র বাস্তু বিচারেব শেষ ভরসা।

শুক্র থেকে বুধ সন্ধ্যায় বাগবাজারে। থেকে হাওড়ায় জৈন হাসপাতালের সামনে।

বরাহনগর বেলুড় বাগুইহাটি বর্ধমান নবদ্বীপ কাটোয়া বেথুয়াডহরী।

প্রায় দিনই সকাল ১১-২ পর্যন্ত 'সাধনপীঠ'-সাঁকরাইল, হাওড়াতে ভীড় এড়াতে সর্বত্র অগ্রিম বুকিং -

Ph. 9830318943/8170863111

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



মানসী
Manshi®

VARANASI
Wedding collection

বিয়ের উৎসবে আমাদের নতুন
সংযোজন
পশমিনা, দোপিয়ান, কোলাবেরি,
পৈঠানি, জারদৌসী

Available at all
leading stores

Wholesale enquiries
solicited

Shree Saree Emporium
Ph. : 9330235588



শাড়ি ঃ বিন্দিয়া পাটলী

শাড়ি ঃ নারায়ণ স্টোন



TANASKA

তানাস্কা লেডিজ বিউটি পার্লার (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত)
4, জি. বি. দত্ত রোড (অনিশা অ্যাপার্টমেন্ট), সোদপুর, কলকাতা-700110
Ph. : 25951285, 9903131468, 9874308963

উত্তর কলকাতার স্বনামধন্যা পার্লার তানাস্কা এক যুগ পার করল। এই উপলক্ষ্যে পাবেন প্রচুর অফার, ডিসকাউন্ট। জেনুইন প্রডাক্ট, পারফেক্ট কাজ। Sha Gold, Sha Platinum, Diamond, Pearl, Thermoherb etc.। একটা করলে সঙ্গে একটা ফ্রি। Lotus Gold-এর সঙ্গে Hot Oil Massage Free। Body Spa-এর সঙ্গে Facial Free। Loreal colour-এর সঙ্গে Spa Free। স্কিম - Facial, Hair Spa, Threading, Cutting, Manicure, Pedicure, Total package মাত্র 2000/- থেকে start। Perfect make-up পেতে হলে চোখ বন্ধ করে তানাস্কায় চলে আসতেই হবে। নিজেকে স্বাবলম্বী করতে Advance Course (Hair, Skin, Make-up) করুন।

ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হয়



Before



After

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন : দোলনচাঁপা - 9830405945, অভিষেক - 9836157716



টেলার্স
গৌরাঙ্গ পাল
ব্লাউজ স্পেশালিস্ট
BLOUSE
– এর নতুন উপস্থাপনা
Tilottama
the ultimate designer Blouse

রেডিমেড ব্লাউজ প্রস্তুতকারক
ডিজাইনার ঃ গৌরীশঙ্কর পাল (রূপকৌশলী সিবন শিল্পী)
রিটেল শোরুম ঃ
মেঃ টেলর গৌরাঙ্গ পাল
দমদম নিউ মার্কেট, কলকাতা-30
মেঃ দি রূপসী
104, বিধান সরণী, কলকাতা-4
মেঃ রূপসী কন্যা
208/5, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-29
পাইকারী ব্যবসায়িক যোগাযোগ ঃ
গৌতম পাল, 14F/1E, দমদম রোড, কলকাতা-30
Ph. : 2556-8763, 9433015009,9433059659











৩০ বছরের ঐতিহ্য !
তিন দশকের অতিথি আপ্যায়নের অভিজ্ঞতায়
সকল শুভ মুহূর্তে বাঙালীর বিশ্বস্ত সঙ্গী।
DIAMOND CATERER
ডায়মন্ড ক্যাটারার
23/1/3C, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-6
বুকিং অফিস 23605117
দ্বারক দত্ত 9830058852, সঞ্জয় ভক্ত 9830058847
Web: www.diamondcatarer.in Mail: customercare@diamondcatarer.in

OVER 33 YEARS
EASTERN CATERER
NEW EASTERN CATERER
৩৩ বছর ধরে সুস্বাদু চাইনিজ, মোগলাই, দক্ষিণ ভারতীয়, কন্টিনেন্টাল, বনেদী, বাঙালী পদ পরিবেশনে নাম করেছে এই সংস্থা। সুপরিচর্যা, সুপরিবেশন ও ন্যায্য দামে উন্নত মানের খাদ্য পরিবেশন করে থাকে।
মধ্য কলকাতায় মেট্রো ডেয়ারী আইসক্রিমের ডিলার। এই সংস্থার আর অন্য কোন শাখা নেই।
3/8C, Taltalla Lane, Kol-14,
Ph: 22654056, 9831270860, 9831570860
Web: www.neweasterncaterer.com



Ananda GHAR
FOOD SUPPLIER
৩/৬ডি, তালতলা লেন, কলিকাতা- ১৪,
2227-7814, মোবাইল-9830016896
Mail:anandaghar11@gmail.com
দি নিউ ইষ্টার্ন ক্যাটারার
AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY
৩/৮সি, তালতলা লেন, কলিকাতা-১৪
2227-7814, মোবাইল-9830016896
Web: www.thenewestern.co.in
Mail:thenewesterncaterer@gmail.com

Super Chef
House of Hotel Professionals
A Catering Unit
98310 26970
98300 15338
Chhota Ellaichi
Fast Food Joint of SUPER CHEF
Our Restaurant
92390 73680
Welcome Drinks
Aamporar sarbat, 3 types mocktails, Masala tea.
Snacks
Machher singara, mochar chop.
Dinner
Luchi, Chholar dal, Alur dum, Salad, Chingri cutlet, Ghee rice, Bhetki paturi, Mutton kasha, Kancha aamer chutney, Papad.
Dessert
Malpoa, Hot mihidana with vanila ice-cream, misthi pan
Rate : Rs. 480/- (without Dessert)
Rs. 540/- (with Dessert) min. 300 pax
Mail: chef_super2005@yahoo.in
Web: www.superchef.co.in

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন মানেই নিউ স্পাইসি ফুড। নববর্ষের নতুন আইটেম বনেদী বাঙালি পদ থেকে অমৃতসরি কুলচা, ফিস ফ্লোরেনটাইন, কোরিয়েন্ডার ফিস, প্রন কেশর, রেনবো, ফ্রুট অ্যান্ড নাট পোলাও, বাদশাহী চিংড়ি, মোচা ও ছানার পাতুরী, তাওয়া মিক্স বেল পেপার, মুর্গ টিক্কা মশালা, মাটন ডাকবাংলো। Live Counter-এ কাশ্মীরি রেশমি কাবাব, ছানার স্যাপ্লে, স্ট্রবেরী রসভরি। এছাড়া আইসক্রিমের কেশর রাবড়ি, নলেন গুড়ের আইসক্রিম নতুন স্বাদ। পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যের মান বজায় রাখা আমাদের মূল লক্ষ্য।
New Spicy Food
CATERING SERVICES
57/4K- N.S.C. Bose Road, Kol-40.
Near- Tollygunge, Malancha Cinema.
(M) 9831059475/ 9831792956
Parama Ganguly
Mail: newspicyfoodcateringservices@gmail.com
www.bestcatererskolkata.com

UTSAB CATERER®
2 No. Prafulla Nagar DumDum, Kol-74
Ph: 9836948472, 9748970768
2560 5057
WE HAVE NO BRANCH



Hotel East Palace
কলকাতার দর্শনীয় 3 Star হোটেল
Konchowki, P.O.+P.S.: Bishnupur, On Diamond Harbour Road, Pin-743503, Ph: 64504025, 8100713727, 9230613727 Fax:24979004
Corporate office:
84/4 Satyen Roy Road, Near Behala Tram Depot, Kolkata-34
Ph: 6456 1044, 9230613727
Email: eastpalace@rediffmail.com
Web: www.hoteleastpalace.com www.eastpalacesaltlakesectorv.com
কলকাতার কাছে ও সল্টলেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের সেরা প্রাসাদ
5 Star Facilities at Budget Price
EN-43, Sector V, Salt Lake
Cheapest 5 Star Grade Room & Conference Hall at Sector V
Contact for Marriage & Conference Only 17 k.m. from Raj Bhawan



Hotel East Palace
5 Star Facilities At Budget Price



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~


SAAKSHI®
Silver & Fashion Jewellery
Exclusive
Wedding
COLLECTION
SOUTH CITY MALL, Shop # B-011, Basement, Kolkata 68 Ph : 4007 2275
CITY CENTRE, Shop # D-002, Gr.Fl., Salt Lake City, Kolkata 64 Ph : 4006 3019
CITY CENTRE II, Shop # A-003, Gr. Fl., New Town, Kolkata 157 Ph : 4062 0189
METRO SHOPPING CENTRE, Shop # 1038, Gr. Fl., Kolkata 71 Ph : 4003 5431
AVANI RIVERSIDE MALL, Shop # 27, Gr. Fl., Howrah, Ph : 2678 0424
www.facebook.com/SAAKSHIJEWELLERY
ASANSOL | BURDWAN | BILASPUR | DURGAPUR | DURG | PATNA
RAIPUR | JALNA | RANCHI | JAIPUR | SILIGURI | VARANASI
NOW BUY ONLINE
www.saakshijewellery.com



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



Glamour World Tv Shows :

ZEE BANGLA - Sampurna 11am & 11:40am (Mon-Fri)
Glamour World Diva 11am (Sun)
STAR JALSHA - Glamour World Show Time 11am (Sun)

Glamour World
AYURVEDIC CO. (PVT.) LTD.
GMP Certified Company

Glamour World Beauty Salon cum Clinic

(নিউ আলিপুর) ৯৮, নলিনী রঞ্জন এভিনিউ, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ (বিদ্যাভারতী স্কুলের নিকট)
(গড়িয়াহাট) ১৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, প্রথম তল, গড়িয়াহাট শপিং কমপ্লেক্স (বাসন্তী দেবী গার্লস কলেজের নিকটে) কলকাতা-১৯
(উল্টোডাঙ্গা) ১০৪, বিধান নগর রোড, প্রথম তল, মার্লিন বিল্ডিং, কলকাতা-৬৭
(হাতিবাগান) ১, শিকদার বাগান স্ট্রিট, হাতিবাগান, কলকাতা-৪
(বারাকপুর) ১৫/৭, শহিদ মঙ্গলপাণ্ডে সরণী, বারাকপুর, কলকাতা-১২০

Email : admin@gwayurvedic.com Web : www.gwayurvedic.com

HELPLINE : NEW ALIPORE : 033-3261 9682 / +91 81001 88666, GARIAHAT : 033-3200 7232 / 033-3255 6833, ULTADANGA : 033-65354175 3247 5238 / 3249 5169, HATIBAGAN : 033-3262 4540 / 033-3262 4542, BARRACKPORE : +91 8100851009 / +91 9681525426

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃগতৃষ্ণা

বাথরুমের কলটা থেকে টুপটুপ করে জল ঝরে পড়ছিল।

হয়তো অন্যান্য দিনও পড়ে। হয়তো অনেকদিন ধরেই এক নাগাড়ে অশ্রুপাত করে চলেছে কলটা। সে-ই কখনও ঠিকমতো শোনেনি। যেমন কেউ শোনে না! পৃথিবীর অর্ধেক আওয়াজই যেমন থাকে অশ্রুত! কান্নার শব্দ, আচমকা খসে পড়া পাতার শব্দ, কিংবা নির্দয়, পুরুষ হাতের সপাটে চড় মারার শব্দ? এ জাতীয় আওয়াজ কেউ শুনতে চায় না। অথবা শুনলেও না শোনার ভান করে। এ বিশ্বে শ্রুতিমধুর শব্দের অভাব নেই। মানুষের কর্ণেন্দ্রিয় সেই সব শব্দ, সেই সব ধ্বনির জন্যই উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে! তাই শ্রুতিকটু, রুক্ষ শব্দ শুনতে চায় না তারা! যাদের কানে সেতারের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে কাচের গ্লাসে জল ভরার সুরেলা ঝঙ্কার, যন্ত্রণাময় চিৎকার শুনতে তারা ভয় পায়! ভয়ে ভয়েই এড়িয়ে যায় সেই সব শব্দের উৎসকে।

AMARBOI.COM

সে অন্যান্য দিনের মতোই বিছানার ওপর অবিন্যস্ত ভাবে শুয়েছিল। একটু আগেই তাকে পশুর মতো ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে লোকটা। যন্ত্রণায় গোঙানো ছাড়া কোনওদিনই তার অন্য কোনও উপায় থাকে না। আজও ছিল না। এখন লোকটা মহাতৃপ্তিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকার তালে তালে কেঁপে উঠছে ওর অশ্লীল থলথলে বুক! থরথর করে কাঁপছে মাংসল ভুঁড়ি! একটা মানুষ কেমন করে এত অশ্লীল দেখতে হয়? এত কুশ্রী কেউ হতে পারে? সে অস্ফুটে বলল, "জানোয়ার!"

হালকা নাইটল্যাম্পের আলোয় মেয়েটির নগ্নদেহ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার গায়ের রং মোমবাতির মতো। মা, বাবা আদর করে নাম রেখেছিলেন 'মোম'!

আজ সেই মোমের গায়ে হিংস্র নখের আঁচড়। গলায়, থুতনিতে কালসিটে। ঠোঁটের কোণ নীল হয়ে গেছে! ডান গালে পাঁচ আঙুলের দাগ এখনও স্পষ্ট! স্তনে, নাভিতে কামড়ের দাগগুলো লাল দগদগে হয়ে ফুটে উঠেছে। ফুলেও গেছে। মোম নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের দিকে। তার চোয়াল আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে ওঠে। ওখানেই আছে জিনিসটা। ইচ্ছে করলেই বেদনাদায়ক নাটকে যবনিকাপাত করা যায়। ইচ্ছে করলেই জানোয়ারটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই অদ্ভুত বেশ্যাবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! কিন্তু...

কেন? এত সহজে কেন হেরে যাবে? আচমকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরটা তার মস্তিষ্কে ঝনঝন করে বেজে উঠল, জীবনটা ফালতু নাকি? মাগনায় পেয়েছো? একটা অসভ্য লোকের জন্য সেটাকে বরবাদ করবে?

"ওই লোকটা যে আমার বাঁধা বাবু।" কপাল দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল তার। ফুলে যাওয়া জায়গায় বরফ বোলাতে বোলাতে কান্নাবিকৃত স্বরে বলেছিল মোম, "কোথায় যাব? আর কোথায় যেতে পারি?"

সস্নেহে একটা হাত তার মুখ স্পর্শ করে, "বেশি দূর যেতে বলছি না। কিন্তু চার ফুট দূরত্বও হেঁটে যেতে পারবে না?"

"চার ফুট?"

"হ্যাঁ।" সস্নেহে সপ্রেম কণ্ঠস্বর বলল, "দু' ফুট তোমার ফ্ল্যাটের বাইরে। আর দু' ফুট আমার ঘরের ভিতরে।"

"ও জানতে পারলে সর্বনাশ হবে!" মোম সভয়ে বলে, "আমাকে তো মেরেই ফেলবে...!"

"ধুর পাগলি!" কণ্ঠস্বর হেসে উঠল, "কিচ্ছু হবে না। মেরে ফেলা অত সহজ? একবার তুমি সাহস করে পা বাড়িয়েই দেখো না!"

সেদিন সে কথার কোনও উত্তর দিতে পারেনি মোম। আসলে পা বাড়ানোর সাহস তখন হয়নি। স্বাধীনচেতা স্বনির্ভর মেয়েরা যা অতিসহজেই করতে পারে, তা একজন নিঃসহায়, নিঃসম্বল মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়! এ জাতীয় মেয়েরা শুধু একটি পুরুষকেই সম্বল করে বেঁচে থাকে। সেও আছে। না, ঠিক বেঁচে নেই, বরং বলা ভাল প্রতি পদে মরতে মরতে বাঁচছে সে। জীবনের এদিকেও মৃত্যু, ওদিকেও! এ মৃত্যুতে ওপরে ছাদ আছে। চারদিকে দেওয়াল আছে। ও মৃত্যুতেও ইলেকট্রিক চুল্লির নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ। পরিণতি সেই একই।

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আবার লোলুপ দৃষ্টিতে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারের দিকে তাকাল। ওখানে শিশিটা এখনও সযত্নে রক্ষিত। চাইলেই দ্বিতীয় মৃত্যুটা বেছে নেওয়া যায়। গত একমাস ধরে রোজরাতেই শিশিটার কথা ভাবছে মোম। কিন্তু বলাইবাহুল্য, এখনও কাজে লাগাতে পারেনি। সাহস হয়নি। মা-বাবার ঘরে তো ঠাঁই হল না, যদি নরকেও না হয়!

একবছর আগে বীভৎস মারের চোটে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়েছিল মোমকে। মাথা অনেকটাই ফেটে গিয়েছে। বুকের একটা পাঁজর ভাঙা। হাতের কবজিতে চিড়! কষের দাঁত ভেঙে গেছে! মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বলে লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে নার্সিংহোমে ছুটেছে তাকে নিয়ে। হয়তো ভেবেছিল, মরে গেছে! নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবস্থা দেখে পুলিশে খবর দিয়েছিল। তাদের সন্দেহ মোম 'ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স'-এর শিকার! পুলিশ এসেছিল! তার বয়ানও নিয়েছে তারা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর জন্য অবশ্য পুলিশকর্মীদের অপদার্থতার অজুহাত দেওয়া যায় না। বয়ান দেওয়ার আগে মোম দেখেছিল মায়ের সকরুণ মিনতি ভরা চোখ। দৃষ্টিতে বারণ! বাবার অসহায়, শুকনো মুখ! বয়স্ক মুখটার ভাঁজে ভাঁজে স্পষ্ট ভয়, আর থানা-পুলিশের ঝামেলায় জড়ানোর প্রবল অনিচ্ছে। দু'টো মুখের কোনওটাতেই নিরাপত্তার উষ্ণতা ছিল না। বাধ্য হয়েই ক্লিষ্ট ও অপ্রস্তুত হেসে মোম বলেছিল, "সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছি।"

লেডি অফিসার কথাটা বিশ্বাস করেননি। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন, "সত্যি কথা বলছেন তো?"

"হ্যাঁ। সতিই বলছি।"

এরপর আর বাক্যব্যয় করেননি তিনি। শুধু অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েছিলেন মোমের দিকে। তার দৃষ্টিই মুখর হয়ে বলেছিল, "বোকা মেয়ে! ভিতু মেয়ে!"

কিছুদিন নার্সিংহোমে কাটানোর পরই মোম সোজা চলে গিয়েছিল বাবা-মায়ের কাছে। ফার্নিশড ঝকঝকে ফ্ল্যাটের মায়া ছেড়ে, গিয়ে উঠেছিল তার আজন্মপরিচিত স্যাঁৎস্যাঁতে, নোনা ধরা দু'কামরার শরিকি বাড়িতে। একটু সুস্থ হওয়ার পরেই জোরালো গলায় বলেছিল, "ও বাড়িতে আমি আর ফিরব না।"

মা কথাটা শুনে আঁৎকে উঠেছিলেন, "সে কী! কী অলুক্ষুণে কথা! কেন?"

"কেন সেটাও বলতে হবে?" রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলে মোম, "এরপরও আমায় বলতে হবে কেন ও বাড়িতে ফিরে যাব না? লোকটা তোমাদের চোখের সামনে আমায় মেরে মেরে শেষ করে ফেলছে! তারপরও ও



বাড়িতে আমায় ফিরে যেতে বলছ!"

মা বোঝানোর চেষ্টা করেন, "যেমন মেরেছে, তেমন নার্সিংহোমেও তো নিয়ে গেছে। বাড়িতে সুন্দরী বউ থাকলে পুরুষমানুষের একটু সন্দেহবাতিক হয়ই! ভালবাসে বলেই তো সন্দেহ করে! যতদিন তুই ভর্তি ছিলি ততদিন উন্মেষের চিন্তার শেষ ছিল না। আমরা তো দেখেছি, সকাল-বিকেল এসে মুখ কালো করে বসে থাকত বাইরের চেয়ারে। তোর শ্বশুর-শাশুড়িও রোজ আসতেন। জলের মতো টাকা খরচ করেছেন ওরা তোর জন্য।"

"আমার জন্য করেনি।" জীবনে এই প্রথম মা-বাবার মুখের ওপর কথা বলেছিল সে, "নিজেদের জন্য করেছে। ভয় পেয়েছিল ওরা! ভেবেছিল, আমি মরে গেলে ওদের হাতে হাতকড়া পড়বে।"

"ছিঃ! অমন কথা বলে না!" মা ধমকে ওঠেন, "উন্মেষের মাথাটা একটু গরম। রগচটা মানুষ। এছাড়া তো তেমন কোনও দোষ নেই। মদ-গাঁজা খায় না। অন্য মেয়েমানুষের কাছে যায় না। ভাল চাকরি করে। অমন বড় ফ্ল্যাট, গাড়ি—কী নেই! তেলে, জলে রেখেছে তোকে। তুই-ই বা কী? একটু সমঝে চলতে পারিস না? ওকে না রাগালেই তো হল!"

"তিন বছর ধরে তোমাদের কথামতো সমঝেই তো চলছি!" মোম কান্নাবিকৃত কণ্ঠস্বরে বলে, "ওকে সন্তুষ্ট করার জন্য কী না করেছি! সব সময়ই তটস্থ হয়ে থাকি, যাতে কোনওরকম ভুল না হয়! তবু কিছুতেই কিছু হয় না। রাতে আমার মোবাইলে রং নাম্বার থেকে ফোন এলে... মারে! কলেজের বন্ধুরা ফোন করলেও মারবে। লিফটম্যানের সঙ্গে দু' মিনিট কথা বললে মারে। কোনও পুরুষ প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেও মেরে মেরে আধমরা করে ফেলে! আর কত সমঝে চলতে হবে? আর কত মার খাবো আমি?"

মা কোনও উত্তর দেননি। কিন্তু তার নীরবতাতেই জবাব পেয়ে গিয়েছিল মোম। বাবা রিটায়ার করেছেন। পেনশন এখনও চালু হয়নি। মায়ের কথা শুনে সম্মতিসূচক দৃষ্টিপাত করেছিলেন মেয়ের দিকে!

সেদিনই মোম বুঝে গিয়েছিল, সশব্দে একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল তার মুখের ওপর। ওরা কেউ মুখে বলেননি। তবে হাবেভাবেই স্পষ্ট যে ওরা ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে ফেলেই হাত ধুয়ে ফেলেছেন! এই বাড়িতে মোম অতিথি হিসাবে থাকতে পারে, কিন্তু পাকাপাকি বাসিন্দা হিসাবে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত!

অগত্যা ব্যথিত, অপমানিত হয়েই ফিরে গেল ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাট বাড়িটায়! তারপর একটার পর একটা দিন কেটেছে, একটার পর একটা যন্ত্রণাদায়ক রাত! পৃথিবীর তাতে কিছু এসে যায়নি। মোম বাইরের দুনিয়ায় সফল কর্পোরেট স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সুখী সুখী ঝলমলে হাসি হেসেছে। অন্যদিকে ক্রমাগত বেড়ে গেছে তার অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের ডোজ। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে লুকিয়ে রেখেছে এক শিশি ঘুমের ওষুধ! কিন্তু আজ পর্যন্ত ঘুমের বড়িগুলো একসঙ্গে গিলতে পারেনি! সাহসে কুলোয়নি। কাউকে বলতেও পারেনি নিজের যন্ত্রণার কথা।

কী বলত সে? কী করে বলত যে আসলে 'বাঁধা বাবু' তথা জানোয়ারটির আসল নাম 'স্বামী'! আর এই অভিনব বেশ্যাবৃত্তির নাম 'সংসার'! সুখের নাম মরীচিকা, তথা 'মৃগতৃষ্ণা'!

২

সকালে টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে ভুরু কুঁচকে গেল উন্মেষের। মোম আলমারি থেকে নিজের জামাকাপড় বের করে সযত্নে স্যুটকেস গোছাচ্ছে! কাল রাতের মারের দাগগুলো এখনও মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক বেশি প্রাণবন্ত লাগছে তাকে। সন্দেহে কপালে ভাঁজ পড়ল তার। ব্যাপার কী! মোম কি কোথাও যাচ্ছে? কোথায়? বাপের বাড়ি?

তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেপে নিচ্ছে মোমের প্রতিটা পদক্ষেপ। সে ধীরেসুস্থে স্যুটকেস বন্ধ করল। এখন মোবাইল ফোনের বোতাম টিপছে টক টক। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ থেকে বলল, "হ্যালো?"

উন্মেষ ওপ্রান্তের কথাবার্তা শুনতে পায় না। শোনাও সম্ভব নয়। সে ল্যাপটপটাকে ব্যাগে ভরতে ভরতে শুনল মোম বলছে, "হ্যাঁ, এই দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি। চিন্তা কোরো না।... না, ব্রেকফাস্ট করেই যাবে।... লাঞ্চে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইনিজ? খুব ভাল হবে। অনেকদিন চাইনিজ খাওয়া হয়নি...।"
খুব দ্রুত বাক্যালাপ সেরে ফোন রেখে এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে সে। চুলগুলোকে চুড়ো করে বাঁধছে। আবার থেকে থেকে গুনগুনিয়ে আপনমনে গানও গাইছে! হল কী! আচমকা এত উচ্ছ্বাস! অন্যান্যদিন তো মরা মাছের মতো উত্তাপহীন বরফশীতলতায় নিজেকে মুড়ে রাখে। বামুনবাড়ির বিধবাদের মতো তটস্থ ভঙ্গিতে গুটিগুটি পায়ে চলাফেরা করে। দেখলে মনে হয়, তাকে উন্মেষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়নি, আজীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়েছে। কালও এর ব্যতিক্রম হয়নি! অথচ আজ...?
উন্মেষ আর থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলল।
"কোথায় যাচ্ছ?"
"উঁ।" অন্যমনস্ক স্বরেই উত্তর দেয় মোম, "তোমার হয়ে গেছে? ব্রেকফাস্ট করে নাও।"
উন্মেষ বিস্মিত। প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না সে! এ কী অদ্ভুত অবহেলা! অবহেলা না বিদ্রোহ! কী ভীষণ দুঃসাহস! তার মস্তিষ্ক উষ্ণ হতে শুরু করে। তবু অতিকষ্টে রাগ চেপে রাখল উন্মেষ। মা-বাবা কিছুদিনের জন্য পুরী গিয়েছেন। যাবার আগে বাবা পইপই করে বলে গেছেন, "খবর্দার, ফাঁকা বাড়ি পেয়ে কোনওরকম গোলমাল করবি না। নয়তো তোর ওই চণ্ডাল রাগ একদিন তোকেই ডোবাবে! সব কিছুর একটা লিমিট আছে।"
সে প্রতিবাদ করে, "আমি কি ইচ্ছে করে গোলমাল করি? তোমরা মোমকে চেনো না? ভাল কথা ওর মাথায় ঢোকে না। এক নম্বরের তেড়িয়া মেয়েছেলে! যতক্ষণ না কয়েক ঘা পড়ছে, ততক্ষণ সোজা হবে না।"
"যাই হোক না কেন...।" বাবা আঙুল তুলে বলেন, "একবার ফোর নাইন্টি এইট হতে হতে কোনওমতে শেষ রক্ষা হয়েছে। আমরা চাই না, তোমার জন্য আমাদের সবাইকে জেলের ভাত খেতে হয়! তোমার কৃপায় এই বুড়ো বয়েসে পুলিশের লাঠি খেতে পারব না।"
মা এবার বাবাকে থামালেন, "থাক! তোমাকে আর ওই বাঁজা মেয়েছেলের হয়ে কাঁদুনি গাইতে হবে না। ফোর নাইন্টি এইট কি মুখের কথা? করলেই হল? তারপর ও যাবে কোথায়? যাওয়ার জায়গা আছে নাকি? গতবার তো খুব মেজাজ দেখিয়ে গিয়েছিল! কী হল শেষপর্যন্ত? বাপ-মাও তো ঘরে রাখল না। শেষে সেই সুড়সুড় করে এখানেই ফিরল। ওরা করবে ফোর নাইন্টি এইট! মুরোদ আছে?"
ব্রেকফাস্ট টেবলে নিয়মমতোই চুপচাপ টোস্টে মার্মালেড লাগাচ্ছে মোম। পরনে চমৎকার একটা কাঁথা স্টিচের শাড়ি। বাড়িতে সে সচরাচর এত ভাল শাড়ি পরে না। উন্মেষ আড়চোখে দেখল, চোখেও সুন্দর করে লাইনার লাগিয়েছে সে। মাস্কারায় চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠেছে আরও বেশি আবেদনময়ী! কোঁকড়া চুলগুলো টপনটের ফাঁক বেয়ে কুচো কুচো এসে পড়েছে কপালের ওপরে! ঢেকে দিয়েছে কালশিটে। কাল অত মার খাওয়া সত্ত্বেও আজ একটুও কষ্টের ছাপ নেই মোমের মুখে। বরং সকাল সকাল এত সাজের ঘটা! কখনও উন্মেষের জন্যও তো এমন সাজেনি মোম!
"কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?" সন্দেহকুটিল অথচ ঠান্ডাস্বরেই ফের জানতে চায় উন্মেষ।
মোম তার দিকে তাকায়নি। মার্মালেডের বোতলটাকে সরিয়ে রেখে বলল, "আরেকটা টোস্ট নেবে?"
"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"
এবার একেবারে সরাসরি প্রশ্ন। মোম উত্তর না দিয়ে টেনে নিয়েছে জোড়া পোচের ডিশটা। দ্রুতগতিতে কাঁটা চামচ দিয়ে ডিম কেটে কেটে মুখে পুরছে। চিবোতে কষ্ট হচ্ছিল তার। মুখের একদিক এখনও সামান্য ফুলে আছে। তবু তাড়াতাড়ি খাওয়ার চেষ্টা করছে মোম। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাঝেমাধ্যেই রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছে। দুই ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ। দেরি হয়ে যাচ্ছে ওর।
"বাবা-মায়ের শরীর ভাল আছে?"
ইচ্ছে করছিল ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেয়। হাত নিশপিশ করছে। তবু উন্মেষ এবার অন্য রাস্তা ধরল। সরাসরি উত্তর না পেয়ে এখন সে অন্যভাবে বের করে আনতে চায় জবাবটা।
মোম মৃদু হাসল, "সবাই ঠিক আছে। আমি ও বাড়িতে যাচ্ছি না।"
মোমের মা-বাবা ঠিক আছেন, এবং সে বাপের বাড়িতে যাচ্ছে না। তাহলে মোম যাচ্ছে কোথায়?
"তোমার কলেজের রি-ইউনিয়ন হওয়ার কথা ছিল না?" ফলের রসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল উন্মেষ, "কবে যেন?"
"রি-ইউনিয়ন গত সপ্তাহেই হয়ে গেছে।" মোম ন্যাপকিনে মুখ মুছছে, "তুমি যেতে দাওনি।"
এবার মনে পড়ল। হ্যাঁ, গত সপ্তাহেই রি-ইউনিয়ন ছিল। কলেজের প্রাক্তনীরা সবাই জড়ো হয়ে একটা প্রোগ্রাম করেছিল। মোমের সহপাঠী সুদীপ্তকেও মনে পড়ে গেল! উঃ! কী নির্লজ্জ ছেলেটা! একেবারে এঁটুলি পোকার মতো এঁটে ছিল। মোমকে রি-ইউনিয়নের নেমন্তন্ন করতে এসে সোফায় বসে লুচি খেতে খেতে কী অনায়াসেই বলে গেল, "মশাই, আপনার গিন্নিটি কলেজে প্রায় 'হেলেন অব ট্রয়' ছিল! কত ছেলে যে লাইন মারতো তার ইয়ত্তা নেই। পিছনে বিরাট লাইন ছিল। আমিও সেই লাইনে ইঁট পেতে রেখেছিলাম! কিন্তু আমাদের কারওর ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল না! আপনি ভাগ্যবান!"
মাথাটা চড়াৎ করে গরম হয়ে গিয়েছিল উন্মেষের। সে ভাগ্যবান মানে? মোম তাকে দয়া করেছে নাকি? এই যে সুদীপ্ত নামের ছেলেটা, সে এমন কী হনু? পেশায় তো পাতি মেডিকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। একখানা বিরাট ব্যাগ ঘাড়ে করে ডাক্তারদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। ওকে বিয়ে করলে মোম এমন চমৎকার ফার্নিশড ফ্ল্যাটে রাজরানি হয়ে থাকতে পারত? মোমের বাপের বাড়িতে ভ্যাপসা গরমের চোটে টেকা দায়! জীবনে যে মেয়েটা এসি'র নামই শোনেনি, সে আজ সেন্ট্রাল এসির ঠান্ডা আদরে রয়েছে! আজ এসি গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায় মোম! সুদীপ্তকে বিয়ে করলে এ সব কপালে জুটত?
সৌজন্যবশত হাসিটা বজায় রাখলেও তখনই ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড জ্বলছিল উন্মেষ। মোম সলজ্জ হাসি হেসে বলে, "বাজে বকিস না। রি-ইউনিয়নে আর কে কে আসছে?"
"তানিয়া, সুস্মিতা, ইন্দ্রাণী, বাসব...।" বলতে বলতেই থেমে গিয়েছিল সুদীপ্ত। রহস্যময় হাসি হেসে, চোখ টিপে যোগ করে, "আর তোর হট ফেভারিট 'দিওয়ানা' কবি সৌরীশও আসবে। প্রথমে একটু তা-না-না-না করছিল। যেই শুনেছে 'মৃগতৃষ্ণা'ও আসবে, অমনি এক কথায় রাজি!"
"মৃগতৃষ্ণা?" অবাক হয়ে উন্মেষ জানতে চায়, "মৃগতৃষ্ণা কে?"
"কে আবার? আপনার গুণধর ধর্মপত্নী!" সুদীপ্ত হড়বড় করে বলে যায়, "সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন না? এখনকার নামকরা কবি? এক সময় মোমের প্রেমে পুরো পাগল ছিল। মোমের জন্য পরীক্ষার খাতায়, প্রোজেক্ট পেপারে কত কবিতা লিখেছে তার ঠিক নেই। ওকে 'মৃগতৃষ্ণা' বলেই ডাকত। সেই কবিতাগুলোই পরে বই আকারে বের করে। বইটার নাম 'মৃগতৃষ্ণা'। পড়েননি? ওটা তো এবছর পুরস্কার পেল!"
দাঁতে দাঁত পিষে কোনওমতে সহ্য করেছিল উন্মেষ। যতক্ষণ সুদীপ্ত ছিল, ততক্ষণ আর একটা কথাও বলেনি। রাগে তার মুখ থমথম করছিল। সুদীপ্ত চলে যাওয়া মাত্রই চেপে ধরল মোমকে, "এই মৃগতৃষ্ণা পর্বটা আগে বলোনি কেন? কবিতার পিছনে আর কী কী করেছ? অ্যাঁ?"
মোমের মুখ ভয়ে পিঙ্গল হয়ে যায়, "বিশ্বাস করো, আমি এসব কিছুই জানতাম না...!"
"ন্যা-কা!" ঠাস করে একটা চরম নিষ্ঠুর থাপ্পড় এসে পড়ল তার নরম গালে, "কিছুই জানতে না। কচি খুকি? বলো, আর কী করেছ ওই সৌরীশর সঙ্গে? শুয়েছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কঁকিয়ে ওঠে, "ওসব কিচ্ছু না! প্লিজ় ছেড়ে দাও!"
"ছেড়ে দেব?" তার চুলের মুঠি টেনে ধরল সে, "মামাবাড়ি? এতক্ষণ তো সৌরীশের কথা শুনে একেবারে ব্লাশ করছিলি? সে তোর কবেকার নাগর? মৃ-গ-তৃষ্ণা? অ্যাঁ? শালি—ছেনালিপনার জায়গা পাস না?"
নিষ্ঠুর ভাবে তার হাত মুচড়ে ধরে, দেওয়ালে মুখ ঘষে দিয়েছিল উন্মেষ। কপালের, ভুরু-নাক-ঠোঁটের ওপরের নরম অংশের ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। তবু তার দয়া হয়নি। প্রায় তার গলা টিপে ধরে বলেছিল, "বল। বল, কতবার শুয়েছিস এই সৌরীশের সঙ্গে? বল শালি!"
আচমকাই মনে পড়ে গেল সৌরীশের কথা। মোম কি তার সঙ্গেই কোথাও...।
"তোমার ওই বন্ধু...!" একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল সে, "কী যেন নাম? কেমন আছে সে?"
"কে? সুদীপ্ত?"
"না। যে কবিতা-টবিতা লেখে।"
মোমের চোয়াল শক্ত হল, "সৌরীশ?"
"হ্যাঁ। সৌরীশ। কেমন আছে সে?"
মোম বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকায়, "তার খবরে তোমার কী দরকার?"
সে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল! তার মানে সৌরীশের কাছেই যাচ্ছে! তার মাথার শিরা উত্তেজনায় দপদপিয়ে ওঠে। চোখ দু'টোয় জান্তব রাগ জমতে শুরু করেছে!
প্রয়োজন ছিল না। তবু কথাটা যেন উন্মেষকে শোনানোর জন্যই বলল মোম, "সৌরীশ মাসখানেকের জন্য স্টেটসে গেছে। ওখানে নানা জায়গায় কবি-সম্মেলন হবে। এখন কিছুদিন ওখানেই থাকবে।"
তার মানে সৌরীশ নয়! তার মানে হয় অন্য কিছু, নয় অন্য কেউ। কে?
মোম খাওয়া শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে। উন্মেষের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার অফিসে লেট হচ্ছে না?"
"না। আজ দেরিতে গেলেও চলবে।"
ক্রমাগত মেজাজ চড়ছিল তার। তেজ দেখ একবার! সব প্রশ্নের ট্যারা ট্যারা উত্তর দিচ্ছে! কালকের মারটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল? আবার মনে করিয়ে দিতে হবে?
"টেবিলের ওপরে চাবি আছে।" নির্লিপ্ত, ঠান্ডা গলায় জানাল মোম, "বেরোনোর সময় লক করে দিও। রোজ তো আমাকে শুদ্ধ লক করে দিয়ে যাও। আজ আমি থাকছি না, তাই ভাল করে লক কোরো। দুধ ফ্রিজে রেখেছি। বিকেলে ললিতা এলে জ্বাল দিয়ে দিতে বোলো। কালকের মাংসও ফ্রিজে আছে। ললিতাকে বললে রাতে রুটির সঙ্গে গরম করে দেবে। তোমার দেওয়া কিছুই নিয়ে যাচ্ছি না। দরকার হলে চেক করে নিতে পারো। এমনকি মোবাইলটাও থাকবে। কী কী নিয়ে গেলাম তার লিস্ট করে রেখেছি। সময় পেলে দেখে নিও।"
এবার বিস্ময়ে গোটা আকাশটাই ভেঙে পড়ল তার মাথায়! এসব কথার মানে? মোম বাপের বাড়ি যাচ্ছে না, রি-ইউনিয়নে যাচ্ছে না—এমনকি ওই সৌরীশের সঙ্গে আসনাই করতেও যাচ্ছে না! তবে কোথায় যাচ্ছে? কার সঙ্গে?
রাগের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়ছে। কোনওমতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, "কোথায় যাচ্ছ তুমি? কার সঙ্গে?"
ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে ততক্ষণে দরজার বাইরে নিয়ে গেছে মোম। স্যুটকেসটা শক্ত করে ধরে শক্ত মুখে বলল, "জাহান্নামে। কারণ তোমার সঙ্গে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। এবং আমি প্রেগনেন্ট!"
শব্দ ক'টা ছুঁড়ে দিয়েই দমাস করে তার মুখের ওপর দরজার পাল্লাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল মোম।

৩

একদিন এমন ভাবেই মোমের বাবা-মায়ের মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এ বাড়ির দরজা! যখন ধরা পড়ল, মোমের পলিসিস্টিক ওভারি থাকার ফলে সে সন্তান ধারণ করতে পারছে না, তখন মা মোমের বাবা-মাকে প্রচুর কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, "বিয়ের আগে তো বলেননি যে মেয়ের এসব অসুখ আছে?"
মোমের মা কুণ্ঠিত ভাবে জানালেন, "এটা কী বলছেন বেয়ান! বিয়ের আগে কি এসব অসুখ ধরা পড়ে!"
"খুব পড়ে।" মা চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, "আপনারা সব জেনেও লুকিয়ে গিয়েছিলেন! বলেননি যে মেয়ে বাঁজা! এমন জানলে এ মেয়ে ঘরে আনি?"
মোমের বাবার শুকনো মুখটা আরও শুকিয়ে গিয়েছিল। মায়ের চোখ ছলছল করে ওঠে। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গোপনে পড়েছিল মেঝের ওপর। সামনে মিষ্টি, সিঙাড়ার প্লেট সাজানো। কিন্তু মেয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে খালি মুখেই চলে গিয়েছিলেন দু'জনে। জলস্পর্শও করেননি। দুই পক্ষের মধ্যে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল একমাত্র অপরাধী! স্বামীকে সন্তান দিতে না পারার অপরাধ, এবং বাবা-মায়ের সম্মান রক্ষা না পারার দায়—দু'টোই ক্ষমার অযোগ্য!
মোম সে রাতে চাপা গলায় প্রতিবাদ করেছে। বলেছে, "এটা এমন কিছু অসুখ নয় যা সারবে না। ডাক্তারবাবু তো বলেছেন কয়েক মাসের ট্রিটমেন্টেই আমি 'মা' হতে পারব। সে কথা তোমার মাকে বলোনি?"
"বলে কী হত?" উন্মেষ বলে, "মা কি ডাক্তারি পাশ করেছেন যে পলিসিস্টিক ওভারির সবকিছু জানবেন?"
"বাঃ। ঝাঁঝালো গলায় বলল মোম, "উনি তো রীতিমতো স্পেশ্যালিস্টের মতোই নিদান দিয়ে বসলেন যে আমি বাঁজা!"
"ভুল কী বলেছেন?" বিরক্ত হয়ে বলল সে, "বিয়ের আগে যদি তোমার এই অসুখটার কথা মাসিমা বলে দিতেন তবে এ সমস্যা হত না।"
"মানে!" মোম স্তম্ভিত, "একটা শিক্ষিত লোক হয়ে তুমি এই কথা বলছ? বিয়ের আগে আমি ক'টা ছেলের সঙ্গে শুয়েছি যে রোগ ধরা পড়বে?..."
আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু আরও কিছু বলার আগেই তার হাত মুচড়ে ধরেছে উন্মেষ!
"কী বললি হারামজাদি!" হিসহিস করে বলল সে, "তোর শোওয়ার খুব শখ—তাই না? বিয়ের আগে শুতে পারিসনি বলে আফসোস হচ্ছে? চল, শোওয়াচ্ছি তোকে!"
সেদিন তাদের বেডরুমের দরজার ওপ্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠের যন্ত্রণাময় চিৎকার আর কান্না ভেসে এসেছিল। কিন্তু কেউ শোনেনি। মোমের শ্বশুরমশাই তখন ডিভিডি প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছিলেন। আর শাশুড়ি টিভির ভলিউম কয়েক মাত্রা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন!...

আচমকা মোবাইলের শব্দে সম্বিত ফিরল উন্মেষের। মোবাইল বাজছে! তার নয়, মোমের! মোম মোবাইলটাও নিয়ে যায়নি। হঠাৎ কানের কাছে জলতরঙ্গের মতো সুর বেজে উঠতেই মুহূর্তের ভগ্নাংশে সে অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এল। মোম বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, জানিয়ে যায়নি। শুধু জানিয়ে গেছে—সে প্রেগনেন্ট!
উন্মেষ অধীর কৌতূহলে তুলে নেয় সেলফোনটা। ডিস প্লে-তে দপদপ করছে একটাই নাম। সুদীপ্ত! সুদীপ্ত মানে সেই রাস্কেলটা। যে বাড়ি বয়ে এসে বলে গিয়েছিল—উন্মেষ ভাগ্যবান! ভাগ্যের জোরে জিতে নিয়েছে মোমকে! নয়তো তার পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না! সেই সুদীপ্ত! সে ফোন করছে। তার মানে, তার সঙ্গেও তলে তলে যোগাযোগ রেখেছিল মোম।
"হ্যালো?" রুক্ষ এবং বিরক্ত কণ্ঠে বলল সে। ওপ্রান্তে সুদীপ্ত বোধহয় একটু ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেল, "হ্যালো... ইয়ে, মানে কে বলছেন?"
"আমি উন্মেষ সেন বলছি।"
সে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, "ও দাদা আপনি? আমি তো ভাবলাম রং নাম্বার হল বুঝি! কেমন আছেন?"
"চলছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু থেমে সুদীপ্ত আবার বলল, "মোম নেই? ওকে একটু দেবেন? জরুরি কথা ছিল।"
এবার প্রচণ্ড বিপন্নতা গ্রাস করল উন্মেষকে। কী উত্তর দেবে? কী বলবে সুদীপ্তকে? বলবে, মোম কিছুই না জানিয়ে চলে গেছে? তার নাকের সামনে দিয়ে দিব্যি গটগটিয়ে অন্য পুরুষের কাছে চলে গেছে, অথচ বোকার মতো তাকিয়ে থাকা ছাড়া সে কিছুই করতে পারেনি! করতে কি পারত না? মোমের চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনতে পারত না? পৈশাচিক গায়ের জোরে তার প্রতিবাদকে কি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যেত না? সবই করা যেত। কিন্তু প্রবল বিস্ময়ের ধাক্কায় সে কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে গিয়েছিল। মোমের দিক থেকে যে এমন একটা জোরালো আঘাতও আসতে পারে, তা তার স্বপ্নাতীত! আর সেই ক্ষণিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার ফাঁকেই মোম দিব্যি গটগটিয়ে চলে গেছে! কোথায় গেছে সে জানে না!
"হ্যালো দাদা?"
সে সম্বিত ফিরে পেল। এখন তার সমূহ বিপদ। কী বলবে সুদীপ্তকে? মোম ঘরে নেই? বাজারে গেছে? তাহলেই লোকটা আধঘণ্টা পরে ফের ফোন করবে। আবার চাইবে মোমকে? তখন কী বলবে উন্মেষ?
"মোমের শরীরটা ভাল নেই।" একটু বাধো বাধো ঠেকলেও সে মিথ্যে কথাটা বলেই ফেলল, "এখন একটু ঘুমোচ্ছে।"
"সে কী! কী হয়েছে?" সুদীপ্তর কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা, "সিরিয়াস কিছু?"
সর্বনাশ! চিন্তার চোটে আবার বাড়িতে এসে উপস্থিত না হয়! উন্মেষ তাড়াতাড়ি বলল, "না। সিরিয়াস কিছু নয়। ওই সামান্য সর্দিজ্বর আর কী! ডাক্তার দেখে গেছেন। ওষুধও পড়েছে।"
"ও। আচ্ছা।" সুদীপ্ত এবার সহজ সুরেই বলে, "ঠিক আছে দাদা। ওকে বলে দেবেন যে আমি ফোন করেছিলাম। আর যে চাকরিটার অনলাইন ইন্টারভিউ দিয়েছিল, সেটা হয়ে গেছে। পরশু রিপোর্ট করতে বলেছে। একটু বলে দেবেন যেন ই-মেল চেক করে।"
ধ্রাম করে আবার একটা বিস্ময়ের বারি এসে পড়ল উন্মেষের মাথায়। সুদীপ্ত কি বাংলা ভাষায় কথা বলছে? শব্দগুলো তো বাংলাই। কিন্তু অর্থ যে কিছুই মাথায় ঢুকছে না! অনলাইন ইন্টারভিউ! চাকরি! মোম চাকরি করবে! সে বিমূঢ়ের মতোই বলল, "চাকরি।"
"হ্যাঁ। চাকরি।" সুদীপ্ত অবাক, "কেন? মোম আপনাকে কিছু বলেনি?"
নিজের বোকামি বুঝতে পেরে কোনওমতে সামাল দেয় উন্মেষ, "সরি সুদীপ্ত। ও বলেছিল। আমারই মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে।"
আর দু'-একটা সৌজন্যমূলক কথা বলে লাইনটা ছেড়ে দিল সে। তার কপালে গভীর ভাঁজ। মোম চাকরি খুঁজছে কেন? ওদিকে বলে গেল সে প্রেগন্যান্ট। আবার অন্যদিকে চাকরির জন্য অনলাইন ইন্টারভিউও দিয়েছে! ব্যাপারটা কী!
আচমকা আরেকটা সম্ভাবনার কথা মাথায় ঝিলিক মেরে গেল তার। বাবা-মা বাড়িতে নেই, উন্মেষও অফিসে বেরিয়ে যায়। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে মোম বন্ধুদের সঙ্গে আসনাই করতে বসবে, এমন সন্দেহ ছিল। তাই বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে মোমকে গৃহবন্দি করে অফিস যেত সে। এইটুকু নিশ্চিন্ততা ছিল যে মোম বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন! চাইলেও পরপুরুষের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না!
ইশশশ! কী নির্বোধ সে! কত বড় মূর্খ! মোবাইলে কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন সবকিছু সম্ভব! অনলাইনে যদি চাকরি খোঁজা যায়, তবে নিশ্চিতভাবে প্রেমিকও খোঁজা যায়! কে বলতে পারে, হয়তো কোনও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে পুরুষসঙ্গী জুটিয়েছে মোম! তার ফেসবুক প্রোফাইল ছিল। ফেসবুকেই হয়তো খুঁজে নিয়েছে কথা বলার সঙ্গী। কথা বলতে বলতে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে হয়তো সহানুভূতি, সহানুভূতি থেকে প্রেম... এবং...!
আর ভাবতে পারল না উন্মেষ। সে তন্নতন্ন করে ঘেঁটে দেখল মোমের মোবাইল। অথচ সন্দেহজনক কিছুই পেল না। এমনকি সৌরীশের নম্বরও নেই ফোনবুকে! হয় তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না মোমের। নয়ত সে নিজেই ফোন থেকে সমস্ত ডিটেলস উড়িয়ে দিয়েছে! কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে কি তেমন কেউ ছিল? দেখতে হবে... দেখতেই হবে...!
সেদিন আর অফিসে যাওয়া হল না উন্মেষের। সে বারবার ইন্টারনেট খুলে মোমের ফেসবুক প্রোফাইলের ফ্রেন্ডলিস্ট ঘেঁটে দেখল, তার মোবাইলের প্রত্যেকটা আননোন নম্বরে ফোন করল, আলমারি তছনছ করে, লকার লণ্ডভণ্ড করে, বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে দেখল একটাও ইঙ্গিতপূর্ণ চিরকুট পাওয়া যায় কি না! অথবা কোনও প্রেমপত্রের ছিন্নাংশ!
নাঃ, নেই। কিছুই নেই! অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভগ্নমনোরথ মানুষটা হতাশভঙ্গিতে বসে পড়ে বিছানায়। আয়নায় তার প্রতিফলন পড়েছে। আচমকা মনে হল তার ব্যর্থ, ক্লান্ত চেহারাটা ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ভেঙচি কাটছে! প্রকারান্তরে মোমের আয়নাই যেন ব্যঙ্গ করে যাচ্ছে তাকে!
অসম্ভব রাগে, নিষ্ফল ক্ষোভে উন্মেষ প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি মারল আয়নাটায়! এমন লাথি ঘুঁষি মোমকে অসংখ্য বার মেরেছে! মোম রক্তাপ্লুত হয়েছে। অসহায় ভাবে কেঁদেছে, পায়ে পড়েছে! আয়নাটা যেন এই মুহূর্তে তারই প্রতিনিধি...!
আয়নাটার কাচ ঝনঝন শব্দে প্রতিবাদ করে ভেঙে পড়ল। উন্মেষ হাতে অসহ্য যন্ত্রণা টের পায়। আয়নার কাচ গেঁথে গেছে তার হাতে! ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে! ব্যথা কাকে বলে এই প্রথম সে বুঝতে পারল। অনুভব করল, কখনও কখনও জড় বস্তুও আঘাতের বদলে দ্বিগুণ আঘাত সপাটে ফিরিয়ে দিতে পারে!

৪

"আপনাদের মেয়ে একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েছেলে!"
"কী বলছ বাবা!" সে টের পেল মোমের মা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, "মোম এমন নয়...!"
"সে কেমন তা আর বোঝানোর দরকার নেই।" গর্জন করে ওঠে উন্মেষ, "হারামজাদি আজ সকালেই আমায় ছেড়ে নাগরের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।"
"সে কী!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা, "কোথায় গেছে?"
"কোথায় গেছে তা জানি না।" সে প্রায় উন্মত্তের মতো চিৎকার করে ওঠে, "কিন্তু আর তাকে আমি ঘরে তুলব না। একবার অনেক কায়দা করে মেয়েকে গছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর নয়।"
"উন্মেষ, বাবা...! শোনো। তোমার ভুল হচ্ছে...!"
"আপনার মেয়ে এক নম্বরের নোংরা মাগি। বেশ্যা কোথাকার!"
ওপ্রান্ত থেকে কী উত্তর ভেসে এল তা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না। ফোনটা দমাস করে ক্র্যাডলে নামিয়ে রেখেছে সে। মাথার ভিতরে অগ্ন্যুৎপাত টের পাচ্ছে! প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল উন্মেষ! এত বড় সাহস! এত স্পর্ধা! ক্রুদ্ধ সিংহের মতো সে ফুঁসছিল। প্রায় ছ'ঘণ্টা হতে চলল মোম চলে গেছে। যাবে কোথায়? সমস্ত পুরুষমানুষকে চেনা আছে। অন্যের বউ দেখলেই জিভ দিয়ে লাল টপকায়। তারপর কয়েকদিন ধামসে-ধুমসে মজা লুটে নিয়ে ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দিয়ে চলে যায়। সে জানে, মোমেরও তাই হবে।
নিশ্চিতভাবেই তাই হবে! সমস্ত ভ্রষ্টাদেরই পরিণতি এক। তখন কী করবে শালি? ফিরতে হবে তো এই শর্মার কাছেই! তখন দেখে নেবে উন্মেষ। সমস্ত হিসাব চুকিয়ে নেবে। তখন কি আর ওকে ঘরে তুলবে? তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাপ্পড় মেরে দেখিয়ে দেবে বেশ্যাপট্টি। বলবে, "যা, ওখানে গিয়েই বোস!"
এসব ভেবেই একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সে। হাত কেটে গিয়ে অনেকটাই রক্তপাত হয়েছে। ফলস্বরূপ ছুটতে হয়েছিল ডাক্তারের কাছে। যাওয়ার সময়ে আকস্মিকভাবেই চোখ পড়ল লিফটম্যানটার ওপরে। মালটা যেন মুচকি মুচকি হাসছে। উন্মেষের বুকের ভিতরটা গুড়ম করে উঠেছিল। ও জানে নাকি? ও কি জানে যে আজ সকালেই হারামি মাগিটা এই লোকটাকে লাথি মেরে চলে গেছে!
"হাসছিস কেন বে?" কর্পোরেট ভদ্রতা সভ্যতা ভুলে গিয়ে রকের ভাষায় খিঁচিয়ে উঠেছিল সে, "খুব মস্তি হয়েছে?"
লিফটম্যান ভ্যাবাচ্যাকা খেল, "হাসছি? কই? না তো স্যার!"
উন্মেষ আর কথা না বাড়িয়ে রাগটা গিলে ফেলেছিল। এরা নিচু জাতের মানুষ। এদের সঙ্গে মুখ-খিস্তি করে লাভ নেই! এদের নিজেদের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না। অথচ অন্যের ঘরের হাঁড়ির কালির খবর ঠিক রাখবে। এই হারামজাদা একবার মোমের কাটা ব্লাউজের পিছন থেকে ফ্যালফ্যাল করে এর শঙ্খের মতো সাদা পিঠ দেখছিল! তখনই ওকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখানোর অসম্ভব ইচ্ছেকে কোনওমতে গলাধঃকরণ করেছে সে। উলটে মোমের ওপর ফতোয়া জারি করেছে, "পিঠ কাটা ব্লাউজ পরে ছেনালিপনা বন্ধ করো। ছোকরা লিফটম্যান, দারোয়ানগুলোর সামনেও কাপড় খোলার শখ! কিছু বুঝি না আমি?"
তার মুখের কুৎসিত ভাষায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মোম, "কী বলছ?"
"বুঝিসনি?" এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলে সে, "ছেনাল!"
চড়ের প্রচণ্ড শব্দটা অবচেতনেই মস্তিকে অনুরণিত হয়ে সচকিত করে তুলল তাকে। আড়চোখে লিফটম্যানটার দিকে তাকায় উন্মেষ। ও কি এখনও হাসছে? না হাসি চাপার জন্য উৎকট গাম্ভীর্য মাখছে। তার স্থির বিশ্বাস, সব জানে ও। মোম লিফটে করে নীচে নামার সময় কি রসের কথাগুলো বলে যায়নি? লোকটা এখন মনে মনে ভাবছে, এই মালটার বউ আজ সকালেই ওকে ছেড়ে চলে গেছে! মনে মনে করুণাও করছে নাকি? বাইরের অনমনীয় ভাবটা বজায় রাখলেও ভিতরে ভিতরে একটু কুঁকড়ে গেল সে। লিফটম্যানের চোখে চোখ রাখতে পারছে না। লিফট থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতেই সোসাইটির দারোয়ান সেলাম ঠোকে! ওর মনে হল, এ লোকটার মুখেও চাপা বিদ্রুপের হাসি! নির্ঘাত এ ব্যাটাও সব জানে। হয়তো মোমকে ও-ই ট্যাক্সি জোগাড় করে দিয়েছে। নিজের হাতেই গাড়িতে তুলে দিয়েছে স্যুটকেস, ট্রলি! ভিতরে ভিতরে এ ছোকরার সাথেও খুব মাখামাখি ছিল মোমের। ছোঁড়ার নাম সুদর্শন! প্লাম্বার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে আনার সমস্ত দায়িত্ব ওরই। সে সুযোগে বেশ কয়েকবার উন্মেষের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিল। প্লাম্বার বা ইলেকট্রিশিয়ান যখন নিজের কাজে ব্যস্ত, সেই ফাঁকেই ছোঁড়া 'বউদি... বউদি' করতে করতে মোমের পিছনে পোষা কুকুরের মতো ঘুরত। চায়ের আবদার করত। রাগে পিত্তি জ্বলে গেলেও সে সব তবু সহ্য করেছিল উন্মেষ! কিন্তু মোমের লাই পেয়ে সুদর্শনের সাহসের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়ছিল। একদিন বেমক্কা বলে ফেলল, "মাইরি বলছি বউদি! তোমার একেবারে লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো পা! এমন সুন্দর পা আমি বাপের জন্মে দেখিনি...!"
মোম খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। তার ভাইয়ের বয়সী ছেলেটার কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারেনি। কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়েই তার রক্ত হিম! সামনেই দাঁড়িয়ে উন্মেষ! তার চোখ দু'টো ক্ষুধিত জন্তুর মতো দপদপ করে জ্বলছে!
"শুধু পা দেখতে চাস? না আরও কিছু দেখার ইচ্ছে আছে?"
সুদর্শন ঘাবড়ে গেল, "না দাদা। তেমন বলিনি...!"
"তাহলে কী বলেছিস বাঞ্চোত?" প্রচণ্ড ঈর্ষার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল উন্মেষের খরদৃষ্টি। সজোরে ছেলেটার কলার চেপে ধরেছে সে, "আজ পা দেখবি। কাল কী দেখার ইচ্ছে হবে? যার পা এত সুন্দর, তার বাকি জিনিসগুলো কত সুন্দর তা দেখবি না?"
"কী করছ?" অসহায়ের মতো বলে মোম, "ও তেমন কিছু বলেনি উন্মেষ। ছেড়ে দাও ওকে!"
"আচ্ছা?" উন্মেষ ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল, "দেওরের দুঃখ যে খুব প্রাণে লাগছে বউদির! একা স্বামীতে খিদে মিটছে না তোর? দেওরের সঙ্গেও শুবি? হোটেল বুক করে দেব? প্রাইভেট স্যুট?"
মোমের চোখে রক্ত জমেছিল। লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায় একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। সুদর্শন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দু'জনের দিকে! এ কী শুনছে সে! কী দেখছে!
তারপর থেকে আর ভুলেও এদিকে আসেনি সুদর্শন! সেদিন রাতেও বন্ধ ঘরের ওপ্রান্ত থেকে মেয়েলি গলার চিৎকার ভেসে এসেছিল। কেউ শোনেনি। শুনলেও পাত্তা দেয়নি।
আজ আচমকা সেই চিৎকারটা মনে পড়ে গেল। সুদর্শনকে দেখে মনে হল, সেও বিদ্রুপমাখা হাসি হাসছে! একটা অদৃশ্য, দুর্বোধ্য বঙ্কিম হাসি তার ঠোঁটে আলতোভাবে ঝুলে রয়েছে। নির্লজ্জ হাসিটা বারবার বলে যাচ্ছে, "ওই দেখ। এ মালটার বউ পালিয়েছে!"
কোনওমতে তাকে এড়িয়ে মোড়ের মাথায় ডাক্তারের ক্লিনিকে চলে গেল উন্মেষ। ইচ্ছে করলেই অবনীদার ক্লিনিকে যেতে পারত। অবনীদা এ তল্লাটের নামজাদা ডাক্তার। উন্মেষের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক। কিন্তু ওঁর কাছে গেলেই অবধারিত ভাবে চলে আসবে মোমের প্রসঙ্গ! এই মুহূর্তে ওই প্রসঙ্গটাকে প্রাণপণে এড়াতে চাইছে সে! হাতের যন্ত্রণার চেয়েও বড় যন্ত্রণা মোমের চলে যাওয়া! এবং সব থেকে মারাত্মক শেষ কথাটা, 'আমি প্রেগনেন্ট!'
হাতে বেশ কয়েকটা সেলাই পড়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণাও করছিল। কিন্তু মোমের বলে যাওয়া শেষ কয়েকটা শব্দ মনে পড়তেই যন্ত্রণাটা হাতের থেকেও বেশি মাথায় ঘা মারতে শুরু করল! রাজহংসীর মতো উদ্ধত গ্রিবাভঙ্গি করে বলে গেল শেষ শব্দটা, 'আমি প্রেগনেন্ট!'
মোম প্রেগনেন্ট! সে মা হতে চলেছে! অথচ এই মা হওয়া নিয়ে ও বাড়িতে কম ঝামেলা হয়েছে? মা তো কথায় কথায় বলতেন, 'বাঁজা!' মোমও যেন মরীয়া হয়ে উঠেছিল। একের পর এক গাইনিকলজিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, নিয়মিত চেক-আপ, ওষুধ খাওয়া, এমনকি ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হতেও বাকি রাখেনি। আজ এই জ্যোতিষীর কাছে যাচ্ছে তো কাল সন্তোষী মায়ের মন্দিরে! গ্রহরত্ন, তাবিজ-করচ সব ধারণ করেছিল। এমনকি অনেকবার তমুক বাবার চরণামৃত, অমুক মায়ের প্রসাদী বাতাসা নিয়ে এসে খাওয়াতে চেয়েছে উন্মেষকে। উন্মেষ অবহেলাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে সব।
"আমি এ সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না।" ব্যথিত মোম ছলছলে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর দিকে, "প্লিজ, ঠাকুরের জিনিস অমন করে ফেলে দিও না।"
"না—ফেলবে না!" সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "এই চরণামৃত খেলেই পেটে বাচ্চা আসবে তোমার? না অমুক বাবার সাথেও ফষ্টিনষ্টি করছ?"
"ছিঃ!" অসম্ভব ঘৃণা ছলকে পড়ল শব্দটায়। উন্মেষ তাকে সবলে জাপটে ধরে চিৎ করে ফেলল বিছানায়, "এসব ছিঃ ছোঃ তোমার নাগরদের শুনিও। তোমার অমুকস্বামী, তমুকবাবাদের খুব ভাল চেনা আছে। সব শালা ভণ্ড চরিত্রহীন! সুযোগ পেলেই তোমার মতো বাঁজাদের সঙ্গে শোয়।"
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল মোম, "আর কত নীচে নামবে তুমি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“কত নীচে নামব দেখাবো তোকে?” তাকে টেনে হিঁচড়ে জোর করে বিবস্ত্র করে উন্মেষ! প্রচণ্ড রাগে উন্মত্ত মৈথুন করতে করতে বলল, “পেট কী করে হয় দেখ। জলপড়া, তেলপড়ায় হয় না! এইভাবে হয়!”
মেয়েটা কঁকিয়ে উঠেছিল, “ছেড়ে দাও... আমার লাগছে...!”
“না লাগলে বাচ্চা হবে কী করে খুকি?” জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল সে। মোম তবু প্রাণপণে অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কাঁদছে, কাকুতি মিনতি করছে, “ছেড়ে দাও... আমি আর কখনও তোমাকে বলব না... প্লিজ় উন্মেষ... ভীষণ লাগছে!”
“আচ্ছা?” উন্মেষের মাথায় খুন চেপে যায়, “তার মানে এখন থেকে না বলে কাজ সারবি? অ্যাঁ? তাই তো?”
মোমের প্রতিরোধ ভেঙে সেদিন তাকে ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো তছনছ করেছিল সে। মোম প্রথমে খুব চিৎকার করছিল বলে তার মুখ চেপে ধরেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে সে চিৎকার স্তিমিত হয়ে পরিণত হল গোঙানিতে! রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত মোমের আর চিৎকার করার শক্তি ছিল না। দু'চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় উষ্ণ জল পড়েছিল। যন্ত্রণায় শরীরটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু মার খাওয়ার ভয়ে আর টুঁ শব্দটিও করেনি সে।
সেই মোম আজ প্রেগনেন্ট! এই দিনটা দেখার জন্য কী না করেছে সে। মার খেয়েছে। ধর্ষিত হয়েছে। মন্দিরে মাথা ঠুকেছে। জরায়ুর মুখে একটা অবাঞ্ছিত মাংসপিন্ড বা সিস্ট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার মাতৃত্বের পথে। সেটাকে সরানোর জন্য একের পর এক ইন্টারন্যাল ইঞ্জেকশন নিয়েছে! এক একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে যন্ত্রাণায় ছটফট করত মোম। অসহ্য যন্ত্রণা হত তার। ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর প্রায় আধঘণ্টা ক্লিনিকের বেডে শুয়ে ব্যথায় কাতরাত। তবু সে ব্যথাকে গ্রাহ্যই করেনি! গাইনিকে প্রায় অনুনয়-বিনয় করে পাগল করে ছেড়েছে। গাইনিকলজিস্ট তাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, “নাঃ। আর তো কোনও সমস্যা দেখছি না! যে অবস্ট্রাকশন ছিল সেটাও তো সরে গেছে দেখছি। এখন তো প্রেগনেন্সি চলে আসার কথা। আপনাদের কনজুগাল লাইফ স্বাভাবিক তো?”
মোম ফিকে হেসে উত্তর দেয়, “হ্যাঁ। নর্মাল।”
“আপনি প্রত্যেকবার একাই আসেন।” ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, “আপনার স্বামী আসেন না কেন? এরপরের দিন স্বামীকে নিয়ে আসবেন। কয়েকটা ইন্সট্রাকশন দিয়ে দেব।”
উন্মেষকে ডাক্তারের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া মোমের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ! তবু সে হাল ছাড়েনি। প্রায় পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করেছিল। শেষপর্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর উন্মেষ রাজি হয়ে গেল।
“দেখুন সেক্সটা একটা আর্ট!” ডাক্তার দু'জনকেই বুঝিয়ে বলেছিলেন, “এটা একতরফা হয় না। সন্তান হওয়ার জন্য প্রথমেই একটা সুস্থ, সুন্দর সেক্স লাইফের প্রয়োজন। একটা কমপ্লিট স্যাটিসফ্যাকশন। হুড়ুমদুড়ুম করে দায়সারাভাবে মিলিত হলে সন্তান আসে না। অথবা যে কোনও একপক্ষের ক্লান্তি এলেও চলবে না। দু'জনেই এটা এনজয় করবেন। কোনওরকমের ফ্যাটিগ, জোর-জবরদস্তি, অনিচ্ছে কিংবা টেনশন থাকলেও হবে না। একদম ফ্রেশ মাইন্ডে মিলিত হবেন আপনারা। মিলন সুস্থ হলে তবে তো সন্তান আসবে।”
উন্মেষ ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হচ্ছিল। ডাক্তারের বয়স বেশি নয়। বছর চল্লিশেক হবে। কিন্তু দেখলে আরও ইয়ং মনে হয়। রীতিমতো হ্যান্ডসাম চেহারা! এককথায় রমণীমোহন বলা যেতে পারে। এই ডাক্তার মোমকে পর্দার পিছনে নিয়ে গিয়ে কী করে? পেট টেপে? কিংবা আরও গভীরে কোথাও...!
ডাক্তার তখন সুন্দর, সুললিত ও ভদ্র ভাষায় রমণ প্রক্রিয়া বিবৃত করছিলেন। দাম্পত্যজীবনে শারীরিক মিলনে কী কী করা উচিত বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, “নারীকে উন্মুখ করে তোলার দায়িত্ব পুরুষের। তাকে সুখ দিন, আদর করুন। ততক্ষণ আদর করুন যতক্ষণ না সে আপনাকে গ্রহণ করতে চায়। মনে রাখবেন, দাম্পত্যজীবনে শারীরিক সুখ পাওয়াটা একটা বড় ফ্যাক্টর। নারী-পুরুষ সুখী হবে, তবেই তো বসন্তের ফুল ফুটবে। প্রচেষ্টা ফলবতী হবে। তাই না?”
উন্মেষ হাঁ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছিল। এ কী জাতীয় ডাক্তার যে মহিলা পেশেন্টের সামনে রীতিমতো কামসূত্র পড়াচ্ছে! তাও এমন সুন্দর ভাষায়! এ মালটা ডাক্তার না সাহিত্যিক? আর মোমই বা কী! নির্লজ্জভাবে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছে! ওর এত ভাল লাগছে এসব নোংরা কথা? গা 'রি রি' করে ওঠে তার। এই ডাক্তারের কাছে চেক-আপ করাতে আসে মোম! কী সর্বনেশে ডাক্তার!
সেদিনও বাড়ি ফিরে মোমকে একহাত নিয়েছিল উন্মেষ। ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, “খবর্দার! ওই ডাক্তারের কাছে আর নয়! আর কক্ষনও যাবে না ওই অসভ্য ডাক্তারের চেম্বারে! ওটা ডাক্তার না কামসূত্রের অধ্যাপক?”
“এমন বলছ কেন?” মোম অবাক, “উনি গাইনিকলজিস্ট। ওঁর কাছে এসব কিছুই নয়!”
“খুব ভাল।” সে বলে, “কিন্তু ওর কাছে আর যাওয়া চলবে না। যেতে হলে আমাদের পাড়ার যূথিকা ডাক্তারের কাছে যাও।”
“কী বলছ? কোথায় যূথিকা ডাক্তার আর কোথায় উনি?” মোম যুক্তি দিল, “উনি ফার্টিলিটি এক্সপার্ট। বিদেশের ডিগ্রি আছে ওঁর!”
“বিদেশের ডিগ্রি ছাড়াও অনেক কিছু আছে।” এইবার স্বমূর্তি ধরে উন্মেষ, “ফিমেল ডাক্তারে কি তোর পোষায়? পুরুষ-হ্যান্ডসাম ডাক্তার বসে বসে ঘাঁটবে তবেই তোর মন ভরবে, তাই না? শারীরিক সুখ দেয় তোকে তোর ডাক্তার?”
বলতে বলতেই প্রথমে তলপেটে একটা মোক্ষম লাথি। উন্মেষের মাথায় সেদিন দানব ভর করেছিল। এমন মার মেরেছিল যে মোমকে নার্সিংহোমেই ভরতি করতে হয় সেবার।
আচ্ছা! সেই ডাক্তারের সঙ্গেই অ্যাফেয়ার চলছে না তো মোমের? নির্ঘাৎ উন্মেষের অগোচরে ডাক্তারের কাছে যেত। উন্মেষ মনশ্চক্ষে দেখতে পেল ক্লিনিকের সাদা ধবধবে বেডে শুয়ে আছে মোম। তার ওপর ডাক্তার! তার হাত, ঠোঁট খেলা করে বেড়াচ্ছে মোমের দেহের যত্রতত্র! সুখে মোম একটা আহ্লাদী বিড়ালের মতো টানটান হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। উন্মুখ হয়েছে সে। তার মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। নীরবতার মাঝখানে শুধু ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ আর আনন্দ শীৎকার!
তার চোয়াল শক্ত হয়! একবার ডাক্তারের কাছে যেতেই হচ্ছে! দেখতেই হচ্ছে যে মোম ওখানে আছে কী না!
ব্যাপারটা মাথায় আসতেই সে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। এখনই ডাক্তারের ক্লিনিকে যেতে হবে তাকে। ব্যাপারটার এস্পার ওস্পার করতেই হবে! দ্রুত জামাকাপড় পালটে মাথা আঁচড়ে নেয় উন্মেষ! কী ভেবেছে শালি? ডাক্তারের কাছে পালিয়ে গিয়ে বাঁচবে? একবার হাতে পেলে...!

হঠাৎ ডোরবেলের আওয়াজ!
উন্মেষ থমকে গেল। কে এল? মোম নাকি? এত তাড়াতাড়ি তেজ ফুরিয়ে গেল? ভাবতেই আত্মতুষ্টিতে মন ভরে গেল ওর। হ্যাঁ। নির্ঘাৎ মোমই। খুব হাউয়ের মতো চড়চড়িয়ে উড়েছিল। ওদিকে বারুদ বোধহয় ফুরিয়ে গেছে! নাগরও লাথি মেরেছে। যাবে কোথায় মাগি? বাপের বাড়িতে গিয়েও নির্ঘাৎ কুকুরের মতো তাড়া খেয়েছে! উন্মেষের কড়া কড়া কথাগুলো শোনার পর কি আর ওর মা-বাবা ওকে ঘরে তুলবে? তাই শেষপর্যন্ত ফিরে আসতেই হল তাকে। এবার শুরু হবে কান্নাকাটি। হাতে পায়ে ধরাধরি। মনে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুত হয়ে নেয় উন্মেষ। একদম নরম হওয়া চলবে না! যতই কাকুতি-মিনতি করুক, মোমকে ঘরে ঢুকতে দেবে না! বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে। সোসাইটির লোকজনও দেখুক শয়তান মেয়েছেলেকে কীভাবে জব্দ করতে হয়।

পাথরের মতো শক্ত করে দরজা খুলল সে। মুখের একটি রেখাতেও কোমলতা বা দয়া-মায়ার লেশ নেই।

"হ্যালো মিঃ সেন।" বাইরে দাঁড়িয়ে... নাঃ, মোম নয়, রঞ্জাদি। রঞ্জাবতী সিনহা। নীচের ফ্ল্যাটেই থাকেন মহিলা। কোন এনজিও'র সঙ্গে যেন যুক্ত। স্বামীপরিত্যক্তা! কিন্তু একা একা দিব্যি আছেন। মহিলা রান্নার হাত দারুণ। মানুষকে খাওয়াতেও ভালবাসেন। প্রায়ই এটা ওটা ভালমন্দ রান্না করে নিয়ে আসেন। মোটের সঙ্গে গল্প-গাছা করেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল উন্মেষ, আজও তার হাতে লালরঙের ঢাউস টিফিন-বাক্স। টিফিনবাক্সটাকে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাজুক হাসলেন রঞ্জাদি, "আজ চিকেন মোমো করেছি। খেয়ে বলবেন কেমন হয়েছে।"

"নিশ্চয়ই।" হতাশা চেপে দেঁতো হাসি হাসছে সে, "থ্যাঙ্কস।"

রঞ্জাদির কৌতূহলী চোখ তখন উন্মেষকে ছাড়িয়ে অন্দরমহলে উঁকিঝুঁকি মারছে। তিনি অস্ফুটে বললেন, "মোম বাড়িতে নেই?"

ওঃ, মেয়েদের এই এক অসহ্য কৌতূহল! সব কিছুতেই নাক না গলালে চলে না! আর এই ভদ্রমহিলা আবার মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহলী! কোনওরকমে ডিফেন্সিভ খেলল উন্মেষ, "মোম একটু বাপের বাড়িতে গেছে। কিছু বলতে হবে?"

"নাঃ।" আপনি বোধহয় কোথাও বেরোচ্ছেন।"

"হ্যাঁ।" সে প্লাস্টিক হাসি মেখে বলে, "একা একা বসে বোর হচ্ছিলাম। তাই এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। আপনার কি বিশেষ কোনও দরকার আছে?"

রঞ্জাদি যেন হতাশ হলেন। বেচারি একটু পিএনপিসি করতে এসেছিলেন বোধহয়। মোমের অভাবে অমন শখের সাধটা মাঠে মারা গেল। শূন্য রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরা ব্যাটসম্যানের মতো শ্লথ ভঙ্গিতে লিফটের দিকে যেতে যেতে বললেন, "নাঃ। তেমন কিছু নয়। আপনি বরং ঘুরে আসুন। মোম ফিরলে বলবেন, আমি এসেছিলাম।"

"নিশ্চয়ই।" টিফিনবক্সটা হাতে নিয়েই বত্রিশ পাটি বের করল সে, "বলে দেব।"

৫

ডাক্তারবাবুর ক্লিনিকটা বিশাল! নীচে উনি বসেন। আর দোতলার গোটা অংশ জুড়ে ওঁর নার্সিংহোম। সামনের রিসেপশনে বসার জায়গা নেই। অসম্ভব ভিড়। কারওর বা শরীর খারাপ লাগছে। তার স্বামী তাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত! উন্মেষের অবাক লাগে! ওইটুকু একটা শরীরে অতবড় ঢাউস পেটটা নিয়ে কী করে নড়াচড়া করে এরা? কষ্ট হয় না? তবু এত কষ্ট করে কেন? বাচ্চা না থাকলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়? দিব্যি ঝাড়া হাত-পায়ে থাকা যায়। তা নয়, যেচে ঝামেলা ঘাড়ে না নেওয়া অবধি এদের শান্তি নেই!

"আর বলবেন না...।" তার পাশের এক ভদ্রলোক স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চেক-আপে এসেছেন। এখন চাপা গলায় আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন, "মাঝে মাঝে যা কষ্ট হয় না! সারা রাত ঘুম হয় না। এমন শ্বাসকষ্ট হয় যে ও মাঝরাতে উঠে বসে থাকে। চিৎ হয়ে শুতে পারে না...!"

ন্যাকা! আদিখ্যেতা দেখ! যেন ওর স্ত্রী নয়, ও নিজেই প্রেগনেন্ট! শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন মাস্ক হাতে নিয়ে বসে থাক। আরেকটা পুরুষের সঙ্গে নিজের বউয়ের শরীর নিয়ে আলোচনা করছিস! এগুলো পুরুষ? না মেয়েছেলেরও অধম?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, "চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথমবার আমার উনিও খুব মুশকিলে পড়েছিলেন। সারা গায়ে হঠাৎ করে চুলকানি! ডাক্তারবাবু বললেন, কোনওরকম ওষুধ দেওয়া যাবে না। ডেলিভারি হলে আপনার থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। হলও তাই!"

ইতিমধ্যেই সুন্দরী রিসেপশনিস্ট আড়চোখে বেশ কয়েকবার তাকিয়েছে তার দিকে। চোখে সপ্রশ্ন কৌতূহল। এখানে যত পুরুষ উপস্থিত সকলের সঙ্গেই তাদের সঙ্গী বর্তমান। বোধহয় সে উন্মেষের সঙ্গীকে খুঁজছিল। অবশেষে ইপ্সিত মহিলা সঙ্গীকে খুঁজে না পেয়ে তাকে ডেকে প্রশ্নই করে ফেলল, "চেক-আপে এসেছেন? না রিপোর্ট দেখাতে?"

উন্মেষ জবাব দেয়, "আমার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু জরুরি দরকার আছে।"

"পেশেন্ট কে? আপনি?"

"না। আমার স্ত্রী।"

"পেশেন্ট কোথায়?"

ইচ্ছে করছিল বলে দেয়, 'পেশেন্ট জাহান্নামে!' কিন্তু কোনওমতে রাগ চেপে বলল, "পেশেন্ট বাড়িতে। আমি একাই এসেছি।"

রিসেপশনিস্ট বিস্মিত হল। তবু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়রির ওপরে ঝুঁকে অন্যমনস্কভাবে বলল, "কত মাস? নাম কী? অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

"উন্মেষ সেন।"

মেয়েটা এমনভাবে তার দিকে তাকাল যেন গর্ভবতী পুরুষ দেখছে! কিঞ্চিৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, "আপনার নাম জানতে চাইনি। আপনার স্ত্রীর নাম কী?"

মেয়েটিকে ঠাসঠাস করে চড়াতে ইচ্ছে করল তার। উষ্ণ হয়ে সে বলল, "মোম সেন।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?" মেয়েটি খাতা দেখে বলল, "নাম তো দেখছি না!"

"না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।"

রিসেপশনিস্ট দড়াম করে চিত্রগুপ্তর খাতা বন্ধ করে ফেলে, "লাভ নেই। ডাক্তারবাবু অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করেন না।"

রাগটা চড়াৎ করে তার মাথায় চড়ে গেল, "দেখা হবে না মানে? জানেন আমি কে?"

মেয়েটার চোখ কুঁচকে গেছে, "কে আপনি? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? তাহলেও উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্টে ডক্টরের সঙ্গে দেখা হবে না। প্লিজ, আসুন। বাকিদের সুযোগ দিন।"

উন্মেষ একচুলও নড়ল না। বরং তিরিক্ষি গলায় বলল, "দেখা হবে না মানে? আমি ওই শালা ডাক্তারের সাথে দেখা করেই যাব। আমার বউকে ফুঁসলে বাড়িছাড়া করেছে! আর আমি ছেড়ে দেব? মামদোবাজি? এখন পর্দানসীন হয়ে বসে ঢ্যামনামি হচ্ছে? ডাক শালাকে। পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব। এমন ব্যবস্থা করব যে জেলের ভাত খেতে খেতে পচে মরবে। আমায় চেনে না। আমি উন্মেষ সেন। কমিশনারও আমায় চেনে। বুঝেছিস?"

তার চিৎকারে উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়েছে। রিসেপশনিস্ট বলল, "তবে কমিশনারকেই নিয়ে আসুন। কিন্তু উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি তাঁকেও অ্যালাউ করব না। অ্যান্ড মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ।"

"দেখা করতে দিবি না? অ্যাঁ?" উন্মেষের মাথায় ফের দানবটা নেচে উঠল, "আমিও দেখব কী করে দেখা না করে...!"

রিসেপশনের একপাশে সার সার টবে ফুলগাছ ঝলমল করছে। সে উন্মত্তের মতো টবগুলো তুলে নিয়ে একে একে আছাড় মেরে ভাঙতে শুরু করে। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই ইন্টারকম তুলে নেয়, "সিকিউরিটি?"

উন্মেষ উন্মত্তের মতো চতুর্দিকটা দেখে নেয়। দেখা করবে না মানে? দেখা না করলে আজ পুরো ক্লিনিকটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। ইয়ার্কি? একটা চেয়ার তুলে বসিয়ে দিল ক্লিনিকের কারুকাজ করা কাচের দেওয়ালে! ডাক্তারবাবু বোধহয় ভিতর থেকেই গোলমালের শব্দ পেয়েছিলেন। ঘটনাটা কী হচ্ছে বোঝার জন্য বাইরে চলে এসেছেন। রিসেপশনের অবস্থা দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "এ কী!"

"স্যার... আপনি...!" রিসেপশনের মেয়েটি তাঁকে দেখে সভয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দায়িত্ব-পরিত্যাগ: *কম ফ্যাট সুষম আহার আর ব্যায়াম পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে

**একাধিক গবেষণা সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে 2.5 কিলো পর্যন্ত ওজনহ্রাস । ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওজন হ্রাসের ফলাফলে তারতম্য হবে।

এটি হচ্ছে সুস্থতর জীবনশৈলীর পথে এক শুভারম্ভ আর তা কেবল 2 সপ্তাহের জন্যে অনুসরণ করতে হবে এবং আপনার বিএমআই যদি 25 বা তার বেশি হয়। আপনার নতুন সুস্থ আহারের অঙ্গ হিসেবে, প্রচুর পরিমাণে ফল আর শাকসব্জি এবং কেলগ্'স সিরিয়াল জাতীয় কম ফ্যাট বেশি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার গ্রহণের ব্যাপারটা আপনি সুনিশ্চিত করে নেবেন। আপনি যদি 18 বছরের চেয়ে কম বয়েসি গর্ভবতী বা স্তন্যদাত্রী, কোনও ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্যে ওষুধ গ্রহণকারী হন বা 20%-এর চেয়ে বেশি ওজন কমানোর অভিলাষী হন, তবে ওজন হ্রাস পরিকল্পনা শুরু করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

1122.2014

তার আগেই উন্মেষ একলাফে চলে গেছে তাঁর কাছে। নির্দয় ভাবে টুঁটি টিপে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল, "মোম কোথায়? কোথায় মোম? কোথায় রেখেছিস?"
"কে মোম?" ডাক্তারবাবুও মোটেই দুর্বল মানুষ নন। নিজেকে এক ধাক্কায় ছাড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর জোরালো ধাক্কা খেয়ে উন্মেষ এই প্রথম অনুভব করল, তার থেকেও বেশি শারীরিক শক্তি ধরেন এই মানুষটি। তবু সে গোঁ গোঁ করতে করতে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো লাফিয়ে পড়ল ওঁর ঘাড়ে, "ড্যামনামি হচ্ছে? মোমকে চিনিস না? মোম কোথায়? তোর হারামের বাচ্চা পেটে ধরে ঘুরছে...?"
আর কিছু বলার সুযোগ পেল না সে। ডাক্তারবাবু একটু পিছিয়ে গিয়ে তার থুতনিতে সপাটে এক ঘুঁষি মারলেন। চাপা গলায় বললেন, "স্কাউন্ড্রেল!"
উপস্থিত জনতাও তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। গর্ভবতী মেয়েগুলোর দুরবস্থা দেখে তাদেরও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উন্মেষ ঘুঁষিটা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। রক্তের নোনতা স্বাদ টের পাচ্ছে। ঠোঁট কেটে গেছে। বোধহয় দাঁতও নড়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়ানোর আগেই বিক্ষুব্ধ জনতা লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে! এলোপাথাড়ি গালিগালাজ, তার সঙ্গে লাথি, চড়, ঘুঁষি হরির লুটের বাতাসের মতো এসে পড়ছে। রক্তাক্ত হতে হতে ঝাপসা চোখে দেখতে পেল, লাঠি হাতে ষন্ডা চেহারার সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে আসছে...!
"আপনার ভাই? বেশ।" পুলিশ অফিসার নির্লিপ্ত গলায় বললেন, "নিয়ে যান। কিন্তু সাবধান করে দেবেন। পারলে ডাক্তার দেখান। এত মেজাজ কিন্তু মোটেই ভাল নয়। আজ গুণ্ডাগিরি করেছে, কাল তো খুনও করবে!"
রঞ্জাদি একটা অপ্রস্তুত হাসি হাসলেন। পুলিশ অফিসারটি তার পূর্বপরিচিত। এনজিও'র কাজে অনেকবার এসেছেন এখানে। তাই পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরেই একটু অ্যাডভাইসও দিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, "এমন মারপিট করাটা কি আদৌ ভাল লক্ষণ? তাও এমন একটা পাবলিক প্লেসে? ভাগ্য ভাল, আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম। নয়ত গণধোলাইয়েই মারা পড়ত! ভাইকে একটা ভাল সাইকায়াট্রিস্ট দেখান।"
"শিওর।" তিনি আর বাক্যব্যয় না করে উন্মেষকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। ক্লিনিকে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল উন্মেষ। এমনকি পুলিশ কমিশনারকেও টেনে এনেছিল। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ছিল না! এই জাতীয় মানুষ বারফট্টাই মারার সময় মনে রাখে না কী বলছে! কিন্তু আঘাতের বদলে প্রতিঘাত এলে বিহ্বল হয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে যায়। উন্মেষও ভয় পেয়ে গিয়েছিল! যন্ত্রণায় সারা শরীর ফেটে যাচ্ছে। জনতা এবং সিকিউরিটি গার্ড—কেউই রেয়াত করেনি। শেষপর্যন্ত ডাক্তারবাবুই বাঁচিয়েছিলেন। উগ্র, ক্রুদ্ধ ভিড়টাকে শান্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন তাকে।
জীবনে হাজতবাস করেনি উন্মেষ। কোনওদিন এমন দিন দেখতে হবে—দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। অথচ মোমের কল্যাণে হাজতবাসও করতে হল! প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভেবেই পায়নি—কী করবে! কী করলে ছাড়া পাবে! শেষপর্যন্ত রঞ্জাদির কথাই মনে পড়ল। ভদ্রমহিলা এনজিও'র সঙ্গে যুক্ত। ওঁর এনজিও জেলফেরত মেয়েদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। পুলিশকর্মীদের কাছে তার পরিচিতি থাকলেও থাকতে পারে! সেই ভয়সাতেই রঞ্জাদিকে ফোন করা!
"মিঃ সেন!" রঞ্জাদি গাড়িতে বসে বললেন, "আপনার সারা মুখ তো রক্তে লাল হয়ে গেছে! নাকও ফেটেছে মনে হচ্ছে। আগে কোনও ডাক্তারের ক্লিনিকে যাওয়া দরকার!"
রোবটের মতো মাথা নাড়ল উন্মেষ। তার দেহে আর সাড় ছিল না! আজীবন মেরে এসেছে। সবল প্রতিপক্ষের হাতে মার খেতে কেমন লাগে জানা ছিল না। এই প্রথম জানল। সারা শরীর যন্ত্রণায় টাটাচ্ছিল!
সারা রাস্তা আর কোনও কথা হয়নি। রঞ্জাদি কোনও কথা বলেননি। উন্মেষও নীরব ছিল। ডাক্তার দেখিয়ে চুপচাপ ফিরে এল নিজের ঘরে। কপালে বেশ কয়েকটা সেলাই পড়েছে। সারা গায়ে ব্যথা। হাত নাড়তে পারছে না। ভেঙেছে কি না কে জানে! জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। চাপচাপ রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। কোনওমতে দেহটাকে টানতে টানতে এনে বিছানায় ধুপ করে বসে পড়ল সে। কোনও চেতনা কাজ করছে না। শুধু বুকের ভিতরে রাবণের চিতার মতো অনির্বাণ জ্বালা! অসম্ভব জ্বালা! জ্বলছে... দেহ মন—সব জ্বলছে! ভীষণ... ভীষণ জ্বালা! সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে আনে। এই মুহূর্তে তাকে পাগলের মতো লাগছে। উন্মাদের মতোই একের পর এক ফোন করতে থাকল উন্মেষ। নিজের সমস্ত বন্ধুকে, মোমের মা-বাবাকে, সুদীপ্তকে—আরও যত মানুষকে সে চিনত সবাইকে ফোন করে চিৎকার করে বলতে থাকল একই কথা! ফ্ল্যাটের সমস্ত দরজা-জানলা, দেওয়াল, ছাত কাঁপিয়ে, মানসিক ভারসাম্যহীনের মতো হাসতে হাসতে সবাইকেই এক কথাই বলে গেল।
"শুনুন... শুনুন। মোম একটা কুলটা মেয়েছেলে! বেশ্যা! নাগরের সাথে শুয়ে পেট বাঁধিয়েছে। ওর পেটে অন্য পুরুষের অবৈধ বাচ্চা!... আমি ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি... হ্যাঁ, আমি। আমি নিজে ওকে তাড়িয়েছি। ও আমার অনেক হাতে-পায়ে ধরেছিল! কান্নাকাটি করে গলাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি লাথি মেরে বের করে দিয়েছি শয়তানিকে... হ্যাঁ, বের করে দিয়েছি... আমি—ই-ই-ই...! আমি-ই! হাঃ হাঃ হাঃ!"

আঃ!
এতক্ষণে জ্বালা জুড়োল! এতক্ষণে উন্মেষ একটু শান্তি পেল। খুব জব্দ করা গেছে মোমকে। শালি, কী ভেবেছিল? আমার নাকের সামনে দিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে যাবি, আর আমি বসে বসে দেখব! ইয়ার্কি! এতক্ষণে তোর পরিচিত সকলেই জেনে গেছে যে তুই একটা কুলটা। তুই একটা বেশ্যা! এই উন্মেষ সেন তোকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে...!
আচমকা মোবাইল বাজল! পর্দায় দপদপ করছে অজানা নম্বর!
"হ্যালো?"
ওপ্রান্ত থেকে মোমের ঠান্ডা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "শোনো, বলতে ভুলে গিয়েছি—তোমার রেগুলার পাজামা-পাঞ্জাবিটা লন্ড্রিতে রয়ে গেছে। কাল নিয়ে এসো। আজকের জন্য আলমারিতে একটা নতুন পাঞ্জাবি-পাজামার সেট রেখে এসেছি। পরে নিও।"
হিসহিস করে বলল উন্মেষ, "তোকে আর ঘরে ফেরাব না আমি। শুনছিস?"
"শুনলাম।" মোম ততোধিক ঠান্ডা গলায় বলে, "ললিতা কি মাংসটা গরম করে দিয়ে গেছে?"
"হারামজাদি!" চেঁচিয়ে ওঠে সে, "কোথায় আছিস তুই? কোন নাগরের ঘরে? সৌরীশ? সুদীপ্ত? না ওই ডাক্তারটার সঙ্গে...? কার সঙ্গে এত পিরিত? আমি কিছু বুঝি না?"
"তুমি সব বোঝো।" ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর আরও বরফশীতল, "স্ট্রেস ফ্রিটা কাবার্ডের লেফট ড্রয়ারে আছে। এখন খেয়ে নাও। নয়তো কাল মাথা ধরবে।"
এবার আর থাকতে না পেরে উন্মেষ জন্তুর মতো গর্জন করে ওঠে, "কার বাচ্চা ওটা? বল খানকি! কার পাপ? ও বাচ্চা আমার নয়! আমি জানি।" টেনে টেনে হাসছে সে, "এতদিন খুব সতীসাধ্বী সেজে ছিলি। মিথ্যে সন্দেহ করি আমি? মিথ্যে? এবার ধরা পড়েছিস হারামজাদি! আমাকে ফাঁকি দিবি? আ-মা-কে? এবার সবাই তোর আসল রূপ দেখবে!"
"আমি ছাড়ছি।"
ফের দপ করে আগুন জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে! উন্মেষ পাশবিক রাগে চিৎকার করছে, "ছাড়বি মানে? এত সহজে ছাড়ব? তোকে আর তোর নাগরকে আমি কোর্টে টেনে নিয়ে যাব!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোন অপরাধে? তোমার সন্তানের মা হওয়ার অপরাধে?" মোমের কণ্ঠস্বর যান্ত্রিক।
"আমার সন্তান? আমার কোন সন্তান?" উন্মেষের গলা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে, "যার তার পাপকে আমার ঘাড়ে গছাবি? বললেই হল আমার বাচ্চা!"
"আর কারওর নয়।"
"শা—লি!" এবার উত্তেজনায় গলার শির ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল উন্মেষ, "আমার বাচ্চা? আমার ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম আছে রে হারামজাদি! 'ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম' বুঝিস? ইনফার্টিলিটি! আমি সারাজীবনে বাবা হতে পারব না! আমি আর আমার ডাক্তার ছাড়া এই রোগের কথা আর কেউ জানে না। আমার বাপ-মাও না! আর তুই বলছিস আমার বাচ্চা তোর পেটে? এবার হাতেনাতে ধরেছি তোকে!"
মোম স্তব্ধ হয়ে গেল! যেন কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! বিস্মিত, ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাল রঞ্জাবতীর দিকে। হ্যাঁ! সে কোথাও যায়নি। বরং ঘাপটি মেরে বসে আছে রঞ্জাবতীর ফ্ল্যাটে। এই বাড়ি ছাড়ার প্ল্যান, গর্ভবতী হওয়ার মিথ্যে নাটক করার বুদ্ধি রঞ্জাবতীরই! কিন্তু এ কী শুনছে সে! এতদিন ধরে ভেবে এসেছিল, সমস্ত দোষ তারই! ভেবেছিল, একটা বাচ্চা হলে হয়তো সুস্থ হয়ে যাবে উন্মেষ! কিন্তু তা তো কোনওদিন হত না! এই লোকটা তার ঘাড়ে 'বাঁজা মেয়েছেলে'র তকমা এঁটে দিয়েছে! এই লোকটা তার নিজের শারীরিক-মানসিক অসুস্থতার দায় মোমের ঘাড়ে চাপিয়ে এসেছে এতদিন। নিজের অক্ষমতার জ্বালা মিটিয়েছে মোমের ওপর! কাপুরুষ! কাওয়ার্ড! ব্লাডি বাস্টার্ড! এই লোকটার সন্তানের মা হওয়ার কথা ভাবছিল সে! কী ভয়ঙ্কর মরীচিকার পিছনে ছুটছিল! যদি রঞ্জাদি পাশে না দাঁড়াত, তাহলে সারাজীবন এই 'মৃগতৃষ্ণা'র পিছনে অন্তহীন ছুটে চলত মোম! সেদিন রঞ্জাদি যদি চারফুট হেঁটে আসতে না বলত, তবে এই সত্যটা আজীবন গোপন থাকত!
"থ্যাঙ্কস ফর দ্য কনফেশন।" মোমের গলা কাঁপছিল। তবু সে জোর গলায় বলে, "এটা আমি রেকর্ড করে রাখলাম। ভেবেছিলাম পুলিশের কাছে যাব। ফোর নাইন্টি এইট করব। কিন্তু ফোর নাইন্টি এইট অত্যাচারী পুরুষের জন্য। এখন বুঝলাম, তুমি অত্যাচারী হলেও আদৌ পুরুষই নও! তাই আপাতত ফোর নাইন্টি এইট করছি না। এটার একটা কপি তোমার বাবা-মাকে পাঠাব। আরেকটা কোর্টে প্রোডিউস করব।"
"মোম!" এবার ভয় পেয়ে গেল উন্মেষ! চরম উত্তেজনায় গোপনতম কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে। সে টের পেল তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে, "মোম, শোনো...।"
"আর হ্যাঁ। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে একশিশি ঘুমের ওযুধ আছে।" মোমের গলা শাণিত, "আমি খাব ভেবেছিলাম। খাইনি। তুমি ইচ্ছে কলে খেয়ে নিতে পারো। এটাই তোমার উচিত! যেমন আমার আগেই উচিত ছিল মার না খেয়ে তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া। দেরিতে হলেও আমি কর্তব্য করেছি। তুমিও তোমার কর্তব্যটা করলে খুশি হব। বেটার লেট দ্যান নেভার।"
উন্মেষ এবার অসম্ভব ভয় পাচ্ছে! ভীষণ... ভীষণ ভয়...! মোম কী প্রচণ্ড নিষ্ঠুরভাবে কথা বলছে! মোম এত নিষ্ঠুর!
"মোম, শোনো...!"
"চো-ও-ও-প শা-লা!"
ওপ্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ থমকে উঠল! এ কে কথা বলছে! এ কার ভাষা! মোম এভাবে কথা বলতে পারে?
"মোম। শোনো। বোঝার চেষ্টা করো...!"
"চোপ! লজ্জা করে না কথা বলতে? হারামি, নপুংসক!"
প্রবল ঘৃণার সঙ্গে চাবুকের মতো ভেসে এল কথাগুলো! তারপরই সব নিস্তব্ধ!
লাইন কেটে গেছে!

অলংকরণ: শুভম দে সরকার

সানন্দা ওয়ান স্টপ ক্লাসিফায়েড

এই বিভাগে
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ
9830405945

ন্যায্য মূল্যে পুরাতন সোনা কিনি
অনুরাগ জুয়েলার্স
১৫ গ্রামে বিয়ের সেট
২২২, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,(বহুবাজার) কলকাতা-১২
ফোন: ৯৮৩০০৮৬৪০৭, ২২৩৭-৮৩০০/৫৫৫০
বিশুদ্ধতার শেষ কথা
হলমার্ক গহনা বিক্রয় করি





দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসেস মিস্ত্রি

ডালিয়া চেয়ারের উপর ব্যাগটা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, বুঝলি?' আমার মুখ দিয়ে হিঁ-হিঁ-হিঁ করে একটা আহ্লাদসূচক শব্দ বেরিয়ে এল নিজের অজান্তেই। পাশের কিউবিক্‌ল থেকে পারমিতাদি সঙ্গেসঙ্গে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। আমি দু'কানে আঙুল ঠেকিয়ে ওর কাছে ইশারায় ক্ষমা চাইলাম। তারপর ডালিয়াকে বললাম, 'কোথায়? সেই দাড়িওয়ালা ডাক্তারকে পছন্দ করলি, নাকি সেই শ্যামবাজারের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার?' ডালিয়া কম্পিউটারের সুইচ অন করে সামনের সফটবোর্ডে লাগানো মা কালীর ছবির পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল,

'জল আনা হয়ে গিয়েছে তোর?'

হয়ে তো অবশ্যই গিয়েছে। আমি আধঘণ্টা আগে অফিসে ঢুকেছি, এসেই আমার নীল বোতল ভরতি করে পানীয় জল নিয়ে এসেছি। তবু বললাম, 'না, চল নিয়ে আসি।' পারমিতাদি আবার ঘাড় ঘোরাচ্ছিল, কিন্তু পারমিতাদির দিকে একবারও না তাকিয়ে আমি ডালিয়ার সঙ্গে কিউবিক্‌ল থেকে বেরিয়ে করিডোরের দিকে পা বাড়ালাম। জলের মেশিনের সামনে জনাছয়েক লোক দাঁড়িয়ে। ভেরি ভেরি গুড। তার মানে কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে।

ডালিয়া আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'গড়িয়ার ছেলেটা, বুঝলি? ব্যাঙ্কে চাকরি করে। বলেছিলাম না?'

ডালিয়া গত দু'মাসে আমাকে অন্তত জনাপনেরো ছেলের কথা বলেছে, ছবিও দেখিয়েছে। আমি মতামত দিয়েছি। এইসব ম্যাচমেকিংয়ের ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ। কার সঙ্গে কার কম্প্যাটিবিলিটি ভাল, কোন ধরনের পরিবারে বিয়ে করলে শাড়ি আর সালোয়ার কামিজের বাইরে পরতে দেবে না, ফেসবুকে কোন ছেলের বোনটার ছবি দেখে কুচুটে মনে হয়, সেসব বোঝার কাজে আমি দুর্দান্ত, সকলে বলে। এসব বুঝি বলেই গত দু'বছর মা পীড়াপীড়ি করে সত্ত্বেও আমি বিয়ে করতে রাজি হচ্ছি না। অমর্ত্যর সঙ্গে আমার সম্পর্কের বয়স আড়াই বছর হতে চলল, কিন্তু বিয়ের ফাঁদে পা দিতে আমি এখনও রাজি হইনি। তাই বলে আমি ডালিয়াকে মোটেই হিংসে করি না। ও আমাদের অফিসে জয়েন করেছে সাত মাস হল, যদিও ও বয়সে আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। আসলে ওর খুব বিয়ে করার ইচ্ছে। আমি বুঝতে পারি। তাই পাশ করে প্রথমেই ও চাকরি-টাকরি খোঁজেনি। একটা স্পোকেন ইংলিশের স্কুলে পার্টটাইম পড়াত আর বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ করত। তারপর বোধহয় বোর হয়েই আমাদের অ্যাড এজেন্সিতে অ্যাপ্লাই করে। চাকরিটা পেয়েও যায়।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। কী যেন নাম? ব্রেবোর্ন রোডে অফিস, তাই না?'

'সম্বিত। এখন আর ব্রেবোর্ন রোড ব্র্যাঞ্চে নেই। পার্ক সার্কাসে আছে। তবে শুনছি, শিগগিরি বদলি হয়ে যাবে বম্বেতে।'

'কী করে হল সব?'

'কী করে আর হবে?' ডালিয়া লাজুক হাসে। 'ওর নাকি খুব পছন্দ হয়েছিল আমাকে। অন্য কয়েকজন মেয়েকে দেখেওছিল, কিন্তু আমার মতো পছন্দ হয়নি। ওর মা ফোন করে বললেন, তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে চান ওঁরা। এদিকে আমার মা-ও আমাকে চাপ দিচ্ছিল খুব। শনিবার আমরা সাউথ সিটি মলে দেখা করেছিলাম, জানিস? রবিবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ওরা এসেছিল আমাদের বাড়িতে।'

'কিন্তু তোর তো বেশি পছন্দ ছিল সেই শ্যামবাজারের ছেলেটাকে। বললি যে লম্বা, ভাল দেখতে, চাকরিটাও দারুণ। তার উপর অভিজাত বাড়ি?'

'সেই ছেলেটাকে দেখতে ভাল ঠিক তবে সম্বিতের সিটিসি ওর চেয়ে অনেক বেশি। আর সম্বিতকে তো দেখতে খারাপ না। ফোটো দেখিয়েছিলাম ইনস্টাগ্রামে, মনে আছে?'

আমার মনে পড়ল। লাল টি-শার্ট পরা একটা ছবি। ছেলেটা বেশ ফর্সা, তবে তখন কী যেন বলেছিল ডালিয়া? কী একটা কারণে যেন ওর ছেলেটাকে বিশেষ পছন্দ হয়নি? হ্যাঁ, হেয়ারলাইন রিসিডিং বলে। তাই তো! বলেছিল, বয়স্ক-বয়স্ক দেখতে। কিছুদিন পর যদি টাক পড়ে যায়! তারপর হঠাৎই রাজি হয়ে গেল? কেন? হঠাৎ মত বদলাল কেন?

ডালিয়া জল ভরছে। আমার আসলে জল ভরার দরকার নেই,

পৌলোমী সেনগুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, ডালিয়ার মতো জেদি মেয়ে কী কারণে মত বদলে ফেলল।

ওয়ার্ক স্টেশনে পৌঁছে আমরা ফেসবুকে সম্বিতের ছবি দেখতে লাগলাম।
পারমিতাদিও এসে পিছনে দাঁড়াল। সম্বিতের ওয়ালটা বেশ সাদামাঠা। অন্যদের পোস্ট করা সিরিয়াস ধরনের আপ্তবাক্য শেয়ার করেছে। মনে হয়, লোকশিক্ষা দেওয়ার কাজে সম্বিত বেশ উৎসাহী। মোটে কয়েকটা ছবি পোস্ট করেছে। তার মধ্যে অধিকাংশই অফিসের। গ্রে চেয়ারে বসে কয়েকজন লোক, পিছনের সফ্‌টবোর্ডে পিন দিয়ে কাগজ লাগানো, ল্যাপটপ খোলা।
সফটবোর্ডে কোনও ছবিটবি নেই, যেমনটা আমাদের অফিসে দেখা যায়। লোকগুলো সব টাই পরে রয়েছে, আর টাইগুলোও বেশ বোরিং। আমি ভাবলাম, ব্যাঙ্কের লোকেরা হয়তো এমনই হয়, অন্তত অফিসে। এছাড়া সম্বিতের অ্যালবামে ছবি রয়েছে পুরী বিচে বসে থাকা দুই বয়স্কা মহিলার, নীচে লেখা, 'মাই মা অ্যান্ড মাসি'। আরেকটা ফোটোয় সম্বিত নিজে দু'টি ছেলের সঙ্গে, সম্ভবত কোনও হোটেল বা রিসর্টের সাজানো বাগানে। ছেলেদুটোকে ট্যাগ করা রয়েছে। ডালিয়া ট্যাগের উপর মাউজ় বুলিয়ে নামটাম দেখে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, এরা কাজ়িন হবে হয়তো।'
পারমিতাদি বলল, 'ওদের বাড়ির ছবি নেই রে? বেশ দেখতে পেতাম তোর হবু শ্বশুরবাড়ি।'
'না গো, দেখছি না তো। তবে বাড়ি ভালই হবে। ওদের অবস্থা বেশ ভাল। ওর বাবার তো চালু ব্যবসা ছিল। ফার্নিচারের। সম্বিত ওসবে ইন্টারেস্টেড নয় বলে বেচে দিয়েছে। সুতরাং ফিনান্সিয়ালি যথেষ্ট ওয়েল-অফ। আর পরিবার বলতে তো মা আর ছেলে। নিজেদের বাড়িতে থাকবে বলে গড়িয়ায় বাড়ি করেছে। নাহলে সম্বিতের ইচ্ছে ছিল কোনও হাইরাইজ়ে ফ্ল্যাট নেওয়ার।'
'এই রে!' পারমিতাদি বলল, 'মানে, মায়ের ইচ্ছেতে চলে। তার উপর সিঙ্গল চাইল্ড। দেখিস বাবা।'
ডালিয়া গম্ভীরমুখে বলল, 'দেখার আর কী আছে পারোদি। মা যা চান, তা করাই তো ভাল।'
পারোদি পাশের কিউবিকলে চলে যাওয়ার আগে আমার দিকে তাকাল। সেই চাহনির অর্থ একটাই হতে পারে। এত প্রেম টিকলে হয়!

কিছুদিনের মধ্যেই ডালিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। কুদঘাটে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে বিয়ে। আমার বয়ফ্রেন্ড অমর্ত্যকেও নেমন্তন্ন করেছিল ও। আমরা দু'জনে গেলাম। অফিসের অন্য কয়েকজনও গিয়েছিল। আসলে ডালিয়া সকলকে নেমন্তন্নই করেনি। আমাদের অফিসে কারও বিয়েটিয়ে হলে লোকে পাশের ডিপার্টমেন্টেও নেমন্তন্ন করে। ছোট অফিস আমাদের। কাকেই বা বাদ দেবে? সকলের সঙ্গেই রোজ দেখা হচ্ছে। কিন্তু ডালিয়া খুব বেছে-বেছে কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছিল। অবশ্য নেমন্তন্ন করার আগে আমার সঙ্গে শলাপারামর্শ করেছিল খুব।
'কাকে-কাকে বলব বল তো?'
আমি বললাম, 'তোর যাকে-যাকে ইচ্ছে। এটা পুরোপুরি তোর ব্যাপার।'
'আচ্ছা, ডেসপ্যাচের সুনন্দাদিকে না বললে কিছু মনে করবে?'
'দ্যাখ, মনে করতেই পারে। কিন্তু তুই সবদিক ভেবে যে ডিসিশন নিবি, সেই অনুযায়ী চলবি,' আমি ইচ্ছে করেই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের উত্তর দিচ্ছিলাম। ডালিয়া আমার সঙ্গে কথাটথা বলে দশ বিশটা নেমন্তন্নর লিস্ট বানিয়ে ফেলল। কিন্তু করার বেলায় কোনও লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে ইনভাইট করল না। কী ভেবে যে কাকে বলল, ঈশ্বরই জানেন। অফিসে এ নিয়ে একটু গুজগুজ ফুসফুস হল বটে, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কেউ কোনও কথা প্রকাশ্যে বলল না।

বিয়ের আগে আমরা বহুবার বলেছি, 'ডালিয়া, সম্বিতকে একবার অফিসে আসতে বল না। অ্যাট লিস্ট অফিসের কাছের কোনও কফিশপে। আলাপ করি।'
ডালিয়া বলেছে, 'এখন ও বম্বের ট্রান্সফারটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। আসতে পারবে না। আমার সঙ্গেও দেখা হয় না। রাতে ফোনে কথা হয় শুধু।'
বিয়ের জন্য ছুটিতে যাওয়ার আগের দিন আমি বললাম, 'তুই কী স্বার্থপর রে ডালিয়া! সম্বিতকে কেমন আলমারিতে তালা দিয়ে রাখলি। অমর্ত্যর সঙ্গে আমি আলাপ করিয়ে দিয়েছি কিন্তু।'
ডালিয়া চুপ। পারোদি ওদিক থেকে বিরক্তসুরে বলেছে, 'অ্যাই, তোরা চুপ করবি? কাজে মন দে। নিজেরা কাজ করিস না, কাউকে কাজ করতেও দিস না।'
টিফিনের সময় ক্যান্টিনে গিয়ে আলুছেঁচকি আর রুটি খেতে-খেতে ডালিয়া বলেছিল, 'পারোদির সামনে কিছু বললাম না। জানিস তো, কেমন হিংসুটে। সবসময় আড়ি পেতে আছে, আমার উপর স্পাইং করছে। ও আমাদের ইমিডিয়েট সিনিয়র, ঠিক আছে, মেনে নিলাম, কিন্তু সারাক্ষণ ওকে বলে সব করতে হবে কেন?'
আমি কী বলব বুঝতে পারিনি। পারোদি আমাদের ধমকটমক দেয় বটে, কিন্তু ও যে এমন সেলফিশ জায়ান্ট বা অফিসের মাতাহারি, তা আমার মনে হয়নি। বরং আমাদের সামলে রাখারই চেষ্টা করে। আমি তাই কিছু বললাম না।
ডালিয়াই নিজে থেকে ফের বলল, 'তনুজা, তোর হয়তো খারাপ লাগতে পারে আমি সম্বিতের সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি না বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর, ও ইন্টারেস্টেড নয়। ও কলকাতার কোনওকিছুতেই কোনও উৎসাহ পায় না। ওকে ভিপি লেভেলে প্রমোশন দিয়ে বম্বেতে পাঠাবে, মোটামুটি ঠিকই হয়ে গিয়েছে। ওর মনটা আর কলকাতায় বসে না। তাই আমি ওকে তোদের সঙ্গে আলাপ করার কথা বলতেই পারিনি। তখন পারোদির সামনে বললাম না, কারণ আবার এ নিয়ে হাজারটা কথা বলবে।'
'পারোদি মোটেই গসিপ করে না। আমি কখনও শুনিনি।'
'করে, করে। আমাকে বলছিল সেদিন, তোর অমর্ত্যকে দেখে ওর মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ট্রাস্ট করার মতো ছেলেই নয়। আর তুই? তুই নাকউঁচু আর বেয়াড়া মেজাজের। তবু অমর্ত্য যে কেন তোকে ধরে রয়েছে, তা বোঝা দায়।'
আমি অবাক হয়ে বললাম, 'বলছিল?'
পারোদি আমাকে চিরকাল বলে এসেছে, 'অমর্ত্যকে বিয়ে কর। এত দেরি করিস না। ছেলেটা তোকে ভালবাসে। তুই পাত্তা দিস না তবু তোর পিছনেই পড়ে থাকে সারাক্ষণ। অত চুলচেরা বিচার করলে জীবনে সুখী হওয়া যায় না।'
একবার গড়িয়াহাটে আমি আর মা বাজার করছিলাম। পারোদির সঙ্গে দেখা। ওর ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়েছে। মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাকে বিয়ে করতে কতবার বলল, অমর্ত্যর দারুণ ভাল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটও দিল। তার পেটে-পেটে এমন? আমি তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম না, বললাম, 'তুই কী বললি?'
'আমি? কোনও উত্তর দিইনি। আমার তো অমর্ত্যকে ভালই লাগে। তবে শোন, তুই মাইন্ড করিস না। এমনটা হয়েই থাকে রে। বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই মনে-এক-মুখে-এক। এ নিয়ে বেশি ভাবলে কষ্ট পাবি।'
'তুই পারোদির কথাটা আমাকে না বললেই পারতি ডালিয়া।' আমি একটু কষ্টই পেয়েছিলাম।
ডালিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, 'এই দ্যাখ! তনু, তোর মতো প্র্যাকটিকাল মেয়ে এসব নিয়ে সময় নষ্ট করবে, আমি তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতেই পারি না। জাস্ট ফরগেট ইয়ার। কত লোকে কত কথা বলবে, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড ইয়োর ওন। তুই এ নিয়ে আর কিচ্ছু ভাববি না, কাউকে বলবিও না।'

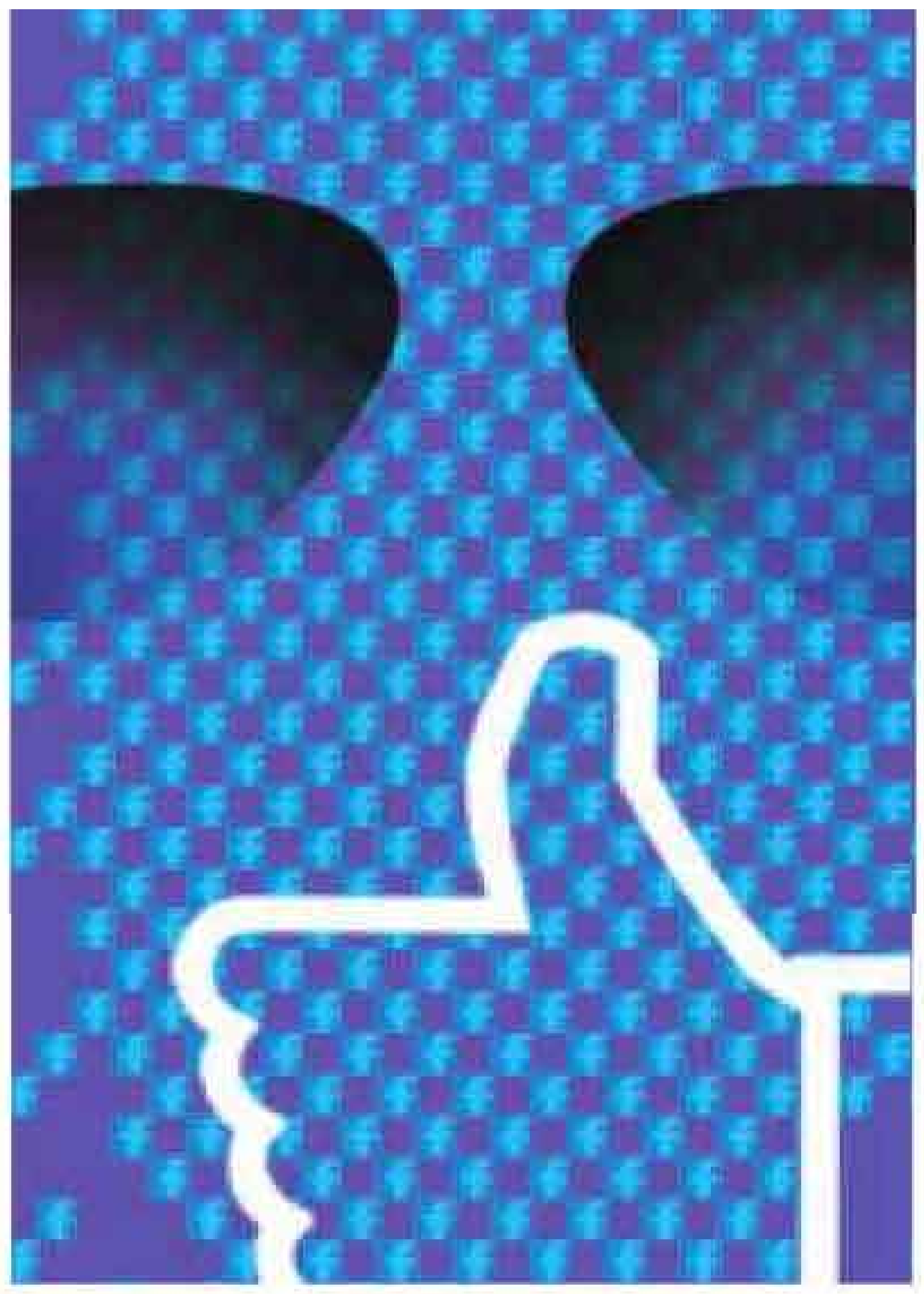
কুদঘাটের বিয়েবাড়িতে পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আমরা ঢুকলাম। মেন গেটের মুখে পারোদির সঙ্গে দেখা। সোজা অফিস থেকে বিয়েবাড়ি এসেছে। ও থাকে সল্টলেকে, বাড়ি যাওয়ার সময়ই পায়নি। সারাদিন অফিসে পরে ছিল বলেই হয়তো, বেগুনি তসরের শাড়িটা একটু মলিন। আমাদের দেখে হেসে বলল, 'কী হল, কপোত-কপোতী কোথা থেকে ঘুরে এত রাতে ঢোকা হচ্ছে?'
তারপর অমর্ত্যকে বলল, 'এই পাঞ্জাবিটাতে বড্ড ভাল দেখাচ্ছে তোমাকে। আমার বোনের পছন্দ নিশ্চয়ই?'
অমর্ত্য হেসে উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আমি মাঝপথে বাধা দিয়ে বললাম, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে অলরেডি। পরে কথা হবে পারোদি, ঠিক আছে?'
পারোদি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোরা ভেতরে যা। বিয়ে বসে গেছে। আমারও অতটা ফিরতে হবে। এগোই। চলি অমর্ত্য।'
আমি মনে-মনে জিভ ভেংচে বললাম, অমর্ত্যকে নিয়ে বাজে কথা বলে আবার ঢং দ্যাখো না!
অমর্ত্যর স্বভাবটাই চূড়ান্ত ভদ্রলোকের মতো। আমাকে মৃদু ভৎর্সনা করে বলল, 'একী তনু! এমনভাবে সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলতে আছে?' আমি কোনও জবাব দিলাম না। হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। খুব সাধারণ বিয়েবাড়ি। নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও বেশি হবে না। বিয়েবাড়িটা আসলে আয়তনে ছোট বলে ভিড়টা চোখে লাগছে। অফিসের সোমা মল্লিক আর রুদ্র মুখার্জীর সঙ্গে দেখা হল। রুদ্র এমনিতে ফোটোগ্রাফিতে খুব ইন্টারেস্টেড। আলপিন থেকে শুরু করে আকাশ, সবকিছুর ফোটো তোলে আর ফেসবুকে তুলে বিখ্যাত হওয়ার শর্টকার্ট খোঁজে। ওর দামি ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে দেখে বললাম, 'কী রে? তুই নেমন্তন্ন খেতে ক্যামেরা নিয়ে আসিস নাকি?'
রুদ্র ঠোঁট ওলটাল। বলল, 'আরে বিয়ের কনে আমাকে অন্তত পঞ্চাশবার ফোন করেছে। আমায় নাকি ফোটো তুলতে হবে। আমি ছবি তুললে ওকে যত গ্ল্যামারাস লাগে, তত অন্য কারও ছবিতে লাগে না। আমি বলে দিয়েছিলাম, সারাদিন এখানে আমি থাকতে পারব না। তাই শুধু সন্ধেবেলাটায় এসেছি।' ওরাই দেখিয়ে দিল বিয়েটা কোথায় হচ্ছে। আমি ভিড় ঠেলে গিয়ে দাঁড়ালাম ছাঁদনাতলার পাশে। সরি, আজকাল তো ছাঁদনাতলা থাকে না। খোলা আকাশের নীচে বিয়ে আর কোথায়?
হোমের আগুনের পাশে লাল বেনারসি পরে ডালিয়া বসে রয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমার আকর্ষণ অবশ্য ডালিয়ার বরটিকে দেখার। দেখলামও। বয়সটা একটু বেশি বলে মনে হয়, কিন্তু মোটের উপর ভালই চেহারা। বিয়ের আগুনের তাতে একটু বিরক্ত হয়ে রয়েছে বোধহয়! তাও কপালে ভাঁজ। অবশ্য বিরক্তির আর দোষ কী! বিয়েতে গাদাগাদা লোক যেভাবে হামলে পড়ে আর যে পরিমাণ হাঁকডাক হয়, তাতে ভ্রূকুঞ্চন স্বাভাবিক। ভারী সিল্কের শাড়ি পরে আমারই দম আটকে আসছিল ওই উত্তাপে, বরবউয়ের হবে না?
আমার পিছন থেকে অমর্ত্য ফিসফিস করে বলল, 'একের পর এক উইকেট পড়ছে। তুমি আউট না হয়ে একদিক ধরে রাখছ কেন বলো তো?'
আমি বললাম, 'মানে?'
'মানে, তুমি বেশি ভাল ব্যাট করে উইকেট দিচ্ছ না, কিন্তু এবার খেলাই শেষ হয়ে যেতে পারে।'
'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?' আমি চোখ পাকালাম।
'নিজে ভয় পাচ্ছি ডার্লিং। এবার বিয়েটা সেরে ফেলি চলো। এই তো ডালিয়াও আউট।'
'ডালিয়া আমার চেয়ে বড়।'
'তো? তুমি কি কচি খুকি? তাহলে যাও, বেবি কটে শুয়ে থাকো। লেট মি প্লে উইথ গ্রোন আপ উইমেন।'
আমি কনুইয়ের আলতো গুঁতো মারলাম অমর্ত্যকে। বললাম, 'বেশ। ঠিক তো? আমার তাহলে ছুটি?'
অমর্ত্য হেসে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'একদম ঠিক নেই। এসব বিয়েটিয়েতে এলে আমার কান্না পেয়ে যায়।'
'উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। এবার চুপ করো।' আমি ডালিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখে চোখ পড়তে অল্প হেসে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ডগা ঠেকিয়ে ওর দিকে তুলে ধরলাম। এভরিথিং অল রাইট!

বিয়ের পরে বিদেশ। আজকাল এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমর্ত্যকে বলতে হবে কথাটা। বিয়ে করতে পারি, অন ওয়ান কন্ডিশন। হনিমুনে ইতালি। কী? বড্ড এক্সপেনসিভ? তাহলে দুবাই? ওখানে কিচ্ছু দেখার নেই? তাহলে চিন। হ্যাঁ। অমর্ত্যকে এটাই বলতে হবে। চিনে চলো হনিমুনে।
তবে ডালিয়া হনিমুনে গেল সিঙ্গাপুর। ফেসবুক জুড়ে নবদম্পতির বিশেষ সব মুহূর্তের ছবিতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঝকঝকে রাস্তার ধারে শর্টস পরে দাঁড়িয়ে ডালিয়া ও সম্বিত। সিঙ্গাপুর আই পিছনে রেখে শর্ট ড্রেসে ডালিয়া। মারলায়নের সামনে হাত দিয়ে জল ছোঁয়ার ভঙ্গিতে সম্বিত। ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য সম্বলিত প্লেটের ছবি। নীল হলুদ ককটেল বা মকটেলের গ্লাস হাতে ওরা দু'জন। প্রতিটা ফোটোতেই আমাকে ট্যাগ করেছে ডালিয়া। আমি ছবিগুলো দেখে-দেখে মানানসই মন্তব্য করেছি। তো একদিন সকালে হোটেলের রুমের ব্যালকনিতে তোলা সানগ্লাস পরা ডালিয়ার একটা ছবিতে 'কেয়াবাত' লিখে পোস্ট করার পরেই আমার ডেস্কটপের চ্যাট উইন্ডোটা খুলে গেল। দেখলাম, ঋজুতা। আমার স্কুলের বন্ধু। অনেকদিন পাত্তা ছিল না। হঠাৎ ফেসবুকে ফিরেছে দেখছি। চ্যাট করতে চায়। সাবধানে পিছন ফিরে পারোদিকে দেখলাম। অফিসে চ্যাট করতে দেখলে সাংঘাতিক রেগে যায়। চ্যাটাং চ্যাটাং করে একগাদা কথা শোনাবে। অমর্ত্যকে নিয়ে বাজে কথা বলেছে, তা জানার পর পারোদিকে সহ্যই হয় না। আমার পাশের সিটেই বসে সূর্য। বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ওর দাদার কাছে বেড়াতে গিয়েছিল বাঙ্গালোর। দুয়েকদিন হল জয়েন করেছে। বেচারা ডালিয়ার বিয়েটা একেবারে মিস করেছে। আমি ওকে খোঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, বানিয়ে-বানিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিয়ের মেনুটা ওকে বলেওছিলাম, যাতে ওর একটু হিংসেটিংসে হয়। কিন্তু সূর্য আসলে কেমন যেন! খাওয়াদাওয়া বা মজা করায় আগ্রহ নেই। তার উপর ও বোধহয় ডালিয়াকে পছন্দ করত না। তাই আমাকে পাত্তাই দেয়নি। তবে আমার কথাটথা শোনে। হেল্প করে। এখন আমি ওকেই বললাম, 'অ্যাই, পারোদিকে আড়াল করে বোস তো।'
'কেন?' ও আমার স্ক্রিনের দিকে তাকাল।
'আবার চ্যাট করবি? কী এত কথা তোর?'
'আছে। তুই আড়াল কর না।'
সূর্য আড়াল করল। আমি চ্যাট বক্সটা খুলে দেখলাম ঋজুতা লিখেছে: কী রে? ডালিয়া নামে চিড়িয়াটা তোকে চিনল কী করে?
আমি খুব তাড়াতাড়ি টাইপ করলাম: তুই ডালিয়াকে চিনলি কী করে? আর এতদিন পর কোথা থেকে উদয় হলি?
ফেসবুকে অ্যাক্টিভ ছিলাম না, কিন্তু বেঁচে ছিলাম।
ডালিয়া আমার সঙ্গে কাজ করে।
হ্যাঁ, তাই দেখছি। তিনি ওখানে গিয়ে উদয় হয়েছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই চিনিস?
হাড়ে হাড়ে ভাল করে। আমার পিসতুতো দিদির সঙ্গে স্পোকেন ইংলিশ পড়াত। স্মার্ট ইনস্টিটিউটে। আমাদের বাড়ির কাছেই। রাসবিহারীতে। চিনিস তো?
চিনি। হ্যাঁ, পড়াত শুনেছি।
আমাদের বাড়িতেও এসেছে দিদির সঙ্গে।
কার সঙ্গে বিয়ে হল রে?
সম্বিত বলে একজন। গড়িয়ার। ব্যাঙ্কে কাজ করে।

পারোদি চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। আমি টপ করে ফেসবুক স্ক্রিন মিনিমাইজ় করে এক্সেল ওয়ার্কশিট খুলে ফেললাম। পারোদি ফাইলিং ক্যাবিনেটের দিকে গেল। সূর্য আমাকে বলল, 'ডালিয়ার বিয়ে নিয়ে এর এত ইন্টারেস্ট কেন? তোর বন্ধুর?'
'চেনে ওকে। তাই।' আমি পারোদির দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকালাম। এখনই উঠতে হল?
'আর তুই মুখ বেঁকাচ্ছিস কেন?'
পারোদি এবার ওয়াশরুমের দিকে গেছে। আমি সোজা সূর্যর দিকে ফিরে বললাম, 'জানিস পারোদি কী খারাপ? অমর্ত্য আর আমাকে নিয়ে কী বলেছে?'
'কী বলেছে?'
আমি উত্তেজিতভাবে সূর্যকে পুরোটা বললাম। সূর্য শান্তমুখে শুনল। তারপর বলল, 'শোন, আমি ভেবেছিলাম তোকে বলব না। কারণ কে কার নামে কী বলল, সেটা রিপিট করা ভাল স্বভাব নয়। তবে মনে হচ্ছে তোকে বলা উচিত। একদিন তুই ছুটি নিয়েছিলি, সেদিন ডালিয়া পারোদিকে গুজগুজ করে তোর নামে লাগাচ্ছিল। তোর ওই নাকউঁচু ভাব, মেজাজের ঠিক নেই, এসব। পুরো শুনতে পাইনি, কিন্তু যা কানে এসেছে, তাতেই বুঝেছি। অনেক কথা বলছিল। আমাকেও বলতে চাইছিল, কিন্তু আমি টিফিন করার নাম করে উঠে চলে গিয়েছিলাম।'
'অ্যাঁ!' আমি হতবাক। 'পারোদি তো কিছু বলেনি আমাকে।'
'সেটাই বলছি। এসব কেউ বলে নাকি?'
সূর্য শান্তভাবে ঘুরে কাজে লেগে গেল। আমি কয়েক মিনিট চুপ করে রইলাম। তারপর চ্যাট উইন্ডোটা খুলে দেখলাম। ঋজুতা লিখেছে: ওয়াও! সামওয়ান এল্স?
এল্স মানে?
আরে, ও তো প্রেম করত। উইথ আ ফেলো হু হ্যাড লঙ্গিশ হেয়ার।
লম্বা চুল?
আমি তো অবাক। যাকে দেখে ভীষণ প্রাচীনপন্থী মনে হয়, কনজ়ারভেটিভ মনে হয়, সে একটা লম্বাচুলো ছেলের সঙ্গে প্রেম করত?



ওদিতে ঋজুতা লিখছে: ইয়েস। ভেরি মাচ ইয়েস। আমি বেশি জানি না, কিন্তু ওর সঙ্গে ছেলেটাকে দেখেছি কয়েকবার। তবে সেই ছেলেটা ব্যাঙ্কে কাজ করে না, এ বিষয়ে আমি সিওর।

পারোদি ফিরে এসেছে। আমি উইন্ডো মিনিমাইজ় করে খুব মন দিয়ে কাজ করার ভান করতে লাগলাম। পারোদি দাঁড়াল। স্বাভাবিকভাবে যে গলায় কথা বলে, তার চেয়ে অন্যরকম গলায় বলল, 'তনুজা, কী সারাক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিস? ওসব করে কোনও লাভ হয় রে?'
আমি উত্তর দিতে গিয়েও থমকে গেলাম কারণ বুঝলাম, পারোদির চোখ আমি এড়াতে পারিনি। আমাকে বাঁচাতে কিনা কে জানে, সূর্য বলল, 'পারমিতাদি, এই মেলটা একবার দ্যাখো তো!'
আমি অপরাধবোধে ভুগতে-ভুগতে চ্যাট বন্ধ করে দিলাম। পরে ঋজুতার সঙ্গে কথা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। আমিও চ্যাটের সব অপশন বন্ধ রেখে কাটিয়ে দিলাম গোটা সপ্তাহটা।

সোমবারে হাসিহাসিমুখে একমাথা সিঁদুর পরে অফিসে এল ডালিয়া। প্রত্যেকের প্রশ্নের জবাবে লাজুক হাসল। শাঁখা-পলা-বালা-চুড়ি সহযোগে হাত নাড়িয়ে ঝমঝম শব্দ তুলল। অনেকেই মুখ লুকিয়ে হাসছিল ওকে দেখে। সূর্য গম্ভীরভাবে হ্যান্ডশেক করে অভিনন্দন জানাল। তারপরেই ডালিয়া আমার দিকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বলল, 'দেখলি?'
'কী?'
'আরে! ফোটোগুলো।'
'দেখলাম। হ্যাঁ রে, সম্বিত লোকটা কেমন? ভাল?' আমি দুষ্টু হাসি দিলাম।
'ঠিকঠাক।' ডালিয়া এমন মুখ করল যেন ক্যান্টিনের খিচুড়ির স্বাদ সম্পর্কে সার্টিফিকেট চেয়েছি। পরে ওকে এ নিয়ে চেপে ধরতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অ্যাই, ঋজুতা বসু বলে কাউকে চিনিস?'
'ঋজুতা? না তো!'
'রাসবিহারীতে থাকে। গুরুদ্বারের দিকটায়। মনে পড়ছে না? পেজ কাট চুল রে। নাকে নাকছাবি। ওর দিদির সঙ্গে তুই নাকি স্পোকেন ইংলিশ পড়াতি?'
ডালিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, 'ও। মউ না কী যেন নাম। সিটি কলেজে জুওলজি পড়ত?'
'হ্যাঁ। ডাকনাম মউ,' আমি খুশি হলাম, 'চিনতে পারছিস?'
'খুব চিনতে পারছি। তোর কে হয়?'
'স্কুলের বন্ধু। একসঙ্গে টুয়েল্‌ভ অবধি পড়েছি।'
ডালিয়া ভুরু সোজা না করেই বলল, 'মোস্ট দু'নম্বরি মেয়ে। বড্ড মিথ্যুক। শাশ্বতীদি, মানে ওর দিদি, নিজে আমায় বলেছে। তোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'
আমি ভড়কে গিয়ে বললাম, 'না, যোগাযোগ ঠিক নেই। ওই ফেসবুকে ফ্রেন্ড লিস্টে আছে।'
'আনফ্রেন্ড করে দে।'
'না, ওসব কেন? রোজ তো কথা হচ্ছে না? ও তো চেন্নাইতে থাকে এখন। চাকরি করে। কিন্তু ভাল মেয়ে ছিল রে। তোর ফোটোগুলোয় আমার কমেন্ট দেখে বুঝেছে তোকে আমি চিনি। তাই চ্যাটে বলছিল।'
'চ্যাট? পারো চ্যাটিং অ্যালাও করছে এখন?'
'অ্যালাও না। লুকিয়ে। কিন্তু সত্যি ঋজুতা....'
ডালিয়া চেয়ার সরিয়ে নিজের সিটে ফিরে যেতে-যেতে বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস করিস না। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ। ওই মউ, উলটোপালটা প্রেম করে, মাকে মিথ্যে বলে.... ছাড় ওসব কথা। ওকে বেশি ট্রাস্ট করিস না, ব্যস।'
আমি হতভম্ব হয়ে রইলাম। সেদিন দুপুরে আবার কথা পাড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু ডালিয়া ছুটি নিয়ে বরের সঙ্গে লাঞ্চ করতে গেল। কথা হল না।

যেটা হল, সেটা চিকেন পক্স। আমার। ছোটবেলায় হয়নি, এই সাতাশ বছর বয়সে আমি একেবারে কাত হয়ে পড়লাম। অর্থাৎ বেশ কয়েকটা দিন আমি গৃহবন্দি। খুব কষ্ট। কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেও হয়নি। চুপ করে পড়ে থাকতাম। ভুলে গিয়েছিলাম মোবাইল-টুইটার-ফেসবুক-গুগ্‌ল চ্যাট-হোয়াট্‌সঅ্যাপ ছাড়া জিন্দগী কা সফর কেমন হতে পারে। নতুন করে মনে পড়ল। খুব ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগতে লাগল একা-একা সময় কাটানো। আমি মোবাইলটাও পুরোপুরি অফ করে রেখেছিলাম। খেতেও কষ্ট হত। মায়ের মোবাইলে ফোন করত একমাত্র অমর্ত্য। তবে অমর্ত্যর ফোন এলেও কম কথা বলে কেটে দিতাম। গলার ভেতরে গুটি ওঠায় কথা বলতেও কী কষ্ট! অন্য কাউকে ফোন করার তো প্রশ্নই ওঠে না।
বাইরে বেরনোর ছুটি পাওয়ার দিনতিনেক পর অফিসে জয়েন করলাম। বেশ কিছুদিন পর চেনা জায়গায় ঢুকলে সবকিছু কেমন অচেনা ঠেকে। খতিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কী-কী পালটেছে, কী-কী আছে অপরিবর্তিত। প্রথমেই চোখে পড়ল, আমার ওয়ার্ক স্টেশনে কম্পিউটারের উপর বসানো পুতুল-পরিটা গায়েব। কে তুলে নিয়েছে কে জানে! আজ শরীরটা দুর্বল বলে বাবা আমাকে নিজের গাড়িতে অফিসে ড্রপ করে দিয়ে গিয়েছে। নিয়েও যাবে ছুটির সময়। তাই একটু আগেই অফিসে ঢুকেছি। তখনও কেউ আসেনি। সূর্যর জায়গাটা সুন্দর গোছানো। আমার টেবিলে বেশ কয়েকটা চিঠি আর নিউজ়লেটার ঢিপি হয়ে পড়ে আছে। পারোদি বোধহয় কাল পুরনো কাগজ ফেলে দিয়ে আলমারি খালি করেছে। ক্লিনিংয়ের দুটো ছেলে বড়বড় ডাস্টবিনে করে ম্যাগাজ়িন, কাগজ, ব্যবহৃত খাম নিয়ে যাচ্ছে। পারোদির নীল শালটা চেয়ারের উপর যত্ন করে ভাঁজ করে রাখা। আমার মনে হল, কতদিন পরে নিজের জায়গায় ফিরলাম। একটু শীত-শীত করছে। খালি ঘরে এসিটা কড়া মনে হচ্ছে। আমি ভাবলাম, আপাতত ডালিয়ার শালটা গায়ে দিই। কাল বাড়ি থেকে জ্যাকেট নিয়ে আসব। ডালিয়ার সিটের দিকে তাকিয়ে দেখি, শালটা চেয়ারের উপর নেই, যেমন থাকে। আমি তালাহীন ড্রয়ারটা খুললাম। সেখানেও শালটা নেই।
এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি, পিছন থেকে পারোদির গলা শুনলাম, 'ওয়েলকাম ব্যাক।'
আমি হাসলাম। 'এসে গেছি তোমাদের জ্বালাতে।'
পারোদি বলল, 'ফিট সার্টিফিকেট এনেছিস তো? তুই আর কী জ্বালাবি? জ্বালানোর অন্য লোক হয়েছে এখন।'
'কে?'
'ডালিয়া দে।' অনবধানবশত অন্ত্যমিল হয়ে গেল দেখে দু'জনেই হেসে উঠলাম।
তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে? ডালিয়া কী করেছে? কাজ করছে না?'
'তা না-করলে না হয় বোঝা যেত। কী যে করছে, কী যে ঘটছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'
'মানে? মানে?'
পারোদি যা বলল তা এইরকম। ক'দিন আগে হঠাৎ ডালিয়া সকালে পারোদিকে ফোন করেছিল। বলল, তার বরের সঙ্গে তুমুল গন্ডগোল লেগেছে। বর তাকে ডিভোর্স দিতে চায়। শুনে পারোদি তো হতবাক। একমাস যেতে-না-যেতে এ কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড! ডালিয়ার বর নাকি বিয়ের পরই মুম্বই ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে, তবে বছর খানেক পরে কলকাতায় ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। মুম্বই থেকেই সে ডালিয়াকে ফোন করে নানা হুমকি দিয়ে চলেছে।
'হুমকি?'
'আর বলিস না। সে নাকি ডালিয়ার সব গোপন কথা জেনে ফেলেছে।'
'গোপন কথা! আছে নাকি?'
পারোদি ক্লান্তমুখে বলল, 'কী জানি রে! সম্বিত নাকি ডালিয়ার ইমেল আর ফেসবুক পেজ হ্যাক করেছে। তারপর পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিয়েছে। আর বলছে, ডালিয়ার পুরনো মেল থেকে কীসব তথ্য সে আবিষ্কার করেছে। ডালিয়ার নাকি আগে একটা ছেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার ছিল, খুব ঘনিষ্ঠ অ্যাফেয়ার। সেসব জানতে পেরে সম্বিত শক্ড। সে মনে করে, ডালিয়া তাকে ঠকিয়েছে। তাই সে ডিভোর্স চায়।'
আমি ফুঁসে উঠে বললাম, 'সেকি! আগে কার কী অ্যাফেয়ার ছিল, তার জন্য আজ জবাবদিহি করতে হবে কেন?'
পারোদি বলল, 'সেটা ঠিকই বলেছিস। তবে কী জানিস, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কথার দামটাও তো দেখতে হবে।'
'ডালিয়ার কথার দাম নিয়ে প্রশ্ন করছ তুমি পারোদি? ও কেন মিথ্যে বলতে যাবে?'
'মিথ্যে বলছে কিনা আমি জানি না তনু। কিন্তু একটা ব্যাপার তোকে বলছি। প্রথমে যখন ফোন করল, আমাকে বলল, ওর বর ওর প্রতি মিথ্যে অভিযোগ করছে। বলছে ওর নাকি একাধিক অ্যাফেয়ার ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে এরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে যে, সে কি পাগল? আমি বরং ওকে বললাম, একটুও না দমে জবাব দিতে। মাথা নিচু না-করতে। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ ও নিজেই আবার বলল, একটি বিশেষ ছেলের নাম করে ওকে চার্জ করছে। আমি বললাম, "কে সে? তুই কি তাকে চিনিস?" ও বলল, "তন্ময় বলে একটা ছেলে। আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।" আমি কিছু বলিনি তখন।
'আমার কিন্তু খটকা লাগল। দু'বার দু'রকম কথা কেন? তারপর অফিসে এসে আমাকে বলল, সত্যিই ওই তন্ময় ছেলেটার সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। অল্প কিছুদিনের। কিন্তু ছিল।'
ততক্ষণে সূর্য এসে গেছে। বলল, 'পারোদি, সেটা বলো। প্রথমে শুনলাম ওর বর ওর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করেছে। তারপর শুনলাম, না, ও হনিমুনে গিয়ে প্রেমবশত নিজেই নাকি সেটা বরকে দিয়েছিল। তাই ভাবি, একজন ব্যাঙ্কারের পক্ষে পাসওয়ার্ড বের করা বা অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা কি এতটাই সোজা?'
আমি মনে-মনে ভাবলাম, না, না, ডালিয়া নিশ্চয়ই সবকিছুর সঠিক এক্সপ্ল্যানেশন দিতে পারবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কেমন আছে এখন? অফিসে আসবে তো?'
'কাল পর্যন্ত আসেনি বটে, বাপের বাড়িতে ছিল। মানসিক অশান্তি, বেরতে পারেনি। তার উপর সম্বিত নিজের পরিবারে সব জানিয়ে দিয়েছে সকলকে। সম্বিতের মা ডালিয়ার মাকে ফোনে যাচ্ছেতাই করে কথা শুনিয়েছে। কিন্তু আমি কাল বুঝিয়েছি ওকে। বলেছি, বাড়িতে বসে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না। আজ আসবে জানিয়েছে। যেদিন ফোন করেছিল, সেদিন এসেছিল। মাঝে অ্যাবসেন্ট। আজ আসবে বলেছে।' পারোদির গলা, আমার মনে হল, নিরুত্তাপ।

ডালিয়া একটু দেরি করে ঢুকল। নীলসাদা চুড়িদার কামিজ় পরে, চোখের তলায় কালি। আমাকে দেখে কাষ্ঠহাসি হাসল। বলল, 'কেমন আছিস?'
আমি বললাম, 'তুই কেমন আছিস বল। পারোদির কাছে শুনলাম সব।'
ডালিয়া মুখ বেঁকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'সকলকে বলে বেড়াচ্ছে তো? আমি জানতাম। অফিসে জনে-জনে বলবে।'
সূর্য বলল, 'না ডালিয়া, সকলকে বলেনি। কেউই জানে না। শুধু তনুজা তোর খুব বন্ধু বলে ওকে বলেছে। তোর বিপদের কথা বলবে না?'
ডালিয়ার ফোনটা বেজে উঠেছে। ও তাড়াতাড়ি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বাইরে করিডোরে চলে গেল। আমি সটান ঘুরে নিজের কম্পিউটারে ফেসবুক চ্যাটে ঢুকলাম। ঋজুতা, আছিস তুই? আছিস? আমি ঋজুতাকে সিলেক্ট করে লিখলাম:
আর ইউ অনলাইন?
তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি। উত্তর দে। প্লিজ় উত্তর দে।
আমার মতো রুগ্ন মেয়ের আবেদনে ঠাকুর সাড়া দিয়ে থাকবেন। ঋজুতা উত্তর দিল:
আয়্যাম দেয়ার বেবি। প্রেজ়েন্ট প্লিজ়।
এতকাল ছিলি কোথা?
চিকেনপক্স রে। শোন না, সেই ডালিয়ার ব্যাপারটা মনে আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন ডালিয়া?
আরে, আমার সঙ্গে কাজ করে। তুই সেই ফোটো দেখে জিজ্ঞেস করলি না?
ও! মিসেস মিস্ত্রি?
কী?
ওকে আমরা ডাকতাম। সে অনেক কথা। আমি লিখলাম: তোর ফোন নম্বরটা দে। কুইক। কথা বলব।

না, সেই লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটা ব্যান্ডে গান গায় না। রাসবিহারীর কাছে ওর একটা মোটর পার্ট্সের দোকান আছে, গাড়ি মেরামতিও হয় সেখানে। ওর সঙ্গেই ডালিয়া ঘোরাফেরা করত। খুলে বলেনি কখনও, দু'জনের কী সম্পর্ক কিন্তু সকলেই জানত। সেইজন্যই ঋজুতারা ওকে মিসেস মিস্ত্রি বলে ডাকত। মজা করে। সেই ছেলেটার টানেই নাকি ডালিয়া রাসবিহারীতে চাকরি নিয়েছিল। মোটর মেকানিক টাইপের একটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে তুমুল অশান্তি কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করেই ডালিয়া চালিয়ে যাচ্ছিল।
ঋজুতা গলা নামিয়ে বলল, 'আর একটা কথা জানিস? ওকে বলিস না প্লিজ়।'
'বলব না। তুই বল।'
'ডালিয়া তো নিজে ভাল স্টুডেন্ট। ওদের কলেজ থেকে টুর হত। তখন ও চুপিচুপি ছেলেটার সঙ্গে মিট করত। কলকাতার বাইরে। অনেকবার বাড়িতে ভুল ইনফর্মেশন দিয়ে ওর সঙ্গে বাইরে বেড়াতেও গিয়েছে। আমি জানি। শাশ্বতীদিও জানে।'
আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী রে! ওকে দেখে তো মনে হয় না।'
'যাদের দেখে মনে হয় না, তারাই ওসব বেশি করে।'
আমি বললাম, 'দ্যাখ, প্রেম করাটা তো অপরাধ নয়। অ্যাডাল্ট মেয়ে, যা মনে হয়েছে, করেছে।'
ঋজুতা বলল, 'এগ্রিড। আমিও মনে করি না ওটা ভুল। কিন্তু আসলে ছেলেটাকে যেভাবে ডাম্প করল, সেটা আমার খারাপ লেগেছে।'
'কী করে?'
'আরে, আমি তো দেখিনি, শুনেছি। শুনেছি পাড়ায়, দিদিদের বন্ধু-সার্কলে। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড অপমান করে ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেয়। বলে, বিট্টু ছেলেটা অশিক্ষিত, গাড়ির মিস্ত্রি! কী করে সে ভাবল ডালিয়ার মতো শিক্ষিত, অ্যাকমপ্লিশড মেয়ে ওকে সিরিয়াসলি নেবে বা পাত্তা দেবে! এসব বলে মিস্টার মিস্ত্রিকে খুব কথা শোনায় তোদের ওই মিসেস মিস্ত্রি!' হেসে ফ্যালে ঋজুতা।
আমি চুপ। ঋজুতা বলে, 'শুনছিস তো? আছিস লাইনে?'
'হ্যাঁ।'
'ওই পুরো ব্যাপারটা আমার আনফেয়ার লেগেছে। ও কি জানত না বল, ওর লাভারের লেখাপড়া বা কাজকর্ম সম্পর্কে? বিট্টু তো দোকান বন্ধ করে কয়েকমাস উবেই গিয়েছিল। তারপর বোধহয় আবার দোকান খুলেছে।'
খোলসা করে জেনে নেওয়ার ইচ্ছেয় আমি বলি, 'কিন্তু ছেলেটা, তোদের বিট্টু, কি সত্যিই অশিক্ষিত? তাহলে ডালিয়া ওর সঙ্গে এতদিন....'
'না, না। লেখাপড়া শিখেছে। ওই টেনেটুনে বিএ পাশ হবে হয়তো। গাড়ি সারানোর দোকানটা ওদের পারিবারিক দোকান। সেখানে বিট্টু ছোটবেলা থেকে কাজ করে। এখন ও-ই চালায়।'
'ডালিয়ার সঙ্গে আলাপ কোথায়?'
'কে জানে! তবে শোন, ছেলেটা কিন্তু দেখতে ভাল। কেতা করে লম্বা চুল রেখেছে, জামাকাপড়ে বাহার আছে। হালকা স্টাব্‌ল, বড় বড় চোখ। লম্বা। তোর-আমার ভাষায় যাকে সেক্সি বলে।'
আমি হঠাৎই রেগে গিয়ে বললাম, 'তোর ভাষায় বলে। আমার ভাষায় না।'
ঋজুতা একটুও না-দমে বলল, 'ঢপ দিস না গুরু। ভাল দেখতে ছেলে দেখলে বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে কিনা, বল?'

আমি লাইন কেটে দিলাম। ফোনটা আমি করিডোরে গিয়ে করছিলাম। ডালিয়ারও বোধহয় আবার ফোন এসেছে। বাইরে এসেছে। আমি নিজের ফোনটা কেটে ভেতরে ঢুকব, আমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা। ডালিয়া আমার হাতটা ধরল। টেনে নিয়ে গেল একটা কোনায়। বলল, 'শোন কী বলছে আমার বর।'
আমার কানের কাছে ফোনটা তুলে ধরে একটা হেডফোন আমার কানে গুঁজে দিল, একটা নিজের কানে। তারপর ফোন রিসিভ করল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও আগাম আলোচনা ছাড়াই এভাবে অন্য কারও ডায়ালগে কান পাতা খুব খারাপ। ওদিক থেকে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'তুমি আমাকে এভাবে ঠকালে? এভাবে? আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনদিন ঘুম হয়নি আমার। রোজ মনে হয় ব্যাপারটা আসলে মিথ্যে। তারপর বুঝি, সত্যি। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে আমার। তুমি আমাকে জানালে না যে একটা ছেলের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল? আমি তো কাল জানতে পেরেছি, হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানতে পেরেছি, যে তোমার একবার অ্যাবরশানও হয়েছিল। বলো, তুমি কী বলবে বলো।'
ডালিয়া বলল, 'আমি আর কী বলব? তুমি কি আমার কোনও কথা শুনবে?'
'না, শুনব না। তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি কাল কলকাতায় ফিরে তোমার অফিসে যাব, সকলকে গিয়ে বলব তুমি কীরকম খারাপ মেয়ে।'
'তোমার যা খুশি করো। এমনিতেই তো সকলকে জানিয়েছ।'
'তোমার অফিসে তোমার মাথা হেঁট না করলে তোমার উচিত শিক্ষা হবে না। এবার সেটাই করতে হবে আমায়।'
লাইনটা কেটে গেল। ডালিয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।
আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'এসব কী করে হল?'
ডালিয়া মুখ তুলে তাকাল। চোখের কোনে রাগ। ঝাঁঝিয়ে বলল, 'শুনেছিস তো সব। জানিস তো। কেন জিজ্ঞেস করছিস রে? আমি মরতে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম। মেলেরও। সেখান থেকেই শুরু। আমার সব মেল ও খুলে দেখেছে।'
'কী দেখেছে? কী ছিল তোর মেলে? ও যা বলছে সেসব কি সত্যি?'
'না, সব সত্যি নয়....'
'তাহলে তুই প্রতিবাদ করলি না কেন, ডালিয়া? কেন বললি না যা-তা অভিযোগ না আনতে? তুই এসব সহ্য করছিস কেন?'
'কী করব রে? বলছে, ডিভোর্স করে দেবে। তারপর দেখে নেবে, আমার যাতে আর কোনওদিন বিয়ে না হয়!'
'বিয়ে নিয়ে ভাবছিস তুই? এ কি অষ্টাদশ শতক? এখন বিয়েতে কী-ই বা এসে যায়?'
'সে তুই বলতেই পারিস তনু। তোর তো কোনও প্রবলেম নেই। চাইলেই বিয়ে হয়ে যাবে। আমার জায়গায় পড়লে এসব বলতে পারতি না! লাখলাখ টাকা খরচা করে বাপ-মা বিয়ে দিয়েছে, এখন একমাসের মাথায় ডিভোর্স করে দিলে হবে?' হঠাৎ কড়া হয়ে ওঠে ডালিয়ার গলা, 'আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারা বন্ধ কর। আমি জানি পারো আমাকে আসতে বলল কেন! তুই-ই বা আজই জয়েন করলি কেন! আমাকে ডেকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবি বলে, তাই তো? আমি তা হতে দেব না!'
ইয়ারপ্লাগটা আমার কান থেকে টান দিয়ে খুলে নিয়ে হনহন করে চলে যায় ডালিয়া। আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর অন্য ডিপার্টমেন্টের দু'চারজনের ডাক উপেক্ষা করে ঢুকে পড়ি নিজের ডিপার্টমেন্টে। পারোদি আর সূর্য দাঁড়িয়ে। সামনে ব্যাগ কাঁধে ডালিয়া। পারোদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বলছে। পারোদি উত্তর দিতে-না-দিতে আমাকে অগ্রাহ্য করে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ডালিয়া।
পারোদি রাগত মুখে বলল, 'দেখলি? কারণ ছাড়াই কত কথা বলে গেল? এরকম ইনসাবর্ডিনেশন আমি মোটেই সহ্য করব না। ভেবেছেটা কী? ওর বাড়িতে প্রবলেম, তাতে আমরা কী করব?'
আমি ধরা গলায় বললাম, 'কী বলল?'
'বলল, আমরা নাকি মজা দেখার জন্য ওকে ডেকে এনেছি। হ্যাঁ, আমাদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই! সিমপ্যাথি দেখালে যদি ভাবে টিজ় করছি... বয়ে গেছে আমার। নিজেকে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট ভাবাটা তোদের রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর যেদিন আসবে, সেদিন আচ্ছা করে ঝাড় দেব। সবকিছুর একটা নিয়ম আছে।' পারোদি সত্যিই খচে গিয়েছে।

ডালিয়া আর অফিসে এল না। আমি পরদিন সকালে ওকে মোবাইলে ফোন করতে গিয়ে দেখলাম, ফোন সুইচ্‌ড অফ। আমি আর সূর্য তবু বারবার চেষ্টা করে গেলাম। ফোন পাওয়া গেল না। মেসেজ পাঠালাম, ডেলিভারি হল না। হোয়াট্‌সঅ্যাপ করলাম। কোনও সাড়া নেই।
সূর্য বলল, 'কী রে? মেয়েটা উবে গেল নাকি? কোনও সাড়া নেই!'
আমিও তো তাই ভাবছি। ওর বরের কলকাতায় ফেরার কথা ছিল না? তার ফলেই কি ডালিয়ার স্তব্ধতা আরও ঘনীভূত?
দু'দিন এমনভাবে কাটার পর সকালে অফিসে ঢুকতেই আমার ফোনটা বেজে উঠল। অচেনা নম্বর।
ওদিক থেকে এক বয়স্ক মানুষের গলা, 'মা, তুমি কি তনুজা বলছ?'
'হ্যাঁ। আপনি?'
'আমি ডালিয়ার বাবা।'
আমি তাড়াতাড়ি সূর্যকে হাতের ইশারা করে ডাকলাম, ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে বললাম, ডালিয়ার বাবা।
ওদিকে উনি বলেই চলেছেন, 'তোমরা কি ডালিয়ার খবর কিছু জান?'
'না, আমরা কিছু জানি না মেসোমশাই, ওর ফোন তো বন্ধ। আমরাও চিন্তা করছি, ও কোথায়?'
'সেদিন অফিস থেকে তো আর বাড়ি ফেরেনি। ওর মাকে ফোন করে বলেছে, ও শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। শাশুড়িকে সব বোঝাতে। না হলে হয়তো বম্বেই চলে যাবে। তোমরা তো জান...'
আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'জানি। কিন্তু তারপর?'
'তারপর ফোন বন্ধ। কোনও খবর নেই। ওর শ্বশুরবাড়িতেও গিয়েছিলাম আমরা। শাশুড়ি বললেন, ডালিয়া মোটেই সেখানে যায়নি। প্রতিবেশীরা বললেন, ওঁরাও দেখেননি। ওঁদের অন্যান্য আত্মীয়রাও নাকি কিছু জানে না। কী করি আমি এখন?' বৃদ্ধের গলা ভাঙাচোরা শোনাল, 'আমার মেয়েটার কী হল বলো তো? আমার তো ভয়.... বেঁচে আছে তো? জামাইয়ের যা রাগ! যেভাবে গালাগাল করছিল!'
'জামাইয়ের মোবাইলে ফোন করেছিলেন?'
'ধরছে না। অনেকবার করেছি। আচ্ছা, তুমি বলো, কেউ সব পুরনো চিঠিচিঠি বিয়ের পরও রেখে দেয়? ডালিয়ার কি মাথা খারাপ?'
আমি বললাম, 'না, আসলে পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড বলে....'
'আরে, মেয়ে যে নিজেই সেই মোটর মেকানিকটাকে পাসওয়ার্ড বলে দিয়েছে! সে সুযোগ নেবে না? সে-ই তো জামাইকে ফোন করে বলে দিয়েছে সব। আমার কপালটাই খারাপ। ডালিয়ারও মতিভ্রম। নাহলে.... মিস্ত্রির সঙ্গে আমি এম এ পাশ মেয়ের বিয়ে দিতে পারি, বলো? এদিকে সে তো পাগল! তাকেই বিয়ে করবে। কিছুতেই বোঝে না। কী যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যে গেছি আমি আর ওর মা....' ভদ্রলোক বোধহয় শোকে দুঃখে কাকে কতটা বলবেন, সে বোধ হারিয়েছেন।
আমি কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলেছে আপনার জামাইকে? কে পাসওয়ার্ড দিয়েছে?'
'ওই ছেলেটা। ওই হারামজাদা মেকানিকটা। আবার কে? ওকে নাকি ডালিয়াই আগে পাসওয়ার্ড দিয়েছিল। সব শেয়ার করত, আর কী। সে-ই তো ফোন করেছে আমার জামাইকে। বম্বেতে।'
'সে কী করে সম্বিতের নম্বর জানল?'
'কে জানে! আমি কি পুলিশে খবর দেব, মা? তোমার কী মত? মেয়েটাকে খোঁজা তো দরকার।'
'সে আপনি দিতে পারেন,' আমি বলি, 'কিন্তু লাভ কি কিছু হবে?'
ডালিয়া আর কোনওদিনও অফিসে এল না। ওর ফোন নম্বরে খোঁচা মারাও আমরা বন্ধ করে দিলাম।

দু'মাস পর। আমার বিয়ের আগের দিন। আইবুড়ো ভাতে আমার সব বন্ধুদেরই বলা হয়েছে। যে যেখানে ছিল, সকলকেই নেমন্তন্ন করেছি আমি। বিয়ে যখন করছিই, ভাল করে করব। কোথাও ফাঁকি রাখব না। সকলে এসে গিয়েছে। মা ডাকছে, অনুষ্ঠান শুরু হবে এখনই। এমন সময় পিছন থেকে কেউ আমার চোখদুটো চেপে ধরে বলল, 'বল তো কে?'
আমি জোরে হাতদুটো ছাড়িয়ে নিয়ে পিছন ফিরে দেখি, ঋজুতা!
'চেন্নাই থেকে চলে এলি? জানাসনি তো?' আমি বললাম।
'সারপ্রাইজ়। আর তোকে অভিনন্দন। ছুটি নিয়েছিলাম, তোর বিয়ের সময়টা ম্যাচ করে গেল। যাক, তোর হাবির ফোটো দেখা। দেখি, কেমন দেখতে। তোকে বিয়ে করতে দেব না আগেই ভাগিয়ে নিয়ে কেটে পড়ব?' ঋজুতার বেশি কথা বলার অভ্যাসটা গেল না।
এটা ওটা বলার পর ঋজুতা বলল, 'মিসেস মিস্ত্রিকে বলিসনি? সে কই? ভাবলাম দেখা হবে।'
আমি বললাম, 'ছাড় তো। ওর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই নেই। আনঅথারাইজ়ড অ্যাবসেন্সের জন্য ওকে টারমিনেট করেছে চাকরি থেকে।'
ঋজুতা চোখ গোলগোল করে বলল, 'কাঁকুড়গাছিতে থাকিস বলে কি সাউথের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করবি?'
'মানে?'
'আরে, মিসেস মিস্ত্রি তো আমাদের পাড়ায় যায় মাঝে-মাঝে। অবশ্য ওরা এখন বেহালায় থাকে।'
'কারা?'
'বিট্টু অ্যান্ড ডালিয়া। তুই জানিস না?'
আমি হাঁ হয়ে বললাম, 'না তো।'
'আমিও জানতাম না। শাশ্বতীদিই বলল। ওর সেই আগের বরের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করেছিল বিয়ের পর, সেখান থেকে ভাল অ্যামাউন্ট পেয়েছে শুনলাম। তবে কত, তার কোনও প্রুফ নেই। এদিকে নিজেই বিট্টুকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল। বরটা বেচারা.... শুনছি নাকি ও এখন প্রেগনেন্ট।'
আমি তখনও হাঁ করে বললাম, 'বর ছেড়ে দিল?'
'সে এসব ঝামেলা রাখতে চায়? গিভ সাম মানি, গেট এ মিউচুয়াল, এটাই তো শুনলাম করেছে। ভাবছি, আমিই একবার তার সঙ্গে দেখা করি, বম্বে শিফট করে যাব দরকার হলে। ছেলেটা বোধহয় ভাল, বুঝলি? বিয়েই করে নেব। আমি হয়ে যাই মিসেস ব্যাঙ্কার,' হা-হা করে হাসে ঋজুতা।
আমি হতভম্ব হয়েও শেষ প্রশ্নটা করি। 'বিট্টুর আসল নামটা জানিস?'
'জানতাম না। সেদিন জানলাম। ওর দোকানের সামনে নতুন সাইনবোর্ডে লেখা আছে। প্রোঃ তন্ময় পাত্র।'
আমি একটা শব্দ শুনে ঘুরে দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে পারোদি বিস্ময়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে। শুনেছে তাহলে!
অলংকরণ: অমিতাভ চন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



অকুপেশনাল থেরাপি

দৈনন্দিন 'অ্যাক্টিভিটি'র মাধ্যমে রোগব্যাধির সমাধান। সুফল পাচ্ছেন শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই। অকুপেশনাল থেরাপি সম্বন্ধে জানাচ্ছেন ডা. সীমা চহ্বণ। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

ছোট্ট ঈশানকে মনে আছে? 'তারে জ়মিন পর' সিনেমাটিতে ছোট্ট ঈশান লার্নিং ডিসঅর্ডারে ভোগে। কিন্তু কেউ তার এই সমস্যাটা বুঝতে পারে না। স্কুলের ইঁদুর দৌড়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকা ঈশানের উপর জমতে থাকে মা-বাবা-আশেপাশের লোকজনদের প্রত্যাশার চাপ। প্রাণান্তকর অবস্থায় স্বাভাবিক শৈশবটাই তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যদি না নিকুম্ভ স্যর এসে পড়তেন! শুধু ঈশান নয়, আমাদের আশেপাশের অনেক শিশুই এমন অনেক সমস্যায় ভোগে যার সমাধানে শুধু ওষুধ, ডাক্তার আর সার্জারি যথেষ্ট নয়। শুধু শিশুরাই নয়, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরাও বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ক্লিষ্ট হয়ে ওই নিকুম্ভ স্যরের মতো কাউকেই খোঁজেন। শুধু যে পোস্ট সার্জিকাল রিহ্যাবিলিটেশন, ক্যানসার বা অন্য কোনও অসুখে ভোগার পরে নিজেকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জই নয়, কোনও মানসিক আঘাত বা ডিপ্রেশনের থেকে বেরিয়ে আসার জন্যও অকুপেশনাল থেরাপি খুব সাহায্য করে। অনেকদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগে, ঝুড়ি ঝুড়ি ওষুধ খেয়ে, একাধিক ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে সুরাহা তো হল, কিন্তু এরকম বড়সড় ধাক্কা আপনাকে মানসিকভাবে প্রায় কয়েক যোজন পিছিয়ে দেবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। মানসিকভাবে 'কামব্যাক' করার জন্যও একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। শুধু সিনেমার পর্দায় নয়, নিকুম্ভ স্যরেরা কিন্তু বাস্তবেও আছেন, আর তাঁরা আজকে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক—সকলের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকুপেশনাল থেরাপি কী

ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপির মতোই একধরনের প্যারামেডিকাল থেরাপি হল অকুপেশনাল থেরাপি। অকুপেশনাল থেরাপির মূল উদ্দেশ্য হল 'রিহ্যাবিলিটেশন', রোজকার সাধারণ কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনা। একজন সদ্যোজাত শিশু থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি, যে কেউ এই থেরাপির সুফল পেতে পারেন। কোনও অসুখ বা বড় কোনও অপারেশনের পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অকুপেশনাল থেরাপি অনেকের ক্ষেত্রেই খুব কাজে আসে।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে

বেশ কিছু বছর আগেও অকুপেশনাল থেরাপিস্টদের কাজের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকত পোলিও আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা। তবে পোলিও দেশ থেকে নির্মূল হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যাটি এঁদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিশুদের সেরিব্রাল পলসি, অটিজ়ম, ডিসলেক্সিয়ার চিকিৎসা করা হয় অকুপেশনাল থেরাপির সাহায্যে। হাইপারঅ্যাক্টিভ বাচ্চাদের মা-বাবারাও আসছেন অকুপেশনাল থেরাপিস্টদের কাছে। বাচ্চাদের পছন্দের বিভিন্ন কাজকর্ম করতে দেওয়া হয়, প্রয়োজনে এক্সারসাইজ়ও করতে দেওয়া হয়। মনঃসংযোগ বাড়ানোর উপরে জোর দেওয়া হয়। বাচ্চাদের হাতের লেখা ভাল করতে থেরাপি খুব সাহায্য করে। সোশাল স্কিলস গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। বাগান করা, নিজে নিজে খাওয়া, পছন্দের খেলনা নিয়ে খেলা করা, হাঁটা ইত্যাদির মতো সহজ কাজকর্মের মাধ্যমেই সারিয়ে তোলা হয় এক একটি সমস্যা। ইন্দ্রিয়র সাহায্যে পারসেপশন-এর ক্ষমতা বাড়ানো হয়। যেমন একটা সাদা ছবি, সেখানে কোন কোন জায়গায় রং করতে হবে সেটা ওদের করতে দেওয়া হয়, আবার হয়তো নানা রকমের বক্স বিল্ড আপ করতে দেওয়া হয়। খেয়াল রাখা হয়, যাতে সব কাজের মধ্যে যেন কো-অর্ডিনেশন থাকে। বাচ্চাদের হাত ও চোখের কাজের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন বাড়ানোর জন্যে নানা রকমের খেলার মধ্যে অংশগ্রহণ করানো হয়--- যেমন হিট আ টার্গেট, বল খেলা, ব্ল্যাকবোর্ড থেকে লেখা কপি করা ইত্যাদি। প্রতিদিনের কাজ যেমন স্নান করা, ব্রাশ করা, জামাকাপড় পরা, নিজে খাওয়ার মতো ব্যাপারগুলো যাতে বাচ্চারা নিজেরা করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে

পূর্ণবয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে নার্ভের কোনও সমস্যায়, বিশেষ কোনও সার্জারির পরে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরতে অসুবিধে হলে, বড় কোনও দুর্ঘটনা বা স্ট্রোকের পরে প্যারালিসিস হলে, বয়সজনিত কারণে স্বাভাবিক কাজকর্মে অসুবিধে হলে লাইফ সাপোর্টিং স্কিলসের প্রয়োজন হয়। স্কিৎজ়োফ্রেনিয়া বা বাইপোলার ডিজ়অর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও কাজে আসতে পারে এই থেরাপি। অটিস্টিকদের জন্য থাকে ডে রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম যাতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাঁদের আদানপ্রদান বেশি হয়। অ্যাক্সিডেন্টের পর যদি কোনও রোগীর প্রস্থেটিক লিম্বের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাঁকে তাঁর জন্য পুরোপুরি তৈরি করার দায়িত্বও কিন্তু থেরাপিস্টেরই। প্রস্থেটিক লিম্ব কীভাবে ব্যবহার করবেন, সেটাও শেখানো হয়। 'অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্স'-এর ওপর জোর দেওয়া হয়। একজন অসুস্থ মানুষকে যদি বোঝানো হয় যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা বা



> অকুপেশনাল থেরাপির মূল উদ্দেশ্য হল 'রিহ্যাবিলিটেশন', রোজকার সাধারণ কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনা।

নিজে নিজে বাসে চড়ার মতো কাজগুলো করলে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবেন, তাহলে তিনি এগুলো করতে উৎসাহিত হবেন। অফিসে যাওয়া, চেয়ারে বসে কাজ করা, বাথরুমে গিয়ে স্নান করার মতো রোজকার কাজের মধ্যে দিয়েই অকুপেশনাল থেরাপি তার নিজের লক্ষ্যে পৌঁছয়। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাতায়াত করতে সক্ষম করে তোলাও এই থেরাপির অঙ্গ। একজন রোগীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাঁর চেনাজানা অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করা হয়। প্রাথমিকভাবে একজন থেরাপিস্ট তাঁকে এই কাজগুলো করতে সহায়তা করতে পারেন। মাঝেমধ্যে তাঁদেরকে কোনও বিশেষ যন্ত্র দেওয়া হয় যাতে তাঁরা কাজগুলো নিজে নিজেই করতে পারেন। বিশেষ 'অ্যাডাপ্টিভ ডিভাইস' ব্যবহার করা হয়--- যেমন পেনসিল ধরার জন্যে কোনও হ্যান্ড ডিভাইস, সবজি কাটার জন্য বা রুটি তৈরির জন্যে রোলিং পিন ইত্যাদি। হুইলচেয়ারের সাহায্যও নেওয়া হয়। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টও এই থেরাপির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্যানসার রোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও এটি



AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য করে। রোগীদের মধ্যে কনফিডেন্স আনা জরুরি। মেন্টাল ট্রমার ক্ষেত্রে ব্রেন অ্যানালিসিস করা হয়। যদি প্রফেশনাল প্রেশারের ফলে ডিপ্রেশন হয়, তাহলে তাঁর কাজের ধরনে কিছু পরিবর্তন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী দু'সপ্তাহ



এই থেরাপি কখন প্রয়োজন

- শিশুদের সেরিব্রাল পলসি, অটিজ্‌ম, ডিসলেক্সিয়ার মতো সমস্যাগুলির চিকিৎসা করা হয় অকুপেশনাল থেরাপির সাহায্যে।
- বড়দের ক্ষেত্রে স্কিৎজোফ্রেনিয়া বা বাইপোলার ডিজ়অর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও কাজে আসতে পারে অকুপেশনাল থেরাপি।
- দুর্ঘটনার পরে কোনও রোগীর প্রস্থেটিক লিম্বের দরকার হলে, তাকে মানসিক ওব্যবহারিকভাবে প্রস্তুত করার দায়িত্বও অকুপেশনাল থেরাপিস্টের।
- নার্ভের অসুখেও এই থেরাপি কার্যকর।

থেকে কয়েকমাস পর্যন্ত এটি চলতে পারে। অবজার্ভেশনে থাকাকালীন থেরাপিস্ট রোগীর রেসপন্স দেখে ফিডব্যাক দেন।

যোগাযোগ: chavan.seema@gmail.com

মডেল: মিশমী, তনিস্কা, সোনালি
মেক-আপ: সন্দীপ নিয়োগী, **ফোন:** ৯৮৩০১৩৬৫৩৪
পোশাক: ওয়েস্টসাইড, ক্যামাক স্ট্রিট, **ফোন:** ২২৮১৭৩১২
লোকেশন: ক্লাব ইকোভিস্তা বাই কনক্লেভ
ফোন: ২৫৬৯৩৮০০/৩৮১২
ছবি: সুপ্রতীক চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
98300 12297

প্রতিমা বিউটি পার্লার (মহিলাদের জন্য)
সুলভে ফেসিয়াল, হেয়ার স্পা, বডি স্পা, ফুট-স্পা, স্কীন ট্রিটমেন্ট, ক্রিয়েটিভ কাটিং, তত্ত্ব ও কনে সাজানো হয়।
একই ছাদের তলায় A.C. যোগা ও জিমের সুব্যবস্থা আছে।
অভিজ্ঞ বিউটিশিয়ান দ্বারা বিউটিশিয়ান কোর্স, মেহেন্দী, তত্ত্ব ও কনে সাজানো শেখানো হয়। পরবর্তী কোর্স শুরু আগামী মাস থেকে।
কালীঘাট, দূরভাষ : ০৩৩-২৪৬৪ ২৫৯৫, ৯৪৩৩২ ৭৪১৩০

Counselling may help you
offers a safe place to explore problems with a counsellor trained to help
• Family issues • Anger • Relationships • Low self esteem • Stress at work • Lack of confidence • Feeling depressed • Panic & Anxiety • Career issues • Feeling "Stuck" • Life changes • Marital problems • Alcohol / Drug abuse
CALL : 8335967635

খাঁটি গুঁড়ো মশলার সেরা কথা !!
যাত্রী® গুঁড়ো মশলা
ডিস্ট্রিবিউটার এর জন্য যোগাযোগ করুন।
রান্না ঘরের অতি পরিচিত যাত্রী গুঁড়ো মশলা
• Haldi • Chilli • Jeera • Dhania • Golmarich • Garam Masala • Meat Masala
JATRI® spices
M/s Bharati Manufacturer & Traders
Garia, Kolkata - 152
Phone : 9883182024 / 9477086501

Ophelia
Avail Summer Cool Package & Exciting Offer on bridal
We specialise in :
• Complete Skin Treatment • All kinds of Hair Treatments • Body Spa & Polishing • Hair Spa • Hair Styling • Party Make-over
2, Andul Raj Road, Kolkata - 700026
Near Uttam Manch, Contact : 9830456040

K. C. Nag Study Circle
Tution for all subjects all boards
• MOCK TEST • EXAM PREPARATION
Admission open for 2014 session
P-21A, Old Ballygunge Road, Kolkata 700 019
Ph. : 9

DEEKSHA INSTITUTE / 9831547576
Govt. Regd.
সংবাদ পাঠ ও টিভি সঞ্চালনা ৬ মাস
টিভি সাংবাদিকতা ৮ মাস
মেকআপ আর্টিস্ট কোর্স ৫ মাস
অভিনয়-মডেলিং, ওয়েস্টার্ন ডান্স ৮ মাস
ফিল্ম ডিরেকসান/সিনেমাটোগ্রাফি ১১/৪ মাস
ভর্তি চলছে
বয়স ১৬-৬০
Our faculties
আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা ডিডি বাংলা, ২৪ ঘন্টা, স্টার জলসা, জিটিভি, ইটিভি বাংলা, টেলিফিল্ম, সিনেমায় কর্মরত
Terrace, Golpark, Kol-29

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদকাহিনি বয়স বাড়তে বাড়তে চল্লিশের কোঠায়। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কমবেশি সব মহিলারই ওজন বাড়ার একটা প্রবণতা থাকে। এরসঙ্গে দেখা দেয় অন্যান্য আরও শারীরিক সমস্যা। ওজন কমিয়ে সুস্থ থাকতে রইল বিশেষ ডায়েট প্ল্যান ও ফিটনেস রেজিম। সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

পার্শ্বরচনা বাসনপত্র থেকে মশলাপাতি— হেঁশেলের সব দরকারি জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রইল কয়েকটি কিচেন স্টোরেজ আইডিয়া।



ডায়েট ১ প্রেগনেন্সিতে সঠিক খাওয়া-দাওয়া।

ডায়েট ২ আলু খেলে কী ওজন সত্যিই বাড়ে? বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

ওয়র্কিং ওম্যান অফিসের ক্রাইসিস সিচুয়েশনে ওয়র্কিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা।

ফিটনেস স্ট্রেস কমাতে বিশেষ এক্সারসাইজ়।

স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়ার কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা নিয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।







বাচ্চার স্বাস্থ্য গরমে বাচ্চার ফুড পয়জ়নিং ও ডায়রিয়ার মোকাবিলায় চিকিৎসকের পরামর্শ।

আপনার ছেলেমেয়ে আপনার বাচ্চা কী পেনসিল চিবোয় বা দাঁত দিয়ে নখ কাটে? বাচ্চার এই সমস্ত বদভ্যেস কাটানোর পরামর্শ।

বেড়ানো নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাক্ষী হতে ডুয়ার্সের হলং ও রায়মাটাং-এর কয়েকদিন।

ফ্যাশন ১ সুইমওয়্যারের এক্সক্লুসিভ কালেকশন।

ফ্যাশন ২ ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০১৪- এর বিশেষ কিছু মুহূর্ত।

রান্নাবান্না ১ গরমে লেবুর রস দিয়ে রাইস, চিকেন, চিংড়ি ও পুডিংয়ের রেসিপি।

পোষা জীবজন্তুদের নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বিভাগ। উত্তর দেবেন ডা. গৌতম মুখোপাধ্যায়। প্রশ্ন পাঠান sananda@abp.in-এ।

রূপ গরমে চুল ভাল রাখার বিশেষ পরামর্শ।

অন্দরমহল বিলাসবহুল অন্দরসাজ নিয়ে প্রতিবেদন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



With Harpic's Automatix range of cleaners, maintaining toilet hygiene becomes an automatic habit for everyone. All one has to do is flush as usual, and all the cleansing and deodorizing happens on its own.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

SANANDA NABOBORSHO 15 APRIL 2014 REGISTERED KOL RMS/234/2013-2015,RNI NO.44046/86 INR 70.00



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~